শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার

স্মারক

২০০৪

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পড় তোমার প্রভূর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

–আল কুরআন

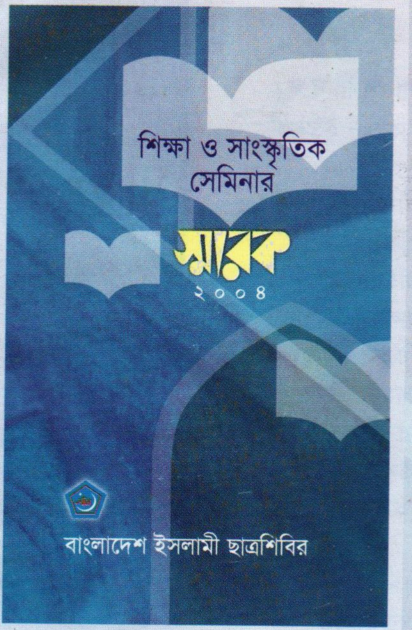

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার স্মারক ২০০৪

১৮ ও ১৯ আগস্ট '০৪

বি সি আই সি মিলনায়তন, ঢাকা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

উৎসর্গ

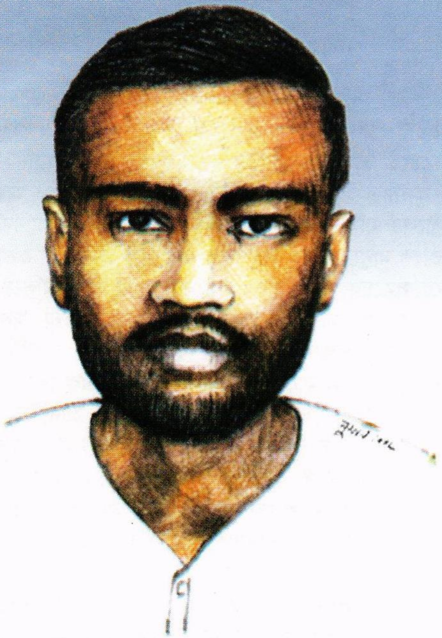

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ

শহীদ আব্দুল মালেকসহ

যাঁদের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হল এ বাংলার সবুজ জমিন

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ সে সমস্ত শহীদদের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

দুনিয়ার সকল শিক্ষাবিদই এ বিষয়ে একমত যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র গঠন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের যে কয়েকটি প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে তার কোনটিতেই এ উদ্দেশ্য সফল হয়নি। দুঃখজনক তো বটেই ১৯৭২ সালের কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৯ সালের অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি এবং ১৯৮৮ সালের মফিজুদ্দিন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়িত হতে পারেনি শুধুমাত্র এদেশের অধিকাংশ মানুষের চিন্তা-চেতনার আলোকে প্রণীত না হওয়ার কারণে।

পরিবর্তন হয়েছে সময়ের গতিধারার। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে শিক্ষানীতিরও। এদেশের মানুষ চেয়েছে তাদের চিন্তা-চেতনা, মন-মানস এবং বিশ্বাস ও মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে। সেই কোটি মানুষের স্বপ্ন পূরণের সিপাহসালার শহীদ আবদুল মালেক। তিনি নিজে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ছাত্র হিসাবে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শিক ভিত্তি যদি সঠিকভাবে নির্ধারিত না হয় তাহলে সে শিক্ষাব্যবস্থা জাতিকে আগামী দিনের কাঙ্ক্ষিত নাগরিক ও নেতৃত্ব সরবরাহ করতে ব্যর্থ হবে। এ কারণেই ১৯৬৯ সালের ২রা আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "নিপা" বা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শিক ভিত্তির ওপর যুক্তি ও তথ্য-নির্ভর বক্তব্য রেখেছিলেন শহীদ আবদুল মালেক।

ইসলামী শিক্ষার পক্ষের জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য তদানীন্তন ডাকুসর উদ্যোগে ১৯৬৯ সালের ১২ই আগস্ট আরেকটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শহীদ আবদুল মালেক তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন ছাত্র ইসলামী শিক্ষার পক্ষে আলোচনায় অংশগ্রহণের দাবি জানালো, কিন্তু তাদের সে দাবি প্রত্যাখ্যান করা হলো। সভায় এক পর্যায়ে ছাত্র ইউনিয়নের (মস্কোপন্থী) একজন নেতা ইসলাম সম্পর্কে চরম আপত্তিকর বক্তব্য রাখলে শহীদ আবদুল মালেকের নেতৃত্বে ছাত্রদের একটি অংশ প্রতিবাদ জানায়। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদের আক্রোশ গিয়ে পড়লো তাদের ওপর। আক্রমণ করা হলো শহীদ আবদুল মালেক ও তার সাথীদের ওপর।

অনির্ধারিতভাবে সভা শেষ হলে শহীদ আবদুল মালেক ও তার কয়েকজন সঙ্গী-সাথীদের ওপর রেসকোর্স ময়দান– বর্তমান সোহরাওয়ার্দী ময়দানে হামলা চালানো হলো। রড ও ইট দিয়ে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়। পৈশাচিক এ হামলায় ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ আবদুল মালেক ১৫ আগস্ট ১৯৬৯ সালে শাহাদাতের অমিয় পেয়ালা পান করেন। নৈতিকতাবিবর্জিত ধর্মহীন শিক্ষানীতি নয়, ইসলামী শিক্ষানীতিই এদেশের জন্য প্রয়োজন– এই তাগিদকে সামনে রেখেই ইসলামী ছাত্রশিবির শহীদ আবদুল মালেকের স্মৃতিবিজড়িত ১৫ আগস্টকে ইসলামী শিক্ষাদিবস হিসাবে প্রতি বছর পালন করে আসছে।

ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়ন, শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ তুলে ধরার জন্য দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, বরেণ্য বুদ্ধিজীবী ও ইসলামী চিন্তাবিদদের নিয়ে ইতিমধ্যে ১৯৭৮, ১৯৮৮, ১৯৯৭ সালে জাতীয়ভাবে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সালে ১৮ ও ১৯ আগস্ট শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনার একটি সুন্দর শিক্ষানীতি ছাড়াও অপসংস্কৃতির ডামাডোল মাড়িয়ে প্রাণবন্ত ও মননশীল একটি সাংস্কৃতিক দিকনির্দেশনা তুলে ধরতে সক্ষম হয়।

বর্তমান সংকলন সেই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারেরই একটি জীবন্ত কার্যবিবরণী। ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রয়াসী পাঠকসহ সর্বস্তরের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে এই সেমিনার স্মারক-গ্রন্থটি সামান্য সহায়ক ভূমিকা রাখলেও আমাদের এই শ্রম ও প্রচেষ্টাটুকু সফলতায় রূপ নেবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমীন।

www.pathagar.com

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার স্মারক ২০০৪

সম্পাদনা পরিষদ
আলমগীর মুহাম্মদ ইউসুফ
জাহিদুর রহমান
আলাউদ্দীন শিকদার
আজিজুর রহমান
কামরুল আহসান হাসান
দিদারুল আলম মজুমদার
জিএম শফিকুল ইসলাম
মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া
জিল্লুর রহমান
এম ইউসুফ আলী
মোঃ আব্দুর রব

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০০৪

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণে
ডন প্রিন্টিং প্রেস
পুরানা পল্টন, ঢাকা।

শুভেচ্ছা মূল্য
৫০ টাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৪৮/১-এ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
ফোন : ৯৫৫০৫৩৮, ৯৫৬৬৪৪০

www.pathagar.com

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়	৪	
স্বাগত ভাষণ	৭	কেন্দ্রীয় সভাপতি
শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামী রূপ	১৩	অধ্যাপক গোলাম আযম
Philosophy Of Education	৩০	Principal Dewan Md. Azraf
শিক্ষার আদর্শ	৩৬	সৈয়দ আলী আহসান
Islamic Education Movement Recent History and Objetives	৪৭	Shah Abdul Hannan
চিকিৎসা বিদ্যার ইসলামীকরণ	৫৪	ডা. মোঃ গোলাম মোয়াযযাম
বর্তমান অবস্থার কৃষি শিক্ষার ইসলামীকরণ	৭১	প্রফেসর তাজুল ইসলাম
ইসলামে নারী শিক্ষা	৮৪	মোহাম্মদ আবুল কালাম পাটোয়ারী
Islamization in Higher Education An Integrated Approach	৯৯	M. Zohurul Islam FCA
উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা	১০৮	অধ্যাপক এ.এফ.এম. আবদুর রহমান
ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার ইসলামী দৃষ্টিকোণ	১১২	অধ্যাপক আ. ন. ম. নূরুল করিম
ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত দক্ষ জনসম্পদ তৈরির শিক্ষানীতি	১২০	আবদুস শহীদ নাসিম
Islamization of education in the primary and the secondary levels in the perspective of Bangladesh	১৬৭	Sk. Sobdar Ali
কাল পরিক্রমায় ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা	১৭২	মুহাম্মদ শামীমুল বারী
ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ শহীদ আব্দুল মালেকের কথা	১৮৩	শাহাদাত হোসেন
Function And Role of Education	১৮৭	Edited

সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ ও প্রবন্ধের উপর আলোচনা

আমাদের সংস্কৃতি ঃ আমাদের ঐতিহ্য	২০২	আ.জ.ম. ওবায়েদুল্লাহ
আলোচনা	২১৭	
নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঃ আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব	২৩৭	সালেহ উদ্দিন জহুরী
আলোচনা	২৪৫	
দক্ষ জাতি গঠনে প্রয়োজন কর্মমুখী শিক্ষা	২৭৭	আবদুল কাদের মোল্লা
আলোচনা	২৮৫	
নৈতিকতা নির্ভর ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা সময়ের অনিবার্য দাবী	৩২১	অধ্যাপক আবু জাফর
আলোচনা	৩২৮	

পরিশিষ্ট

এক নজরে বিগত সময়ের শিক্ষানীতি ও কমিশন রিপোর্ট	৩৫৮
এক নজরে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ২০০৩-এর কিছু দিক	৩৬৮
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার '০৪ এর সুপারিশমালা	৩৭৩
বিগত শিক্ষা সেনিনারসমূহের সুপারিশ	৩৭৮
এ্যালবাম	৩৮৯

www.pathagar.com

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার

পঠিত প্রবন্ধমালা ও আলোচনা

এক. সাংস্কৃতিক সেমিনার ঃ ১৮ আগস্ট '০৪

প্রবন্ধ ১. আমাদের সংস্কৃতি ঃ আমাদের ঐতিহ্য –আ.জ.ম. ওবায়েদুল্লাহ ২০২

আলোচক
- মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ২১৭
- মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ২২৫
- আবদুল মান্নান তালিব ২২৯
- নূরুল ইসলাম বুলবুল ২৩১
- মজিবুর রহমান মনজু ২৩৪
- জাহিদুর রহমান ২৩৬

প্রবন্ধ ২. নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঃ আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব –সালেহ উদ্দিন জহুরী ২৩৭

আলোচক
- কবি আল মাহমুদ ২৪৫
- শাহ আবদুল হান্নান ২৪৬
- শাহজাহান চৌধুরী এম.পি ২৫২
- প্রফেসর ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান ২৫৫
- এ. টি. এম আজহারুল ইসলাম ২৬৩
- অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ২৬৮
- আবুল কাশেম মিঠুন ২৭৩

দুই. শিক্ষা সেমিনার ঃ ১৯ আগস্ট '০৪

প্রবন্ধ ৩. দক্ষ জাতি গঠনে প্রয়োজন কর্মমুখী শিক্ষা –আবদুল কাদের মোল্লা ২৭৭

আলোচক
- ড. এম. ওসমান ফারুক ২৮৫
- প্রফেসর ড. এম. ইউসুফ আলী ২৯২
- প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান ২৯৭
- প্রফেসর ড. এম. নজরুল ইসলাম ৩০৩
- আব্দুস শহীদ নাসিম ৩০৮
- মাওলানা যাইনুল আবেদীন ৩১৩
- জিল্লুর রহমান ৩১৮

প্রবন্ধ ৪. নৈতিকতা নির্ভর ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা সময়ের অনিবার্য দাবী –অধ্যাপক আবু জাফর ৩২১

আলোচক
- প্রফেসর ড. এম. ইউসুফ আলী ৩২৮
- প্রফেসর ড. এম. উমার আলী ৩৩৩
- মীর কাশেম আলী ৩৩৫
- মিয়া গোলাম পরওয়ার এম.পি ৩৪০
- প্রফেসর ড. এম. নজরুল ইসলাম ৩৪৭
- আবুল আসাদ ৩৫০
- মতিউর রহমান আকন্দ ৩৫২

www.pathagar.com

স্বাগত ভাষণ

মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন
কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, প্রাজ্ঞ প্রাবন্ধিকগণ এবং সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আমি সর্বপ্রথমেই সেই মহান রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি শহীদি কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী শিক্ষা ও সংস্কৃতির মত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠান আয়োজনের সুযোগ দান করেছেন। দরূদ ও সালাম সেই প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যার প্রদর্শিত পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপে ইসলামের পতাকাকে সমুজ্জ্বল করার সুদৃপ্ত শপথে এগিয়ে চলেছেন ছাত্রশিবিরের লাখো নিবেদিত তরুণ প্রাণ। প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির আমাদের এই প্রাণপ্রিয় সবুজ বাংলাদেশের জমিনের প্রতিটি ইঞ্চিতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বদা নিবেদিত। আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাসহ প্রতি কাঙ্ক্ষিত আন্দোলনেই ছাত্রশিবির তার যথাযথ ভূমিকা রেখে চলেছে। তারই ধারাক্রমের অংশবিশেষ এই সেমিনার। বর্তমান প্রেক্ষিতে সেমিনারের নির্বাচিত বিষয় দু'টি জাতীয় পর্যায়েও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে ভালোবেসে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনাদের মূল্যবান সময় ও শ্রমকে কুরবানি করে সেমিনারে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে যে অনুপ্রাণিত, আশান্বিত ও উৎসাহিত করেছেন, এজন্য সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

একবিংশ শতাব্দীর আজকের বিশ্বে শিল্প বিপ্লব এবং রেনাসাঁর মধ্য দিয়ে ইউরোপ আধুনিকতা এবং উন্নয়নের পথে একটি মাইলফলক অর্জন করেছে। যদিও এই বস্তুগত উন্নয়ন সার্বিক বিষয়ে balance-এর পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন নয় এবং ইউরোপীয় বস্তুগত

www.pathagar.com

চাকচিক্যের অন্তরশূন্যতা আজকে প্রকট তবুও তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি কাঙ্ক্ষিত বিষয়। আমরা আমাদের আজকের অবস্থান থেকে যদি উন্নয়ন প্রেক্ষিত বিবেচনা করি যে, কোন খাতটি থেকে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা শুরু করা উচিৎ। নিঃসন্দেহে উত্তরটি হবে শিক্ষাখাত। একটি কার্যকর, আদর্শ এবং মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা ব্যতীত বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও উন্নয়নের পথে অগ্রযাত্রায় সক্ষম একটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কাজেই এই শতাব্দীতে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসাবে আমাদের ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার বর্তমান কল্যাণকামী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হওয়া দরকার।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ঔপনিবেশিকতার দায়ভার বহন করে চলেছে। স্বাধীনতার ৩৪ বছর পেরিয়ে গেলেও আমাদের জাতীয় কোন শিক্ষানীতি নেই। শিক্ষায় মূল্যবোধের সঙ্কট এমন একটি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, আগামী প্রজন্মের চিন্তাধারা ও জীবন পদ্ধতি আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিশ্বাসকেই প্রশ্নবিদ্ধ করবে।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী

কোনো জাতির মনন গঠনে শিক্ষা-দর্শনের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ জীবন দর্শন মূলত শিক্ষা-দর্শনের ওপরই নির্ভরশীল। কেননা জীবন দর্শনের ভেতরেই মানুষ খুঁজে ফেরে তার জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব। কিন্তু জীবনের সকল দিকের জিজ্ঞাসার জবাব ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবন-দর্শনে নেই। ইসলাম তথা আল কুরআনই মানুষের সকল জীবন জিজ্ঞাসার নিখুঁত এবং নির্ভুল জবাব দানে সক্ষম। সূরা আল ফুরকানের ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেছেন : "ওরা তোমার কাছে এমন কোনো সমস্যা উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি।"

মহাকবি জন মিলটন শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে বলেছেন "Education is the harmonious development of body, mind and soul." অর্থাৎ দেহ, মন ও আত্মার সুমসন্বিত উন্নয়নই শিক্ষা।

যেহেতু জীবন দর্শন ভেদে শিক্ষাদর্শনও ভিন্ন হয়, সেই কারণে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষাদর্শনেই মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিহিত নেই। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে এখনও যে শিক্ষানীতি প্রচলিত আছে, সেটাও কোনোক্রমেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিশেষত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে অন্য সকল দিকে যোগ্য করে তোলার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা গেলেও, তার প্রবাহে থাকে সেক্যুলারিজমের প্রচ্ছায়া। অন্যদিকে ধর্মীয় শিক্ষালয় থেকে আধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে যোগ্য শিক্ষার্থী বা কর্মী বেরিয়ে আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। একটি দেশে শুধু শিক্ষানীতিতে ও শিক্ষাদর্শনে প্রভেদ থাকার কারণে এ ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। আমরা মনে করি, আমাদের শিক্ষানীতিও শিক্ষাদর্শন হতে হবে আল কুরআনভিত্তিক। যেখান থেকে একই সাথে একজন শিক্ষিত দক্ষ ব্যক্তি যেমন বেরিয়ে আসবেন, সেই সাথে বেরিয়ে আসবেন একজন প্রকৃত খাঁটি মুসলমানও। যিনি আত্মিক, আধ্যাত্মিক, জাগতিক ও

www.pathagar.com

পারলৌকিক– সকল ক্ষেত্রেই তার যোগ্যতার ছাপ রাখতে সক্ষম হবেন। বলা বাহুল্য, একমাত্র কুরআনভিত্তিক শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষানীতিই কেবল পারে এমন দক্ষ ও যোগ্য লোক তৈরি করতে। সুতরাং শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে আল কুরআনের কাছেই। এর কোনো বিকল্প নেই, থাকতে পারে না। আমরা তেমনি একটি ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সরকারের কাছে প্রত্যাশা করছি।

সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি

শিক্ষায় পাশাপাশি সংস্কৃতির বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা জানি, আর্যরা ইরান থেকে ভারতে প্রবেশের পর রাজনৈতিক বিজয়ের সাথে সাথে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিজয় লাভের জন্যও মরিয়া হয়ে ওঠে। 'বাংলাদেশ সংস্কৃতি কমিশনের' অভিমতে- "আর্যরা ভারতবর্ষে আগমন করেছিল একটি নতুন সংস্কৃতি নিয়ে। সমগ্র উত্তর ভারত তাদের করায়ত্ত হয়েছিল। তাদের প্রভাব ও অহমিকায় ভারতবর্ষে একটি নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল। তারা আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছিল সকল জাতিকে। যে জাতি তাদের এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা বনজাতি।"

শুধু এখন নয়, অতীতেও যে হতে পারে সাহস ও আত্মমর্যাদার উপমা– সেই প্রমাণ রেখে গেছে আমাদের অতীত ইতিহাস। আমরা তার গর্বিত উত্তরাধিকার। কিন্তু প্রশ্ন জাগতেই পারে যে, আজকের দিনে, বর্তমান দেশীয় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের সেই স্বকীয় ঐতিহ্যের গৌরবগাঁথার আর কিইবা অবশিষ্ট আছে?

সত্য বটে, আকাশ ও মিডিয়া অপসংস্কৃতিতে বাংলাদেশ এখন অসমান। শহর থেকে গ্রামের ছোট্ট কুঁড়েঘর পর্যন্ত– কোনো গৃহ কিংবা কেউই রক্ষা পাচ্ছে না এই অপসংস্কৃতির বিষাক্ত ছোবল থেকে। এতে করে আমাদের পরিবার, সন্তান, পরিবেশ বায়ু দূষণের চেয়েও অনেক বেশি দূষিত হয়ে উঠছে। গ্রাস করছে আমাদের হাজার বছরের লালিত ঐতিহ্য, মূল্যবোধ এবং সুস্থ সংস্কৃতির বিশাল আকাশ। অপসংস্কৃতির এই করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পাবার জন্য কোটি মানুষ ও পরিবার এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু মুক্তির উপায় কি? আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে রয়েছে ব্যাপক ধোঁয়াশা। রয়েছে আমাদের বিশ্বাস এবং কর্মে সুবিশাল পার্থক্য। কখনো মনে হয় সংস্কৃতি বিষয়টিই আমরা সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারিনি। কিংবা কেমন হতে পারে আমাদের সংস্কৃতি, এর প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য কি? বিষয়টি কিঞ্চিৎ জানা যাক 'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' গ্রন্থ থেকে। এখানে সংস্কৃতির মূল আবেদনটি উঠে এসেছে। এজন্য বিষয়টি তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। এখানে বলা হয়েছে :

"ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হচ্ছে পার্থিব জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা। অর্থাৎ এই যে, এই দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা সাধারণ সৃষ্ট বস্তুর মতো নয়, বরং তাকে এখানে বিশ্ব প্রভুর তরফ থেকে প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে একটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত হিসেবে আপন স্রষ্টা ও মনিবের সন্তুষ্টি অর্জন করা মানব জীবনের স্বাভাবিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে একটি

www.pathagar.com

আল্লাহ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ।
দ্বিতীয়ত শুধু আল্লাহকেই আদেশ ও নিষেধকারী, আইন ও বিধানদাতা, বন্দেগি ও আনুগত্য লাভের যোগ্য মনে করা এবং নিজের যাবতীয় ক্ষমতা-ইখতিয়ার সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বিধানের অধীন করে দেয়া। তৃতীয়ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পদ্ধতিগুলো জানা।
চতুর্থত আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের সুফল ও অসন্তুষ্টি বিধানের কুফল অবহিত হওয়া।"

(পৃষ্ঠা : ২৬০)

ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য কি? এ সম্পর্কে ব্যক্ত করা হয়েছে সুস্পষ্ট মন্তব্য :
"এই সংস্কৃতির [ইসলামী সংস্কৃতির] মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের [আখিরাতের সাফল্যের] জন্য প্রস্তুত করা। এই সংস্কৃতির দৃষ্টিতে এই সাফল্য অর্জন বর্তমান জীবনের মানুষের নির্ভুল আচরণের ওপর নির্ভরশীল। চূড়ান্ত ফলাফলের দৃষ্টিতে কোন কোন কাজ উপকারী, আর কোন কোন কাজ অপরকারী তা নির্ণয় করা মানুষের সাধ্যাতীত, বরং আখিরাতের ফায়সালাকারী আল্লাহই তা ভালোভাবে অবহিত। এই কারণেই এই সংস্কৃতি জীবনের সকল বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করারও নিজের কর্ম-স্বাধীনতাকে আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য মানুষের কাছে দাবি জানায়। অনুরূপভাবে এই সংস্কৃতি হচ্ছে দীন ও দুনিয়ার মহোত্তম সমন্বয়। একে প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে ধর্ম নামে আখ্যায়িত করা চলে না। এ হচ্ছে একটি ব্যাপক জীবনব্যবস্থা যা মানুষের চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক কাজ-কর্ম, সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা-সামাজিকতা সব কিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত। আর এইসব বিষয়ে যে পদ্ধতি ও আইন-বিধান আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তারই নাম দীন ইসলামী বা ইসলামী সংস্কৃতি।" [পৃষ্ঠা : ২৬৩]

ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস হচ্ছে- "ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে কোনো ব্যক্তি এই সত্যটি স্পষ্টত উপলব্ধি করতে পারবে যে এর মাঝে যতোদিন পূর্ণাঙ্গ অর্থে সত্যিকার ইসলাম ছিলো ততোদিন এটা একটি নির্ভেজাল বাস্তব সংস্কৃতি ছিলো। এর অনুবর্তীদের কাছে, দুনিয়া ছিলো আখিরাতের কৃষিক্ষেত্র স্বরূপ। তারা দুনিয়ার জীবনের প্রতি মুহূর্তকে এই ক্ষেত্রটির চাষাবাদ, বীজবহন ইত্যাদি কাজে ব্যয় করবারই চেষ্টা করতেন যাতে আখিরাতের জীবনে বেশি পরিমাণে ফসল পাওয়া যায়। তারা বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের মধ্যবর্তী এমন এক সুষম ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় দুনিয়াকে ভোগ-ব্যবহার করতেন অন্য কোনো সংস্কৃতিতে যার নাম নিশানা পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্লাহর খিলাফাতের ধারণা তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে পুরোপুরি লিপ্ত হতে এবং তার কায়কারবার পূর্ণ তৎপরতার সাথে আঞ্জাম দিতে উদ্বুদ্ধ করতো এবং সেই সঙ্গে দায়িত্ববোধ ও জওয়াবদিহির অনুভূতি তাদেরকে কখনো সীমা লঙ্ঘন করতে দিতো না। তারা আল্লাহর প্রতিনিধি [খলিফাহ] হিসেবে অত্যন্ত আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন ছিলেন। আবার এই ধারণাই তাদেরকে দাম্ভিক ও অহঙ্কারী হওয়া থেকে বিরত রাখতো। তারা সুষ্ঠুভাবে খিলাফতের [প্রতিনিধিত্বের] দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি পার্থিব জিনিসের প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে যে সকল জিনিস দুনিয়ার ভোগাড়ম্বরে আচ্ছন্ন করে মানুষকে তার

www.pathagar.com

দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে ভুলিয়ে রাখে তার প্রতি তাদের কোনোই আসক্তি ছিল না। মোটকথা, দুনিয়ার কায়কারবার তারা এইভাবে সম্পাদন করতেন যে তারা এখানে চিরদিন থাকবে না। এই ভোগাড়ম্বরে মশগুল হওয়া থেকে এই ভেবে বিরত থাকতো যে সাময়িক কিছুদিনের জন্য তারা এখানে বসতি স্থাপন করেছে মাত্র।"

উদ্ধৃতির সমাপ্তি টানছি এটুকু জানিয়ে যে, "পরবর্তীকালে ইসলামের প্রভাব হ্রাস ও অন্য সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় মুসলমানদের চরিত্রে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বৈশিষ্ট্য আর বাকি রইলো না। এর ফলে তারা পার্থিব জীবন সম্পর্কে ইসলামী ধারণার যা কিছু বিপরীত তার সব কিছুই করলো। তারা বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত হলো। বিশাল বিশাল ইমারত তৈরি করলো। গানবাদ্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও চারুকলার প্রতি আকৃষ্ট হলো। সামাজিকতা ও আচার পদ্ধতিতে ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীত ব্যয়বাহুল্য ও আড়ম্বরে অভ্যস্ত হলো। রাষ্ট্র-শাসন, রাজনীতি ও অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অ-ইসলামী পন্থা অনুসরণ করলো।"

[পৃষ্ঠা ৪৫, ৪৬]

আফসোসের কথা, আজ বিশ্বের নতমুখী মুসলিম সংস্কৃতি কোনোভাবেই আর নির্ভেজাল থাকছে না। ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, অভ্যাসে কিংবা স্বার্থ চিন্তায়– যে কোনো কারণেই হোক না কেন আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করেছে বহুমুখী অপসংস্কৃতি। এর মধ্যে শিরকের মত মারাত্মক বিষয়-আশয়ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমুপস্থিত। সুতরাং কোনো মুসলিম সমাজ, দেশ ও গোষ্ঠী সেই সংস্কৃতির লালন কিংবা অনুসরণ যাই করুক না কেন এটা যে ইসলামী সংস্কৃতি কিংবা এর দূরবর্তী কোনো অর্থবোধক বিষয়ই নয়– সেটাও আমাদের বুঝতে হবে। অবস্থাদৃষ্টে এটাই বিশ্বাসযোগ্য হবার সমূহ কারণ রয়েছে যে আজকের মুসলিম সমাজ অমুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে এক ধরনের অলিখিত সন্ধি কিংবা সমঝোতায় পৌঁছেছে। এক্ষেত্রে যিনি যতই কারণ এবং আবশ্যকতা তুলে ধরুন না কেন, যত প্রকার যুক্তি ও ব্যাখ্যা পেশ করুন না কেন– ইসলাম তার সিদ্ধান্তে অনড় এবং সুদৃঢ়। সূরা আল কাফিরুন-এ ইসলাম ও কুফরের মধ্যে সংমিশ্রণ, ভেজাল এবং গোঁজামিলের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে রাব্বুল আলামীন স্পষ্টত ঘোষণা করেছেন, "আপনি বলে দিন যে, হে কাফির সম্প্রদায়! আমি তাদের ইবাদাত করি না, তোমরা যাদের ইবাদাত করো। আর তোমরাও তাঁর ইবাদাত করো না, যাঁর ইবাদাত আমি করি। আমি তাদের ইবাদাত করবো না যাদের ইবাদাত তোমরা করো। আর না তোমরা কখনো তাঁর ইবাদাত করবে, যাঁর ইবাদাত আমি করি। তোমাদের পথ তোমাদের জন্য, আর আমার পথ আমার জন্য।"

সূরা আল কাফিরূন সম্পূর্ণ পৃথক করে দিয়েছে মুমিন ও মুশরিকের পথ। যদি কেউ এই সূরার অর্থ কাফির, মুশরিক ও বেদীনদের সাথে সমঝোতার অনুকূলে নিতে চায় কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতার দলিল হিসাবে পেশ করতে চায়– তাহলে সে শুধু ভুলই করবে না, বরং সূরা আল কাফিরূনের মূল বক্তব্য ও অর্থকেই বিকৃত করবে। সেটা কখনো কাম্য নয়।

ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মধ্যে কোনো প্রকার সমঝোতা বা সন্ধি হতে পারে না। বাতিল বা ভ্রান্তির সাথে ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির কোনো প্রকার আপোষ হতে পারে না।

www.pathagar.com

রাসূলের (সা) সময়ও সেটা হয়নি, আজও সেটা হওয়া সম্ভব নয়। মনে রাখা জরুরি, জাহেলিয়াতের সাথে ইসলামী সংস্কৃতির আপোষ রক্ষা করে চলা এটা নীতিভঙ্গ তো নয়ই, মুমিনের কাজও নয়। সুতরাং যখন ইসলামী সংস্কৃতি মেনে চলার জন্য সর্বান্তকরণে সিদ্ধান্ত নেব, তখন অবশ্যই মুমিন বান্দা হিসেবে আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলের (সা) যাবতীয় আদেশ-নিষেধ এবং কল্যাণ-অকল্যাণ আমাদের সামনে সুস্পষ্ট থাকতে হবে। কারণ সাময়িক সুখ, সফলতা বা বিজয় আমাদের কাম্য নয়– আমাদের প্রত্যাশা অনন্তকালের বিজয়। যে বিজয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) প্রকৃত মুমিন ও মুত্তাকীদের জন্যই সুসংবাদের বাহন হিসেবে গণ্য করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (রহ) একটি আহ্বান এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন, ' তোমরা আল কুরআন ও আসসুন্নাহর দিকে ফিরে এসো। এর বাইরে রয়েছে বিদআত, কিন্তু, শিরক ও কুফর।' সংস্কৃতির বর্তমান প্রেক্ষিতে উপরোক্ত বিষয়টি আমাদের সামনে রাখা জরুরি।

বলা বাহুল্য; মুমিন হিসেবে আমাদের সাংস্কৃতিক ও তামুদ্দনিক সফলতার মানদণ্ড সর্বতোভাবে তাওহীদভিত্তিক হতে হবে; অন্য কিছু নয়। সেই কাঙ্ক্ষিত সাংস্কৃতিক বিজয়ই প্রকৃত বিজয়।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী

শিক্ষা ও সংস্কৃতি– বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দু'টোই ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনার দাবি রাখে। কারণ এর ওপরই নির্ভর করছে আমাদের দেশ ও জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের উন্নতি, অগ্রগতি ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। যদিও মাত্র দু'টি দিনে স্বল্প পরিসরে এমন ব্যাপক বিষয় দু'টিকে স্পষ্ট করে তোলা কঠিন কাজ, তবুও আমরা চেষ্টা করেছি যৎসামান্য হলেও এই সেমিনার থেকে একটি স্পষ্ট ধারণা ও অভীজ্ঞা পেশ করতে।

দু'দিনব্যাপী আয়োজিত এই সেমিনারে চারটি অধিবেশনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর মূল্যবান চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন দেশের প্রখ্যাত চারজন লেখক। তাঁদের প্রবন্ধে আমরা তো বটেই, এই জাতিও সমৃদ্ধ উপকৃত হবে বলে আশা রাখি। এ সেমিনারের প্রতিটি অধিবেশনেই আপনাদের সাগ্রহ, সরব উপস্থিত ও আন্তরিক ভালোবাসা আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগাবে। উপস্থিত সকলের জন্যই রইলো আমাদের শুভ কামনা, প্রাণঢালা শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

আল্লাহ হাফিজ।
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, জিন্দাবাদ।

www.pathagar.com

শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামী রূপ

অধ্যাপক গোলাম আযম

আমাদের দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কথাটি যেরূপ কুয়াশাচ্ছন্ন, 'ইসলামী শিক্ষা' কথাটিও তেমনি অস্পষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এদেশে প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষাই যদি ইসলামী শিক্ষা হয় তাহলে প্রতিভাবান ছাত্রদের এ শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হবার কোন কারণ নেই এবং সমাজে উন্নতি ও মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে কোন অভিভাবকই তাদের সন্তানদিগকে এ শিক্ষা দিতে রাজি হবেন না। আর ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষাই যদি আদর্শ শিক্ষা বলে প্রচারিত হয় তাহলে এ শিক্ষার ফল দেখে কোন ইসলামপন্থী লোকই সন্তুষ্টচিত্তে এ ধরনের শিক্ষাকে সমর্থন করতে পারেন না। যারা ইসলামী মূল্যমান ও মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব দেখতে চায়, তারা প্রচলিত দুটি শিক্ষা ব্যবস্থার কোনটিই আদর্শ শিক্ষা বলে স্বীকার করতে পারে না। তাই বর্তমান যুগে দুনিয়াতে শান্তি ও মর্যাদার সাথে জীবন-যাপন করে আখেরাতের আদালতে মুসলিম হিসেবে আল্লাহর সম্মুখে হাজির হবার যোগ্যতা সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে যেসব অভিভাবক ছেলে-মেয়েদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার অন্বেষণ করেন, তারা রীতিমত এক মহা সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। মাদ্রাসার শিক্ষা দ্বারা পার্থিব কোন যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না। আর আধুনিক শিক্ষায় ইসলামী চরিত্র সৃষ্টিই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আধুনিক দুনিয়ার উপযোগী ইসলামী শিক্ষা কোন ধরনের শিক্ষা কোন ধরনের হবে, তা আমাদের গভীরভাবে চিন্তা

www.pathagar.com

করা দরকার। সরকারী পর্যায়ে এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না হলেও যাতে আগ্রহশীল লোকদের প্রচেষ্টায় একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলা যায়, সেদিকে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই এই আলোচনার অবতারণা করছি।

যেহেতু বর্তমান শিক্ষাসংকট হতে মুক্তিলাভের আকাংখায়ই ইসলামী শিক্ষার রূপ সম্পর্কে আলোচনা করছি, সেহেতু দেশের পটভূমিকে সামনে রেখেই আমাদিগকে অগ্রসর হতে হবে। শুধু অবাস্তব মতবাদ নিয়ে চর্চা করায় কোন লাভ নেই। এরূপ কল্পনা বিলাসের অবসরও আমাদের নেই। তাই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা করতে হবে।

এ ব্যাপারে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বিশেষ করে আমাদের শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করা অত্যন্ত জরুরী মনে করি। **প্রথমতঃ** শিক্ষা বলতে কী বুঝায়, তা পরিস্কার হওয়া দরকার। **দ্বিতীয়তঃ** মানুষের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা রচনাকালে মানুষের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। মানুষকে দেহসর্বস্ব জীব মনে করলে শিক্ষা ব্যবস্থায় আত্মারবিকাশ লাভের কোন বন্দোবস্তই থাকবে না। আবার মানুষের বস্তুগত প্রয়োজনের দিকটি উপেক্ষা করে একমাত্র আত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা পদ্ধতি কায়েম হবে তা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। **তৃতীয়তঃ** যে ধরনের লোক তৈরী করা শিক্ষার উদ্দেশ্যের সহিত জাতীয় জীবনাদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যে আদর্শকে জাতির লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হবে, শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সে আদর্শের উপযোগী চরিত্র গঠন করতে হবে। **চতুর্থতঃ** প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মূল ত্রুটি কোথায়, তা সঠিক রূপে অবগত না হলে শিক্ষা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। কেননা রোগের প্রকৃত কারণ না জানলে নির্ভুল চিকিৎসা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এ চারটি বিষয়ের মীমাংসা শিক্ষা-পুনর্গঠনের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে শিক্ষার বাহ্যিক কাঠামো, আধুনিক উন্নত শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন, শিক্ষার স্তর, বিভাগ, শিক্ষার মানোন্নয়ন ইত্যাদির শ্রুতিমধুর ও মুখরোচক আলোচনা নিতান্তই অর্থহীন। রোগ নির্ণয় ও নির্ভুল চিকিৎসার বন্দোবস্ত না করে রোগীকে যত সুন্দরভাবেই রাখা হোক এবং যতই সেবা শুশ্রূষা করা হোক রোগীর অবস্থার উন্নতি এ বাহ্যিক ব্যবস্থা দ্বারা মোটেই সম্ভব নয়। সুচিকিৎসার সহিত এসব বাহ্যিক ব্যবস্থা যুক্ত হলে উদ্দেশ্য সফল হবার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

শিক্ষা কাকে বলে?

শিক্ষার সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের দার্শনিক জটিলতা হতে মুক্ত হয়ে জনসাধারণের বোধগম্য ও সরল আলোচনাই প্রয়োজন। আমাদের চারপাশের যেসব জীব-জানোয়ারের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তাদের মধ্যে শিক্ষার কোন কৃত্রিম প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই না। স্রষ্টা তাদের স্বভাবের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষার

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এর বিচার-বিবেচনা করে, পরামর্শ ও গবেষণা চালিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করে না। এদের সহজাত বৃত্তির তাগিদেই প্রাকৃতিক নিয়মে এরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করে থাকে। কোন উস্তাদের কাছে ছবক নিয়ে তারা শিক্ষা লাভ করে না। বয়স্ক জীবেরা ছোটদের শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে বলেও আমরা জানি না। জীবশিশুদের পিতামাতাকে তাদের সন্তান-সন্ততির উপযুক্ত শিক্ষার জন্য পেরেশান হতেও দেখা যায় না।

কিন্তু তা বলে কি তাদের শিক্ষার কোন প্রয়োজনই নেই? প্রত্যেক জীবেরই জীবন ধারণের উপযোগী খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। নিতান্ত বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই তাদেরকে কাজ করতেও আমরা দেখতে পাই। জীবশিশু তার পূর্ণ বিকাশ লাভের উপযোগী গুণ ও চিন্তাধারাবলীও অর্জন করে থাকে। এসব মেনে নেয়া সত্ত্বেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে মানুষের ন্যায় বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে চেষ্টা করে তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় না।

মানবশিশুর বিকাশ এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত তার পিতামাতা এবং অন্যান্য শিক্ষকের উপর যেরূপ নির্ভরশীল, অন্যান্য জীবের মধ্যে সেরূপ নির্ভরশীলতার প্রয়োজন হয় না। মানবশিশু আগুনকে খেলার জিনিস মনে করে তাতে হাত দেয়, নিজের পায়খানাকে হালুয়া মনে করে মুখে পুরে বসে। কিন্তু কোন বিড়াল শিশুকে এরূপ করতে দেখা যায় না। যে কুকুর মানুষের মলকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, তার শিশুকেও কোনদিন নিজের পায়খানা মুখে দিতে দেখা যায় না। মানুষের শৈশবকাল এত দীর্ঘ যে, পনের-বিশ বৎসর পর্যন্ত তাকে পিতা-মাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকের তত্ত্বাবধানের উপযোগী গুণাবলী অর্জন করতে হয়। অথচ মানুষের ন্যায় দীর্ঘজীবী প্রাণীদের বেলায়ও বিভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা যা শিক্ষা দিতে হয়, অন্যান্য জীবশিশু তা সহজাত বৃত্তি দ্বারা আপনা-আপনিই লাভ করে থাকে।

কিন্তু মানুষের যাবতীয় জ্ঞানের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। এদিক বিবেচনা করলে মানুষের শিক্ষার সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ আপন প্রয়োজনের তাগিদে ইচ্ছাকৃতভাবে জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থার নামই শিক্ষা।

এ ধরনের শিক্ষা একমাত্র মানুষেরই প্রয়োজন। অন্যান্য জীব-জানোয়ার এ ঝামেলা হতে মুক্ত। কোন্‌টা খাওয়া ঠিক এবং কোনটা ঠিক নয়, তা জানবার জন্য ছাগশিশুর নাসিকা যন্ত্রের সহজাত ক্ষমতাই যথেষ্ট। কিন্তু মানব শিশুকে তা বড়দের নিকট হতে শিখতে হয়।

শৈশবকালে মানুষও সহজাত বৃত্তি দ্বারাই পরিচালিত হয় বটে, কিন্তু যতই তার বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই উক্ত সহজাত বৃত্তি বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানব চরিত্র গঠনের প্রাথমিক স্তরে বালক-বালিকারা ইচ্ছাকৃতভাবে জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা না করলেও বড়দের ইচ্ছাকৃত চেষ্টার ফলে তখন তার শিক্ষা লাভ করে।

www.pathagar.com

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তারা নিজেরাই চেষ্টা করে জ্ঞান অর্জন করতে অভ্যস্ত হতে থাকে।

মানুষের পরিচয়

মানুষ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ব্যতীত যদি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয় তাহলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হতে পারে না। তাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে যুক্তিপূর্ন আলোচনার প্রয়োজন।

মানুষ সৃষ্টি জগতের বহু রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে এবং প্রত্যেক যুগেই বস্তুজগতের বিভিন্ন শক্তিকে নিজের উপকারে ব্যবহার করেছে। কিন্তু অহীর জ্ঞান ব্যতীত এবং নবীদের শিক্ষা ব্যতীত কোনকালেই মানুষ তার নিজের পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয় নি।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে এত বিপুল শক্তির অধিকারী করেছে যে, মানুষ আজ পাখির চেয়েও দ্রুত উড়তে সক্ষম। দ্রুততম প্রানীর চেয়েও অধিকতর বেগে চলবার উপযোগী যানবাহনের অধিকারী। এমন কি গ্রহ হতে গ্রহান্তরে বিচরণের ক্ষমতায়ও ভূষিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় জীবন-যাপন করার উপযোগী শিক্ষা হতে আধুনিক মানুষ বঞ্চিতই রয়ে গেল। এর মূল কারণ এই যে, মানুষ নিজকে ভালরূপে চিনতে সক্ষম হয় নি। শুধু বিবেক বুদ্ধি-প্রয়োগ করে মানুষ নিজকে চিনতে অক্ষম বলেই মহান স্রষ্টা রসূলের মারফতে যুগে যুগে মানুষকে আত্মজ্ঞান দান করেছেন। তাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে আমাদেরকে কোরআন মজীদের নিকট 'ধর্ণা' দিতে হবে।

কোরআনে মানুষের পরিচয়

কোরআন অন্যান্য জীবের সহিত মানুষের যে ব্যবধান নির্দেশ করে তা এই যে, মানুষ নৈতিক জীব আর অন্যান্য জীব নৈতিকতার বন্ধন হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, সত্য ও মিথ্যার বিচার করবার ক্ষমতা মানুষ ছাড়া আর কোন জীবের মধ্যে আমরা দেখতে পাইনা। মিথ্যার বেসাতি যার সম্বল, সে মানুষটিও 'মিথ্যা বলা অন্যায়' বলে স্বীকার করে। "মিথ্যা বলাকে খারাপ" একথা স্বীকার করে বলেই চোর প্রকাশ্যে না যেয়ে গোপনে চুরি করতে যায়। ভাল মন্দের এ বিচার জ্ঞানই মানুষকে অন্যান্য জীব হতে পৃথক করেছে। যারা এ নৈতিক দিকে উন্নত করার চেষ্টা করে না, কোরআন তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করে যে, "তারা পশুর ন্যায়, বরং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।" নৈতিকতার উন্নতি ব্যতিত মানুষ তার যাবতীয় শক্তি যখন ব্যবহার করে তখন সে পশুর চেয়েও অনিষ্টকর ও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি মানুষের এক বিরাট অস্ত্র। এই অস্ত্রের সাহায্যে শারীরিক আকারে ক্ষুদ্র হয়েও সে বিরাট বপু-বিশিষ্ট হাতির উপর কর্তৃত্ব করে। কিন্তু নৈতিকতার বিকাশ না হলে এই বুদ্ধি শক্তিকেই সে মানব জাতির অকল্যাণে প্রয়োগ করে। কথা

www.pathagar.com

বলার শক্তি নিশ্চয়ই অন্যান্য জীবের চেয়ে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করছে। কিন্তু নৈতিক অবনতির ফলে যখন কেহ মিথ্যা বলে তখন সে কুকুরের চেয়েও অধম হয়ে পড়ে। কেননা কুকুর মিথ্যা বলতে পারে না। তাই বস্তুগতশক্তির সঠিক ব্যবহার নৈতিকতার উপর নির্ভরশীল। এক তরবারী নৈতিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির হাতে ব্যবহৃত হলে তা মানুষের উপকার করবে, কিন্তু নৈতিক অবনতির ফলে যখন কেহ মিথ্যা বলে তখন সে কুকুরের চেয়েও অধম হয়ে পড়ে। কেননা কুকুর মিথ্যা বলতে পারে না। তাই বস্তুগতশক্তির সঠিক ব্যবহার নৈতিকতার উপর নির্ভরশীল। এক তরবারী নৈতিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির হাতে ব্যবহৃত হলে তা মানুষের উপকারই করবে, কিন্তু নৈতিকতাহীন দানবের হিংস্র থাবা দ্বারাই এদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কোরআন হাত, পা, চোখ, কান বিশিষ্ট শরীরটাকে প্রকৃত মানুষ মনে করে না। কোরআনের মতে এ দেহ সৃষ্টির বহু পূর্বে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে। কোরআনের পরিভাষায় সেই মানুষটি হল রূহ বা আত্মা। এই আত্মাই নৈতিকতার আধার। রূহকে উন্নত করার ব্যবস্থা না করলে এই শরীর পশুর ন্যায় ব্যবহার করবে। শরীরের যত সব বস্তুগত দাবী আছে তা পূরণের জন্য মানবদেহ সকল সময়ই ব্যস্ত। পেট খালি হলেই সে খাদ্যের জন্য ব্যস্ত হয়। মানুষ সে খাদ্য চুরি করে আনলো, না পরিশ্রম করে অর্জন করল সে বিষয়ে পেটের কোন মাথাব্যথা নেই। তার খাদ্যের প্রয়োজন। অন্যায়ভাবে খাদ্য এনে দিলেও সে নিশ্চিন্তে খেতে থাকে। কিন্তু তখন রূহ বলতে থাকে যে, কাজটা অন্যায় হল। গৃহপালিত পশু রজ্জু ছিঁড়ে নিজেরাই দয়ালু মনিবের সাজানো বাগান খেতে একটুও দ্বিধাবোধ করেনা। নৈতিকতার বন্ধন ছিঁড়তে পারলে মানবদেহও তেমনি একটি পশুতে পরিণত হয়। মহানবী (সঃ) তাই নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষকে এমন এক ঘোড়ার সহিত তুলনা করেছেন যা রজ্জু দ্বারা এক খুঁটির সহিত আবদ্ধ।

এ ঘোড়াটি স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারেনা। মানুষের স্বাধীনতাও নৈতিকতার রজ্জু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই একমাত্র রজ্জুর সীমা পর্যন্তই সে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে সক্ষম।

দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব

উপরিউক্ত আলোচনা ছাড়াও প্রত্যেক ব্যক্তিই তার বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, মানুষের আত্মার সহিত তার দেহের এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব লেগে আছে। মানুষ অনেক নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ হতে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে কিন্তু অনেক সময় দেহের তাগিদের নিকট পরাজয় বরণ করে। এ দ্বন্দ্বে দেহের জ্বালায় অস্থির হয়ে এক শ্রেনীর মানুষ নৈতিকতার চাপে বৈরাগী হবার প্রেরণা লাভ করে। তারা "দরবেশ" ও "সন্ন্যাসী" হলেও মানুষের মর্যাদা হতে বঞ্চিত হয়। তারা নির্জীব পাথর ও নিশ্চল গাছের ন্যায় জীবন-যাপন করে মনুষ্যত্বের উচ্চস্থান হতে পতিত হয়। আবার অন্য দিকে অধিকাংশ লোক দেহের নিকট পরাজিত হয়ে

www.pathagar.com

আত্মাকে পংগু করে পশুর ন্যায় জীবন যাপন করে। কোরআন মানুষকে এ দ্বন্দ্বের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য যে বিধান দিয়েছে তা দেহের সকল দাবীকে নৈতিকতার সীমার ভিতরে পূরণ করতে সাহায্য করে। দেহের দাবীকে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে কোরআন বলে ঃ "বৈরাগ্য সাধনের নীতি মানুষ নিজেই আবিষ্কার করেছে- আমরা তাকে এই নির্দেশ দান করিনি।"

আত্মা ও দেহের দ্বন্দে দেহকে অস্বীকার করার বৈরাগ্য নীতি যেমন মানুষের উপযোগী নয়, তেমনি আত্মাকে পরাজিত করে পশুর ন্যায় ভোগবাদী জীবনযাপনও মানুষের অপমৃত্যু বৈ আর কিছুই নয়। বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের মাঝামাঝি মনুষ্যত্বের সিরাতুল মুস্তাকীমই কোরআনের শিখানো পথ। তাই কোরআনের মতে মানুষ আত্মাহীনও নয়, দেহহীনও নয়। আবার আত্মাসর্বস্বও নয়, দেহ সর্বস্বও নয়, বরং সে দেহ ও আত্মা উভয়েরই সমন্বয়। এইখানে দেহ আত্মার বাহন আর আত্মা দেহেরই সহিস।

প্রবৃত্তি ও বিবেক

সাধারণ অর্থে দেহের দাবীকে প্রবৃত্তি এবং আত্মাকে বিবেক বলে অভিহিত করা চলে। মানব দেহের ইন্দ্রিয়সমূহকে বিভিন্ন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ আকর্ষণই প্রবৃত্তি। একদিকে দুনিয়ার আকর্ষনীয় বস্তুসমূহের প্রতি মানুষের তীব্রভাবে আকৃষ্ট হবার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে– অপরদিকে তাকে সৎ ও অসৎ এবং ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে সচেতন বিবেক শক্তি দান করা হয়েছে। এরূপ মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তি ও বিবেকের বিপরীতমুখী তাড়না সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় যখনই বিবেকের বিপরীত কাজ করে তখনই বিবেক তাকে দংশন করতে থাকে। দেহ অসুস্থ হলে যেমন তা আকর্ষণীয় বস্তুর দিকে ধাবিত হয় না, তেমনি বিবেক অসুস্থ হলেও তার দংশন করার শক্তি হ্রাস পায়। স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন না করলে কোন দেহ যেমন অসুস্থ হয় তেমনি বিবেকের বিরুদ্ধে বারবার চললে বিবেক শক্তি লোপ পেতে থাকে। এ দু'শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপরই মানব জীবনের শান্তি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

মানুষের উপযোগী শিক্ষা

মানুষকে যারা আত্মাবিহীন এক জড় পদার্থ মনে করেন তারা শিক্ষাব্যবস্থা তৈরী করার বেলায় মানুষের শুধু বস্তুগত প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য রাখেন। আর মানুষের প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবার ফলে সে ব্যবস্থায় মানুষকে অন্য জীবের ন্যায়ই দেহ-সর্বস্ব মনে করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা ধর্মনিরপেক্ষ ও খোদাবিমুখ বলে তার পক্ষে মানুষকে আত্মাপ্রধান হিসেবে চিনবার সুযোগ হয়নি। ডারউইন মানুষকে অন্যান্য পশুর ন্যায় গড়ে তুলবার উপযোগী শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন করেছেন। এ শিক্ষা দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব।

www.pathagar.com

আবার যাঁরা মানুষকে আত্মাসর্বস্ব মনে করেন অথবা তার জৈবিক প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ না দিয়ে কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রচলন করেন, তাঁরাও মানুষের উপযোগী প্রকৃত শিক্ষা দিতে অক্ষম। এ শিক্ষা মানুষকে যতই খোদাভীরু ও ধর্মপ্রাণ হওয়ার অনুপ্রেরণা দান করুক, বাস্তব জীবনে বস্তুগত প্রয়োজনের তাগিদ তাকে ঈমানের বিপরীত পথে যেতে বাধ্য করে। তাই এ প্রকার শিক্ষাও মানুষের স্বভাবের বিপরীত।

তাই যে শিক্ষা মানুষের আত্মা ও দেহকে এক সুন্দর সামঞ্জস্যময় পরিণতিতে পৌঁছিয়ে এ জগতের রূপ-রস-গন্ধকে নৈতিকতার সীমার মধ্যে উপভোগ করবার যোগ্যতা দান করে, সে শিক্ষাই মানুষের প্রকৃত শিক্ষা। যে শিক্ষা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে মানবতার উন্নতি ও নৈতিকতার বিকাশে প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তা-ই মানুষের উপযোগী শিক্ষা। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি দান করা সত্ত্বেও যে শিক্ষা মনুষ্যত্বও আত্মার উন্নতিকে ব্যাহত করে, তা প্রকৃতপক্ষে মানব-ধ্বংসী শিক্ষা, তাকে কিছুতেই মানুষের উপযোগী শিক্ষা বলা চলে না।

শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় আদর্শের স্থান

দুনিয়ার সকল শিক্ষাবিদই এ বিষয়েই একমত যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র গঠন। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মন, মস্তিষ্ক ও চরিত্রকে গঠন করবার চেষ্টায় প্রত্যেকটি সজাগ জাতির কার্যসূচীর প্রধান অঙ্গ। উন্নত জাতিসমূহের শিক্ষাব্যবস্থায় বাহ্যিক দিক দিয়ে অনেক সামঞ্জস্য থাকলেও মূলতঃ তাদের সকলেরই একই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি উদ্দেশ্য নয়। আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থায় যে প্রকার মন, মস্তিস্ক ও চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে; রাশিয়ায় হুবহু তার অনুকরণ করা হচ্ছে না। এর প্রকৃত কারণ হল তাদের আদর্শের পার্থক্য। ভাল মন্দের পার্থক্য জ্ঞান, মূল্যবোধ, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যক্তি চরিত্রের মান নির্ণয়, জগত ও জীবন সম্বন্ধে কতক ধারনা ইত্যাদির সমন্বয়েই একটি আদর্শ গড়ে উঠে। যে জাতির নিকট যে আদর্শ গ্রহণযোগ্য, সে আদর্শকে সম্মুখে রেখেই উক্ত জাতির শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হয়। প্রত্যেক দেশের কোন না কোন আদর্শ থাকে। সে আদর্শ নিজস্বও হতে পারে, অথবা অপর কোন দেশের নিকট হতে ধার করাও হতে পারে; কিন্তু কোন আদর্শ নির্ধারণ ব্যতীত কোন জাতিই উন্নতির পথে পদক্ষেপ রাখতে পারে না আদর্শ একটি জাতির লক্ষ্য। যে জাতির কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই সে অপরাপর জাতির উচ্ছিষ্ট ভোগী হতে বাধ্য। একটি বিশেষ আদর্শে জাতিকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যত প্রকার পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক, তা শেষ পর্যন্ত একই লক্ষ্যের দিকে দেশকে পরিচালিত করবে। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের বেলায় জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ অপরিহার্য।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হলে প্রথমেই জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে

www.pathagar.com

অবহিত থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশে কোন ধরনের মানুষ গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে আমরা শিক্ষাব্যবস্থা প্রনয়ন করছি, তা-ই এক্ষেত্রে মৌলিক প্রশ্ন। আমাদের নিজস্ব কোন মত, বিশ্বাস, জীবনদর্শন, উদ্দেশ্য এবং জীবনধারা বলতে যদি কিছু থাকে, তাহলে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যেন তারা আমাদের তাহজীব তমুদ্দুনকে ভিত্তি করে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

আজ বাংলাদেশে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার যার মাধ্যমে ইসলামের আদর্শকে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে রূপদানের জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব ও কর্মী সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। আধুনিক বিশ্বে ইসলামের আদর্শকে মানব জাতির মুক্তি বিধানরূপে পেশ করবার যোগ্য লোক তৈরী করতে হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দিকের শিক্ষায় এবং সাহিত্যে ইসলাম, নৈতিকতা মূল্যমান ও মূল্যবোধের প্রাধান্য স্থাপন করতে হবে। বস্তুগত জ্ঞানের সহিত নৈতিক শক্তির সমন্বয় সাধনই বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হতে হবে। আমরা যদি গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হই তাহলে দিশাহারার ন্যায় অনিশ্চিত পথে চলে জাতিকে ধ্বংসের পথেই নিয়ে যাব।

আমাদের শিক্ষা পুনর্গঠনের প্রধান সমস্যা

বর্তমানে আমাদের দেশে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দু'টি শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। একটি হল প্রাচীন ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা এবং অপরটি ইংরেজী শিক্ষা নামে পরিচিত। প্রথমটি "ইসলামী শিক্ষা" বলে দাবী করে। এবং দ্বিতীয়টি "আধুনিক শিক্ষা" হিসেবে গৌরববোধ করে। যারা মাদ্রাসা শিক্ষা লাভ করে, তারা কোরআন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদির অধ্যয়ন করে বটে। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করার কোনই সুযোগ পায়না। ফলে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের যত প্রকার সমস্যা আছে, এর আধুনিক রূপ ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তারা কোন ধারণাই লাভ করে না। ফলে মানব সমস্যার যে সুষ্ঠ সমাধান আল্লাহর কোরআন ও রসূলের হাদীসে দেয়া হয়েছে, তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কোন দৃষ্টিভঙ্গিই তারা লাভ করতে পারেনা। এ কারণে দীর্ঘকাল মাদ্রাসার কঠোর সাধনা করেও তারা যে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা লাভ করে তা আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন পূরণ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আর যারা আধুনিক শিক্ষা অর্জন করে, তারা প্রচলিত দুনিয়ায় ভালমন্দ জ্ঞান অনেক কিছুই হাসিল করতে সক্ষম হয় বটে। কিন্তু মুসলিম হিসেবে জীবন যাপনের কোন প্রেরণাই তারা লাভ করেনা। চিন্তা ও কর্মে তারা প্রায়ই অমুসলিম হিসেবে গড়ে উঠে। এ শিক্ষা পাবার পরও যারা ইসলামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেন, তাঁরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষাব্যবস্থার বাইরের পরিবেশে নিজদিগকে খাঁটি মুসলিমরূপে গঠন করেন, তাঁরা নিয়মের ব্যতিক্রম।

এমতাবস্থায় আমাদের দেশে শিক্ষা পুনর্গঠন করা রীতিমত জটিল ব্যাপার হয়ে

www.pathagar.com

দাঁড়িয়েছে। একটি দেশের নাগরিকদিগকে উপযুক্তরূপে গড়ে তুলবার জন্য একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা থাকা উচিত। দু'ধরনের শিক্ষিত লোক সমাজকে দু'বিপরীত দিকে টানতে থাকলে দেশের বিপর্যয় অনিবার্য। উপরিউক্ত দু'প্রকারের শিক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারা সৃষ্টি করে চলছে। বাংলাদেশের আদর্শ ইসলাম বলে স্বীকার করার পর ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা বলে দু'প্রকার শিক্ষা চলতে থাকার কোন অর্থই হয়না। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিক করে তুলতে হবে এবং আধুনিক শিক্ষাকে ইসলামী শিক্ষার রূপ দিতে হবে। উভয় শ্রেনীর শিক্ষিত লোকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে এ কাজ অসম্ভব নয়।

বাংলাদেশের শিক্ষা পুনর্গঠন প্রচেষ্টা

বাংলাদেশের প্রতিষ্টার পর হতে আজ পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের যে কয়েকটি প্রচেষ্টা হয়েছে, তার কোনটিতেই ইসলামী রাষ্ট্রের উপযোগী নাগরিক গড়ে তুলবার ব্যবস্থা হয় নি। এ পর্যন্ত যতগুলি শিক্ষা কমিশন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য নিযুক্ত হয়েছে, তাদের কোনটিই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়বার সুপারিশ করতে পারেনি। সকলেই ইসলামকে একটি ধর্মের মর্যাদা দিয়েছে মাত্র। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থায় খৃষ্টধর্মকে যেটুকু স্থান দেয়া হয়েছে, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকেও মাত্র ততটুকু স্বীকৃতিই দেয়া হয়েছে।

বস্তুতঃ শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষবাদের ভিত্তিতে গঠন করে এর সহিত Religious Instruction (ধর্মীয় শিক্ষা) এর লেজুড়টুকু জুড়ে দিলেই কোন পদ্ধতি ইসলামী হয়ে যায় না। এ ধরনের অস্বাভাবিক সংযোগ দ্বারা আর যাই হোক, ইসলামী রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক গঠন করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।

প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক গলদ

ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতির ভিত্তিতে শিক্ষা পুনর্গঠন করতে হলে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক গলদটুকু তালাশ করে বের করতে হবে।

যে কোন শিক্ষাব্যবস্থার মূল যে প্রশ্নটি বিশেষভাবে সক্রিয় থাকে তা এই যে, ঐ শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা কোন ধরনের মানুষ গঠন করা হবে? এদেশে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাটি ইংরেজ শাসকদের অবদান। ইসলামী আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত কর্মী তৈরী করার উদ্দেশ্য ইংরেজগণ নিশ্চয়ই এদেশের আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করেনি। এমনকি তারা নিজ দেশে যে প্রকার নাগরিক গঠন করার উদেশ্যে শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছে, সে ধরনের উদ্দেশ্যে ও এখানে ছিল না, বরং এমন কতক লোক তৈরী করা তাদের মূল লক্ষ্য ছিল যারা মুষ্টিমেয় ইংরেজ শাসকদের বিশ্বস্ত কর্মচারীরূপে এদেশে ইংরেজ শাসনকে জারী রাখতে সাহায্য করবে। তাদের এমন

www.pathagar.com

কতক লোক যোগাড় করার প্রয়োজন দেখা দেয়, যারা ইংরেজদের কথা বুঝতে পারে, তাদের আদব-কায়দা, চাল-চলন, রীতি-নীতি অনুকরণ করতে সক্ষম এবং তাদের আদর্শকে ভালবাসতে রাজী।

ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত সে শিক্ষাব্যবস্থাকেই বর্তমানে অধিকতর উন্নত করবার চেষ্টা চলছে। সে ব্যবস্থার সহিত Religious Instruction -এর নামে দ্বীনিয়াত সংযোগও ইংরেজদের অনুকরণ মাত্র। পাশ্চাত্য দেশসমূহে দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ইত্যাদি শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে যে প্রকারের দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়, জগত ও জীবন সম্বন্ধে যে ধারণা জন্ম লাভ করে, বিশ্বাস ও জ্ঞান যে পথে ধাবিত হয়, আমাদের দেশে এর ব্যতিক্রম হবার কোনই কারণ নেই।

বিশাল শিক্ষাবৃক্ষকে যদি ইসলামের জীবনদর্শন হতে নিরপেক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা যায়, তাহলে সে শিক্ষাবৃক্ষের কান্ডের সহিত দ্বীনিয়াতের আলাদা কলাম বেঁধে দিলে যে কী পরিণাম হয়, তার অভিজ্ঞতা আমাদের বহুবার হয়েছে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকালে এ পরিকল্পনাই গঠন করা হয়েছিল। পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের ভিত্তিতেই সব কিছু শিক্ষা দিবার সংগে দ্বীনিয়াতের অস্বাভাবিক সংযোগ সেখানেও ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই এরূপ ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এক প্রকারের জীবের শরীরে অন্য জীবের অংশবিশেষ বেঁধে দিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা বেশী ব্যাখ্যা করা নিস্প্রয়োজন।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় পার্থিব সকল শাস্ত্র এমনভাবে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে ও বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে দেখানো হচ্ছে যে, এ বিশাল বিশ্বের কোন স্রষ্টা নেই। এটি নিজে নিজেই চলছে এবং সাফল্যের সহিত নিয়মিত ও সুষ্ঠভাবেই চলছে। সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বিধান শিক্ষা দেয়ার ভিতর দিয়ে ছাত্রদের মগজ-এ ধারণাই জন্মাচ্ছে যে, আল্লাহ, রসূল, অহী কোরআন ইত্যাদি ব্যতীতই জগত উন্নতি লাভ করছে। সমগ্র শিক্ষার মাধ্যমে গোটা জীবনব্যবস্থা সম্বন্ধেই তারা স্রষ্টা-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে যখন হঠাৎ দ্বীনিয়াত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হয়, তখন আল্লাহ, রসূল, আখেরাত, অহী ইত্যাদির কথা প্রথম তাদিগকে অবাক করে। অতঃপর এ সকল বিষয় তাদের নিকট বিদ্রুপের জিনিস হয়ে দঁড়ায়। এধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে হেয় মনে করা, ধর্মকে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় বলে বিশ্বাস করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ ধরনের ব্যবস্থায় বড়জোর ধর্মকে শুধু একটি নিষ্ক্রীয় বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকার করা কিছু লোকের পক্ষে হতে পারে, কিন্তু ইহা জীবনকে ইসলামের ভিত্তিতে পরিচালিত করাবার যোগ্যতা কিছুতেই সৃষ্টি করবে না। এ ধরনের শিক্ষার ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনে ইসলাম একটি অপ্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট হিসেবে স্থান পাবে।

ইসলাম এমন কোন ধর্মের নাম নয় যে, মানুষকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী যাবতীয় কাজ

www.pathagar.com

করবার অনুমতি দিবে আর সে সঙ্গে কিছু কর্মহীন বিশ্বাস ও প্রাণহীন অনুষ্ঠানের পরিশিষ্ট জুড়ে দিলেই রাজী হবে। কারো গড বা ভগবান হয়তবা এতে রাজী হতে পারে যে, গীর্জা ও মন্দিরে তাকে ডাকলেই সে সন্তুষ্ট হবে এবং জীবনের অন্যান্য যাবতীয় ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও কর্ম তাকে ত্যাগ করলে কোন আপত্তি করবেনা। কিন্তু কোরআনের আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি কারো সহিত আপোষ করতে রাজী নন। এই কারণেই তিনি মুমিনদের সম্পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হও বলে আহবান জানিয়েছেন।

আমরা একে অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক মনে করি যে, আল্লাহ আছেন বলে মানব অথচ তিনি পার্থিব জীবনে আমাদের পথ প্রদর্শক হবেন না। যে আল্লাহ দুনিয়ার পথে আমাকে সঠিক হেদায়েত দেন না, তাকে শুধু মসজিদে মেনেই বা লাভ কী?
সুতরাং ইসলাম সম্বন্ধে যে শিক্ষার মাধ্যমে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় নিশ্চয়ই তা বিশুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা। এর সাথে দ্বীনিয়াতের শিক্ষাকে জুড়ে দিয়ে ইসলামকেও একটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব নির্জীব ধর্মেই পরিণত করা হয়েছে।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ধরন

বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষায় যে ধরনের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তাতে ইসলামের ধর্মীয় দিকটুকুই চর্চা হয় না। ইসলামকে একটি ধর্ম হিসেবে শিক্ষা করার নাম ইসলামী শিক্ষা বলা কিছুতেই উচিত নয়। ইসলাম একটি জীবন-দর্শন ও জীবন বিধান। মানব জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগের জন্যই এর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিধান রয়েছে। ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ মতাদর্শ বলে স্বীকার করলে, নামাজ, যাকাত, বিবাহ, তালাক, ফরায়েজ ইত্যাদি শিক্ষাদান করার দ্বারাই ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন পূর্ণ হতে পারে না। যে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকে তা-ই ইসলামী শিক্ষা। যে শিক্ষা লাভ করবার ফলে শিক্ষার্থীদের মন-মগজ ও চরিত্র এমনভাবে গড়ে উঠবে, যাতে ইসলামের আদর্শে একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। সে শিক্ষালাভ করলে জগত ও জীবন সম্পর্কে কোরআন যে দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে চায়, তাই লাভ করা যাবে। এ শিক্ষা ব্যক্তিজীবন হতে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত সকল দিকেই ইসলামের আদর্শকে মানব রচিত সকল আদর্শ হতে উন্নত ও প্রগতিশীল বলে প্রমাণ করবে। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা হতে উচ্চতম মান পর্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরেই এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখায়ই কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাবতীয় শিক্ষা দান করতে হবে। ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কনীতি এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে মানব রচিত মতবাদসমূহের সহিত তুলনা করে ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে।

মোটকথা, যে শিক্ষা মুসলিম দার্শনিক, মুসলিম বৈজ্ঞানিক, মুসলিম শাসক, মুসলিম বিচারক, মুসলিম অর্থনীতিবিদ, মুসলিম সেনাপতি, মুসলিম রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি সৃষ্টি

www.pathagar.com

করবে তাই ইসলামী শিক্ষা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। যদি ইসলামই আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হয়, তাহলে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপযোগী একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হলে ছয়টি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (১) শিক্ষাব্যবস্থাকে একই সংগে দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হতে হবে। (২) পার্থিব জীবনের প্রয়োজনে যত প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করতে হয় সে সবকেই ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে শিক্ষা দিতে হবে। (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোটা পরিবেশই ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করতে হবে। (৪) উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের সাথে মানবরচিত বিধানের তুলনামুলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল করতে হবে। (৫) যেহেতু কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস, সেহেতু শিক্ষাব্যবস্থার উচ্চস্তরে উন্নতমানের মুফাচ্ছির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ সৃষ্টির উপযোগী বিশেষ কোর্স থাকতে হবে। (৬) শিক্ষকগণকে চিন্তা ও কর্মে প্রকৃত মুসলিম হতে হবে।

ইসলামী শিক্ষার বাস্তবরূপ

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে যদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হয় তাহলে ইসলামী শিক্ষার বাস্তব রূপ কি দাঁড়ায় সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

দ্বীন ও দুনিয়া

প্রথম বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজন পূর্ণ করবার যোগ্য হতে হবে। দ্বীন ও দুনিয়ার কথাটি দ্বারা সাধারণতঃ ধর্মীয় ও পার্থিব বলে কথিত দুইটি পৃথক দিক মনে করা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বীন ও দুনিয়া দু'টি সামঞ্জস্যহীন পৃথক সত্ত্বা নয়। অন্যান্য ধর্মে যেহেতু জীবনের সকল দিক ও বিভাগের উপযোগী পূর্ণাঙ্গ বিধান নেই (আন্ততঃ অন্য কোন ধর্মের নেতৃবৃন্দ এরূপ দাবী করেন না) সেহেতু সে সব ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় শিক্ষার সাথে তাদের পার্থিব শিক্ষার যোগাযোগ নেই। তারা দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মের প্রভাবমুক্ত। তারা ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে বিশ্বাস করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যে তারা ঐ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার পরিশিষ্টটুকু জুড়ে দেন।

কিন্তু ইসলাম ঐ ধরনের কোন ধর্ম মাত্র নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ পালন করার উপযোগী শিক্ষাকে পূর্ণ ইসলামী শিক্ষা মনে করা মারাত্মক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। পার্থিব

www.pathagar.com

প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য সে শিক্ষাকে যদি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশন করা হয় তাহলে তা ইসলামী শিক্ষায় পরিণত হয়। মানুষকে পার্থিব জীবনে যা কিছু করতে হয় তা আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী করলেই তা ইবাদতে পরিণত হয়। ব্যবসা-বানিজ্য, শাসন ও বিচার পারিবারিক ও সামাজিক কাজ কর্ম সকল মানুষকেই করতে হয়। যারা আল্লাহকে স্বীকারই করেনা তাদেরও এসব কাজ না করলে চলে না। জীবনের সকল কাজ কর্মে তারা নিজেদের মনগড়া নীতি বা অন্য কোন মানুষের রচিত নীতি ও বিধান অনুসরণ করে চলে। কিন্তু এ কাজগুলি যদি কোরআন ও হাদীসের নীতি ও আইন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়, তাহলে এই চিন্তাধারার সবই ইবাদতে পরিণত হয়। ইসলামে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান শুধু ইবাদত নয়-গোটা জীবনটাকে ইবাদতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার যোগ্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন। একথা যদি স্বীকৃত হয় তাহলে ইসলামী শিক্ষা বাস্তব জীবন হতে পৃথক কোন নিষ্ক্রিয় শিক্ষা হতে পারেনা। দুনিয়ায় আল্লাহর প্রকৃত দান হিসেবে জীবন যাপন করার উপযোগী শিক্ষাই ইসলামী শিক্ষা নামে অভিহিত হবার যোগ্য। তাই ইসলামী শিক্ষার দ্বীন ও দুনিয়ার প্রচলিত কৃত্রিম পার্থক্য অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজনকে এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে দেখাও অসম্ভব।

পার্থিব ইসলামী দৃষ্টিকোণ

আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান পরোক্ষ (Indirect) শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। মানুষের মনস্তত্বকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এবং বাস্তব গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা-বিজ্ঞানীগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শিক্ষার্থীদিগকে নীতিজ্ঞান ও তত্ত্বকথা পৃথকভাবে শিক্ষা দিতে গেলে যতটা কার্যকরী হয়, বাস্তব কার্যকলাপের মাধ্যমে সে শিক্ষা দিলে অবচেতনভাবেই তা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। মানুষ স্বাভাবিক ও আভ্যন্তরীণ প্রেরণায় যা করতে চায় তাকে শিক্ষামূলক করে তোলার নামই পরোক্ষ শিক্ষাপদ্ধতি। আধুনিক শিক্ষা এ নীতির উপর ভিত্তি করেই খেলার মাধ্যমে অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা জ্ঞান, শব্দ গঠন ইত্যাদি শিক্ষাকে শিশুদের নিকট আকর্ষণীয় করতে সক্ষম হয়েছে।

শিক্ষাপদ্ধতির এ পরোক্ষ নীতি অবলম্বন করে পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিক্ষাকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে শিক্ষা দিলে বাস্তব দিক দিয়ে অধিক কার্যকরী হবে। সুদ যে এক প্রকার জঘন্য জুলুম তা পৃথকভাবে মুখস্ত না করিয়ে যদি সুদের অংক কষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেয়া যায়, তাহলে অবচেতনভাবেই শিক্ষার্থীর মনে তা সহজে কায়েম হবে। আমরা স্কুল জীবনে গোয়ালা কর্তৃক দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রয় করার অংকের মাধ্যমে যা শিখেছি তাতে এরূপ সমাজ বিরোধী কার্যের প্রতি অন্তরে ঘৃণার

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয়নি। সেখানে পরোক্ষ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কিরূপে বেশী দামে কিনে পানি মিশাবার ফলে কম দামে বিক্রয় করেও গোয়ালা লাভবান হতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এ অংকে "গোয়ালা কত লাভ করেছে" জিজ্ঞাসা না করে যদি "গোয়ালা মানুষকে কত পরিমাণ ঠকিয়েছে" জিজ্ঞাসা করি তাহলে এ কাজের প্রতি ছাত্রদের ঘৃণার উদ্রেক হবে।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পড়াবার সংগেই পবিত্রতার ইসলামী ধারণা মনে করা হলে 'পবিত্রতা সম্পর্কে পৃথকভাবে মাসয়ালা শিক্ষা দেয়া অপেক্ষা বেশী উপকারী হবে। সৌরজগত সম্পর্কে ভৌগলিক জ্ঞান দান করার সংগেই যদি সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা সম্বন্ধে কোরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহকে শিক্ষা দেয়া হয় তাহলে ভূগোল বিজ্ঞানেও ইসলামী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করবে।

এভাবে সকল স্তরের শিক্ষাকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষা দেয়া এবং সকল বিষয়কেই কোরআন হাদীসের জ্ঞান দান করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিক্ষার পরিবেশ

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গোটা পরিবেশ একেবারেই ইসলাম বিরোধী। এ পরিবেশে কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা অধিক পরিমাণে পরিবেশন করলেও শিক্ষার্থীদের চরিত্রে ইসলামের কোন প্রভাবই প্রতিষ্ঠিত হবেনা। নামাজ ইসলামী জীবন-বিধানের দ্বিতীয় প্রধান ভিত্তি। কিন্তু আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম শিক্ষক ও ছাত্রদের নিকট উহা ফরজ বলে গণ্য নয়। সেখানে নামাজ বাস্তব ক্ষেত্রে একটি মুবাহ (যা করা ও না করায় কোন লাভ-ক্ষতি নেই) কাজ মাত্র। ইসলাম পর্দার নির্দেশ দেয়; কিন্তু সেখানে পর্দা 'হারাম'। মিথ্যা প্রচার ও মিথ্যা সাক্ষ্য ইসলামে হারাম, কিন্তু সেখানে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে এসবই আর্টের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী নৈতিকতার অধিকাংশ সীমাই সেখানে লংঘন করা সহজ আর নৈতিকতা পালন করা সেখানে অত্যন্ত কঠিন।

বিশেষ করে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে ইসলামের বিশ্বাস ও মূল্যমান সম্পর্কে যেটুকু শিক্ষা ছোট সময় হতে শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল হয়ে বসে, কলেজ জীবনে যখন তাদের বিশ্বাস ও মূল্যমানের বিপরীত চলাই সহজতর মনে হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিশ্বাস ও কর্মে প্রথমে দ্বন্দ্ব এবং পরে স্পষ্ট বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়। তাদের নৈতিক শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়। গোটা শিক্ষা জীবনেই তারা বিশ্বাসের বিপরীত কাজ করার এক ব্যাপক ট্রেনিং লাভ করতে থাকে।

এর ফলে তাদের বাস্তব জীবন কোন বলিষ্ঠ চরিত্রের পরিচয় বহন করে না। তারা ঘুষ খাওয়াকে অন্যায় বলে বিশ্বাস করলেও এ বিশ্বাসের বিপরীত চলারই শিক্ষা লাভ করেছে। জাতির খেদমত করা কর্তব্য বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে জাতিকে

www.pathagar.com

ক্ষতিগ্রস্ত করে নিজের খেদমত করার মহান ট্রেনিংই লাভ করতে থাকে।

জাতির মূল্যমান ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোটা পরিবেশ গড়ে তোলা না হলে শুধু কিতাবি বিদ্যা দ্বারা চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে না। বিদেশে যে সমস্ত বই পড়ান হয় আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েও সেই সব বই আছে। কিন্তু ঐসব দেশে সমাজের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সহিত শিক্ষার পরিবেশের বিরোধ আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ মেলামেশা তাদের বিশ্বাসের বিপরীত নয়। সুতরাং তাদের বিশ্বাস মোতাবেক চরিত্র সেখানে সৃষ্টি হয়। ফলে সেসব দেশের শিক্ষিত লোকের মধ্যে এতটা নৈতিক অধঃপতন দেখা যায়না।

প্রকৃত কথা এই যে, চরিত্র সৃষ্টির জন্য কিছু মূল্যবোধ প্রয়োজন। যদি মূল্যবোধ ও বাস্তব শিক্ষা একরূপ হয় তবেই চরিত্রের উন্নতি সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে আমাদের সাধারণ মূল্যবোধের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং হয় আমাদের মূল্যবোধের বিশ্বাসকে বদলিয়ে শিক্ষার পরিবেশ মোতাবেক গঠন করতে হবে, না হয় পরিবেশকে ঈমান অনুযায়ী সংস্কার করতে হবে, প্রথম অবস্থায় আমরা বিশুদ্ধ অনৈসলামী চরিত্র সৃষ্টি করব, আর দ্বিতীয় অবস্থায় সত্যিকার ইসলামী চরিত্র গঠিত হবে।

উচ্চশিক্ষার ইসলামী রূপ

জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত লোকেরাই নেতৃত্ব দান করে। কারণ চিন্তার নেতৃত্বই প্রকৃত নেতৃত্ব। বর্তমানে আমাদের দেশে অনৈসলামীক ধর্মনিরপেক্ষ উচ্চশিক্ষিত লোকের নেতৃত্বের ফলেই সমাজে ইসলামের প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাই উচ্চ শিক্ষাকে 'ইসলামী' করে গঠন না করলে বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজে ইসলামী চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার কিছুতেই সম্ভবপর নয়। উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে ইসলামী জীবন দর্শন, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনৈতিক বিধান এবং কোরআনের ইতিহাস দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ও যৌক্তিকতা শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ ব্যতীত প্রচলিত পন্থায় এসব বিষয় শিক্ষা দিতে থাকলে পৃথকভাবে দীনিয়াত শিক্ষা যতই দেয়া হোক তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মগজ কিছুতেই ইসলামের ছাঁচে গঠিত হবে না। ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা মন-মগজে প্রতিষ্ঠিত করার পর শুধু কোরআনের অনুবাদ ও তফসীর শিক্ষা দ্বারা কিছুতেই ইসলামের ইতিহাস দর্শনকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ইতিহাসের উচ্চ শিক্ষায় কোরআনের ইতিহাস দর্শনের সহিত অন্যান্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা দ্বারাই তা সম্ভব। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষা দিবার পর মুহাম্মদ (স.) শাসন ব্যবস্থার ভাসাভাসা আলোচনা কিছুতেই মুসলিম রাষ্ট্র বিজ্ঞানী সৃষ্টি করবে না। তাই শিক্ষার

www.pathagar.com

বিষয়সমূহকে এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে, যাতে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীগণ মুসলমান বৈজ্ঞানিক, মুসলমান দার্শনিক, মুসলমান ঐতিহাসিক এবং মুসলমান অর্থনীতিবিদ হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হয়। শিক্ষার বিষয়সমূহকে প্রচলিত নিয়মে শিক্ষা দিতে থাকলে এবং ধর্মীয় শিক্ষা যদি শিক্ষার সকল স্তরে বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের একাংশ মসজিদে মুসলমান, রাজনীতিতে গণতন্ত্রী, অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রী এবং পারিবারিক জীবন ফ্রয়েডপন্থী হিসেবে তৈরী হয়ে কিছুসংখ্যক কার্টুনে পরিণত হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গঠন করতে হলে শিক্ষার সকল বিষয়কেই ইসলামের ছাঁচে ঢেলে গঠন করতে হবে।

ইসলামী জ্ঞানের উৎস

কোরআন ও হাদীসই ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস। আরবী ভাষার মূল কোরআন ও হাদীসকে পূর্ণরূপে বুঝার লোকের অভাব হলে জীবনের সকল দিকেই ইসলামের প্রভাব ক্ষুণ্ন হবে। তদুপরি বহু শতাব্দীর কঠোর সাধনার ফলে কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে যে ইসলামী আইন শাস্ত্র বা ফিকাহ গড়ে উঠেছে, তাও আরবী ভাষায়ই রচিত। সুতরাং কোরআন, হাদীস ও ফিকাহ সম্পর্কে গভীর গবেষণা করার যোগ্য প্রতিভাশালী লোক তৈরী না হলে ইসলামী শিক্ষা তো দূরের কথা ইসলামী সমাজই টিকতে পারবে না।

মাধ্যমিক শিক্ষার পর বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার যেমন ব্যবস্থা থাকে, তেমনি কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করার জন্য শিক্ষার উচ্চস্তরে বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এর মাধ্যমে যে সকল মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ তৈরি হবে প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই ইসলামী দৃষ্টিতে সর্বক্ষেত্রে জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্য হবে। কিন্তু তারা যদি মানব সমস্যা, আধুনিক জগত ও প্রচলিত চিন্তা ধারার সাথে পরিচিত না হয় তাহলে তাদের কোরআন-হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষের কোনই উপকারে আসবে না। সুতরাং তাদেরকে ডিগ্রী পর্যায়েও বিভিন্ন প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে হবে যাতে তারা কোরআন ও হাদীসের আলোকে জাতিকে যোগ্য ইসলামী নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়।

শিক্ষকদের আদর্শ

শিক্ষার ব্যাপারে সকল অবস্থায়ই শিক্ষকের গুরুত্ব সর্বাধিক। শিক্ষকের বিদ্যা ও চরিত্রের মানের উপর চিরদিনই শিক্ষার ফল প্রধানত নির্ভরশীল। " কি পড়ান হচ্ছে" এর চেয়ে কোন মানের শিক্ষক পাড়াচ্ছেন" এর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনেক বেশী। তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকগণকে চিন্তা ও কর্মে প্রকৃত মুসলমান হতে হবে। কিতাবি ইলম অপেক্ষা বাস্তব উদাহরণ অনেক বেশী কার্যকরী হয়। যদি শিক্ষকগণ ইসলামের দৃষ্টিতে আর্দশ স্থানীয় হন তাহলে শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হবে।

www.pathagar.com

আধুনিক শিক্ষা - বিজ্ঞানের উন্নতি

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ন্যায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান আজ বিরাট উন্নতি লাভ করেছে। এ উন্নতিকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে যাতে ব্যবহার করা যায়, সেদিকেও আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হবে। ইসলামের চর্চা করবার জন্য আমরা যেমন মাইক্রোফোন ব্যবহার করি, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণার ফলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে, তাও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে।

উপসংহার ঃ

একথা মনে রাখতে হবে যে, এ প্রবন্ধে শিক্ষার ইসলামী রূপ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা সরকারী পরিকল্পনা ব্যতীত ব্যাপকভাবে প্রচলন করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। আর যে সরকার ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করেনি সে ধরনের কোন সরকারকে এরূপ কোন কাঠামোর ভিত্তিতে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বললেও কোন সুফল ফলবে না।

সমাজে ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করবার জন্য সর্বক্ষেত্রে যেমন কিছুসংখ্যক মুজাহিদকে সুসংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে, তেমন শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদেরকে চিন্তা ও গবেষণার সংগে ক্ষুদ্রাকারে হলেও এরূপ একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এভাবেই যখন কোন সমাজে একটি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলন চলতে থাকে, তখন জীবনের সকল দিকেই উপযুক্ত চিন্তানায়ক ও কর্ম বীরের দল তৈরি হতে থাকে। কোথাও এরূপ একটি আন্দোলন বিজয়ী হলে অতি সহজেই উপরিউক্ত রূপে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবে পরিণত হবে। সুতরাং যারা ইসলামের পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখেন তাদেরকে একটি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনাকেও নিজেদের কর্মসূচীর একটি বিশিষ্ট অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

লেখক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও সাবেক আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

Philosophy Of Education

Principal Dewan Md. Azraf

That there should be the imparting of education by the guardians or the superiors to the youngesters and it should be reciprocated by the imbibing of ideas by the juniors is an undeniable principle accepted Thohghout the civilized would so the point to be discussed with regard education is not whether it should be imparted at all or not. The legitimate question is: What short of education be taken to be the standard? The answer evidently depends on the out look on life or rather the philosophy of life that is accepted by the individual concerned.

A birds eye view of the pages of the history of philosophy convinces us of the fact that the idea of education varies from thinker to thinker and from age to age. The first theory of education that we come across in history was propounded by Plato who had conceived the word to be a product of the Universal and invariable ideas or other types which constitute a rational cosmos and an irrational matter which has got no character at all. As a result of the mixing of these heterogeneous principles we have the individual things and beings of the universe.

Human beings also are the products of these two principles

www.pathagar.com

but beside the material things and animals, they have souls which is then previous existence, that is before their being born, were blessed with a life of contemplation in a transcendent existence. According to him sense perception awakens in the soul the rememberance of pure ideas of truth apprehended in pre-existent state. There collections of truth and ad beauty inspire a yearning for the higher life associated with The world of pure ideas.

Education, therefore, to Plato meant the reawakening of the ideas which lie in our souls in a dormant condition. It does not impart something absolutely new from outside. During the mediaeval age, scholasticism was regarded to be highest form of education. But the term had carried interpretations. At first, the term scholastious connoted a man learned in grammar, dialectic and rhetoric. But in later period its periphery was broadened and in it were included arithmetic, geometry, music, astronomy and theology. The object of education throughout the mediaeval period was the reawakening of the latent faculties of man. As the mediaeval thinkers were still entertaining the views of the Greek thinkers in some form or other, they had not found it necessary to undergo any research on the real character of the soul. They were far from doubting the existence of the soul. But scholasticism was subject to severe criticism during the 15^{th} century which ushered in an absolutely new spirit in life. The ideas about human life were reoriented. Inspire of relying on religious for the explanations of the various phenomena of nature, human intelligence was invoked for unraveling these marvels. In the world of morality new values evolved which took the place of the older ones. But inspire of this revolt, the ideas of soul and its faculties were not forthwith given up or discarded. The after math of the Renaissance appeared in two forms of which Bacon was the representative of Empiricism and Descartes that of Rationalism.

As an opponent of the Aristotelian Logic, Bacon formulated some principles to be accepted for the right guidance of the Enquirers into the Secrets of nature. On the otherhand Descartes started with an initial doubt in order to find the surest anchorage in the Sea, was ultimately sure of his own existence and of some innate ideas with which every individual is born. These, therefore, are not adventitious, nor are acquired from the outside world through the sense. These ideas are to be clarified by their use in experience. Though Descartes has not a adumbrated a clear and succinct theory of education, yet if his epistle mollgical conclusions were brought to light, these will indicate that like Plato, he would mean by education, a clear view of

www.pathagar.com

the innate ideas and a clearer view of God, the external and the soul which are distinctly and clearly perceived.

Locke's primary object was to show the null and void character of the innate ideas which Descartes had unwarrantably bolstered up. Inspire of his earnest attempt at finding any innate idea in himself, he found that the human mind is a Fable Rasa at the at the of birth. Sensations are the alphabets by whose combinations we have the knowledge of the world and reflection is the medium through which we have the knowledge of our minds. So, like all great philosophers of the modern period, he found fault with the system of instruction which had been the heritage of Scholasticism. He had, therefore presented a new programmer of education based on his empirical psychology. As the soul at birth is devoid of all principles except the desire for pleasure and the power to receive impression from the outside world, the real objective of education, according to Locke, is to learn by experience and to realize happiness. But despite this hedonistic ideal which is appeared to allure his empirical mind, he had side a wider ideal by Society though he initially prescribed some rules for the development of the healthy physique of the young ones. He had also accepted as the ideal of education the training of the youth so that they may become useful members of the society.

Rousseau's theory of education is in consonance with his metaphysical theory. He found in nature a friend of human life where there is very free scope for the development of personality. His ideal of education is largely negative. He advocated the cause of the development of the individual characteristics. And the way to the achievement of this goal was to him the removal of all the unfavorable conditions which thwarts the free development of the individuals' mind. He was, therefore, in favour of isolating the child from the social environment in order that its development may follow its natural course under the guidance of the private teachers.

During the modern period, Hegelianism reached its culmination in the nineteenth century. As Hegel had started from the discovery of Kanto who had synthesized in his thought the findings of the Empiricists and the Rationalists, it was expected that in his thought due importance would be attached to both. But Hegel was moving along the line of the Rationalists and was rather going ahead of them and interpreted the universe i terms of logic. Everything and being was, to his sight,

www.pathagar.com

a place in relation to the whole in which it has its existence. The universe, therefore, was transformed by him to a big book of Logic.

Naturally, therefore, there was a reaction. It was led by Herbert. But though he was opposed to Hexes. he was mot an empiricist, but rather was a follower of German Tradition and was a rationalist. In place of an engulfing Absolute which in a same swallows up the particulars, hi found that particulars are the reels. They are the absolute; indivisible entities. Though appsremtly they appear to be simple, yet in each one of them there are many qualities, Change is explained as the coming and going of reels in more or less constant union.

Against the back-ground of this metaphysics, hi has given an outline of Psychology. Sensations and ideas according to him tend to persist. But every mental state is ruled by Physical laws. The permanent ground of mental life is the soul substance but not the so-called self-identical ego which Fiche had set up. It is a pure abstraction.

Herbert's mechanical conception of mental life determined by the association of ideas had abed a flood of light on his theory of education. As our mental life is a product of the interaction of ideas, instruction from the teachers should be received and interest for the acquisition of knowledge should be aroused.

From this brief survey of the views on education, we have found that the philosophers who have dealt with the problems of education, have viewed human life from particular angles of vision. Plato was right when he maintained that we have some inborn ideas which are awakened by the perceptions of the senses. This may may be some tendencies, but that those are capable of assimilative the materials supplied by the senses can not be denied. How can a Tabulu Raśa which has no assimilative tendency be capable of arranging the sensation received through the senses. It must at least have the capacity inherent in it of arranging, comparing, and of forming judgements like Locke, Rousseau has also over looked the social aspect of the human mind. The development of the special characteristics of the individual does not mean that every individual as got soon peculiar characteristics which are opposed to the characteristics of other individuals. There might be a difference of degrees. But at baton all the individuals have some common features which are shaved by all. Due to the interest which varies from

www.pathagar.com

individual to individuals, we have difference in the development of some characteristics. An artist's view of a rose is different from that of a Bottommost. So on and so forth. But there is on fundamental difference in the sight of the artist and the Botanist. So, what is desired is the development of a particular aptitude in an individual, is to be interpreted to be an outcome of the desire, of individual guardians. It does not mean an extirpation of other characteristics. There can be no objection to the learning of a student to be friendly with nature, but simultaneously with this training he must be taught some principles as to be friendly with his fellow beings as well. A man cannot live alone. To live means to live in a society of individuals who have got on the one side, community of interest and on the other some special interests.

So far, as Islam is concerned, it can be said to have the widest out look on human life. It takes into account all the tendencies both of animal life man as well as the higher tendencies which are absent in the animals. Islam recognizes the permanence of the human-souls as well some tendencies which are inherent in it. So the ideal of education in Islam is a full development of all the capacities, both physical and mental so that the individual might not only survive but also contribute to the progress and development of this world. In the Qur'an, also in the sayings of knowledge. The opt-reaped saying of the prophet (sm.) Seek knowledge evenunto China' or Seeking of knowledge is incumbent on the Muslims, both male and female need not be repeated here.

Evidently here knowledge is taken in its broadest sense and Muslim are directed to a quire knowledge of the senses, of reasoning and of intuition. In the Qur'an however there is a distinction made between Lm (Intuition) and Hikmat (Scientific knowledge). And it is said those who are endowed with the capacity for acquiring scientific knowledge are in an advantageous position. L m or Intuition is mint for knowledge of the spiritual or metaphysical subjects.

But as we have seen before, every system of education, is based on some philosophical views. Islamic system of education, is based on the views that human beings are representatives of Allah on earth and that it is but of every Muslim man and woman to acqresentatives of

www.pathagar.com

Him on the earth and also be able to raise this world to a better state for which they were sent this world.

Education, therefore, to Islam, means the cultivation of the indoor tendencies and also the acquisition of the knowledge of the Universe. It means that every individual should be highly developed in empirical knowledge rational knowledge and intuitive knowledge. so that he may be the true representative of Allah on earth and perform the duties which He has assigned to each individual irrespective of caste, creed and the sex.

Writer was Renowned Philosopher, National Professor

www.pathagar.com

শিক্ষার আদর্শ

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

আফ্রিকার ঘানার বিখ্যাত বুদ্ধিজীবি এবং পন্ডিত যিনি এক সময় ঘানার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। সেই ডক্টর কুফি বুসিয়া আফ্রিকান দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "বিদেশী শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করে স্বাধীন অবস্থায় আমরা যদি অগ্রসর হই তাহলে আমাদের সমূহ ক্ষতি হবে। এই কারণে ক্ষতি হবে যে আমরা স্বাধীনতার তাৎপর্য অনুভব করতে পারব না এবং পূর্বতন শিক্ষাধারার অনুসরণে আমরা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবো। তার ফলে জীবনের যথার্থ পরিস্ফুটন ঘটবে না।" তিনি সেজন্য চেয়েছিলেন যে আফ্রিকার জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অর্থাৎ আফ্রিকার মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে তাদের ইচ্ছার ভিত্তিতে এবং তাদের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাগুলো গড়ে উঠুক। তিনি এ জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সফলকাম হতে পেরেছিলেন এটা বলা যায় না।

কুফি বুসিয়ার এই মন্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদেশীরা বিশেষ করে ইংরেজরা পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ অধিকার করেছিল সে সমস্ত দেশে দেশে তারা তাদের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এবং শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। ভারত বর্ষেও তেমনি বৃটিশ আমলে বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। সেখানে কতকগুলো প্রয়োজন ছিল। একটি হচ্ছে প্রশাসনের জন্য কর্মচারী তৈরী করা , দ্বিতীয় হচ্ছে

www.pathagar.com

দেশের পুলিশ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য এবং পুলিশ ব্যবস্থাকে একটি ধারায় গতিমান করবার জন্য পুলিশী প্রশিক্ষণের একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা, যে ব্যবস্থাটি এদেশে ছিল না। তেমনি আবার সাধারণভাবে কতকগুলো নৈতিক শিক্ষা এবং কতকগুলো বিশ্বাসের প্রতিফলন তারা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আরোপ করেছিল। এভাবে স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ইংল্যান্ড ভারতের জন্য কি করেছে সেই রকম একটা গ্রন্থ ছিল পাঠ্যসূচীতে। তাছাড়া খ্রীস্টানদের যে বাইবেল সেই বাইবেলও পাঠ করার ব্যবস্থা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে। বাইবেল পাঠের ব্যবস্থা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভাল ইংরেজী শিখবার জন্যে। যেভাবেই হোক অর্থাৎ সেই শিক্ষার বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল খ্রীস্টান এবং দ্বিতীয়ত; সেই শিক্ষায় প্রয়োজনের ভিত্তিও ছিল ভারতে ইংরেজ শাসনকে দৃঢ় ও স্থায়ী করা। এই ইংরেজ শাসনের সময় এখানকার মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ছিল, হিন্দুদের জন্য টোল শিক্ষা ছিল কিন্তু এই মাদ্রাসা অথবা টোল সাধারণ শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। অর্থাৎ, মাদ্রাসা থেকে যারা বেরিয়ে আসত অথবা টোল থেকে যারা বেরিয়ে আসত তারা প্রশাসনিক কর্মের জন্য উপযুক্ত হতো না। তারা দেশের ধর্মীয় কর্মের জন্য উপযুক্ত হতো। বলা যেতে পারে মাদ্রাসা শিক্ষা ছিল এক রকমের থিয়োলজিক্যাল স্কুল। অর্থাৎ দ্বীনি শিক্ষা। মুসলমানরা তাদের ধর্ম আচরণের জন্য যে সমস্ত শিক্ষার প্রয়োজনবোধ করেছিল মাদ্রাসার মধ্য থেকে বেড়িয়ে যারা আসত, সেই সময় তারা সাধারণ জীবনের উপযোগী হতে পারত না। এই ভারত বর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষাটা মোঘল আমল থেকেই চালু হয়েছিল। মোঘলরাও সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার মধ্যে টেনে আনতে চাননি এবং শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের চৈতন্যোদয় হোক এটাও তারা চাননি। সেই কারণে সাধারণ মানুষকে তারা একটি বদ্ধকূপের মধ্যে নিমজ্জিত রাখতে চেয়েছিলেন। তাই অগণিত হিন্দু জনসাধারণ ও মুসলমান জনসাধারণ তাদের ধর্মীয় শিক্ষা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। রবীন্দ্রনাথ তার একটি প্রবন্ধের মধ্যে একটি সুন্দর কথা বলেছেন। বলেছেন, "আমাদের দেশে রাজার পরিবর্তন হলেও সাধারণ মানুষের জীবন ধারার পরিবর্তন হয় না এবং তারা জানেও না কোথা দিয়ে কোন পরিবর্তন হচ্ছে।" অর্থাৎ দেশের প্রশাসনের যে মূলধারা, সেই মূলধারার চৈতন্য থেকে সাধারণ মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেই বিচ্ছিনতা সংরক্ষিত হয়েছিল বৃটিশ আমলেও।

শামসুল উলামা আবু নসর ওহীদ নামক একজন প্রাজ্ঞ বিবেচক পন্ডিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা পরিবর্তন আনবার চেষ্ঠা করেন, একটা নতুন কাঠামো নির্মাণ করেন এবং সেই কাঠামোকে নিউ স্কীম আখ্যা দেন। এই নিউ স্কীমের মধ্যে তিনি ইংরাজী শিক্ষা আনেন; বিজ্ঞান শিক্ষা আনেন আবার আরবী শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষাও রাখেন। ধর্মীয় শিক্ষা এবং ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তিনি একটি স্কীম তৈরী করেছিলেন, সেই স্কীম এক সময় এদেশে বেশ সুন্দরভাবে চালু ছিল। এর ফলে এই শিক্ষার মাধ্যমে যারা তখন বেরিয়ে এসেছিলেন তারা প্রত্যেকেই

www.pathagar.com

জীবন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কর্মকান্ডে তারা দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং খ্যাতিও পেয়েছিলেন প্রচুর। অর্থাৎ এই শিক্ষাটা একদিন থেকে সেই সময় একটা সুন্দর সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পাকিস্তান যখন হলো, পাকিস্তান আমলে সর্ব প্রথম আক্রান্ত হলো মাদ্রাসার নিউ স্কীম শিক্ষা ব্যবস্থা। নিউ স্কীম শিক্ষা ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রথমে এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বন্ধ করে মাদ্রাসার পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত রাখা হল এবং ইংরেজী শিক্ষাকে মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে পুরোপুরি বিছিন্ন করে ফেলা হল। আবু নসর ওহীদ সাহেবের চেষ্টা ছিল নিউ স্কীমের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে দ্বৈততা বিদ্যমান অর্থাৎ, একদিকে ইংরেজী শিক্ষা আরেকদিকে আরবী শিক্ষা- এই দ্বৈততা দূর করবার জন্য একটি মধ্যবর্তী পথ নির্মাণ করা। তাতে সেই পথে মাদ্রাসার ধারায় ছাত্ররা এসেছে সাধারণ শিক্ষার ধারা থেকেও ছাত্ররা এসেছে। এই সমন্বিত ধারাটা একক ধারা থেকেও ছাত্ররা এসেছে। এই সমন্বিত ধারাটা একক ধারা হিসাবে যখন গড়ে উঠতে যাচ্ছিল; সেই সময় পাকিস্তান আমলে এই শিক্ষা ধারাটাকে বন্ধ করে দেয়া হয়। বন্ধ করে দিয়ে আবার শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বৈততা বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় অর্থাৎ একদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা আরেকদিকে আধুনিক শিক্ষা- এই দুই শিক্ষার মধ্যে তারা কোন সমন্বয় সাধন করেননি। আরেকটা জিনিস এই পাকিস্থান আমলে ঘটে তা হচ্ছে- এই শিক্ষার যে মূল ভিত্তিটা কি হবে সেটা তারা গুরুত্বভাবে চিন্তা করেননি। শুধু সাধারণভাবে একথা বলা হয়েছে শিক্ষার মূল ভিত্তি হবে জাতীয় ঐক্য সম্পাদন। তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই জাতীয় ঐক্যের কথা বলেছেন। ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনসস্ট্রাকশন তারা গঠন করেছিলেন তাতে জাতীয় পুনর্গঠন, অর্থাৎ পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জাতি আছে সেই সমস্ত জাতি সম্মিলিত হয়ে একক পাকিস্তানী জাতি নির্মাণ করবে এদিকেই তাদের লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা সাধারণ শিক্ষার যে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করলেন এবং সিলেবাস পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করলেন সেগুলো কিন্তু আমাদের নৈতিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়নি: মূলত ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থারই একটু পরিবর্তন মাত্র।

সেই সময় আমেরিকার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে এবং আমেরিকার কিছু শিক্ষা পদ্ধতি আমরা আমাদের দেশে গ্রহণ করি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, আরেকটি হচ্ছে হোম ইকনমিকস, আরেকটি হচ্ছে বিজনেস এ্যাডমিনস্ট্রেশন। এই প্রধান তিনটি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে নতুন করে আনা হয়। এই তিনটি শিক্ষা ব্যবস্থাই কর্মসংস্থানের জন্য। বিজনেস এ্যাডমিনস্ট্রেশনের মাধ্যমে একজন ছাত্র দক্ষতা অর্জন করে জীবনে কর্ম সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত হবে। হোম ইকনমিকস ও কর্ম সংস্থানের জন্য তেমনি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারও কর্ম সংস্থানের জন্যই। এই তিনটি কর্মসংস্থানগত শিক্ষা ব্যবস্থা এই দেশে আসে কিন্তু কোন আদর্শগত ভিত্তি ছিল না। এই আদর্শগত ভিত্তি বলতে আমি বুঝেছি এর পিছনে মানুষের ঐতিহ্যের কোন সাঁড়া ছিল

www.pathagar.com

না, ধর্ম চিন্তার, ধর্ম বিশ্বাসের কোন ভিত্তি ছিল না। এগুলো ছিল কর্মসংস্থানগত শিক্ষা। অর্থাৎ এক কথায় এগুলো ছিল এক অর্থে ধর্মবিহীন শিক্ষা ধারা। সুতরাং এই পাকিস্তান আমলে কর্মসংস্থানগত শিক্ষাধারা প্রবর্তন করতে গিয়ে ধর্মবিহীন এক প্রকার শিক্ষাধারা গড়ে ওঠে এবং মূল শিক্ষার মধ্যে একটি নতুন সংযোজন হিসাবে এই শিক্ষাটা এসে উপস্থিত হয়। এই শিক্ষাটা আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোত নয়। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, সে সময় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবার প্রয়োজনীয়তা পাকিস্তান অনুভব করেছিল যে উদ্দেশ্য হচ্ছে; আধুনিক জগতে আধুনিক মানুষের সমতুল্য মানুষ আমরা আমাদের দেশে তৈরী করবো। সুতরাং ইউরোপের আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের শিক্ষাকে সমন্বিত করে গড়ে তুলতে হবে। তার ফলে বিদেশী শিক্ষার ধারাক্রম এখানে এসে উপস্থিত হয় আরো প্রবল পরিমাণে। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে যে বিদেশী শিক্ষার ধারা আমাদের ছিল এই শিক্ষাই একটু নতুন করে নতুন পটভূমিতে নতুন প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্য ব্যবহৃত হতে লাগলো। পাকিস্তান আমলে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। শিক্ষা কমিশনের মধ্যেও শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে কোন আদর্শের কথা বলা হয়নি এবং যেটা বোঝা গেছে সেই শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে সেটা হচ্ছে ছাত্রদেরকে বর্তমান সময়ের উপযোগী করে গড়ে তোলার তখনই সম্ভব যখন সে মানুষের একটা নৈতিক চরিত্র থাকে, একটা নৈতিক আদর্শ থাকে। সে নৈতিক আদর্শ তার জন্য নির্মাণ না করে সময়ের উপযোগী করে তুলবার যদি চেষ্টা করি তাহলে সে মানুষ ধর্মচ্যুত হবে, ধর্মকে অস্বীকার করবে। একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মের প্রয়োজনটা কী? আমি কিন্তু অন্য অর্থে ধরছি। ধর্মের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ধর্মের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরিপূর্ণ করা, মানুষকে জীবন সম্পর্কে সচকিত করা এবং মানুষকে এই পৃথিবীতে তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা। ধর্ম তার সংস্কার নিয়ে নয় বরং ধর্ম হচ্ছে বিশেষ বিশ্বাস এবং আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শের ভিত্তি আমাদের শিক্ষার মধ্যে ছিল না, অতীতে এটা ছিল না এবং পাকিস্তান আমলেও শিক্ষার এই ভিত্তিটা আমরা নির্মাণ করবার চেষ্টা করিনি এবং সক্ষমও হইনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠে। সে আন্দোলনের ইতিহাস আমরা জানি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই এই বিরোধভাবটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল। অর্থাৎ আমরা একটা কলোনীতে পরিণত হয়েছিলাম প্রায় এবং সেই কারণে আমাদের দেশের ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, আমাদের দেশের জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ বেঁধেছিল এবং পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের একটা সংঘর্ষ বেধেছিল। সে সংঘর্ষের ফলে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ১৯৭২ সাল থেকে আমরা একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে উল্লেখিত হতে থাকি।

কিন্তু এই সূত্রপাতে অর্থাৎ বাংলাদেশ হওয়ার সূত্রপাতে আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ

www.pathagar.com

হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতা যোগ করা হয়েছিল। এই ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষ জানতো না এবং নেতৃবৃন্দও যে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছিলেন তারাও জানতেন কি-না এ নিয়ে সন্দেহ আছে। তার কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যেতে লাগলো ধর্ম বিরোধীতায় রূপান্তরিত হলো এবং মুসলমান শব্দটিও তারা সব স্থান থেকে মুছে ফেলতে লাগলেন। যেমন- 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল' হয়ে গেল 'সলিমুল্লাহ হল', জাহাঙ্গীর নগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেল জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়। মোহামেডান স্পোর্টিংকেও বান্ড করে দেয়া হলো; কেননা সেখানে মোহামেডান শব্দটা আছে। অর্থাৎ কী ধরনের বিফল চিন্তা, বিফল মানসিকতায় এরা ভুগছিল এর দ্বারাই বোঝা যায়। অর্থাৎ দেখা গেলো ধর্মনিরপেক্ষতার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হলো সে অবস্থা হচ্ছে ধর্মবিরোধী অবস্থা। প্রত্যেক দেশেই সব সময় কিছু লোক থাকে, থাকতে পারে যারা ধর্মকে মান্য করে না বরঞ্চ ধর্মবিরোধী চৈতন্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ থাকে। তারা সকলেই একটি সাড়া পেয়ে গেলো, আনন্দিত হলো, উৎসাহিত হলো এবং এই উৎসাহের যোগান আমরা আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তখন পেয়েছিলাম। এর ফলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হলো সে পরিবর্তন হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা।

ড. কুদরত-এ-খোদাকে চেয়ারম্যান করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই শিক্ষা কমিশন শুধুমাত্র শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন অবিকল সেই ধরনের। এখানেও শিক্ষার কোন ভিত্তি হিসাবে ধর্ম বিশ্বাসকে আনা হয়নি, ধর্মীয় চৈতন্যকে আনা হয়নি। ধর্মকে পুরোপুরি শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। আমি বারবার এই বিচ্ছিন্নকরণের কথা বলছি এই জন্য যে বিশ্বাস হচ্ছে মানুষের মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত। একজন মানুষ একটি ধর্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তার পরিবেশে তার পারিবারিক গন্ডির মধ্যে, তার সামাজিক চৈতন্যের মধ্যে কাজ করে সুতরাং তার সাহিত্য ও অন্যবিধ শিক্ষার মধ্যেও এই ধর্মীয় চৈতন্য কোন না কোনভাবে আসবেই, একে বাদ দিলে চলে না।

একটি ইংরেজ শিশু যখন বড় হয় সে কিন্তু তার ধর্মীয় শিক্ষা দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়। সে বাইবেলের সঙ্গে ক্রমশ: পরিচিত হয়, বাইবেলের গল্প-কাহিনীর সঙ্গে সে পরিচিত হয় এবং খ্রীস্টান ধর্মের বিভিন্ন সংগ্রাম, বিভিন্ন ইতিহাস, বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়। অর্থাৎ ইংল্যান্ডের একটি ছেলে মূলত খ্রীস্টান হিসাবে গড়ে ওঠে। খ্রীস্টান হিসাবে গড়ে উঠে তার অর্থ ধর্মান্ধ হয়ে গড়ে ওঠে না, তার উপলব্ধির মধ্যে ধর্মীয় একটা চেতনা সব সময় কাজ করে কিন্তু আমাদের সেই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সে ধর্মীয় চেতনাকে পুরোপুরি বাদ দেয়া হলো। পূর্বেও বাদ দেয়া হয়েছিল, পাকিস্তান আমলেও বাদ দেয়া হয়েছিল এবারও বাদ দেয়া হলো। আমরা যে চিন্তা করে বাদ দিয়েছি সে কথা আমি বলব না। ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মকে অস্বীকার করে যে শিক্ষা সিলেবাস পাঠ্যক্রম তৈরী হয়েছিল তাও আমি বলব না। আমি বলব এদিকে তারা চিন্তাই করেননি। চিন্তা না করে তারা প্রথাগত

www.pathagar.com

যে পাঠ্যক্রম আছে তাকেই বজায় রেখেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্য যেটার প্রয়োজন সেই বইগুলোই থাকবে, বাংলা ভাষার জন্য, সাহিত্য শিক্ষার জন্য সে ধরনের পাঠ্যসূচী তারা তৈরী করেছেন কিন্তু এই পাঠ্যসূচীর বিষয় বলে একটা বস্তু আছে, সেই বিষয়টা কি শুকর নিয়ে আলোচনা না ডারউইন নিয়ে আলোচনা? সেই বিষয়টাতো আনতে হবে সেই বিষয়টাতো জীবনের বিষয় হবে সেই বিষয়ের বিশেষ একটা ভিত্তি থাকবে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিষয়ের মধ্যে সেই ধরনের কোন ভিত্তি ছিল না। তার ফলে কুদরত-এ-খোদা কমিশন একটা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের শিক্ষা কমিশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ ধরনের স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষাক্রম হিসাবে এটা যে তৈরী হয়েছিল তা বলবো না।

বর্তমানে আমাদের সামনে এই কুদরত-এ-খোদা কমিশন আছে, তারপরে আরেকটি স্বল্পকালীন কমিশন গঠিত হয়েছিল,জাফর কমিশন বলা যেতে পারে, সে কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে আমরা জানি না। সম্প্রতি আরেকটি কমিশন গঠিত হয়েছে তারাও যে কী করছেন তাও আমরা জানি না। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কোন সময়েই শিক্ষা কমিশনের উদ্দেশ্য এ দেশের অতীত, এ দেশের বিশ্বাস, এ দেশের মানসিকতা, এদেশের মানুষের আকাঙ্খার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। কেননা এই শিক্ষা কমিশনের সদস্যবর্গ তারা বিদেশ ভ্রমণ করেছেন, বিদেশ ভ্রমণ করে বিদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেশের সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সাধারণ মানুষের সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করে, সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে তারা কিন্তু এটা করেননি। কারণ যখনই কোন শিক্ষা কমিশন হয়েছে দেখা গেছে শিক্ষা কমিশনের সদস্যরা বিদেশ যাওয়ার জন্য আগ্রহী, ব্যাকুল হয়ে যান। একজন জাপানে যান একজন রাশিয়া যান, একজন আমেরিকায় যান এবং পাঁচ দিন, পনেরদিন থেকে এসে তাঁরা শিক্ষা ব্যবস্থার একটা পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করেন কিন্তু একথাও শুনিনি কখনো যে শিক্ষা কমিশনের সদস্যরা গ্রামের ভিতরে গেছেন গ্রামের মানুষের বাড়ি বাড়ির ঘুরেছেন, তাদের পারিবারিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, তারা কিভাবে গড়ে উঠেছেন সেটা চিন্তা করেছেন। তাতো করেননি। চীন দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে সে শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের দেশের মানসিকতার সঙ্গে নিগুঢ়ভাবে যুক্ত। চীন দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা এককভাবে চীন দেশের জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক দেশ, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা তাদের যে শ্রেণীচৈতন্য সেই শ্রেণী চৈতন্যের সাথে সম্পর্কিত হয়ে গড়ে উঠেছে। সুতারাং এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক আমাদের বিশ্বাসের, আমাদের জীবনযাপনের, আমাদের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করেনি। এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি আমাদের দেশের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে এমন একটা সময় এসেছে; যখন আমাদের কর্তব্য হবে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের চৈতন্যের সঙ্গে

www.pathagar.com

যুক্ত করা, দেশের মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপন প্রণালীর সাথে যুক্ত করা, দেশের মানুষের আকাঙ্খার সাথে যুক্ত করা, দেশের মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপন প্রণালীর সাথে যুক্ত করা। যে পর্যন্ত তা আমরা করতে সক্ষম হচ্ছি সে পর্যন্ত কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ ঠিক আমাদের দেশের জন্য উপযুক্ত হবে না। অর্থাৎ আমাদের দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের পাশাপাশি দাঁড়ালে অন্য দেশের মানুষের চিন্তা চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হয়েই কাজ করবে কিন্তু নিজেদের দেশের চিন্তা চৈতন্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কোন কাজ করবে না। এখন একটি পরিশীলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন, যে পরিশীলিত ব্যবস্থার সাহায্যে আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে পারবো।

শিক্ষার একটি আদর্শগত ভিত্তি আছে। সেই আদর্শগত ভিত্তি মূলত ধর্মভিত্তি। আমরা জানি যে ধর্ম মানুষকে অনুশাসন দেয়, ধর্ম মানুষকে নির্ভরতা দেয়, ধর্ম মানুষকে আদর্শ সম্পর্কে সচেতন অর্থাৎ মানুষ যে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করবে সেই জীবন যাপনের অধিকার তার অর্জন করতে হবে। এই অধিকার অর্জন করে বিজয়ের সাহায্যে, বিশ্বাসের সাহায্যে এবং অন্তর্গূঢ় চৈতন্যের সাহায্যে। যদি আমার বিশ্বাস না থাকে এবং অন্তগূঢ় কোন চৈতন্য না থাকে তাহলে শিক্ষা শুধু সাধারণ অবস্থায় পর্যবসিত হবে এবং সেই শিক্ষার দ্বারা একটি জাতি কখনও উপকৃত হবে না। মনে রাখতে হবে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা, মানুষকে পৃথিবীর জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, মানুষকে তার জাতি এবং মানুষকে পৃথিবীর সঞ্চয় সম্পর্কে সাবধান করা। এটা না হলে শিক্ষার আদর্শ হয় না অথচ ধর্ম এই আদর্শগুলোর শিক্ষা দেয়। অথচ পাশ্চাত্যের যে শিক্ষা আমাদের দেশে এসেছে সে শিক্ষার মধ্যে ধর্মের কোন ভিত্তি নেই। আমরা ইংল্যান্ডে লক্ষ্য করি, ইংল্যান্ডের চার্চ প্রশাসনের অধীনে যে সমস্ত স্কুল আছে তাদের একটা ধর্মীয় ভিত্তি আছে শিক্ষার কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে এই ধর্মীয় ভিত্তি তারা স্বীকার করেননি। যার ফলে জ্ঞান লাভটা শুধুমাত্র জ্ঞান লাভেই পর্যবসিত হয়েছে। জ্ঞানলাভের প্রয়োজনটা কী তা কিন্তু ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। জ্ঞানের একটা প্রয়োজন হচ্ছে মানুষকে যথার্থ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা, জ্ঞানের একটা প্রয়োজন হচ্ছে মানুষকে পুর্ণাবয়ব মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা। আমরা জানি ধর্ম আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দেয়। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে মানবতাবোধের শিক্ষা, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মানুষে মানুষে হৃদ্যতা, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি– এগুলো ধর্মের মাধ্যমেই আমরা লাভ করে থাকি। এটা না হয়ে শিক্ষাটা যদি হয় শুধুমাত্র প্রয়োজনের জন্য ,অর্থাৎ জীবনক্ষেত্রের কর্মের উপযোগী হওয়ার জন্যই যদি শিক্ষা হয় তাহলে মানুষ এই মেটারিয়াল পৃথিবী যেটা, এই যে রূঢ় বাস্তবজগৎ সেই জগতের প্রয়োজনের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত রাখবে। নিজের স্বার্থের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখবে। সকল মানুষের জন্য সে কল্যাণকামী হবে না। এই যে স্বার্থপরতা শিক্ষা দেয় কিন্তু ধর্ম স্বার্থপরতা শিক্ষা দেয় না। ধর্ম স্বার্থবিমুক্তি শিক্ষা দেয়। সেই কারণে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। বৃটিশ আমলের কাঠামোকে ঠিক রেখে অবিকল রেখে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী হয়েছে সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মূলত কোন পরিবর্তন আসেনি। দেশের প্রয়োজন ও ধর্মের প্রয়োজনে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে। অনেকে মনে করতে পারেন যে, শিক্ষার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা যদি বিছিন্নভাবে প্রবেশ করে তাহলে ধর্মীয় শিক্ষাটি একটি ভিন্ন উপকরণ হিসাবে লোকে গ্রহণ করবে। যেমন একজন ইতিহাস পড়ছে আবার সে ভূগোলও পড়ছে আবার সে-ই ইংরেজী পড়ছে আবার সে অংক করছে। এই ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের অথবা ইতিহাসের সঙ্গে অংকের কোন সম্পর্ক নাই। পরস্পর কোন সম্পর্ক নাই। এগুলো প্রতিটি বিদ্যাই যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। তেমনি ধর্মীয় শিক্ষা যদি এর সঙ্গে যুক্ত হয় সেটাও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিছিন্ন শিক্ষা হিসাবে এর সঙ্গে যুক্ত হবে। বিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হয়ে ধর্মীয় শিক্ষাটাও পূর্ণাঙ্গ হবে না এবং অন্য শিক্ষাটাও পূর্ণাঙ্গ হবে না।

আমি কথাটা আরেকটু বিশদভাবে বুঝিয়ে বলছি একটি পাঠ্যসূচী অনুসারে আমি একটা জ্ঞান লাভ করতে পারি। কিন্তু ধর্মীয় পাঠ্যসূচী একটি ভিন্নভাবে যদি থাকে তাহলে অনেক সময় দেখা যাবে ধর্মীয় পাঠ্যসূচীর বিপরীত জিনিস এই পাঠ্যসূচীতে এসে উপস্থিত হয়েছে কেননা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত এটাকে করা হয়নি সুতারাং ধর্মীয় পাঠ্যসূচী যা শিক্ষা দেয় এই পাঠ্যসূচী হয়ত তার বিপরীত শিক্ষা দিচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি কথা বলা যায়, যেমন ডারউইনের অরিজিন অব স্পেসিসে মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে বক্তব্য। ধর্মীয় শিক্ষায় বলে, বাইবেলের শিক্ষাও বলে, ইসলামের শিক্ষাও বলে এবং অন্যান্য ধর্মের শিক্ষাও বলে যে, মানুষকে বিধাতা মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। অন্য প্রাণী থেকে মানুষের উদ্ভব ঘটেনি এবং পরবর্তীতে মানুষ অন্য কোন প্রাণীতেও পরিণত হবে না। মানুষ হিসাবে মানুষের আকৃতি বা স্বভাবের যুগে যুগে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। আকৃতির পরিবর্তন বলছি আমি এই অর্থে যে এক সময় হয়ত মানুষ খুব বেশী লম্বা ছিল। বর্তমানে মানুষ অন্য আকৃতি ধারণ করেছে, তার চেয়ে সাইজে ছোট হয়েছে। কিন্তু তাই বলে মানুষের মানুষের অবয়র নষ্ট হয়নি। কিন্তু ডারউইন যে কথা বলেছেন তার সাথে এ কথা মেলে না। তাছাড়া সৃষ্টির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ডারউইনের যে ধারণা এবং বিশ্বাস তার সঙ্গে ইসলামের অথবা বাইবেলের অথবা অন্য ধর্মের বিশ্বাস তার সঙ্গে ইসলামের অথবা বাইবেলের অথবা অন্য ধর্মের বিশ্বাস মেলে না। কিন্তু আমি পাঠ্যপুস্ত কে হয়ত ডারউইনের জীবনী পড়াব, আর জীব সৃষ্টির অন্য উৎস পড়ার এ দু'টোতে মিলছে না। সেই কারণে প্রয়োজন হচ্ছে ধর্মের যে মূল আদর্শগুলো সেই আদর্শের দ্বারা অন্য পাঠ্যক্রমকে পরিশোধিত করা।

ফিজিক্সই পড়ি অথবা কেমেস্ট্রিই পড়ি যা কিছুই পড়ি না কেন ধর্মের আদর্শের দ্বারা তা যেন পরিশোধিত হয় অর্থাৎ প্রতিটি বক্তব্যের মধ্যে বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ যেন থাকে এবং বিশ্বাসের দ্বারা প্রতিটি পাঠ্যসূচী যেন পরিশুদ্ধ হয় এবং প্রতিটি পাঠ্যসূচী যেন বিবেচিত হয়। এটার প্রয়োজন আছে কিন্তু এটা আমাদের দেশে হয়নি, পৃথিবীর কোন দেশেই এ

www.pathagar.com

রকম হয়নি। কিন্তু বর্তমানে একটা চেষ্টা চলছে পৃথিবীর কোন দেশেই এ রকম হয়নি। কিন্তু বর্তমানে একটা চেষ্টা চলছে পৃথিবীর সর্বত্রই যে একটা বিশ্বাসের পটভূমি শিক্ষার জন্য রাখা প্রয়োজন। জীবন ধারণের জন্য যেমন প্রয়োজন শিক্ষার জন্যও তেমনি প্রয়োজন। যারা নাস্তিক এবং যাদের রাস্ট্রীয় ধর্ম হচ্ছে নাস্তিকতা তারাও নাস্তিকতাকেই তাদের সমস্ত শিক্ষার জন্য রাখা প্রয়োজন। জীবন ধারণের জন্য যেমন প্রয়োজন শিক্ষার জন্যও তেমনি প্রয়োজন। যারা নাস্তিক এবং যাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হচ্ছে নাস্তিকতা তারাও নাস্তিকতাকে পটভূমি করেই তারা কিন্তু তাদের সকল পাঠ্যসূচী নির্মাণ করেছে। ইতিহাসের, ভূগোলের, অর্থনীতির, সকল ধরনের পাঠ্যসূচী তারা এই নাস্তিকতাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি করেছে। তাই দেখা যায় অর্থনীতি বিষয়ে তাদের যে শিক্ষা সে শিক্ষার সঙ্গে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক শিক্ষার সাথে মেলে না অথবা ইতিহাস সংক্রান্ত তাদের যে শিক্ষা সেই শিক্ষার সঙ্গে অন্য দেশের ইতিহাসের শিক্ষার সাথে মেলে না। একেবারেই মেলে না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর এদিক থেকে বিরাট একটা সততা আছে। তারা যা বিশ্বাস করে সে বিশ্বাসকে তারা তাদের পাঠ্যকক্রমে বিছিন্নভাবে করেনি, সেই বিশ্বাসের দ্বারা পাঠ্যক্রমকে তারা পরিশোধিত করেছে, পাঠ্যক্রমকে সংশোধন করেছে এবং পাঠ্যক্রমকে লালন করেছে।

তাদের বিশ্বাস হচ্ছে নাস্তিকতা, আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহর উপর নির্ভরতা। সুতরাং এই দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে। সেই কারণে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের বিশ্বাসকে পরিমার্জনা করা এবং নতুন সময়ের উপযোগী করে গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে আমি আরেকটি কথা বলবো যে কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জীবনের জন্য, আমাদের দেশের জন্য। সে কথাটি হচ্ছে একটি দেশের রাজনৈতিক বিতর্ক থাকতে পারে, একটি গণতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন মনোভঙ্গির মানুষ পাওয়া যায়। কোন মানুষ হয়তবা নাস্তিক কিন্তু এইসব মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এরা সমাজকে শাসন পর্যন্ত করছে না এবং এরা বিশ্বাসী ধারার স্রোতের বাইরে, এই অর্থে বাইরে যে অজস্র মানুষের বিপুল স্রোতের মধ্যে এরা যুক্ত নয়। সুতরাং এদের দ্বারা স্রোত নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না, স্রোতের গতিতো এদের দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে এমন হয়েছে যে আমরা এই স্রোতের গতি এই দুই একজন মানুষের জন্য পরিবর্তন করতে চাই, চেষ্টা করছি অথবা এই দু'একজন মানুষের চিৎকারে বিচলিত হয়ে এই স্রোতের গতির মধ্যে আমরা পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করছি। কিন্তু এই স্রোতের গতিতে পরিবর্তন আনা যায় না। আনা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। সেই কারণে বিশ্বাসকে ভিত্তিমূল করে আমাদের শিক্ষার পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছেন যে কুরআন শরীফের সূরা আল ফাতেহা যে ভালভাবে পাঠ করে সে খ্রীস্টান হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক, জৈন হোক অথবা যে কোন ধর্মালম্বী হোক সে ন্যায়বান, আদর্শবান,

www.pathagar.com

প্রজ্ঞাবান যথার্থ কুশলী মানুষ হতে বাধ্য। তার কারণ এই সূরা আল ফাতেহার মধ্যে সকল বিশ্বাসের অন্তঃসারটা আছে। সৎপথে যাবার জন্য প্রার্থনা আছে, অসৎ পথগামী যারা তাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকবার আকাঙ্ক্ষা আছে এবং বিশ্বাসের অনুকূলে সত্যকে আবিষ্কার করবার একটা আকাঙ্ক্ষা প্রবল বিদ্যমান। মওলানা আজাদ বলছেন এভাবে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে সূরা আল ফাতিহা হচ্ছে একটি আদর্শ ভাষণ। এর ভিত্তি করেই সাহিত্য ও শিক্ষাকে নির্মাণ করতে হবে। অর্থাৎ সাহিত্যের মূল আদর্শ হবে ন্যায় পথে চলা, শিক্ষার মূল আদর্শ হবে মানুষকে ন্যায় পথে প্ররোচিত করা, অন্যায় পথ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসা এবং পৃথিবীতে যারা অধঃগামী যারা অন্যায় পথচারী তাদের সাহচর্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়া। যারা ন্যায়বান, সদাচারী তাদের সঙ্গে মানুষকে একত্রিত করা এটাই হচ্ছে বিশ্বাসের ভিত্তি।

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিশ্বাসের ভিত্তিটি একান্তভাবে প্রয়োজন। এটা সত্য যে, পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান দেশেও শিক্ষার ভিত্তি কিন্তু ঠিক আদর্শগতভাবে ইসলামী ভিত্তি এটা বলা যায় না। কিন্তু সম্প্রতি মক্কা ঘোষণার পর প্রতিটি মুসলমান দেশে এ বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ হচ্ছে। মক্কা ঘোষণায় পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণ একটি স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বলেছিলেন যে, আমরা একটা সাম্য নির্মাণ করবার চেষ্টা করবো মুসলমান উম্মার মধ্যে, একটা সততা, একটা ঐক্য নির্মাণের প্রয়াস পাবো। দ্বিতীয়, বিশ্বাসকে ভিত্তি করে আমাদের জীবন আমরা পরিচালিত করবো। তৃতীয়, আমাদের সকল মুসলমান দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটি ঐক্যতত্ত্ব থাকবে অর্থাৎ বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে আমাদের সকল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উপপাদ্য। এরই উপর নির্ভর করে বর্তমান সৌদি আরবে পাঠ্যসূচী পাঠ্যক্রম সংশোধনের প্রয়াস চলছে, মিশরের পাঠ্যক্রম সংশোধনের প্রয়াস চলছে, মালয়েশিয়ায় এ প্রয়াস চলছে কিন্তু আমাদের দেশে এ প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি না।

আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা একটি বিচ্ছিন্ন শিক্ষা হিসাবে বিদ্যমান। আর সাধারণ শিক্ষা যাকে ইংরেজী শিক্ষা বলি এখনও নাম হল ইংলিশ হাই স্কুল, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সেই শিক্ষাগুলো বিচ্ছিন্নভাবে আলাদাভাবে চলেছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে নানাভাবে আধুনিকায়নের চেষ্টা চলছে এবং এই শিক্ষাকেও বিভিন্নভাবে আধুনিকীকরণের চেষ্টা চলছে। তার ফলে না মাদ্রাসা শিক্ষা যথার্থ থিয়োলজিক্যাল শিক্ষা হচ্ছে না আধুনিক শিক্ষা যথার্থ আধুনিক শিক্ষা হচ্ছে। মূলতঃ একটি দেশে একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন তা না হলে একটি জাতি সামগ্রিকভাবে সমৃদ্ধিশালী হয় না।

মাদ্রাসা শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে আনতে হবে। এ ব্যবধান ঘুচিয়ে আনা সম্ভবপর এই ভাবে- প্রাথমিক পর্যায় থেকে আরম্ভ করে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষা বলি কিংবা স্কুল বলি কিংবা কারিগরী শিক্ষাবলী সকলের জন্য একই কারিকুলাম থাকবে- একই ধরনের মৌল পাঠ্যসূচী থাকবে, এর মধ্যে কোন পার্থক্য

www.pathagar.com

থাকতে পারবে না। সপ্তম শ্রেণীর পর পার্থক্যগুলো আসবে। যে কারিগরী শিক্ষায় যেতে চায় সে কারিগরী শিক্ষায় যাবে, যে পুরোপুরি ধর্মীয় শিক্ষায় যেতে চায় সে ধর্মীয় শিক্ষায় যাবে, যে বিজ্ঞান শিক্ষায় যেতে চায় সে বিজ্ঞান শিক্ষায় যাবে, যে প্রকৌশল শিক্ষায় যেতে চায় সে প্রকৌশল শিক্ষায় যাবে, যে সাধারণ শিক্ষায় যেতে চায় সে সাধারণ শিক্ষায় যাবে। কিন্তু ঐ যে মৌল কাঠামোটি তাকে এমন করতে হবে যে সেই শিক্ষায় ধারাক্রম অনুসরণ করতে সক্ষম হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার ধারামক্রম অনুসরণ করতে সক্ষম হবে এবং সাধারণ ধারাক্রম অনুসরণ করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ নিম্ন পর্যায়ে ঐ শিক্ষাটাই হচ্ছে Basic শিক্ষা। সেই শিক্ষার মধ্যে এই ধর্মীয় ভিত্তিটা এনে দিতে হবে, বিশ্বাসের ভিত্তিটা এনে দিতে হবে এবং সকল শিক্ষার উপযোগী কার্যক্রম, উপযোগী ভূমিকা এবং সূত্রপাত এই শিক্ষার ভেতর দিয়ে দিতে হবে। যে পর্যন্ত না এনে দিতে পারছি সে পর্যন্ত আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে সফলতা অর্জনে সক্ষম হবো না।

বর্তমান কালে আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে শিক্ষার এই দ্বিধাবিভক্তি দূরীকরণ। আমরা বহুদিন আগে থেকে এ দূরীকরণের কথা বলেছি কিন্তু আমরা পূর্ণভাবে শুধু নয় একেবারেই সক্ষম হইনি। সুতরাং আমার প্রস্তাব হচ্ছে নিউ স্কীমের সেই মৌল ভিত্তিটাকে নতুন করে আবিষ্কার করে তাকে আমাদের পাঠ্যসূচীর মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করা এবং তারপর বিভিন্ন ধারাক্রম নির্ধারিত করা। যদি এভাবে অগ্রসর হতে পারি তাহলে বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমুচ্চারিত হয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন পথ নেবে এবং আমরা জীবনে যথার্থ সমৃদ্ধ এবং সার্থক ও সফল হতে পারবো।

লেখক ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

Islamic Education Movement Recent History & Objetives

Shah Abdul Hannan

Islamic Education Movement, which is otherwise widely known as the Movement for the Islamization of Knowledge, as a new phenomenon started its journey sometimes in 1977-1978. A group of scholars thought that the educational system in the Muslim World is not fulfilling the needs of the Muslim countries and that it should be thoroughly revised and updated. In this backdrop, the first Islamic Educational World Conference was held in Makkah in 1977 in which more than 300 academicians, scholars and intellectuals participated. The first Conference. made certain significant recommendations for the Islamization of Knowledge. Later on more such Conferences were held in other parts of the world in which Ulama, academicians, scholars and intellectuals of various countries joined. Such Conferences were held among other countries, in Pakistan, Indonesia and Bangladesh. This writer had the opportunity to take part in the Conferences held in Pakistan, Indonesia and Bangladesh. This Conference helped to a great extent in crystallizing and conceptualizing what should be the future shape and structure of the Islamic Education. Later

www.pathagar.com

notable institutions like International Institute of Islamic Thought (IIIT), USA joined in this Movement. The prime focus of IIIT since then had been on the Restructuring of Throughout and Islamization of Knowledge, including Islamization of Education.

As the outcome of the painstaking efforts of the learned scholars of various disciplines to formulate a pragmatic Islamic Education Policy through the Islamic Education Conference and contribution of eminent Islamic organizations an individuals, the first Islamic University, the International Islamic University (IIU), Malaysia, was established. Distinguished Islamic scholar of the world, well known for their own discipline and subject and at the same time firm believer in Islam, assembled in the new alma nature. Many of these scholars were leaders of the Islamic Monument in their own countries and were at the forefront of Dawah, Islamic activities in their own arena. Dr. Abdul Hamid abu Sulayman renewed scholar and current Chairman of IIIT, USA took the responsibility of the IIU. Malaysia in the initial stage. A prolific writer, Dr, Abul Hamid, on assuming the responsibility of the University, vigorouslu started the work of Islamization of Education. Arabic and Fiqh, Islamic Law and Jurisprudence were introduced as compulsory university-requirement courses. The University from the very beginning took steps to gradually Islamic the subject of the social science discipline and the efforts is still on.

Later on more Islamic universities have been established in other parts of the world following the model of IIU, Malaysia. One such University has been established in Islamabad (Pakistan. Another in Uganda (Africa) and another in Kushtia (Bangladesh). It must be admitted that the Islamic University, Bangladesh has, to some extent, lost direction because of political environment within the country, and the University could not make much headway following the model of IIU, Malaysia, nevertheless it has to be accepted that Islamic University. Bangladesh also make some contribution in the Islamization of Education and Islamization of Knowledge. Later Darul Ihsan University and Islamic University, Chittagong were established with the same mission*.

To many it remains a questions why Islamization of Education is important and this demands an in-depth examination and critical and

www.pathagar.com

careful analysis Islamization of Education is significant because the root cause of all problems and malaise's of the Ummah, the Muslim community, it education. If we look at the setback and crisis of the Ummah, if we evaluate the political.

Economic and social dilemma of the muslim world and particularly if we refer to the overall scenario prevailing in the Muslim countries from Islamic point of view and look at them from Islamic vision and perspective then we shall reach to the conclusion that the ultimate reasion for all these ills in the Muslim world lies in our failure to restructure the education which shall not only meet the demand of our tie but at the saone time make a Muslim. Had we been able to educate Muslims, as worthy Muslims there would not have been political, economic and social problems in the Muslim world of the size and level as exist now. Such prominent scholars and academicians as Ismail Raji al Faruqi, Abul Hamid Abu Sulayman and Syed Ali Ashraf, eminent educationists, Islamic scholar and founder of Darul Ihsan University Bangladesh share this view.

Islamic educationists and scholars are of unanimous opinion that the root cause of all problems of the Ummah is education, it is more appropriately the crisis of education as being the prime reason of the crisis faced by the world today. They think that education has failed to achieve the desired objective because our education has ignored ethics and morality during the last one hundred years.

The crisis humankind, the world civilization is facing because the curriculum of the educational institutions have ignored ethics and morality for at least last one hundred years. As an outcome of this disrespect to eternal values, our educational institutions have produced violent and cruel man devoid of love, affection, fraternity, brother-hood and to follow feeling. What has happened in Bosnia, Kosava, Chechmya, Iraq, Kashmir, Afghanistan and more recently in Gujrat in India is the result of modern education, which has produced cruel and violent man. Modern man is not imbed with the eternal human values and therefore most sophisticated nations do not mind to bomb unearned civilian, woman and children in Afghanistan and does not mind to continue sanction against Iraq at the costs the lives of millions of Iraqi children. Nobody can hope to change this sorry state of affairs, to really improve the face of modern civilization unless the

www.pathagar.com

educational curriculum is restructured and emphasis is given on moral and ethical values.

What is, therefore, Enquirer is to reorganize the education on the foundation of ethical principles, to combine moral education with professional excellence has to be integrated with morality and ethics, which basically can be derived from religion, As far as Muslims are concerned such values can be drawn from Islam and if Muslim societies are not rectified in the light of the precept and teaching of Islam then the Muslim societies may the whole world is bound to suffer. That means humankind will suffer. The solution, therefore, lies in combining Islamic values with modern subject in case of Muslims. Where non-Muslims are in majority as in Japan. China and other countries modern subject should be combined with ethics and morality. Nobody should forget that in the days of globalization and Internet in the new millennium no region remains unaffected if any part of it is affected. Therefore the problem has to be addressed both at regional and international levels.

Dr. Abull Hamid. AbuSulayman, former Rector IIU, Malaysia and currently Chairman of IIIT USA addressing a seminar in Dhaka during his recent visit to Bangladesh pointed out: "Muslims are not performing. The Muslim world is not performing". He pointed out that in January 2001 (or December 2000) the total GDP of the Muslims world was US $ 1100 billion whereas the GDP # 5500 billion, five times more than Muslim world whereas Muslim world is spread over from Pacific to Atlantic. Why this is the condition of the Muslim world. Dr. Abdul Hamid asked? "Why are not Muslims performing. Why are not Muslims motivated, why are not Muslims big actors in the world scene. Why are they only spectators, why they are in the fringe". Dr. Abdul Hamid asked his learned audience in the seminar.

Dr. Abdul Hamid thinks that Muslims are marginalized because: " We are not motivated". The present educational system has failed to motivate Muslims and one of the foremost reasons of this is that Muslims still have slavish mentality of the colonial period. We could not leave, get rid of slavish mentality. We only imitate. We do not think positively and in a construtive way. We have lost our originality and creativity. Dr. Abdul Hamid thinks that we must give due

www.pathagar.com

importance education deserves and integrate moral values and ethics with modern professional knowledge. He believes that we as Muslims integrate professional education and social science with Islamic values.

Now if we look back to history what we see. If we fall back to Abbasi, Usmania or Mughel period we will find that their educational system did not produce army generals or civil servants who studied the then modern subjects and at the same were fully conversant with teachings of the Quran. Sunnah, the Tradition of the Prophet (SAWS), Diqh, Islamic law and jurisprudence.

There was integration in the educational systems of them. An army officer during the Abbasi used to know not only military science but also such an officer was conversant with the teaching of Quran. Sunnah. Figh and Arabic. Approximately 150 to 200 years earlier, the system of education was an integrated whole.

What is then the responsibility of the new generation of Muslims? The duty and obligation of the Muslims, the task of the entire humankind is to think and reflect on how to restructure the educational system and not to give over emphasis only on professional knowledge for if we only over emphasize on professional knowledge then we shall only over emphasize on professional knowledge then we have to structure educational system in such a way, for all nations in all countries worldwide. Which shall integrate professional knowledge with ethics and morality and we Muslims believe it and are fully committed to it. This can be establishment of Islamic University does not mean that the door of such educational institutions shall remain closed for the non-Muslim. Islamic University is open for all. Any student can study in such a university and the teaching of Islam shall not be imposed on the non-Muslim student. Non-Muslim student shall have to study only the educational program. It needs to be further examined whether non-Muslim students can be offered optional subjects in some discipline or areas.

The message of Islam is universal. Islam addresses humankind: Ya Ayyuhan nass, O mankind, Allah has revealed Quran not to divide mankind. The duty of the prophet (SAWS), was to unite people, Islam

www.pathagar.com

teaches man not to take away the rights of others but to protect it. Islam stands for moderation. In real sense there is no extremism in Islam. Islam is a middle way. Allah (SWT) in Surat Al Baqarah has revealed: "We have created you as a balanced community" (2:143). Allah did not tell that we created you as extreme community. It is, therefore, clear that if we are fully able to appreciate and realize the true meaning of Islam, when we cannot turn out to be extremist. There is no reason of Non-Muslim being afraid of Islam. If we look back to history then we shall find that Prophet Muhammad (SAWS) established a system in which life, honor and property of the non-Muslims were fully secured. Moreover, in the commonwealth established by the Prophet (SAWS) under the Charter of Median the Jews were self governing and autonomous and they used to conduct the life according to their own laws. The Muslims used to follow their own law, Shariah and the state was run according to set principles as in the case of defense.

The essence of Islam is Tawheed, which not only means that Allah is one but also it signifies that humankind is one and its honour is indivisible. The objectives of the Shariah is welfare of the mankind. Tawheed signifies the welfare of the Shariah is welfare of the mankind. It also means and implies that believers of Tawheed must always wish, carves and long for wellbeing and happiness of others and must not distinguish between man and man. It is against the principle of Tawheed Prophet Muhammmad (SAWS) fully absorbed the full meaning of Tawheed. He (SAWS) said in his farewell pilgrimage speech: No Arab has superiority over non-Arab. White colored has no superiority over the black. What is the meaning of this? There is male and female of a particular race is superior to male of another acernor male of a particular race is not superior to another. Likewise what is the meaning of Arabs and non-Arabs are equal. It means Arab female is to equal to non-Arab male and non-Arab male is equal to Arab female.

It becomes clear from the teaching of Prophet (SWAS) that in spite of small difference Islam makes no significant distinction between man and man as regards their honour, respect and dignity. Islam firmly upholds human and man as regards their honor, respect and dignity. Islam firmly upholds human equality. These small differences that

www.pathagar.com

exits in our society are the result of the prevalent education system. There is nothing to fear from Islamic education. If Islamic educational system. There is nothing to fear from Islamic education. It Islamic education system is established in Bangladesh the door of education shall remain wide open for all. There shall be various options open for the non-Muslims to prosecute their studies. New avenues shall be opened and new scopes and opportunities shall be created. Human equality shall be pursued meticulously. The honor, dignity and respect of the non-Muslims shall be vigorously guarded. There shall be no compulsion in respect of religion as enunciated in the Quran: La lkraha Fiden (Surat Al Baqarah: 256).

Writer : Former secretary, Peoples Republic of Bangladesh,
Chairman, Islami Bank Bangladesh Limited..

www.pathagar.com

চিকিৎসা বিদ্যার ইসলামীকরণ

ডা. মুহাম্মদ গোলাম মোয়ায্যাম

বস্তুজগতের বিশেষ জ্ঞানকে আমরা 'বিজ্ঞান' বলি। তাই অংক, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা ইত্যাদির মত চিকিৎসা বিদ্যাও বিজ্ঞানের অংশ। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে কোরআন ও হাদীসের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ প্রাথমিক যুগের মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞান। সুতরাং ইসলামী বিধানের আওতায় চিকিৎসা বিজ্ঞানকে গড়ে তোলা কোন নতুন সমস্যা নয়। যদিও মধ্যযুগের মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্বারা অধিক প্রভাবিত ছিলেন। তবুও মুসলমান হিসেবে তাঁরা ইসলামী বিধান অনুযায়ী গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিলেন; যার প্রমাণ বর্তমান হেকিমী চিকিৎসা ব্যবস্থায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

আপাত: দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের কোন ধর্ম (দ্বীন) নেই। সুতরাং চিকিৎসা বিজ্ঞান বা পদার্থ বিজ্ঞানের ইসলামীকরণ কথাটির কোন অর্থ হয়না। কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে পদার্থ বিদ্যার মত বস্তু বিজ্ঞানেরও ইসলামীকরণ সম্ভব। পদার্থ বিদ্যার বদৌলতে আমরা বহু যন্ত্রপাতি লাভ করেছি যার মধ্যে সব রকমের যুদ্ধাস্ত্রও রয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে নেহায়েত বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক মহাশূন্য যান ও পদার্থ বিদ্যা তথা বিজ্ঞানের ইসলামীকরণের অভাবে মানব কল্যাণের পরিবর্তে মানবতার ধ্বংস সাধনেই অধিক ব্যবহৃত হবার আশঙ্কা: যেমনটি

www.pathagar.com

হয়েছে যুদ্ধ বিমান বিস্ফোরক, রকেট ইত্যাদির মাধ্যমে। এগুলোর ইসলামীকরণ বলতে এই যন্ত্রগুলোর সদ্ব্যবহার তথা কেবল মানব কল্যাণে ব্যবহার করা বুঝায়। আর তা সম্ভব যদি এই যন্ত্র আবিষ্কারক, প্রস্তুতকারক ও পরিচালক সবাই মানবতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়। তখন দ্রুত গমনের জন্য আবিষ্কৃত বিমানকে বেসামরিক ও নিরাপরাধ জনগণকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোম বর্ষণের কাজে ব্যবহার করা হবেনা।

এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচনা করা যাক। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলতে মানবদেহের গঠন, কর্ম পদ্ধতি, রোগ সৃষ্টির কারণ, রোগে শরীরের গঠন ও কার্য পদ্ধতির পরিবর্তন, রোগ নির্ণয় চিকিৎসা পদ্ধতি এবং প্রতিরোধ পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় বুঝায়। যেহেতু এই বিজ্ঞান মানব দেহ নিয়ে (মন নিয়েও বটে) আর দ্বীন ইসলামও মানুষের জন্য তাই এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় এবং যোগাযোগ অপরিহার্য।

৮ম শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অন্যান্য বিজ্ঞানসহ চিকিৎসা বিজ্ঞানেও মুসলমানগণ ছিলেন নেতৃস্থানীয়। আল-রাযী, ইবনে সীনা, আবুল কাসেম প্রমুখ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের লেখা পুস্তক তখন সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আবশ্যিক পাঠ্য পুস্তক ছিল। ইউরোপীয় রেনেসাঁ আন্দোলন মুসলমানদের নিকট থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভেরই ফলশ্রুতি।

পরবর্তীকালে ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নতি শুরু হয় তার ফলে গত প্রায় দেড় শত বৎসরে ইউরোপ প্রাচ্য থেকে বহুগুণে উন্নতিলাভে সমর্থ হয়। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানও এই সময়ে উন্নতি লাভ করে। এ সময় পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে প্রচলিত বাইবেল সমর্থিত খৃষ্ঠ ধর্মের দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ডারউইনের মতবাদের ভুল ব্যাখ্যা করে ধর্মকে চার্চের দেয়ালে সীমাবদ্ধ করে বিজ্ঞান সাধনা চালান হয়। ফলে একটি ধর্ম বিরোধী মনোবৃত্তি নিয়ে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলতে পারি যে ১৯৪৫ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলে এনাটমি শব-ব্যবচ্ছেদ ক্লাস শুরু হয় বেলা ১২টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত। এতে যোহরের সালাত আদায়ে অসুবিধা হল। তাই একদিন গেলাম অধ্যক্ষ মন্টগোমারী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে। সঙ্গে ছিলেন আমার সহপাঠী বন্ধু ডা. মুহাম্মদ ইউনুস দেওয়ান। (Brig. Yunus Dewan) আমরা যোহরের সালাতের জন্য দেড়টার সময় হলের বাইরে আসার অনুমতি চাইলে তিনি জবাব দিলেন- Science and Religion cannot go together. (বিজ্ঞান ও ধর্ম এক সঙ্গে চলতে পারেনা।) আমরা জবাবে বল্লাম আমরা বিজ্ঞানকে ধর্ম বিরোধী মনে করিনা। আর নামাযের জন্য মাত্র পনের মিনিট সময়ই যথেষ্ট। তখন তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিলেন। এ ধরনের মনোভাব সাধারণভাবে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের মধ্যে বর্তমান যার প্রতিফলন ঘটে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যেও। যা হোক বর্তমান যুগের উন্নত ইসলামী চিন্তা ও গবেষণামূলক পুস্তকাদিও বিশ্বব্যাপী ইসলামী গণজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ভুল ধারণা হ্রাস পেয়েছে। ইসলাম যেহেতু স্বয়ং আল্লাহর কিতাব আল কোরআন ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত তাই ইসলামের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধের প্রশ্নই উঠেনা। অনেকের মতো আমিও বিশ্বাস করি কুরআন-এ বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে ভাবে তাগিদ হয়েছে তাতে মুসলমানদের জন্য বিজ্ঞান চর্চা অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহর প্রেরিত তাওরাত ও ইনজীল কিতাবের অবর্তমানে মানব রচিত ও বিকৃত প্রাচীন ও নতুন মতবাদ (Old and New Testaments) ধর্মের যে সীমিত পরিসর অনুমোদন করে এবং এই সমস্ত কিতাবে বিজ্ঞানে প্রমাণিত বিষয়ের বিপরীত এত বিষয়াদি রয়েছে যে তাতে কোন বিজ্ঞানী প্রচলিত ইয়াহুদী ও খৃষ্ট ধর্মকে মানতে পারেনা। তাই ধর্মকে তারা ধর্ম মন্দিরে তালাবদ্ধ করে ধর্মহীন মনোভাব নিয়ে বিজ্ঞান চর্চা করে পৃথিবীকে আজ আনবিক যুদ্ধের দ্বার দেশে এনে উপস্থিত করেছে। ইসলাম এ দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিধায় বর্তমান মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ক্রমেই দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু ইউরোপ থেকে ধর্মবিরোধী পরিবেশ নিয়ে এসেছে তাই এর ইসলামীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

একজন মানুষ সে মুসলিম হোক বা কাফির কিন্তু শরীরের গঠন থেকে শুরু করে সকল প্রকার শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সবাই এক। তাই দ্বীন ইসলামে বিশ্বাসী না হলে যে ব্যক্তি কাফের হল তার সঙ্গে একজন মুসলমানের বস্তুগত কোন অমিল নেই। কিন্তু দৈনন্দিন জীবন ধারা ও চাল-চলনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান তা প্রকাশ পেতে বাধ্য। এমনি ভাবে একই মানব দেহের ওপর ভিত্তি করে রচিত চিকিৎসা বিজ্ঞান ও তার ব্যবস্থার পদ্ধতি ও শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমেই এর ইসলামী ও অনৈসলামী রূপ ফুটে উঠবে।

এখন চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা থেকে শুরু করে গোটা বিজ্ঞানকে কিভাবে ইসলামীকরণ সম্ভব সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

১. অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বা এনাটমি

একজন মেডিক্যাল ছাত্র প্রথমেই যে দুটো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে তার একটি হল অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, এবং অপরটি হল শারীরবিদ্যা বা ফিজিওলজি।

ইসলামের দৃষ্টিতে শব দেহের কোনরূপ বিকৃতি নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা ছিল নিহত শত্রুর শবদেহের অপমান করার বিরুদ্ধে। ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হযরত হামযার (রাঃ) লাশকে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা যেভাবে অবমাননা করেছিল তা যেমন ছিল নৃশংস তেমনি ছিল অমানবিক। এ ধরনের শত্রুতা যা মৃত্যুর পরও চলে তা ইসলামে নিষিদ্ধ। অথচ এই বিধানের উদাহরণ দিয়ে যুগ যুগ ধরে শব-ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ থাকায় মুসলমান বিজ্ঞানীগণ এনাটমিতে আশানুরূপ উন্নতি করতে পারেনি। চিকিৎসক হওয়ার প্রয়োজনে, শরীরের গঠন প্রণালী শিক্ষা ও অস্ত্রপচার শিক্ষার জন্য

www.pathagar.com

এনাটমি শিখতে হবে। আর সে জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইসলামে জ্ঞান শিক্ষার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ নয়।

অমুসলিমগণ যেভাবে এই শব-ব্যবচ্ছেদ করবে তার সঙ্গে একজন মুসলমানের মূল প্রভেদ থাকবে মানসিক দিক থেকে। ইসলাম সমর্থিত পদ্ধতিতে শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য নিম্নোক্ত পরিবর্তন প্রয়োজন।

ক) শবদেহকে সম্মানের সঙ্গে নাড়াচাড়া করতে হবে, একটি জড় পদার্থের মত নয়। আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষের মৃতদেহ হিসাবে যথেষ্ট তা'যীমের সঙ্গে শবদেহ নাড়াচাড়া করতে হবে। আর এ কাজের জন্য অমুসলিম নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ডোমের পরিবর্তে পরহেজগার কোন মুসলমান নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। নারী শবদেহের জন্য নারী কর্মচারী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

খ) যদিও ব্যবচ্ছেদের সময় উলঙ্গ করতেই হবে তবুও ব্যবচ্ছেদাগারে আনবার পূর্বেই মৃতদেহ কে কাফনে আবৃত কারতে হবে।

গ) মুসলিম মৃতদেহ হলে তার জানাজা আদায় করে ব্যবচ্ছেদের জন্য পাঠাতে হবে।

ঘ) মুসলিম ছাত্র ছাত্রীরা আল্লাহর নাম স্মরণ করে এবং শুধু শিক্ষার প্রয়োজনে শব-ব্যবচ্ছেদ করছেন এ ধরনের মনোভাব নিয়ে ব্যবচ্ছেদ শুরু করবেন। এসময়ও যথেষ্ট তা'যীমের সঙ্গে কাজ করলে এনাটমি শিক্ষাও উত্তম হবে। কারণ তাতে সকল শারীরিক গঠন পদ্ধতি ও বিষয় বস্তুগুলো ভাল ভাবে দেখে জ্ঞান লাভ সম্ভব হবে। কারণ এতে ব্যবচ্ছেদের সময় বাজে গল্প-গুজবে সময়ের অপচয় কম হবে।

(ঙ) শব-ব্যবচ্ছেদ হবার পর যে সমস্ত হাড় ও গোস্ত ইত্যাদি পরিত্যক্ত হবে সে গুলি সসম্মানে মাটিতে দাফন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(চ) শিক্ষার প্রয়োজনে শরীরের যে সব অংশ এবং হাড় সংরক্ষণের প্রয়োজন তা অবশ্যই রাখতে হবে। যদি কোন কারণে এ সব নষ্ট হয় বা পচে যায় তখন সে গুলোও মাটিতে দাফন করতে হবে।

(ছ) এনাটমি শিক্ষার মানব দেহের সৃষ্টি কৌশল এবং গঠন পদ্ধতি ইত্যাদি পড়াবার সময়, এতে যে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি কৌশল ও প্রজ্ঞা রয়েছে সে দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। মানব সৃষ্টি যে প্রকৃতির খুশি নয় বরং আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সে দিকটাও তুলে ধরতে হবে।

(জ) এমব্রিয়লজি বা ভ্রুণ-বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার সময় ঐ বিষয়ে আল-কোরআনে যে সব চমৎকাকর আয়াতসমূহ রয়েছে সে সবের উদ্ধৃতি দিলে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উত্তম দ্বীনি শিক্ষা হবে। উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোতে মনোযোগ দিয়ে যথারীতি

www.pathagar.com

এনাটমি হিষ্টলজি এমব্রিয়লজি ও অষ্টিওলজি শিক্ষা দিতে হবে। এমনি ভাবে এনাটমি বা শব-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাকে ইসলামীকরণ সম্ভব।

(ঝ) এনাটমি শিক্ষা দেয়ার সময় মুসলিম বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে যে সমস্ত অবদান রয়েছে তার উল্লেখ অবশ্যই করতে হবে। বর্তমান প্রচলিত পুস্তকে ইউরোপীয় রেনেঁসা অথবা প্রাক-মুসলিম যুগের অবদানের উল্লেখ থাকে অথচ মুসলিমদের অবদান প্রায়ই উল্লেখিত হয় না। এতে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে বিশেষ করে আবদুল লতিফের (১১৬২-১২৩১) নাম উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন যিনি সর্বপ্রথম ঘোষনা করেন যে চোয়ালের হাড় একটি, এটি সংযুক্ত হাড় নয়।

শব-ব্যবচ্ছেদ না করা ধর্মীয় বিধান মনে করায় পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মত মুসলিমগণও এ ব্যাপারে পশ্চাদপদ ছিলেন। তবে মুসলমানগণ বানর ও শিম্পাঞ্জীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে গ্রীকদের কিছু ভুল সংশোধন করেন। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানীকগণ চার্চকে বস্তুজগত থেকে বর্জন করার পরই ব্যবচ্ছেদে অভাবনীয় অগ্রগতি লাভ করে। এটা বুঝা মুসকিল যে মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ কেন এ ব্যাপারে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেননি যে, শংকার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ ইসলাম বিরোধী হতে পারে না বুঝা মুসকিল। বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসেই বলেছে প্রত্যেক কাজের পরিণাম তার নিয়ত (উদ্দেশ্য) অনুযায়ী হবে। মুসলমান শিক্ষিত সমাজে এ ভ্রান্তি এখনও কাটেনি। এ ব্যাপারে আরও একটি ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করছি।

১৯৪৫-৪৭ এই দুই বৎসর আমি কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হিসাবে শব-ব্যবচ্ছেদ ক্লাস করি। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রবল মুসলিম বিরোধী দাঙ্গার পর সেখানে আমরা এক নতুন সমস্যায় পতিত হই। ইংরেজ আমলে কোলকাতায় একটি আইন ছিল যে কোন মুসলমান এবং খৃষ্টান মৃতদেহ শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য মেডিক্যাল কলেজে নেয়া যাবেনা। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পর ভারতের চরম সাম্প্রদায়িক দল হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্ররোচনায় মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মেডিক্যাল কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদ করতে দেয়া হলনা। কারণ, কোন হিন্দু শব মুসলমানদেরকে ব্যবচ্ছেদ করতে দেয়া হবেনা। সরকারী কলেজ হলেও কলেজের প্রায় সব হিন্দু শিক্ষক হিন্দু মহাসভার প্রস্তাব মাথা পেতে নেয়! ফলে আমরা মহা বিপাকে পড়লাম। আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম নামক একটি প্রতিষ্ঠান লা-ওয়ারিশ মুসলিম শবদেহ দাফন করতো। একদিন আমরা কয়েকজন মুসলিম ছাত্র এব্যাপারে আলাপ করার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাত করি। তিনি অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনার পর কয়েকটি শর্তে আমাদের জন্য মুসলিম মৃতদেহ যোগান দিতে রাজি হলেন। শর্তগুলো ছিল:

(১) কোন অমুসলিম যেন মুসলিম মৃতদেহ টিকে স্পর্শ না করে।

www.pathagar.com

(২) শব-ব্যবচ্ছেদের পর খণ্ডিত অংশগুলো তাদেরকে ফেরত দিতে হবে যেন তারা সেগুলো দাফন করতে পারেন।

এ ভাবে আমরা তখন এক মহাসংকট থেকে রেহাই পাই।
সুতরাং আজ এ কথা স্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে যে, যেহেতু মুসলিম ডাক্তার হতে হবে, আর ডাক্তার হতে হলে শব-ব্যবচ্ছেদ করতে হবে। সুতরাং মুসলমান শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করতে দিতেই হবে, আর মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজনেই এর অনুমতি দিতে হবে। ইসলামের মত একটি বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক জীবন বিধানে শিক্ষার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে রোগ নির্ণয়ে ব্যর্থ হলে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করার জন্য মৃত্যুর পর মৃতের উত্তরাধিকারীদের অনুমতিক্রমে শব-ব্যবচ্ছেদ বা Post mortem Autopsy করার পক্ষে অনুমোদন থাকতে হবে। মুসলিম দেশগুলোতে মৃতদেহের এই শিক্ষামূলক ব্যবচ্ছেদ হয় না বলে চিকিৎসা শাস্ত্রে যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না।

২. শারীর বিদ্যা বা ফিজিওলজি (Physiology)

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনই এই শারীর বিদ্যার উদ্দেশ্য। শব-ব্যবচ্ছেদের অভাবে এ বিষয়েও মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করতে পারেননি।

এই বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার সময় আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের বিস্ময়কর দিকগুলো আলোচনা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে শারীর বিদ্যায় মুসলমানদের প্রধান ও বিখ্যাত অবদান ইবনে আন নাফিসের (১২০৮-১২৮৮) পালমোনারি সারকুলেশান (Pulmonary circulation) আবিষ্কার। তিনিই প্রথম গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেনের ভুল ধারণা দূর করেন। অবশ্য ইউরোপীয়গণ পরবর্তী কালে এই আবিষ্কার নিজেরা করেছে বলে মিথ্যা দাবী করে যা ১৯৩৬ সালে আন-নাফিসের লিখিত পুস্তক আবিষ্কারের পর পরিত্যক্ত হয়। এই ভুল সংশোধন না হওয়ায় রক্ত চলাচল বুঝতে মানুষের অনেক সময় লেগেছে। দুঃখের বিষয় আজও শারীর বিদ্যার পুস্তকগুলোতে ইবনে আন নাফিসের এই অবদানের কথা স্পষ্ট করে লেখা হয় না। মুসলিম শিক্ষাবিদদের উচিত এই ধরনের বিষয়গুলো তাদের লিখিত বই ও বক্তৃতায় সন্নিবেশিত করা। এতে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গবেষণার মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের হীনমন্যতা দূর হয়ে যাবে।

৩. ঔষধ বিজ্ঞান বা ফার্মাকোলজি (Pharmacology)

ঔষধ বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার সময় শিক্ষার্থীদেরকে বলা উচিত যে আল্লাহর শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (স:) বলেছেন, 'অর্থাৎ সব রোগেরই ঔষধ আছে' এই হাদীস যে মুসলমান চিকিৎসা বিজ্ঞানীদেরকে নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

ঔষধ বিদ্যায় মুসলমানদের বিরাট অবদানের কথা অবশ্যই পাঠ্য তালিকায় থাকতে হবে। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আল বায়তারের (মৃঃ ১২৪৮) অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তার এ বিষয়ে লেখা দু'টো বিখ্যাত পুস্তক কিতাব আল জামেয়া ফিল আদারিয়া লিল মুফরাদাত এবং কিতাবু আল মুগনি ফিল আদারিয়া আল মুফরবাদাতই বর্তমানে ফার্মাকোপিয়ার ভিত্তি। এ বিষয়ে আলকিন্দির (৮১৩-৮৭৩) বিশেষ অবদানের কথাও বলতে হবে।

বর্তমান কালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতির মূলে রয়েছে রসায়ন ও জীব রসায়ন শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি। কিন্তু পাশ্চাত্যে যেহেতু ধর্ম নিরপেক্ষ পরিবেশ ও মনোবৃত্তি বিরাজমান সে জন্য ঔষধ প্রস্তুতিতে হালাল-হারাম বলে কোন বিধি নিষেধ নেই। এই প্রচুর মুসলিম ঐতিহ্যবাহী বিষয়ে শিক্ষাদানের সময় ঔষধ প্রস্তুতিতে ইসলামী বিধি নিষেধের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন হারাম বস্তু ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এ ব্যাপারে মুসলিম দেশসমূহের ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও যথেষ্ট সাবধান হতে হবে। ঔষধে হারাম বস্তু ব্যবহারের দুটো মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি।

(ক) মদ বা এলকোহল (Ethyl alcohol) মদ যে ঔষধ হতে পারে না এ বিষয়ে বর্তমান জীব-রসায়নবিদরা একমত। আর মহানবী (সা:) স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন যে মদ নিজেই রোগ এতে কোন রোগ আরোগ্য হতে পারে না। অথচ বহু প্রচলিত টনিক জাতীয় ঔষধে বিনা প্রয়োজনে ১০% থেকে ২৫% মদ মিশান হয়। পাকিস্তান আমলে একবার পূর্ব পাকিস্তান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হিসেবে এক সম্মেলনে যোগ দিতে করাচীতে যাই। সেখানে একটি ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়ে দেখি সেখানকার তৈরী লিভার এক্‌স্ট্রাকট নামক ঔষধে প্রায় ১৫% মদ মিশান হচ্ছে। আমি কোম্পানীর ক্যানাডিয়ান কেমিস্টকে এই মদ মিশানোর কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে জবাব দিল যে মদ Presdervative বা সংরক্ষণকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয় আর লোকেরা এটা পছন্দ করে। আমি বললাম, পাকিস্তানের মুসলমানরা মদ পান হারাম মনে করে আর মদ একমাত্র সংরক্ষণকারী বস্তু নয়। উক্ত কেমিস্ট কথার জবাবে বললেন, কেউ তো আপত্তি করে না আর পাশ্চাত্যে এর ব্যাপক ব্যবহার হয়। অবশ্য মদ ছাড়াও বহু সংরক্ষণকারী রাসায়নিক বস্তু আছে। আমি এ ব্যাপারে প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করে আসলাম তাদের ভিজিটিং বইয়ে। কিছুদিন পর চিঠি পেলাম যে উক্ত কোম্পানী তাদের ঔষধে মদের ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছেন।

এখন অমুসলিম দেশের Liver extract জাতীয় জৈবিক পত্র হারাম প্রাণী বা হারামভাবে নিহত প্রাণী থেকে সংগৃহীত হতে পারে। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। মুসলিম দেশ সৌদী আরব সরকারকে রাজি করিয়ে হজ্বের সময় জবাই করা লক্ষ লক্ষ প্রাণী থেকে প্রয়োজনীয় যকৃত, অগ্নাশয় ইত্যাদি জিনিস সহজেই আহরণ করা যায় মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজনে। এ জন্য খোদ মক্কা শরীফের

www.pathagar.com

আশেপাশেই গড়ে উঠতে পারে ঔষধ প্রস্তুত কারখানা। মদ জাতীয় ব্রান্ডি নামক পানীয়কে ডাক্তারী শাস্ত্রে ঔষধ হিসেবে গণ্য করা হয় যদিও এটা বিজ্ঞান সম্মত নয়। মদ পানে অভ্যস্ত ইউরোপীয়রা এই ভুল ঔষধ চালু করেছে।

আমাদের দেশে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের নামে কিছু সুধা বাজারে চালু আছে। কিন্তু তা মূলতঃ ঔষধ নামীয় ভেষজ মিশ্রিত মদ ছাড়া কিছুই নয়। অথচ প্রকাশ্যে এই মদ মুসলিম বাংলাদেশে বিক্রি হচ্ছে। এগুলো যে আসলে মদের দোকান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঔষধ প্রস্তুতের দোহাই দিয়ে এরা কম ট্যাক্সে মদ কিনতে পারে বলে অনেক লাভ, তাই গ্রামে-গঞ্জে এই সব ভূঁইফোড় মৃতসঞ্জীবনী সুধার দোকান খোলা হচ্ছে। এই ঔষধগুলো বিজ্ঞান বিরোধী ও স্পষ্ট হারাম ব্যবসা। এটা অচিরে বন্ধ হওয়া উচিত।

এছাড়া ঔষধ বিজ্ঞানে অন্য আরও অনেক হারাম বস্তুর ব্যবহারও পরিত্যক্ত হতে হবে। যে কোন বিদেশী ঔষধ এবং দেশে প্রস্তুত ঔষধও ইসলামী দৃষ্টিতে হারাম কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন যাতে একজন ইসলাম অভিজ্ঞ সদস্য অবশ্যই থাকতে হবে। ঔষধ বিদ্যার আর এক প্রধান দিক হলো ঔষধ প্রয়োগ পদ্ধতি বা Therapeutics এ ব্যাপারে ইসলামী নীতিবোধের প্রয়োজন যথেষ্ট।

যেহেতু একজন চিকিৎসককে বিশ্বাস করে একজন রোগী তার চিকিৎসার জন্য আসবে। তাই সেই চিকিৎসককে অবশ্যই একজন ভাল চিকিৎসক হতে হবে। চিকিৎসা বিদ্যা ভালভাবে শিক্ষা না করে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া গুনাহর কাজ এ কথা শিক্ষার্থীদেরকে বুঝাতে হবে। নতুবা লোককে ধোকা দেয়া গুনাহ হবে।
এমনিভাবে বিনা প্রয়োজনে, শুধু বিক্রির জন্য ঔষধ দেয়া অন্যায়। এছাড়া এন্টিবায়োটিক, হরমোন ইত্যাদি বিশেষ ঔষধ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে নিশ্চিত না হয়ে প্রয়োগ করলে ক্ষতি হতে পারে। জ্ঞাতসারে এই ক্ষতির জন্য দায়ী হলেও গুনাহ হবে। ঔষধ যে আসলে আরোগ্য করে না বরং শরীরের রোগ আরোগ্যে সাহায্য করে মাত্র এই মূল কথাটি প্রথম বলেছেন, বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী আলী বিন রাববান আত্তাবারী (৮১০-৮৯০)। তিনিই প্রথম ভুল ঔষধে উদ্ভুত রোগ (Iartogenic) সম্বন্ধে সাবধান করেন। সুতরাং একজন মুসলমান চিকিৎসক সব সময় মনে রাখবেন যে আরোগ্যের মালিক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, ডাক্তার নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং পত্রিকায় গ্যারান্টি দিয়ে চিকিৎসার বিজ্ঞাপন যে কত বড় অজ্ঞতা সে কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান নিজেদের সীমিত জ্ঞান সম্বন্ধে সজাগ। তবুও যদি কোন ডাক্তার এ বিষয়ে অহমিকা প্রকাশ করেন তবে সেটা তার ভুল। দেশে মিথ্যা বিজ্ঞাপন যে কত বড় অজ্ঞতা সে কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। আধুনিক দেশে মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে লোকদেরকে ধোকা দেয়ার সকল পথও বন্ধ হওয়া দরকার।

www.pathagar.com

৪. রোগ বিদ্যা বা প্যাথলজি (Pathology)

এর প্রধান কাজ হলো রোগ কেন হয় তা বুঝা এবং রোগ নির্ণয়ে (Diagnosis) সাহায্য করা। এই বিদ্যা বলতে গেলে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একক অবদান। এই জন্যই এলোপ্যাথী (Allopathy) চিকিৎসা পদ্ধতি সবচেয়ে বেশী বৈজ্ঞানিক এবং অধিক জনপ্রিয়।

প্যাথলজি মূলতঃ চার ভাগে বিভক্ত যার প্রত্যেকটির আরও বিভাগ আছে। মূল চারটি বিভাগ হল ঃ

(ক) হিস্‌টোপ্যাথলজি বা শরীরের তন্তুর অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা।
(খ) বায়ো কেমিস্ট্রি বা জীব রসায়ন তন্ত্র।
(গ) মাইক্রো বায়োলজি বা জীবাণু তন্ত্র।
(ঘ) হিমাটোলজি বা রক্ত-বিজ্ঞান এই চারটি বিষয়ের পৃথক পৃথক আলোচনা প্রয়োজন।

ক. হিসটোপ্যাথলজি ঃ এনাটমি শিক্ষার সময় চাক্ষুস পরীক্ষা ছাড়াও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন তন্তু ও অন্ত্রের বিন্যাস দেখা যায়। ইহাকে Histology বলে। রোগ হলে যে পরিবর্তন হয় তা পরীক্ষা করার নাম Histopathology. এতে বিভিন্ন টিউমার অস্ত্রোপচারে ফেলে দেয়া শরীরের রোগাক্রান্ত অংশ বিশেষ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। এই বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে প্রচলিত প্রথার কোন অন-ইসলামিক নীতি নেই। বরং অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীবকোষগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি দেখে যে কেউ সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি কৌশল ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবে তাতে সন্দেহ নেই।

পরীক্ষার জন্য যে সামান্য অংশ ব্যবহৃত হয় তাছাড়া বাকি অংশগুলো ব্যবচ্ছেদ করা অংশের মত সযত্নে মাটিতে দাফন করা উত্তম।

খ. বায়ো কেমিস্ট্রি ঃ এতে শরীরের বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। বিভিন্ন রোগে এই উপাদানগুলোর মান কম-বেশী হতে পারে। যেমন বহু মুত্র রোগে রক্তের শর্করা বৃদ্ধি পায় আর নেফ্রোসিস রোগে রক্তের প্রোটিনহ্রাস পায়। এই বিষয়ে প্রচলিত প্রায় সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। এর একমাত্র ব্যতিক্রম পাকস্থলির হাইড্রোক্লোরিক এসিড পরিমাপ। এর প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি Gastric Analysis নামক পরীক্ষায় রোগীকে ৭% এলকোহল পান করান হয়। পাশ্চাত্যে এলকোহল বা মদ সবার প্রিয় বলে এতে কেউ আপত্তি করে না। কিন্তু মুসলিম দেশসমূহে অন্ধের মত এই নিয়ম চালু করা মূর্খতা। তাই এর বিকল্প বের করার জন্য আমি ও আমার জনৈক সহযোগী রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে গবেষনা চালাই। আমরা প্রমাণ করি যে ৭% alcohol এর পরিবর্তে দুধ ও চিনি ছাড়া পাতলা গরম চা দিলে একই রূপ ফল পাওয়া যায়। (...) তাছাড়া যে কোন

www.pathagar.com

দিন alcohol পান করেনি তাকে alcohol দিয়ে পরীক্ষা করলে পাকস্থলির প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক হতে বাধ্য। আজকাল ধীরে ধীরে এই পরীক্ষার বিকল্প বের হচ্ছে। আমরাও তার একটা বিকল্প বের করি রাজশাহীতে যা খুবই নির্ভরযোগ্য (1967) যা হোক নতুন যে কোন পরীক্ষা চালু করার আগে ইসলামের দৃষ্টিতে তা জায়েজ কিনা সেটা অবশ্যই দেখতে হবে।

গ. মাইক্রোবায়োলজি বা জীবাণু তত্ত্ব ঃ জীবাণু বলতে Bacteria (Bacteriology). Virus (Virology), Parasites (Parasitology) এবং Fungus (Myeology) ইত্যাদি বুঝায়। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনেক সময় ছোট ছোট জীব যেমন– খরগোশ, ইঁদুর, গিনিপিগ, মুরগী, গরু, ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় যার ফলে এই সমস্ত প্রাণী হত্যা করতে হয়। মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয় বলে এতে কোন গুনাহ্ হওয়ার কথা নয়। তবে যথাসম্ভব মানবতার সংগে এই প্রাণীদের ব্যবহার করা উচিত।

ইউরোপে এইরূপ প্রাণী ব্যবহারের বিরুদ্ধে চার্চ সমর্থিত কোন কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদ করে।যারা হিরোসিমা নাগাসাকিসহ অসংখ্য এলাকায় নিরপরাধ লোক বোমা মেরে ধ্বংস করে তাদের এরূপ-মানবতা বোধের আন্দোলন নেহায়েত হাস্যস্পদই বলতে হয়।

ঘ. হিমাটোলজি বা রক্ত সম্পর্কিত বিদ্যা ঃ এর দুটো অংশ (ক) রক্ত পরীক্ষা (খ) রক্ত সঞ্চালন বা Blood Bank পরিচালনা। বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের জন্য রক্তের বিভিন্ন উপাদানের মান নির্ণয় ও গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এতে ইসলাম বিরোধী কিছুই নেই। শুধু রমযান মাসে দিনের বেলায় রক্ত পরীক্ষা নিয়ে কেউ কেউ সমস্যায় পতিত হন। এ কথা জানা প্রয়োজন যে রক্ত শরীর থেকে বের করলে রোজা নষ্ট হয় না। আল কুরআনের সূরা ২ঃ১৭৩ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে রক্ত খাদ্য হিসেবে হারাম। তাই Blood Transfusion রক্ত খাওয়ার মতই বরং তার চেয়ে আরও বেশী অর্থাৎ সরাসরি গ্রহণ করা। কেউ কেউ এই জন্য রক্ত সঞ্চালন জায়েজ নয় বলে থাকেন। তবে একই আয়াতের শেষাংশে রয়েছে অর্থাৎ যদি কেউ বাধ্য হয়ে হারাম খাদ্য গ্রহণ করে অথচ সে এটাকে পছন্দ করে না বা আল্লাহর আইন অমান্য করার উদ্দেশ্যে নয় তাহলে তাতে কোন গুনাহ্ হবে না। সুতরাং বলা যায় যে যদি জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় তবে রক্ত সঞ্চালন বা Blood Transfusion নির্দোষ হবে। মাওলানা শাফি সাহেবের ফৎওয়াও অনুরূপ।

৫. চিকিৎসা আইন বা মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স

বর্তমান মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স বা ফরেনসিক মেডিসিন সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধর্মহীন সমাজ কর্তৃক লিখিত বলে এতে ইসলামী নৈতিক আইন-কানুনের উল্লেখ নেই। সুতরাং এই বিষয়ের যাবতীয় ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে ইসলামী বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ করতে হবে।

www.pathagar.com

হঠাৎ মৃত্যুতে-মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করাই এই বিদ্যার উদ্দেশ্য। এত খুন জখম ও দুর্ঘটনায় মৃত্যু কিনা বা আত্মহত্যা কিনা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। সুতরাং এসব বিষয়ে ইসলামী আইন ভিত্তিক প্রয়োজনীয় রদবদল প্রয়োজন। ভ্রুণ হত্যা, পাশবিক অত্যাচার জাতীয় যৌন অপরাধ এবং অন্যান্য খুন-খারাবিতে ইসলামী বিধি-নিষেধের ভিত্তিতে অপরাধ চিহ্নিত করতে হবে। বলৎকার জাতীয় ঘটনায় সম্ভব হলে মেয়ে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

এখানেও যথা সম্ভব সম্মানের সঙ্গে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ বা অটপসি করতে হবে। আর মেয়েদের জন্য মেয়ে সাহায্যকারী অবশ্যই থাকতে হবে।

৬. সামাজিক বা কম্যুনিটি মেডিসিন

এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো রোগ প্রতিরোধ শিক্ষা দেয়া। যদিও আজকাল এই ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তবুও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই শিক্ষা খুবই নগন্য। মহামারী দেখা দিলে এবং বন্যা বা খরায় রোগ সৃষ্টির আশংকা দেখা দিলে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন এই বিদ্যার প্রধান অংশ। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর শেষ নবীর (সা:) প্রদর্শিত স্বাস্থ্য রক্ষার নীতিগুলো এই বিষয়ে যুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এগুলো আধুনিক কম্যুনিটি মেডিসিনে নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, খাবার পূর্বে ও পরে ভাল করে হাত ধোয়া, সপ্তাহে অন্তত: একবার হাত পায়ের নখ কাটা, গোঁফ ছোট করা, বগল ও গুপ্ত স্থানের লোম কামানো, অযুর মাধ্যমে দৈনিক কয়েকবার নাক কানের ছিদ্রগুলো পরিষ্কার করা, থর্ত-পা-মুখ ভাল করে ধোয়া, পেশাব-পায়খানার পর গুপ্তাঙ্গ ও হাত ধোয়া, খাদ্য ও পানীয় সব সময় ঢেকে রাখা, ভাল করে চিবিয়ে খাওয়া, খাওয়ার সময় পানি পান না করা, পেট বোঝাই করে না খাওয়া ইত্যাদি অসংখ্য সুন্নাত, ফরয ও ওয়াজিবের মাধ্যমে শারীরিক রোগমুক্ত রাখার শিক্ষা রয়েছে। এ উপলক্ষে দৈনিক কয়েকবার দাঁত পরিষ্কার করা ও খেলাল করার উপদেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাইজিনের পুস্ত কে এগুলো স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্য লিখিত হবে এবং এতে যে আল্লাহ ও রাসূলের (সা:) হুকুম পালন করার সওয়াব পাওয়া যাবে এ শিক্ষাও দিতে হবে।

আজকাল এই বিষয়ের সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার নামে বার্থ কন্ট্রোল বা জন্ম নিরোধের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। অথচ এতে সমাজের উপর যে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হয় তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। মেডিক্যাল শিক্ষা ইসলামীকরণের সময় এর ক্ষতিকর দিকে লক্ষ্য রেখে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। পরিবার পরিকল্পনার নামে ব্যাপক যৌন-অনাচার প্রসার হোক এটা কেউ চায়না ইসলাম কোন সুষ্ঠ পরিকল্পনার বিরোধ নয়। যাদের কোন সন্তান হয় না তাদের সমস্যাও একইভাবে

www.pathagar.com

পরিবার পরিকল্পনার অংশ হতে হবে। জনসংখ্যা রোধের উদ্দেশ্য বেপরোয়া MR বা গর্ভপাত করা কখনই ইসলাম সমর্থন করে না।

৭. মেডিসিন বা সাধারণ চিকিৎসা

বর্তমান এর অধীক বিভাগে যেমন, শিশু-চিকিৎসা, কার্ডিওলজি, নিউরোলজি, মানসিক চিকিৎসা, নেফরোলজি, এভিয়েসান মেডিসিন, ট্রপিক্যাল মেডিসিন, ইত্যাদি। এসব পদ্ধতিতে সাধারণতঃ কোন অস্ত্রপচারের প্রয়োজন হয় না। অধিকাংশ রোগী প্রথমতঃ এ সব বিষয়ের যে কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট-প্রথম যেয়ে থাকেন।

চিকিৎসা ইসলামীকরণের বেলায় পুরুষ রোগীর জন্য পুরুষ ডাক্তার ও নারী রোগীর জন্য নারী ডাক্তার যথেষ্ট সংখ্যায় থাকা উচিত। এর জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নিতে হবে যেন আগামী ২০/২৫ বৎসরে এই লক্ষ্যে পৌছা যায় এতে নারী শিক্ষা ও নারী জাতির স্বাবলম্বী হওয়া সহজ হবে।

এই প্রসঙ্গে নার্সের কথা এসে যায়। ইসলামে যেহেতু পর্দা ফরয তাই পুরুষদের পুরুষ নার্স এবং স্ত্রী রোগী ও শিশুদের জন্য মেয়ে নার্স নিযুক্ত হওয়া উচিত। নার্স শব্দকে জোর করে স্ত্রীলিঙ্গ করার বদলে বাংলায় সেবক ও সেবিকা শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিসঙ্গত।

যতদিন যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা চিকিৎসক না হবে ততদিন পুরুষ ডাক্তার দিয়ে চালাতে হবে। তবে স্ত্রী রোগ চিকিৎসার জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র যথেষ্ট সংখ্যায় মহিলা চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ তৈরীর দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে মহিলাদের পৃথক বিছানা থাকলেও মহিলা ওয়ার্ডে সত্যিকার কোন পর্দা নেই। যে কোন পুরুষ ডাক্তার, ওয়ার্ডবয় ও সাক্ষাতকারী বিনা দ্বিধায় মহিলা ওয়ার্ডে ঢুকতে পারে। এ ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়। মহিলা ওয়ার্ডে পুরুষ ডাক্তারদের ভিজিটের সময় এবং বিকেলে সাক্ষাতকারীদের সাক্ষাতের সময় প্রত্যেকটি বিছানাকে অস্থায়ী পর্দা দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। মুমূর্ষ রোগীর জন্য এ ধরণের পর্দার ব্যবস্থা সব হাসপাতালেই রয়েছে।

রোগীদের ওয়ার্ডে ডাক্তার, নার্স ছাড়াও ওয়ার্ড মাস্টার, ওয়ার্ড বয় ও মহিলা সাহায্যকারী থাকে। পুরুষ ওয়ার্ড মাস্টার ও ডাক্তার এবং সাক্ষাতকারী দেখা করার জন্য মহিলা ওয়ার্ডে যেতে পারবে। আর পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ডে পুরুষ ও মহিলা সাহায্যকারী এখনও আছে, তবে এরা বিনা বাধায় যে কোন ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়ায়। কারণ পর্দার কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না।

মহিলা ডাক্তার, নার্স ও সাহায্যকারী সবাই মাথায় রুমাল ও স্কার্ফ বেঁধে এপ্রোন পরে হাসপাতালে কাজ করবেন।

www.pathagar.com

যেহেতু ইসলামী পর্দার প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই তাই পাশাপাশি পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ড রাখা হয় এবং দরজায় পর্দা পর্যন্ত থাকেনা। কোন পাহারাদার তো নয়ই। হাসপাতালের দুই অংশে মহিলা ও পুরুষদের পৃথক পৃথক ওয়ার্ড তৈরী করতে হবে। শিশুদের ওয়ার্ড মহিলা ওয়ার্ডের সঙ্গেই থাকবে। অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে প্রয়োজনে যেখানে চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন সেখানে পুরুষ ডাক্তার অবশ্যই মহিলা রোগীকে পরীক্ষা ও চিকিৎসা করবেন যদি মহিলা ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞ না পাওয়া যায়।

৮. সার্জারী বা অস্ত্রোপচার বিভাগ

এখানেও পর্দার ব্যবস্থা রাখতে হবে। মহিলাদের শরীর অপারেশনের পূর্বে প্রয়োজনের বেশী শরীর অনাবৃত না করা উচিত। অবশ্য অপারেশনের সময় কেবল কাটার অংশ ছাড়া বাকি অংশ ভালভাবেই আবৃত থাকে। ইনফেকশন থেকে বাঁচার জন্য বাধ্য হয়ে ডাক্তার ও নার্সগণ সে সাবধানতা অবলম্বন করেন। তা ইসলামী বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। অপারেশন একটি কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার আর রোগীর বিশ্বাস বা নির্ভরশীলতা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং নির্ভরযোগ্য মহিলা বিশেষজ্ঞ না পেলে বিনা দ্বিধায় পুরুষ বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হতে হবে। সব সময়ে নিয়তই আল্লাহর নিকট বিচার্য বিষয় হয়ে থাকে। অনেক বড় ও দীর্ঘস্থায়ী অপারেশান মহিলাদের জন্য কঠিন হয়ে থাকে তাই খুব কম মহিলা (General surgeon) পাওয়া যায়। সার্জারিতেও মেডিসিনের মূল বিষয়গুলো প্রযোজ্য।

৯. ধাত্রী বিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিদ্যা (Obstetrics & Gynaecology)

এখানে যদিও মেডিসিন ও সার্জারীর মূলনীতিগুলো প্রযোজ্য তবুও এখানে একটু বেশী আলোচনা প্রয়োজন।

যেহেতু এই রোগগুলো কেবল স্ত্রী যৌন অঙ্গের সঙ্গে জড়িত তাই এই বিভাগে সব চিকিৎসক নার্স ও সাহায্যকারী যে মহিলা হওয়া উচিত তা অনস্বীকার্য। মুসলমান মহিলাগণ পর্দার জন্য পুরুষ ডাক্তার দেখাতে চায়না বলে খৃষ্টান মিশনারীরা এই উপমহাদেশের প্রথম স্ত্রীরোগ ও ধাত্রী বিদ্যার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে তাদের ধর্ম প্রচারের জাল ফেলে। তাদের হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্স ধর্মীয় পোষাক পরে কাজ করে, আর সেখানে খৃষ্টানদের বই ও প্রচার পত্রের প্রচুর ব্যবস্থা থাকে। এর কুফলও আমরা দেখতে পাই। তাই বাংলাদেশ তথা সকল মুসলিম রাষ্ট্রে এই বিভাগগুলো অবশ্যই মহিলাদের দিয়ে পরিচালনা করতে হবে।

১০. চক্ষু চিকিৎসা বা অপথালমোলজি (Ophtaimology)

এখানেও যেহেতু চেহারা খোলা অবস্থায় ডাক্তারের সম্মুখীন হতে হবে তাই এখানেই মহিলা ডাক্তার ও নার্স মহিলা রোগীদের জন্য বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। চক্ষু অপারেশন স্বল্প স্থায়ী ও অপেক্ষাকৃত কম কষ্টসাধ্য বিধায় এতে মহিলাদের পারদর্শী হওয়াই সহজ।

www.pathagar.com

১১. নাক-কান বা Ear-Nose-Throat বিভাগ

এখানেও চক্ষু বিভাগের নীতি প্রযোজ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমান চিকিৎসকগণ এককালে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন সে সব কথা বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেয়ার সময় মনে রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল রাযী (৮৫০-৯২৫) ইব্‌নে সীনা (৯৯০-১০৩৭), আল জুরজানী (মৃত্যু ১১৩৬) প্রমুখ চিকিৎসকদের বিশ্বজোড়া খ্যাতি এবং মেডিসিন ও সার্জারীতে তাদের অমর অবদানের কথাও বলতে হবে। এমনিভাবে আবুল কাসেম জাহরাবীর (৯৩৬-১০১৩) সার্জারীতে বিশেষ অবদান ও বহু যন্ত্রপাতির আবিষ্কর্তা হিসাবে বিশ্বজোড়া স্বীকৃতির কথা ওস্মরণ করতে হবে।

ইবনে হাইসাম ও ইবনে রুশদ ১২শ শতাব্দীর চক্ষুরোগ চিকিৎসায় বিশেষ অবদান, মাসুরিয়াহ জুনিয়ার (১১শ শতাব্দীক) এবং বাহাউদ্দিন (১৬শ শতাব্দীর) অজ্ঞান করা ঔষধ (Anasthetics) আবিষ্কারের ইতিহাসও শিক্ষার্থীদের জানতে হবে। এবার হাসপাতালের পরিবেশ ইসলামীকরণ ও শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার ব্যাপার কিছু আলোচনা করা যাক।

হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে এবং ওয়ার্ডের ভিতর কোরআন ও হাদীসের শিক্ষামূলক আয়াত সূমহ টানিয়ে রাখতে হবে। এ ছাড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী চারদিকে টানিয়ে রাখা প্রয়োজন।

হাসপাতালের রোগী ও কর্মচারীদের জন্য একটি ভাল লাইব্রেরী থাকবে হবে যেখানে ধর্মীয় কিতাবসহ গল্প ইতিহাস-উপন্যাস ইত্যাদি সব রকম পুস্তক ও পত্রিকা থাকবে। সকল বইয়ের একটি তালিকা থাকবে। ওয়ার্ডবয় বা লাইব্রেরীর সহযোগী রোজ একবার এই তালিকাসহ বিভিন্ন রোগীর সঙ্গে সাক্ষাত করবে এবং তিনি কি বই পড়তে চান তা জেনে নিয়ে পরে সরবরাহ করতে হবে। লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যাতে বই-পুস্তক যথারীতি বিলি ও সংগ্রহ করা হয়। হাসপাতালে পুরুষ ও মেয়েদের জন্য আলাদা নামাযের কামরা থাকবে যাতে চলতে সক্ষম রোগীগণ জামায়াতে নামায আদায় করতে পারেন। হাসপাতালের কর্মরত যে কেউ প্রয়োজনে ইমামের দায়িত্ব পালন করবেন।

হাসপাতাল ও কলেজ এলাকায় একটি বড় জামে মসজিদ থাকবে যেখানে বাইরের লোকও নামাজের জামায়াতে যোগ দিতে পারেন। এই মসজিদে একজন উপযুক্ত ইমাম যোগ্য বেতনসহ রাখতে হবে যিনি রোজ একবার সকল ওয়ার্ডগুলো ঘুরে বেড়াবেন যাতে কেউ তওবা করতে চাইলে তওবা করতে পারে বা কেউ কোন মাসলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতে পারে। বিশেষ করে বহু রোগীকে তায়াম্মুম কিভাবে করতে হবে তার শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন হয়। হাসপাতালের পক্ষ থেকে এ জন্য প্রস্তুত পাক মাটির ঢেলা সরবরাহ করা উত্তম। এ প্রসঙ্গে আবারও একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

www.pathagar.com

এ দেশে প্রথম আইয়ুবী মার্শাল ল' জারি হওয়ার পর একবার জনৈক এক বাঙালী কর্ণেল (বর্তমানে মরহুম) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রশাসক নিযুক্ত হন। তখন মেডিক্যাল কলেজে জামায়াতে নামাযের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তবে হাসপাতালে গাড়ীবারান্দার উপরের কামরায় নামায হতো। ১৯৫৯ এর দিকে নতুন আউট ডোর বিল্ডিংয়ের সঙ্গে হাসপাতালের সংযোগের জন্য পশ্চিম দিকের গাড়ীবারান্দা ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং সেই সঙ্গে নামাযের জায়গাও গায়েব। এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা না করায় নামাযী কর্মচারীবৃন্দ পশ্চিম দিকের লম্বা বারান্দায় জুমুয়াসহ সব নামাজ আদায় করতে লাগলেন।

একদিন বিকেলে কলেজ বিল্ডিংয়ের সামনে প্রশাসক সাহেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তাঁকে পেয়ে বললাম 'স্যার হাসপাতালের নামাজের জায়গাটা ভেঙ্গে দিলেন অথচ তার বিকল্প স্থান দিলেন না। অন্য যে কোন গাড়ীবারান্দায় ঘর দিলেও চলতো।" তিনি বললেন, 'আরে বলোনা, জায়গাই তো নেই। তুমিই বলো কোথায় দিতে পারি?' আমি বললাম- 'আপনার কলেজ ও হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের দুটি আলাদা বড় বড় অফিস কামরা রয়েছে। এর একটি যদি নামাযের জন্য ছেড়ে দেন তবে আপনার অফিসের জন্য আর একটি জায়গা পেতে কোন অসুবিধা হবে না। আমি হলে তা করতাম।' আমার এরূপ স্পষ্ট কথায় একটু অপ্রস্তুত হলেও তিনি হেসে ফেলে বললেন, 'আর তুমি যে একেবারে মোল্লা হয়ে গেছ হে। আচ্ছা দেখা যাক কি করা যায়।' অনেকদিন পর হলেও আউটডোর দালানের দোতলায় একটি মসজিদ তৈরী হয়।

হাসপাতালের মসজিদের ইমামদের কোন পদ আজও মঞ্জুর হয়নি। পাকিস্থানের ইসলামী রাষ্ট্রের আমলেও নয় আর স্বাধীন বাংলাদেশেও নয়। আর অনেক জায়গায় ইমামকে একজন চতুর্থ শ্রেণীর (পিয়ন জাতীয়) কর্মচারী হিসাবে বেতন দেয়া হয় আর নামাযীরা চাঁদা করে কিছু অতিরিক্ত টাকার ব্যবস্থা করেন। আইয়ুব আমলে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের সুন্দর মসজিদটিতে বহু চেষ্টা করেও একটি ইমামের পদ মঞ্জুর করা গেল না। তখনকার স্বাস্থ্য মন্ত্রী ওয়াদা করেন কিন্তু তা বাস্তবায়ন করেন নি।

হাসপাতালের কর্মচারীদের ছেলে মেয়েদের জন্যে একটি মকতব বা প্রাইমারী স্কুল সহজেই প্রতিষ্ঠা করা যায়। সেই স্কুলের দ্বীনিয়াত শিক্ষক হিসাবে একজন আলিম নিযুক্ত হলেও ইমাম সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব। মুসলিমদের প্রথম যুগেও হাসপাতাল যা বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আধুনিক হাসপাতালের পূর্বসূরীরা কোন কোন দিক দিয়ে আরও উন্নতমানের ছিল। দূরদূরান্ত থেকে যেসব রোগী আসতো তাদের সঙ্গীদের অনেকের জন্যেই হয়ত শহরে থাকার ব্যবস্থাও সঙ্গতি নেই। তাই হাসপাতালের সঙ্গে মুসাফিরখানা থাকতো যেখানে তিনদিন পর্যন্ত রোগীর সঙ্গীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কারণ ইসলামে মেহমান শুধু তিন

www.pathagar.com

দিনের জন্য। বর্তমানে সরকারের এত প্রাচুর্য নেই বলে মুসাফির খানায় দুরকম ব্যবস্থা থাকবে। যারা ধনী তারা মোটেল জাতীয় এক বা দু কামরার Flat ভাড়া নেবে আর যারা গরীব তারা বড় বড় হল কামরায় বিনা ভাড়ায় থাকবে আর রেঁস্তোরা থেকে খাদ্য কিনে খাবে। তিন দিনের মধ্যে রোগীর ভর্তি হওয়া উচিত এবং এরপর কাউকে মুসাফির খানায় থাকতে দেয়া হবে না। অবশ্য এখানেও মেয়েদের থাকার সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

রোগীর খাদ্য : সততার অভাবে বর্তমানে কোন হাসপাতালেই খাদ্য সরবরাহ সন্তোষজনক নয়। একে তো রোগীর মাথা পিছু বরাদ্দ কম। তা থেকে কর্মচারীদের চুরি আর বড় সাহেবদের ঘুষ দিলে যা থাকে তা মোটেই যথেষ্ট নয়। তাই আজকাল যারা সমর্থ তারা নিজেরাই খাবার সংগ্রহ করে। এজন্য ঈমানদার কর্মচারী নিয়োগ এবং তাদের উপযুক্ত তদারক প্রয়োজন।

হাসপাতালের ক্যান্টিন

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ক্যান্টিন আমাদের দেশে কল্পনা মাত্র। সুতরাং সকল কর্মচারী ইসলামী সততায় চরিত্রবান না হলে রোগীর খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহে কোন ন্যায়নীতি সম্ভব নয়। মেডিক্যাল শিক্ষা ইসলামীকরণের বেলায় এসব দিকে যথেষ্ট মনযোগ দিতে হবে।

এমনিভাবে হাসপাতালের ধোপা, কন্ট্রাক্টরবৃন্দ ও ষ্টোর কিপারদের বেলায়ও একই কথা প্রয়োজ্য। পেশাব পায়খানার জায়গাগুলো সব সময় পরিষ্কার করার সুব্যবস্থা থাকতে হবে। বর্তমানে সরকারী হাসপাতালের লেট্রিন গুলো লজ্জাজনকভাবে অপরিষ্কার।

ছাত্র ভর্তি

প্রথমেই বলতে হয় যে ইসলাম সহশিক্ষা (Co-education) সমর্থন করে না। সুতরাং পুরুষ ও মহিলা ডাক্তার তৈরীর জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। পাকিস্তানে, এমন কি হিন্দু প্রধান ভারতে পর্যন্ত পৃথক মহিলা মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। যেহেতু কেবল প্রতিভাবান হলেই চলবে না একজন ডাক্তারকে হতে হবে আদর্শ ও নিষ্ঠাবান সমাজসেবক। তাই নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীরাই শুধু ভর্তি হতে পারবে। এজন্য এসব বিষয়ে বিচার করতে সক্ষম এমন একটি নির্বাচন কমিটি ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির অনুমোদন দেবে। মুসলমান শিক্ষার্থীদের বেলায় তাদের ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কুরআন-হাদীসের জ্ঞান এবং ন্যায়, অন্যায় সম্পর্কে ইসলামী নীতিবোধ আছে কিনা তা অবশ্যই দেখতে হবে।

ভর্তির পর যদি কোন শিক্ষার্থীকে ইসলামী শরীয়তের ন্যূনতম বিধানও মেনে চলতে অপারগ দেখা যায় তবে সংশোধনের সুযোগ দিয়েও যদি কোন ফল লাভ না হয় তবে তাকে কলেজ থেকে বিদায় করতে হবে। অমুসলমানদের বেলায় তাদের নৈতিক চরিত্র সন্তোষজনক হলেই চলবে।

www.pathagar.com

শিক্ষক নিয়োগ

ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায় যেমন নৈতিকতার মূল্যায়ণ জরুরী শিক্ষক নিযুক্তির বেলায় তা আরও বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম বিরোধী কোন শিক্ষক কিছুতেই প্রতিষ্ঠনে থাকতে পারবে না। অবশ্য এ ব্যাপারে গোঁড়ামী নয় মানুষের অন্তরের কথা আল্লাহই ভাল জানেন।

এ প্রসঙ্গে মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরাসরি সরকারী আওতায় ঠিক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হিসাবে নতুবা পৃথক স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালিত হবে। এ জন্য পৃথক সিনেট ও ফ্যাকাল্টি থাকবে যাতে সরকারী প্রতিনিধিও থাকবেন। শিক্ষকদের নিয়োগ শুধু সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য হবে আর বদলির কোন ঝুঁকি থাকবে না।

চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন

এ ব্যাপারে কয়েকটি দিক বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। যেহেতু একজন ডাক্তার গ্রাজুয়েট হিসেবে স্বীকৃত তাই তার বেতন-স্কেল অন্যান্য গ্রাজুয়েটদের সঙ্গে মিল রেখে করা হয়। এটা ঠিক নয়। কারণ যেখানে যে কোন ব্যক্তি H.S.C পাশের পর ২ থেকে ৩ বৎসরে সাধারণ বা অনার্স গ্রাজুয়েট হন সেখানে একজন ডাক্তারকে পাঁচ বৎসর কঠিন অধ্যয়ন করতে হয়। আর উচ্চ মেধা না হলে মেডিক্যালে ভর্তি হওয়া যায় না। সুতরাং যেখানে চার বৎসরে একজন মাস্টার ডিগ্রী হাসিল করে এবং ইঞ্জিনিয়ার হয় সেখানে একজন ডাক্তার পাঁচ বৎসরে পাশ করে এবং আরও এক বৎসর ট্রেনিং নিয়ে পুরোপুরি ডিগ্রী লাভ করে। সুতরাং আমাদের এসব অনিয়ম দুর করার জন্য U.S.A এর মত ডাক্তারদের প্রাথমিক ডিগ্রীকেই গ্রাজুয়েট (MBBS) না বলে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী M.D বলা উচিত। তাহলে তাদের উপযুক্ত উচ্চতর প্রাথমিক বেতন দিতে অসুবিধা হবে না।

এরপর ডাক্তারদের মধ্যে Teaching এবং Non teaching Cadre সৃষ্টি করতে হবে যেন একমাত্র তারাই শিক্ষক হয় যারা শিক্ষকতা পছন্দ করেন এবং গবেষণা করা ভালবাসেন। যে সব বিষয়ের ডাক্তারদের Practice করবে তাদের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য মূল বেতনের সমান অংশ অতিরিক্তি পাবেন। (Non practising allowance)

Clinical বিষয়ের ডাক্তারগণ যেহেতু শিক্ষক হলেও practice করতে পারবেন তারা কোন অতিরিক্ত বেতন পাবেন না। গবেষণালব্ধ নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রকাশনা ব্যতীত কোন শিক্ষক উচ্চতর পদে প্রমোশন পাবেন না। মোটকথা এ সবই ইসলামী ন্যায় নীতির ভিত্তিতে করতে হবে।

লেখক সাবেক অধ্যক্ষ, রাজশাহী ও মোমেশাহী মেডিকেল কলেজ

www.pathagar.com

বর্তমান অবস্থায় কৃষি শিক্ষার ইসলামীকরণ

প্রফেসর তাজুল ইসলাম

ভূমিকা

কৃষিই পল্লী-প্রাণ ও কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড। তবে এ কৃষি শুধু আমাদেরই গুরুত্বপূর্ণ পেশা নয়, বরং ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আদিতে কৃষিই ছিল সমগ্র বিশ্বের একমাত্র অকৃত্রিম পেশা। বর্তমান বিশ্বেও সমগ্র জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ কৃষি কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে। কৃষি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর যোগান দেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁতন করা থেকে শুরু করে রাত্রে বিছানায় শোয়া পর্যন্ত আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও তাকে কার্যক্ষম রাখার জন্য আমাদেরকে কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভর করতে হয়। জামা-কাপড়ের উপাদান বা রোগে ঔষধ পথ্য, রান্নার জন্য কাঠ কয়লা, বাসের জন্য ঘরবাড়ী, আসবাব পত্র, বাগ-বাগীচা, খাবার জন্য ভাত বা রুটি, মাছ, গোশত, দুধ, ঘি, ডিম, বই, খাতা, গৃহপালিত পশুর খাদ্য, বাবসা-বাণিজ্যের পণ্য সম্ভার, শিল্পের কাঁচামাল, উৎসবে-বাণিজ্যের পণ্য সম্ভার, শিল্পের কাঁচামাল, উৎসবে-ব্যসনে, কবরে এককথায় Cradle to মৎধাব কৃষিজাত দ্রব্যই আমাদের নিত্য সাথী। কৃষির উন্নতির ফলেই মিশরের সভ্যতা, ব্যাবিলনের মর্যাদা, সিন্ধু ও গংগার অববাহিকার গুরুত্ব, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদী তথা ইরাক ও ইরানের খ্যাতি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বিশ্বের বড় বড়

www.pathagar.com

সভ্যতার উত্থান-পতন. কৃষির উত্থান পতনের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল ছিল। কাজেই কৃষি শিক্ষার ইসলামীকরণ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে বর্তমান পরিস্থিতি সম্যকভাবে উপলব্ধির জন্য কৃষি শিক্ষা ও ইসলাম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন।

কৃষি

সাধারণভাবে লোকে মাঠে চাষাবাদ ও ফসল ফলানোকেই কৃষি বলে ভ্রম করে থাকে। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপাদন, আহরণ ও সংরক্ষণ হচ্ছে কৃষির প্রধান কাজ। তাই ফসল উৎপাদন, পশু-পাখী পালন ও চিকিৎসা, মৎস্য চাষ, মৌমাছি পালন, বন সংরক্ষণ, রেশম কীট পালন, কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সমবায় ও বিপণন, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ, যান্ত্রিক চাষাবাদ ও গ্রামোন্নয়ন এ সবই কৃষির অন্তর্ভুক্ত। আর এ হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ আসে কৃষি থেকে। আমাদের শ্রমশক্তির মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ পুরুষ ও ৫৫ ভাগ মহিলা কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতদসত্ত্বেও আজো আমাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আসেনি। বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। গ্রামের শতকরা ৫০ ভাগ মানুষ ভূমিহীন এক তৃতীয়াংশ শ্রমশক্তি বেকার, চার ভাগের তিন ভাগ মানুষ নিরক্ষর। এসব পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জনগোষ্ঠির বৃহদাংশ মহানগরী বা বৃহৎ শহর এলাকার কৃত্রিম চাকচিক্যময় জীবনের বাইরে বাস করে।

এমনকি প্রতিবছর বিদেশ থেকে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য আমদানী করতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমাদেরকে বার্ষিক প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে হয় বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণের অর্থ দিয়ে। কাজেই আমাদের আশু লক্ষ্য হওয়া উচিত খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা। এর জন্য যা প্রয়োজন তা হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের নিজস্ব সম্পদ আহরণ ও তার সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। আর যেহেতু কৃষিজাত পণ্যই আমাদের প্রধানতম সম্পদ, তাই স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত কৃষি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ।

শিক্ষা

শিক্ষা শব্দটির অর্থ ব্যাপক। শিক্ষা বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি জ্ঞান অর্জন করা এবং চিত্তের প্রসারতার মাধ্যমে কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। শিক্ষা মানব-জীবনের অপরিহার্য অংশ। আহার্য বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এই পাঁচটি বিষয় মানুষের অপরিহার্য বা মৌলিক প্রয়োজন হিসাবে সকল সভ্যদেশ ও জাতির নিকট স্বীকৃত। তবে একথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বিশ্বজোড়া ঐক্য উপলব্ধি একমাত্র উপায় হচ্ছে জ্ঞান। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে "Knowledge is virtue and ignorance is sin" অর্থাৎ, জ্ঞানই শক্তি,

www.pathagar.com

জ্ঞানই পূণ্য আর অজ্ঞানতাই হলো পাপ। পবিত্র কোরআনের প্রথম এবং প্রধান নির্দেশ জ্ঞান অর্জন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্র অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। অবস্য মানব সভ্যতার শুরু থেকেই শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষাকে মানুষের অগ্রযাত্রার জন্যে অপরিহার্য নির্বিশেষে সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। অবশ্য মানব সভ্যতার শুরু থেকেই শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষাকে মানুষের অগ্রযাত্রার জন্যে অপরিহার্য বলে মনে করা হয়েছে। এর অপরিহার্যতা সম্পর্কে মানব সমাজে আজ পর্যন্ত কোন দ্বিমত দেখা দেয়নি বা এ সত্য অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস আজো কারো ঘটেনি। কিন্তু এ জ্ঞানের প্রদীপ আজও আমাদের দেশে বহু দূরে, সাধারণের আওতার বাইরে মিট মিট করে জ্বলছে, এ কথার প্রমাণ শিক্ষার হার থেকেই পাওয়া যায়। কৃষকেরা নিরক্ষর। তাই তারা শিক্ষার আলোকবর্তিকার অপরূপ রূপশিখার সৌন্দর্য, মাধুর্য ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না।

শিক্ষার পরিস্থিতি

বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষায়তনগুলোতে, বিশেষ করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যে পাঠ্যসূচী আছে, তাতে বাস্তবের রুঢ় সত্যের মুখোমুখি হওয়ার শিক্ষা অনুপস্থিত। দেশ যখন অন্ন-বস্ত্রের সমস্যায় জর্জরিত, খরা-অজন্মা, রোগ-বালাই, বন্যা-মাহাপ্লাবনে নিমজ্জিত, আমাদের পাঠ্যসূচী সমূহ তখন দুঃখজনক ভাবে এসব প্রতিকুল অবস্থার প্রতিকার বা সমস্যার জরুরী ভিত্তিতে মোকাবেলার পরিবর্তে রাজকীয় মহিমা নিয়ে বাস্তব চিত্র বিমুখ ও চেতনাহীন নিছক তত্ত্বকথার শিকলে বন্দী। এদেশে ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর গণিত শিখে নানারকম, তর্কশাস্ত্র ও দার্শনিক পদ্ধতির কুট ব্যাখ্যা দান করতে পারে জ্যোতির্বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রসায়ন বা পদার্থ বিদ্যার আধুনিক তত্ত্বের খবরও রাখে, আধুনিক কাব্য ও শিল্পকলা তাদের নিকট সহজবোধ্য অথচ দৈনন্দিন জীবনে রুজি রোজগারের প্রয়োজনীয় জ্ঞান তাদের হয় না। অধ্যয়ন শেষে মান নির্ধারণকারী পরীক্ষাগুলোতে আশ্চর্যজনকভাবে ভাল করতে না পারলে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে ছাত্রদেরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মত পেশা খুজতে হয়, অনেকটা জুয়াখেলার মতো। ফলে দেখা যায় অধিকাংশকেই ইতিহাসে এম, এ ডিগ্রী নিয়ে ব্যাংকে, ভূগোলে ডিগ্রী নিয়ে টিসিবিতে, অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে কেরানীর চাকুরী করে জীবন কাটাতে হচ্ছে। শিক্ষা ও বাস্তব জীবনের এই যে বিরাট ফাঁক তার ফলেই আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ। অথচ বর্তমান বিশ্বে শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ, জাতি তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে তথা বিশ্বের কল্যাণ সাধণ করতে ব্যস্ত।

আমাদের শিক্ষানীতি

বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষানীতি বলতে কিছু নেই। আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে যে শিক্ষা ব্যবস্থা পেয়েছি তা বৃটিশদের সৃষ্টি। ঔপনিবেশিক আমলের শাসন ও

www.pathagar.com

শোষণকে চালু রাখার জন্য কেরানী সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়েছিল এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা।

আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ইংরেজদের আগমনের পূর্বে মোগল আমলে, আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষাই ছিল এদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠির ভাষা। শুধু শিক্ষিত মুসলমানরাই নন, বরং বহু উচ্চ বর্ণের হিন্দু আরবী ও ফার্সীতে অভিজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন। ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা আলিয়া মাদরাসা, ১৭৯১ সালে জোনাথন ডানকান কর্তৃক কাশীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন, ইংরেজদের শিক্ষা প্রীতির পরিচয় বহন করলেও আসলে হিন্দু বা ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরাগ বশতঃ তারা এ কাজ করেনি। এর পেছনে মূলতঃ দু'টি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। প্রথমতঃ ধর্মের দোহাই দিয়ে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে খুশী রাখা, দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা এবং ইসলামের জিহাদ অধ্যায় পাঠ্য থেকে বাদ দিয়ে শার্দুলকে মেষে পরিণত করে। ফলে কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা এ দেশবাসীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মুসলমানরা এ শিক্ষার ফলশ্রুতিতে মুজাহিদ না হয়ে ধর্মভীরুতে পরিণত হয়। আর অবাধে ইংরেজদের শোষণ চলতে থাকে। এ অবস্থায় হিন্দু নেতারা অবশ্য চুপ করে বসে ছিলো না। বেসরকারী উদ্যোগে তারা ইংরেজী ভাষা সাহিত্য, পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ১৮১৫ সালে শ্রীরামপুর কলেজ, ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন করে। কিন্তু মুসলিম নেতারা তখনও শিক্ষার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ তো দূরের কথা, ইংরেজী শিক্ষার সংগে অসহযোগ আন্দোলন করেই যাচ্ছিলেন। তাই ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতা মাদ্‌রাসায় যে এংলো-পারশিয়ান বিভাগ খোলা হয়, এতে উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য দেখা যায় না। তার কারণ ইংরেজরা ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে এদেশ জয় করলেও এদেশীয় তথা ইসলামী তাহযীব তমুদ্দুনের ওপর সরাসরি হামলা করতে সাহস পায়নি। প্রায় একশ বছর পর ১৮৩৫ সালে রাষ্ট্রীয় ভাষা ফার্সীকে পরিবর্তন করে ইংরেজী করা হয়। ধীরে ধীরে ইংরেজীকরণ এবং দেশীয় ইংরেজ সৃষ্টির প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যায় তাদের প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত ক্রটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই। আর এই এ্যাংলো মাহমেডান কলেজ' বা 'আলীয়া-মাদরাসা' ছিল এমনিতর প্রচেষ্টার অংশ বিশেষ।

এদিকে ইংরেজরা এদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার রূপরেখা ঠিক করার জন্য ১৮২৩ সালে 'পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন কমিটি' গঠন করে এবং কমিটির সুপারিশক্রমে ১৮২৪ সালে কলকাতায় 'সংস্কৃত কলেজ' স্থাপিত হয়। ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে মেকলের সুপারিশকৃত শিক্ষা ব্যবস্থাই এ উপমহাদেশে প্রচলন করা হয়। তিনি এ ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন ঃ

www.pathagar.com

"We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern a class of persons Indian in blood and colour but English in tastes, in opinions, in morals an intellect." অথচ কোন সুস্থ ব্যক্তিই একথা স্বীকার করবেন না যে কোন দেশের লোক অন্য দেশের বা শাসকদের গোলামী করার জন্য এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করে বিদ্যা অর্জন করবে। কিন্তু মেকলের সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। বৃটিশ এদেশ ছেড়ে চলে গেছে সেই ১৯৪৭ সনে। আর তাদের সৃষ্ট শিক্ষা-ব্যবস্থা আজো অক্ষুণ্ন অবস্থায় প্রবর্তিত আছে। এ দীর্ঘ সময়ে পাঠ্যসূচীতে হয়ত কিছু পরিবর্তন এসেছে, সুপরিকল্পিতভাবে নয়, অনেকটা খাপছাড়া ভাবে। তবে শিক্ষানীতির মূলকাঠামো রয়েছে অপরিবর্তিত।

শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন

পাকিস্থান আমলে ১৯৫৮ সালে এস, এম, শরীফের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫৭ সালে উক্ত কমিশনের রিপোর্টও প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯৬২ সানে এ কমিশনের বিরুদ্ধে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন হলে ১৯৬৪ সালে জাস্টিস হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে আর একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। উক্ত কমিটির রিপোর্ট ১৯৬৬ সনে "Report of the Commission on the students-problem and welfare" নামে প্রকাশিত হয়। হামুদুর রহমান রিপোর্টের অনেক টেকনিক্যাল উপাদান ইতিবাচক ছিল। কিন্তু কিছু নীতি ও পদ্ধতি বিরাজমান ছাত্র আন্দোলনের পরিপন্থী হওয়ায় তা ব্যাপক ছাত্র অসন্তোষের কারণ হয় ও পরবর্তীতে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে ডঃ কুদরতে খুদার নেতৃত্বে আর একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশন প্রায় দু'বছর কাজ করে রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। কিন্তু রিপোর্টটি জনসাধারণ্যে প্রকাশ বা বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। আবার ১৯৭৫ সনে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের পর শিক্ষা মন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন এবং ছয়মাসের মধ্যেই উক্ত কমিটির রিপোর্ট প্রণয়ন সমাপ্ত হয়। সরকার কর্তৃক উক্ত রিপোর্ট গৃহীত ও মুদ্রিত হয়। কিন্তু বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খানের নেতৃত্বে শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু তার ফলাফল আজো দেশবাসী জানতে পারে নি।

অশুভ ফলাফল

জাতীয় শিক্ষানীতি না থাকায় বা কার্যকরী না হওয়ায়, ছাত্র শিক্ষকদের নিয়মিত অনুশীলন স্থান শিক্ষাংগন থেকে আরম্ভ করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন আজ নানা দুর্নীতিতে ভরে গেছে। শিক্ষাংগনে রাজনীতির দৌরাত্মই হোক, বা আদর্শ বিহীন

www.pathagar.com

শিক্ষার ফলেই হোক, অথবা সমাজ জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্যই হোক, আজ সর্বত্র নৈরাজ্য বিরাজ করছে। ফলে শিক্ষিত সমাজ থেকে আদর্শ নেতা, কর্মচারী বা কর্মকর্তা সৃষ্টি হচ্ছে না। রাজনীতিতে সুষ্ঠু নেতৃত্বের অভাবে এবং তীব্র অর্থ লিপ্সা সংযুক্ত হওয়ায় আমাদের সমাজ চেতনা ও মূল্যবোধ পরিত্যক্ত হচ্ছে। বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তারাই সম্মানিত যারা ছলে বলে কলাকৌশলে যেভাবেই হোক অর্থ উপার্জনে সক্ষম। ফলে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ , প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিদ্যা অর্জনের চেয়ে অর্থ উপার্জনের দিকেই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সর্বাধিক। এর ফলে আজ এক শিক্ষার্থী তার বন্ধু, সহপাঠী অন্য শিক্ষার্থীর অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ হারাচ্ছে, শিক্ষক পরীক্ষা হলে ও শ্রেণী কক্ষে লাঞ্ছিত, অপমানিত হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিশন ১৯৭৪ এ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বিপন্ন শিক্ষা পরিবেশ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন- "Our Universities appear to be navigating on uncharted perilous water ...... In the overall interest of the nation we can not possibly carry on with the weakness and malpractices of the Universities."

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানাবিধ দর্শন, চিন্তাভাবনা রয়েছে। স্যার পার্সী নান বলেছেন "শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের স্বাধীন লালন ও বিকাশ। আবার এক দল চিন্তাবিদের মত হলো "শিক্ষা কোন একটি বিশেষ লক্ষ্যকে সামনে রেখে হতে হবে। "অবশ্য বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর 'সমাজ ব্যবস্থা শিক্ষা' গ্রন্থে শিক্ষার নেতিবাচক দর্শন পর্যায়ে বলেছেন যে, বর্তমান যুগে শিক্ষার তিনটি বিভিন্ন দর্শন রয়েছে। প্রথম দর্শনটি অনুসারে উন্নতির সুযোগ সুবিধা লাভ ও সে পথের প্রতিবন্ধকতা দূর করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় মতাদর্শীরা বলেনঃ সমাজের ব্যক্তিদের সংস্কৃতিবান করে তাদের সব যোগ্যতা ও প্রতিভাকে চূড়ান্ত মানে উন্নীত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর তৃতীয় মতাদর্শীদের মত হলোঃ শিক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যক্তি কেন্দ্রিক ভাবনাকে পরিহার করে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে চিন্তা ও বিবেচনা করা কর্তব্য"। তবে এ সমস্ত মতবাদের পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে একটি বিষয়ে অন্ততঃ সবাই একমত। আর তা হলো 'শিক্ষার মাধ্যমে চাকুরী নির্ভরতার পরিবর্তে আত্মনির্ভরতা সৃষ্টি'। দেশে যে সম্পদ রয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো ও জাতীয় সম্পদকে অধিকতর উৎপাদনমুখী করা। আর এ উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসু করতে হলে শিক্ষা-ব্যবস্থায় দুটো দিক থাকা অপরিহার্য। (১) নৈতিক চরিত্র গঠন ও (২) বাঁচার অধিকার।

যুগ যুগ ধরে আমাদের আলিম সমাজ কুরআন মজীদের যে ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন, তার সংগে যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমন্বয় হতো, তবে স্বর্ণযুগের মুসলমানদের

www.pathagar.com

ন্যায় আজো-মুসলমানরা শ্রেষ্ঠ উম্মাহ হিসেবে পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে এবং পরকালের সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হত। সুতরাং আধুনিক যুগে কুরআনকে জানতে হলে, বুঝতে হলে এবং কুরআন থেকে লব্ধ জ্ঞানকে ইহ ও পরকালের মঙ্গলের জন্য কাজে লাগাতে হলে আমাদের বিদ্যার্জন করতে হবে, বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং ব্যবহারিক জ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে। সে জন্যই আমাদের প্রথম কর্তব্য হবে কুরআন-হাদীস শিক্ষার সংগে বিজ্ঞানকে জানা অথবা আধুনিক শিক্ষাকে কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের সংগে সমন্বয় করা।

ইসলামীকরণ

কোন কিছু ইসলামীকরণ অর্থে আমরা সাধারণতঃ বুঝি মূল্যবোধ বা ইসলামী শিক্ষার ও আদর্শের আলোকে যে বিষয়ের পুনর্বিন্যাস ও বাস্তবায়ন। সে অর্থে কৃষি ইসলামীকরণ অর্থে আমরা বুঝি বর্তমান কৃষি শিক্ষাকে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজানো। অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের আলোকে কৃষি শিক্ষার দিক দর্শন তথা উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নির্ণয় করা এবং সে অনুসারে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা। আমাদের সমগ্র পরিবেশ, জনগণের বিশ্বাস, আকীদা, স্বভাব-চরিত্র, রীতি-নীতি, সবই জাহিলিয়াতের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে। এমনকি আমরা যে বিষয়কে ইসলামী সংস্কৃতি, দর্শন, ইসলামী চিন্তাধারা ও উৎসব মনে করি তার অধিকাংশই জাহিলিয়াত। সেখানে কৃষি শিক্ষা ইসলামীকরণ বাতুলতা মাত্র। তবুও শিক্ষিত সমাজের জ্ঞান চর্চার সংগে, বা বস্তুবাদী কল্পনা ও চিন্তা প্রসূত কৃষি বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভের সংগে সংগে ইসলাম কৃষি শিক্ষা সম্বন্ধে কি নির্দেশ দেয় এবং বর্তমান কৃষি শিক্ষাকে কি করে ইসলামীকরণ করা যায় সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কৃষি শিক্ষা যেহেতু শুধু জ্ঞান অর্জনের জন্যই নয় বরং এ শিক্ষা তত্ত্ব ভিত্তিক ফলিত বিজ্ঞান সেহেতু সর্বপ্রথম কৃষি সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভংগি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা

পূর্বেই বলা হয়েছে সভ্যতার সূর্যোদয় হয়েছিল কৃষিকে ভিত্তি করে। নীল, সিন্ধু ও গংগার অববাহিকায় কালে কালে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল এতদঞ্চলে কৃষি ভূমির সহজলভ্যতার জন্যই। সভ্যতার সেই উষাকালে জনসংখ্যা স্বল্পতার জন্য ভূমি ব্যবস্থা ছিল সহজ সরল। 'লাঙ্গল যার জমি তার' এ ছিল ভূমি নীতি। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে সভ্যতার জটিলতার ফলে ভূস্বামী ও ভূমিহীন কৃষকের উদ্ভব হয়। আসলে যখন পুঁজি মানব সমাজের প্রতিপত্তির মাপকাঠি হিসেবে গৃহীত হয় তখনই এ সমস্যার সৃষ্টি হয়। অথচ ইসলাম যেমন পুঁজিবাদকে সমর্থন করেনা, তেমনি পুঁজির প্রভাবে সৃষ্ট সমাজ জীবনের ব্যাধিগুলোকেও উৎখাত করতে চেষ্টা করে যদিও ইসলামের ভূমি নীতির বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, তবুও ভূমির মালিকানা ও ভূমি সংগঠন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

www.pathagar.com

ক) ভূমির মালিকানা ঃ ভূমির সঠিক ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে মালিক, দেশ ও জাতির উন্নতি। একটি গৃহ বা যন্ত্র কিছু সময় অব্যবহৃত থাকলে তা দ্বারা প্রধানতঃ তার মালিকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে জমির প্রয়োজন, আর চাষাবাদ যোগ্য জমি যে দেশে অল্প, সে ক্ষেত্রে জমিতে যদি চাষাবাদ ঠিকমত করা না হয় বা জমি অব্যবহৃত ও পতিত থাকে তবে সমগ্র জাতি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই ইসলাম সম্পদ ব্যবহারের ওপর শুধু গুরুত্ব প্রদান করেনি বরং সম্পদ সঠিক ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। রসুল করীম (সঃ) তাঁর জীবদ্দশায় হযরত বিলালকে (রাঃ) যে খেজুর বাগান প্রদান করেন, উক্ত বাগান ঠিকমত চাষাবাদ না করায় এবং কোন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় হযরত উমর (রাঃ) তা বাজেয়াপ্ত করেন। [কিতাবুল খারাজ] ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম: একই কারণে হযরত উমর (রাঃ) বাজিল্লা গোত্রের লোকদের জমি বাজেয়াপ্ত করেন। (কিতাবুল খারাজ) এ ব্যাপারে কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ "তোমাদের সম্পদ যাহা আল্লাহ তোমাদের উপজীবিকা হিসাবে প্রদান করেছেন তা নির্বোধদের দিও না। তাদেরকে খাদ্য ও বস্ত্র দাও এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর (নিসা ঃ ৫)।

ইসলাম ভূমির মালিক হিসেবে কৃষককেই স্বীকার করে। বুখারীতেও এ বর্ণনা পাওয়া যায়। "যে ব্যক্তি পতিত জমিকে আবাদ করে, সেই সে জমির মালিক। অবশ্য যদি জমির কোন পূর্ব মালিক না থাকে।" আবার জমি পর পর ৩ বছর চাষ না করে ফেলে রাখলে তাতে মালিকের কোন অধিকার থাকবেনা।" (কিতাবুর খারাজ ঃ আবু ইউসূফ)। যে সব জমি জনসাধারণের কল্যাণে ব্যবহৃত হয় যেমন খাল, বিল, নদী, ঝরণা, পাহাড়, গোচারণ ভূমি, ঈদগাহ, রাস্তা, পেট্রোল, তৈলখনি ইত্যাদি এসবের মালিক সরকার ঃ হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) ইয়ামান প্রদেশের মাআরিব নামক স্থানের জমি আইয়াজবিন হালাম নামক এক ব্যক্তিকে দান করার পর তখন জানতে পারলেন যে উক্ত জমিতে লবণের খনি আছে, তখন তিনি তা ফেরত নিয়েছিলেন।" (কিতাবুল আমওয়াল; ইসলামের ভূমিব্যবস্থা ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী) অনাবাদী জমিকে আবাদ করার বা ভূমিহীন কৃষক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষ থেকে কাউকে ভূমি দান করা ইসলাম বৈধ মনে করে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনও বহু ব্যক্তিকে এ ভাবে ভূমি দান করেছেন। (কিতাবুল খারাজ ঃ আবু ইউসূফ কিতাবুল খারাজ ঃ ইয়াহইয়া ইবনে আদাম কিতাবুল আমওয়াল)। তবে এসব ভূমিদানে ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য হাসিল বা স্বজন-প্রীতিমূলক হলে ইসলাম তা অনুমোদন করে না। তাই খলীফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয উমাইয়া শাসকগন কর্তৃক স্বজন-প্রীতির উদ্দেশ্য প্রদত্ত তাঁর পরিবারের সমস্ত জায়গীর বায়েয়াপ্ত করেন। (সীরাতে উমর ইবনে আবদুল আযীয ঃ ইবনে আব্দুল হাকাম)। ইসলাম জমিদারী প্রথাকে পছন্দ করে না (কিতাবুল খারাজ)। তবে বসতবাড়ী ছাড়া ইসলাম জমির ওপর কর ধার্য করে (কিতাবুল

www.pathagar.com

আমওয়াল)। কিন্তু খাজনা অনাদায়ের জন্য অসমর্থ ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করতে ইসলাম সরকারকে অনুমতি দেয় না (কিতাবুল আমওয়াল খারাজ ঃ ইয়াহইয়া)। ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত জমিনের খাজনা মাফ করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে (হেদায়া ঃ উশর ও খারাজ অধ্যায়) ও কৃষকদের সাথে সহজ পন্থা অবলম্বন করতে বলে (কিতাবুল আমওয়াল; খারাজ ঃ আবু ইউসুফ)। ইসলাম বর্গা দেওয়াকে জায়েজ মনে করে এবং সকল ব্যাপারে জুলুমকে ঘৃণা করে।

খ) ভূমি সংগঠন ঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে কৃষি কাজ চালানোর কলাকৌশল এবং ব্যবস্থাপনা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। ভূমি ব্যবস্থার নিয়ম-নীতি, স্থানকাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা কৃষি পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল পরিবর্তনের অধীন, (সামাদ, ১৯৮২)। তাই ইসলাম জমির মালিকানার সংগে সংগে ভূমি সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। হযরত উমর (রাঃ)এর যুগে ইসলামের ভূমি-নীতি একটি সুসঘংবদ্ধ রূপ লাভ করে। ভূমি সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হল ইরাকের সমগ্র জমির উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারী মালিকানায় সমস্ত জমিকে ১০টি ভাগে ভাগ করা (কিতাবুল খারাজ ঃ ইয়াহইয়া বিন আদম)। হযরত উমরের (রাঃ) ভূমি সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, জমির মালিক হওয়া ব্যক্তির অলংঘনীয় অধিকার নয়। সমাজের সর্বাংগীন মংগলের প্রয়োজনে ইসলামী রাষ্ট্র ভূমি-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। হযরত উমর (রাঃ) রাষ্ট্রের কর্ষণযোগ্য ভূমিকে জরীপ করে উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে বা ফলনের ভিত্তিতে ক্ষমতানুসারে খাজনা ধার্য করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। ভূমি উন্নয়ন ও ফলন বৃদ্ধির জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়ে খাল খনন, জল সেচ ও সুদমুক্ত ঋণের প্রচলন করেন। ইসলামী আইনে খলিফা কর্তৃক যে সমস্ত জমির দখল নেয়া হয় তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ইসলাম যেমন অমিতব্যয়ীকে ঘৃণা করে (আরাফ ঃ ৩১, বণী ইসরাইল ঃ ২৬-২৭) তেমনি মজুদদারীকে নিশ্চিতভাবে হারাম বলে ঘোষণা করেছে। আর কোরআনে মজুদদারদের জন্য বড় বেদনাদায়ক শাস্তির কথা বলা হয়েছে (নিসা ঃ ৩৭, আল ইমরান ঃ ১৫০)। বাজারজাত করার ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য।

বর্তমান পাঠ্যসূচী

বর্তমানে উচ্চতর কৃষি শিক্ষার জন্য বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৬টি অনুষদ রয়েছে। এ সমস্ত অনুষদগুলোর নাম দেখেই বুঝা যায় যে, কোন অনুষদ কৃষির কোন কাজের সংগে জড়িত। যেমন কৃষি অনুষদ বিশেষ করে ফসল উৎপাদন, ফসলের খামার পরিচালনা, ফসল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও

www.pathagar.com

সম্প্রসারণ কাজে নিয়োজিত। উক্ত অনুষদে ক্ষেত খামারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের ও জাতের ফসল জন্মানোর জন্য দক্ষ কৃষি বিজ্ঞানী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কৃষিতত্ত্ব, উদ্যানতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান, উদ্ভিদ রোগ তত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন, প্রাণ রসায়ন, কৃষি রসায়ন অর্থনীতি, কৃষি পরিসংখ্যান, কৃষি শক্তি ও যন্ত্র, কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগের বিষয়ে এবং রসায়ন, গনিত, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগেও গ্রামীন সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন করতে হয়।

পশু চিকিৎসা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি অনুষদ। এখানে বিশেষ করে পশু-পাখীর চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তারিত শিক্ষা দেওয়া হয়। উক্ত অনুষদের শিক্ষার্থীদেরকে ফিজিওলজী, ফার্মাকোলজী, ভেটেরিনারী মেডিসিন, ভেটেরিনারী সার্জারী, প্যাথলজী প্যারাসাইটোলজী, মাইক্রোবায়লজী; প্রাণ রসায়ন, রসায়ন, গণিত, পশুপুষ্টি বিজ্ঞান এবং পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন করতে হয়।

পরবর্তী অনুষদ হিসেবে পশু পালন অনুষদের নাম করা যেতে পারে। এ অনুষদে বিশেষ করে পশু-পাখী পালনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ অনুষদে শিক্ষানবীশদেরকে সাধারণ পশু বিজ্ঞান, পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগ, পশু-পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগ, পোলট্রি বিজ্ঞান বিভাগ, ডেয়ারী বিজ্ঞান বিভাগ, প্যারাসাইটোলজী, প্রাণ রসায়ন, মাইক্রোবায়লজী, গণিত বা প্রানীবিদ্যা, কৃষি অর্থনীতি, রসায়ন, কৃষিতত্ত্ব, গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান, ফিজিওলজী, পরিসংখ্যান, কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগে অধ্যয়ন করতে হয়।

কৃষি শিক্ষার্থীদের অন্য একটি অনুষদ হল কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব অনুষদ। উক্ত অনুষদে কৃষি অর্থনীতি, গ্রামীণ সমাজ, সমবায় বিপণণ, কৃষি পরিসংখ্যান, কৃষি অর্থসংস্থান, কষি তত্ত্ব, কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগে অধ্যয়ন ছাড়াও কৃষি প্রকৌশল, পশুপালন ও মৎস্য অনুষদের হাফ পেপার করে অধ্যয়ন করতে হয়।

কৃষি শিক্ষার আর একটি অনুষদ কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ। উক্ত অনুষদের ছাত্রছাত্রীদেরকে কৃষি ও মৌলিক প্রকৌশল, কৃষি যন্ত্র ও শক্তি, ফুড টেকনোলজী ও রুরাল ইন্ডাষ্ট্রীজ, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, পদার্থ বিদ্যা, গণিত, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, রসায়ন, কৃষিতত্ত্ব, পশুবিজ্ঞান, কৃষি পরিসংখ্যান, কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষক, উদ্ভিদ ও প্রাণী বিজ্ঞান এবং প্রান রসায়ন বিভাগে অধ্যয়ন করতে হয়।

কৃষি শিক্ষার অপর অনুষদ মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ। উক্ত অনুষদের শিক্ষার্থীকে ফিসারিজ বায়োলজী ও লিমানোলজী, একুইকালচার ও ম্যানেজমেন্ট, ফিসারিজ

www.pathagar.com

টেকনোলজী, গণিত, রসায়ণ, প্রাণ রসায়ণ, গ্রামীন সমাজ বিজ্ঞান, কৃষি পরিসংখ্যান, মাইক্রোবায়োলজী, কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং কৃষি অর্থনীতি বিভাগে অধ্যয়ন করতে হয়।

এ সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের বা গ্রহণের সময় যে সমস্ত বিষয়ে সরাসরি ইসলামের সংগে সংঘর্ষে আসে তা হল বিবর্তনবাদ, ম্যালথেসিয়ান থিউরী, অর্থনৈতিক মতবাদ বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক মতবাদ ও প্রাণের উৎস বা জেনেসিস। এ কয়েকটি বিষয়ে প্রায় সব ছাত্রছাত্রীকেই অধ্যয়ন করতে হয়। অথচ সেখানে এসব ব্যাপারে ইসলামী মতবাদ বা কুরআন হাদীসের নির্দেশ সম্বন্ধে একটি কথাও বলা হয় না। বরং কেউ বললে তাকে সাম্প্রদায়িক হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়।

ইসলামীকরণ পদ্ধতি

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে যেখানে ইসলাম পূর্ণাংগভাবে প্রতিষ্ঠিত নেই, সেখানে কৃষি শিক্ষা ইসলামীকরণ প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। কারণ ইসলাম যদি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত থাকতো তবে সামগ্রিকভাবে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাও কায়েম থাকত। ফলে ইসলামের বিরোধী মতবাদ বা আদর্শকে হয়ত বিচার বিশ্লেষণের জন্য অধ্যয়ন করা হতো, গ্রহণ করার জন্য নয়। আর পাঠ্যসূচীও এমনভাবে তৈরী করা হতো যার কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন বিশেষজ্ঞ ইসলাম সম্বন্ধেও জ্ঞানী হয়ে বের হতেন। কিন্তু যেখানে ইসলামের সংগে সাংঘর্ষিক মতবাদ বা ইসলাম পরিপন্থী বিষয় সারাদিন অধ্যয়ন করানো হবে, সেখানে সে শিক্ষাকে ইসলামীকরণ কি প্রকারে সম্ভব? তবুও এ কথা বলা যায় যে যখন অর্থনৈতিক মতবাদ পড়ানো হবে তখন ইসলামী অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং এর শ্রেষ্ঠত্বের দিক নির্দেশ করা হলে অন্ততঃ ইসলাম সম্বন্ধে বৈরীভাব বা ইসলামী অর্থনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা দূরীভূত হবে এটি আশা করা যায়।

সুপারিশ

১. কৃষি কৃষ্টির মূল। ইসলাম কৃষককে সম্মানিত ব্যক্তি এবং কৃষিকে মহাপূণ্যের কাজ বলে আখ্যা দিয়েছে। এই ভাবধারা সমাজের আপামর জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়াই হবে কৃষি শিক্ষা ইসলামীকরণের প্রধান দায়িত্ব ও কাজ।

২. কৃষি শিক্ষা একটি ফলিত বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা নিয়ে এটা গড়ে উঠেছে। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপাদন, আহরণ ও সংরক্ষণ কৃষির প্রধান কাজ। তাই ফসল উৎপাদন, পশু-পাখী পালন, মৎস্য চাষ, মৌমাছি পালন, বনসংরক্ষণ, রেশম কীট পালন, কৃষিবাজার, সমবায় ও গ্রামোন্নয়ন- এসবই কৃষির অন্তর্ভুক্ত। সার্বিক ভাবে এসব কিছুর উৎপাদন বৃদ্ধি করে মানব কল্যাণে তাকে কাজে লাগানো ইসলামেরই নির্দেশ। পবিত্র কুরআন-হাদীসে এ ব্যাপারে যথাযথ আদেশ

www.pathagar.com

নির্দেশ রয়েছে। তাই, কৃষি শিক্ষাকে ইসলামীকরণ করতে গেলে প্রথমেই এ বিষয়গুলোকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. কৃষি শিক্ষা যেহেতু বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা এবং জীবনের প্রতি পদে প্রভাব বিস্তার করে, তাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কৃষি শিক্ষা সমাজের কতটুকু প্রয়োজন কিভাবে এ শিক্ষা এবং সমাজের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম তার একটি রূপরেখা তৈরী করতে হবে। ইসলাম কোন বৃথা উদ্দেশ্যে সময় ও মেধা ব্যয় করাকে সমর্থন করে না।

৪. ইসলাম ব্যক্তি ও সমষ্টির বিকাশের প্রতি গুরুত্ব দেয়। তাই, যে কোন শিক্ষা, বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রমে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যা ব্যক্তির ও সমাজের নির্বিঘ্ন বিকাশ নিশ্চিত হয়। কৃষি শিক্ষা ইসলামীকরণ করতে গেলেও এই দিকের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। এই শিক্ষা হবে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের পরিপূরক।

৫. যে কোন শিক্ষার সার্থকতা তার প্রয়োগিক সাফল্যের উপর নির্ভর করে। কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে এর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়াবলীর মধ্যে একটি সুষ্ঠ ভারসাম্য বজায় থাকে এবং প্রয়োগিক ক্ষেত্রে কার্যকরী বলে বিবেচিত হয়। ইসলাম জীবনের সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অনুসরণ করতে বলেছে। এদিক থেকে্ও এটা অনুকরণ যোগ্য।

৬. কৃষি শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য কৃষি ধর্মী মূল্যেবোধ সৃষ্টির প্রয়োজন। এ জন্য প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রমে বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে। জ্ঞানার্জন করা মুসলমান নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কৃষি বিষয়ক জ্ঞান অর্জন, তার বাস্তব প্রয়োগ, প্রাকৃতিক বস্তু নিশ্চয় নিয়ে গবেষণা, কৃষিতে উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন এসবই হবে কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার মূলনীতি।

৭. কৃষি শিক্ষা ইসলামীকরণের জন্য কৃষি শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামী মূল্যবোধও সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য ইসলামী শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি বিষয়ক একটি শিক্ষা কার্যক্রম সাধারণ কৃষি কার্যক্রমের সাথে একটি অতিরিক্ত পাঠ্যসূচী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। শুধু তাই নয়, ইসলামী জীবন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক নিয়ে কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে মাঝে মাঝে আলোচনা, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করতে হবে এবং তাতে দেশ ও বিদেশের প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদরা যাতে অংশগ্রহণ করেন, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের কার্যক্রমে শুধু ছাত্ররাই নয়, বরং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরাও যাতে অংশগ্রহণ করেন তার ব্যবস্থাও নিশ্চিত

www.pathagar.com

করতে হবে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরী, ছাত্রদের হল, খামার, ষ্টেডিয়াম ইত্যাদির নামকরণ যাতে ইসলামী মূল্যবোধ ও ভাবধারা প্রকাশের সহায়ক হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে এগুলো সম্পন্ন করতে হবে।

৮. পবিত্র কোরআনের সূরা আর-রাহমানে উল্লেখ আছে যে গাছপালাও আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং তাঁকে সিজদা করে। গাছপালা যে জীবিত তা বহু পূর্বেই কোরআনে উল্লেখ আছে। অবশ্য বিজ্ঞান বহু পরে আবিষ্কার করেছে যে গাছেরও প্রাণ আছে। বিজ্ঞান যে কুরআনের বানীর সাথে সংগতিশীল তা বুঝাতে হবে। বিজ্ঞান যেখানে কুরআনের সংগে অনৈক্য প্রকাশ করেছে সেখানে কুরআনের বক্তব্যকে সঠিক মনে করতে হবে এবং আপাত দৃষ্টিতে বিরোধী ভাবধারার বৈজ্ঞানিক তথ্যকে নিয়ে আরো গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে, যাতে পরবর্তীতে প্রমাণ করা যায় বৈজ্ঞানিক তথ্যটি কুরআন সম্মত।

৯. আল্লাহর বাণী, রসূলের হাদীস এবং ইসলামের বহু গ্রন্থে কৃষি সম্পর্কে যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ আছে সেগুলো কৃষি শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সিলেবাসে সংযোগ করা প্রয়োজন। তাতে কৃষি শিক্ষার মান উন্নত হবে, কৃষির উন্নতি তথা দেশ ও জাতির উন্নতি সাধিত হবে এবং ইসলামী মূল্যবোধও জাগ্রত হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। আবু ইউসূফ-কিতাবুল খারাজ।
২। ডঃ আব্দুল আব্বার মিঞা-শিক্ষাংগনে কিছু অশুভ দিক ও তার প্রতিকার। শিক্ষা ও পরিকল্পনা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ৩৫৫-৫৭, ১৯৮১।
৩। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম-ইসলামের শিক্ষা দর্শনঃ জাহানে নও, মার্চ, ১৯৬৯।
৪। আব্দুল হক-পূর্ব বাংলা আধা ঔপনিবেশিক আধা সামন্তবাদী, পদ্মা প্রকাশনীঃ ১৯৭০। আঃ মঃ বশিরুল আলম বাংলাদেশ আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্তবাদী, কর্ণফুলী প্রকাশনী, ঢাকা। ১৯৭৯।
৫। ডঃ আব্দুল হালিম ও মোঃ আমির হোসেন-ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ১৯৮৪।
৬। ইয়াহিয়া বিন আদম-কিতাবুল খারাজ : ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা (পরে উল্লেখিত)।
৭। ইবনে আব্দুল হাকাম-সীরাতে উমর ইবনে আব্দুল আযীয। ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা (পরে উল্লেখিত)।
৮। প্রফেসর খন্দকার মনোয়ার হোসেন-আমাদের শিক্ষা সমস্যা। শিক্ষা ও পরিকল্পনা (পূর্বে উল্লেখিত) : ১-৫ : ১৯৮১।
৯। রণজিৎ শর্মা-আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি-সমস্যা ও প্রতিকার। শিক্ষা ও পরিকল্পনা (পূর্বে উল্লেখিত) : ১০৩-১০৬-১৯৮১।

www.pathagar.com

ইসলামে নারী শিক্ষা

প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী

ইসলাম বিশ্বমানবতার চিরন্তন স্বভাবধর্ম; যা মানব সভ্যতার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারায় পূর্ণতা লাভ করে মহানবী (:)-এর মাধ্যমে। সামগ্রিক জীবন পদ্থতিরূপে ইহকালীন জীবনে দৈহিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের এবং পরকালীন জীবনে সার্বিক মুক্তির বিধি বিধান ও পথনির্দেশনা রয়েছে ইসলাম ধর্মে। ইসলামী জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন এবং তদানুযায়ী আদর্শ জীবনযাপন ও আদর্শ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে রাসূল (সঃ) স্বয়ং ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। ইসলামের বিশ্বজনীন প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতির প্রকৃতি ও পরিধি ও অতি ব্যাপক এবং কালের আবর্তন ও বিবর্তন এবং মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সংগতি রক্ষা করে চলার গুণ সম্পন্ন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার গতিশীলতা ও ব্যাপকতার প্রমাণ রয়েছে মহা নবীর শিক্ষা সম্পর্কিত কর্মসূচী ও কর্মতৎপরতায়। রাসূল (সঃ) বলেছেন, 'আমি একজন শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি'। কাজেই বলা যায়, রাসূল (সঃ)-এর প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি সর্বকালের এবং সর্বজাতির পুরুষ ও মহিলা এর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ স্বরূপ।

শিক্ষার প্রতি রাসূল (সঃ)-এর গুরুত্ব

মানব জাতিকে মুর্খতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য রাসূল (সঃ)-এর আবির্ভাব হয়েছিল। তাই তাঁর উপর অবতীর্ণ প্রথম বাণী ছিল, 'পড়

www.pathagar.com

তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে, তিনি মানুষকে আলাক থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়, তোমার রব অতীব মহান। তিনি মানুষকে দিয়েছেন এক অজানা জ্ঞানের সন্ধান' (সূরা আলাক : ১-২) আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন, 'জ্ঞানী ও মুর্খরা কি কখনও সমকক্ষ হতে পারে?' (সূরা যুমার : ৯)

তিনি আরও বলেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে অধিক ভয় করে। (সূরা ফাতের : ২৮)

জ্ঞান অর্জনের প্রতি রাসূল (স:) পুরুষ ও নারী সকলের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন ফরয। (ইবনে মাযা)[১] এ ফরয অন্যান্য ফরয ইবাদতের মতই।

'আল্লাহ যখন কোন ব্যক্তির কল্যাণ করতে চান তখন তাকে দ্বীনের ইলম দান করেন।' (বুখারী ও মুসলিম)[২]

যে ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষার জন্য পথে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথের যাত্রী থাকে'। (তিরমিযি)[৩]

জ্ঞান অর্জন করা একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। জ্ঞান না থাকলে ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে না, তাই মহা নবী (স:) নফল ইবাদতের চেয়ে জ্ঞান চর্চাকে অধিক সোয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য করেছেন। 'রাতে কিছুক্ষন জ্ঞান চর্চা, এক হাজার রাকাত নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম'। (তিরমিযি)[৪]

'যে জ্ঞান অর্জনের সময় মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ হিসেবে মৃত্যু বরণ করবে।'[৫]

ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য

১. ইসলামী শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঃ খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য লোক তৈরি করা। মানুষ আল্লাহর খলিফা। খেলাফতের এ দায়িত্ব পালনের জন্যে যে ধরনের যোগ্যতা দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন সে জ্ঞান অর্জনই হবে শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

২. আল্লাহর খাঁটি বান্দা তৈরি করা ঃ আল্লাহর মানুষদের তার বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ তৈরি করা।

৩. আল্লাহর পরিচিতি লাভ ঃ আল্লাহর সঠিক পরিচয় লাভ করাই হবে এর উদ্দেশ্য।

৪. রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যোগ্য লোক সৃষ্টি ঃ শিক্ষার মাধ্যমে এমন একদল লোক তৈরি করতে হবে যারা একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম এবং সে রাষ্ট্র পরিচালনায় খোদাভীরুতা, আমানতদারী ও সততা এবং যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে।

www.pathagar.com

৫. আখেরাতের জবাবদিহিতা ঃ সর্বোপরি ইসলামী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে এমন একদল যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ তৈরি করা যায়া মানবজাতিকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহপাকের খাঁটি বান্দায় পরিণত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখি, এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাসূল (সাঃ)-এর মসজিদের নবুবীর শিক্ষালয় থেকে আবুবকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ) মত শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র নায়ক বের হয়েছেন। খালিদ বিনা ওয়ালিদ, সায়াদ ইবনে আবি আক্কাস (রাঃ), হামযা (রাঃ) জাফর ইবনে আবি তালিবের (রাঃ)-এর মত শ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণ বের হয়েছেন।

ইবনে আব্বাসের মত প্রখ্যাত মুফাসসির, আবু হুরাইরাহ, আয়েশা ও উম্মে সালমা (রাঃ)-এর মত মুহাদ্দিস ও ফকীহ। মুয়ায ইবনে যাবাল আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ)-এর মত স্টুডিয়াস্, আসেম ইবনে সাবেত, মুহাম্মদ ইবনে সালমা, কয়েম ইবনে সায়াদের (রাঃ) মত পুলিশ অফিসার, উবাদা ইবনে সাবেত, মুহাম্মদ ইবনে সালমা, কয়েম ইবনে সায়াদের (রাঃ) মত পুলিশ অফিসার, উবাদা ইবনে সামেত, আবদুল্লাহ ইবনে হাযাফা, সালিত ইবনে উমরের (রাঃ) মত কূটনীতিবিদ বের হয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এ লোকগুলো মূর্খ ছিল না। তখনও তারা কমবেশী পড়ালেখা জানতেন। কিন্তু সে শিক্ষাদ্বারা তারা আদর্শ চরিত্রবান ও সভ্য মানুষ হতে পারেনি। বরং রাসূল (সঃ) প্রণীত তাওহীদ ও ঈমান ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে এ লোকগুলো শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণে গুণান্বিত হয়ে ইতিহাসে সেরা মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

সুতরাং যে সব প্রত্যয় ও আদর্শের জন্য একটি জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় শিক্ষা ব্যবস্থাই তা জাতির ভবিষ্যত বংশধরদের ভেতরে অনুপ্রবিষ্ট করে। কাজেই একটি জাতির ধর্ম ও সাংস্কৃতির সংরক্ষন হওয়া উচিৎ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। অধ্যাপক Herman H Hore বলেন, শিক্ষা হচ্ছে শারিরীক মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত মুক্ত মানব সত্ত্বাকে খোদার সঙ্গে উন্নতভাবে সম্বন্বিত করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া। আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ "জ্ঞান বলতে আমি ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভিত্তিক জ্ঞানকেই বুঝি। কারণ জ্ঞান শারীরিক শক্তি প্রদান করে এবং এ শক্তি দ্বীনের অধীনে হওয়া উচিৎ। এটা যদি দ্বীনের অধীনে না হয় তবে তা নির্ভেজালভাবে পৈশাচিক"। ইকবাল শিক্ষাকে আদর্শিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান ও শিক্ষাকে তিনি শয়তানী জ্ঞান ও শিক্ষা বলেই গণ্য করেছেন।

কাজেই শিক্ষার প্রথম কাজই হইয়া উচিত ছাত্রদেরকে তাদের ধর্ম ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। তাদেরকে শেখানো উচিত জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য। তাদেরকে আরো শেখাতে হবে এ বিশ্বে মানুষের পজিশন, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ধারণা। ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের সাথে তার সম্বন্ধ। ইসলামী নৈতিকতা, ইসলামী জীবন পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষার মাধ্যমে এমন লোক তৈরী করা উচিত যাদের

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ও সামষ্টিক জীবনে আদর্শের কার্যকারিতা সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস থাকবে।

রাসুল (স:) যুগে নারী শিক্ষা

মহানবী (স:) ভাল করেই জানতেন একটি আদর্শ সমাজ গঠন করতে হলে নারী পুরুষ সকলকে সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে, তাই তিনি নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তালাবুল ইলমি ফারীদাতুন আ'লা কুল্লে মুসলিমিন বলে নরনারী সবাইকে বুঝিয়েছেন।

হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (স:) বলেছেন, যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে তাকে উত্তমভাবে লালন পালন করে ঐ কন্যা সে ব্যক্তি জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে (বুখারী ও মুসলিম)। [১০]

যে ব্যক্তির অধীনে কোন দাসী থাকে, সে যদি তাকে উত্তমরূপে লেখা পড়া ও শিষ্টাচার শিখিয়ে স্বাধীন করে দেয়, এবং বিবাহ করে সে ব্যক্তি দুটি প্রতিদান পাবে (বুখারী) [১১]

এ হাদীসে শুধু নিজ কন্যাসন্তান নয় বরং দাসীদেরকেও সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষা প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

ইবনে হুরায়েজ (রা:) বর্ণনা করেন, কোন এক ঈদুল ফিতরের দিনে রাসূল (স:) সালাত আদায় শেষে খুতবা দিলেন খুতবা শেষে তিনি মহিলাদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন।[১২]

সমাবেশ খুব বড় ছিল বলে মহিলারা প্রথম ভাষণ শুনতে পায়নি যে কারণে তিনি তাদের কাছে পুনরায় গিয়ে উপদেশ দিলেন। আর একটা ছিল শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের বৈধ অধিকার।

শিক্ষায় অধিকতর সুযোগ লাভের জন্য রাসূল (স:) এক নিকট মেয়েদের দাবী

আবু দাঈদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহর (স:) খিদমতে হাজির হয়ে বলল হে আল্লাহর রাসূল। আপনার হাদীস পুরুষরা নিয়ে গেল। অন্য বর্ণনায় আপনার খিদমতে আমাদের তুলনায় পুরুষদের প্রাধান্য অধিক। সুতরাং আপনি আমাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে কিছু শিক্ষাদানের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করে দিন। যে দিন আমরা সবাই আপনার খিদমতে হাজির হবো, জাবাবে রাসূলুল্লাহ (স:) সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত উলম থেকে তাদেরকে কিছু শিক্ষাদান করলেন। এরপর বললেন, তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান হবে। জাহান্নাম তার জন্য হারাম হবে। এক মহিলা বললেন হে আল্লাহর রাসূল (স:) যদি দুটি হয়? তখন রাসূল বললেন দুই দুই (বুখারী)।[১৩]

হাফেজ ইবনে হাজার (রা:) বলেন এ হাদীসে মহিলা সাহাবীদের দ্বীনি ইলম অর্জনের অধীর আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

নি:সন্দেহে সত্য যে, এটা ছিল নারী সামাজের অধীর আগ্রহ। মসজিদে নববীতে রাসূল (স:) মুখলিসৃত বানী শ্রবণ করাই যথেষ্ঠ মনে করলেনা বরং এ জন্য বিশেষভাবে আবেদন পেশ করলেন রাসূল (স:) তাদের এ দাবী পূরণ করলেন।

রাসূল (স:) ও সাহাবীদের যুগে নারীদের জ্ঞান চর্চা

অনেকে শিক্ষালাভ করা এবং ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশুনা করার উদ্দেশ্য নারীদেরকে তাদের ঘরের বাইরে আসার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, বলা হয় পিতা বা স্বামীই তাদের জন্য যথেষ্ট। একথা বলে তাদেরকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে ঠেলে দেয়। তাদেরকে না তাদের পিতা শিক্ষা দান করেন, না স্বামী। যারা নিজেরাই অজ্ঞ তারা আবার কি করে অন্যকে শিক্ষা দিবে।

যেহেতু বিদ্যা শিক্ষা করা নারী পুরুষের সবার জন্য ফরয, তাই আমরা দেখি ইসলামের প্রাথমিক যুগে উম্মাহাতুল মুমিনীন, মহিলা সাহাবী তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ মহিলাগণ হাদীস ও ফিক্হের মাস্য়ালা-মাসায়েল বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীব উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এমনকি আরবী সাহিত্য কবিতা চর্চা ও ভাষা জ্ঞানে তারা পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। হাদীস বর্ণনাকারী ইমামদের অনেকেই নির্বিঘ্নে মহিলা সাহাবী ও তাবেঈদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, কারীমা বিন্তে মারুযীয়া নাম্নী মহিলা থেকে ইমাম বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ নারীদের সুক্ষ্ম অনুভূতি দান করেছেন যা তাদেরকে শিক্ষা ও ধর্মের প্রতি আগ্রহী করে যদি তাদেরকে সঠিকভাবে জ্ঞানার্জনে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। কাতারের প্রধান বিচারপতি শেখ যায়েদ বলেন-নারীরা দ্বীনি চরিত্র ও উত্তম শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে অগ্রগামী। যদি তারা এমন শিক্ষক-শিক্ষিকা পায় যারা সৎপথের নির্দেশনা দিতে পারেন, তাহলে তারা শ্রবণ ও অনুসরণে সর্বদা প্রস্তুত থাকে।[১৫]

জ্ঞান অর্জনে নারীদের ভূমিকা

১. কিরাত ও তাফসীর বিষয়ে জ্ঞান : হযরত আয়েশা, হাফসা উম্মে সালমা, উম্মে ওয়ারাকা (রা:) পুরা কুরআন শরীফ হিফজ করেছিলেন, হিন্দা বিন্তে উসায়েদ, হারিসা উম্মে সাদ (রা:) কুরআনের অধিকাংশ অংশের হাফেজা ছিলেন। উম্মে সালমা পবিত্র কুরআনের দরস দিতেন। কুরআন পাকের তাফসীর বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা:) এর বিশেষ দক্ষতা ছিল। সহীস মুসলিম শরীফের শেষাংশে তাঁরা তাফসীরের কিছু উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬]

২. হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা : রাসূল (স:)-এর সকল স্ত্রীগণ কমবেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে বিবি আয়েশা (রা:) ছিলেন সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী নারী ও পুরুষদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে। আয়েশা (রা: মোট ২২১০

www.pathagar.com

খানা হাদীস বর্ণনা করেন। বড় বড় সাহাবীগণ তার নিকট অনেক বিষয় জেনে নিতেন। কেহ কেহ বলেন, ইসলামী শরিয়তের বিধানের এক চতুর্থাংশ তাঁর কাছে পাওয়া গিয়াছে।[১৭]

এ ছাড়াও উম্মে আতীয়, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মে হানী ও ফাতেমা বিনতে (রাঃ) বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন।

৩. ফিকহ্ : ফিকহ বিষয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর এত অধিক ফতোয়া রয়েছে যে, তাতে কয়েক খানা গ্রন্থ হতে পারে সালমা (রাঃ) এর ফতুয়া সমূহ একত্র করলে একটা রেসালা হতে পারে। হযরত সাফিয়া, হাফসা, হাবীবা, মায়ুনা, ফাতেমা, কয়েস খাওলা, উম্মে দারদা, উম্মে আয়মন (রাঃ) আরো অনেকে অতোয়া দিতেন।[১৮]

৪. ফারায়েয : এ বিষয়ে আয়েশার (রাঃ) বিশেষ সুনাম ছিল। বিষিষ্ট সাহাবাগণ তার কাছ থেকে ফারায়েয জেনে নিতেন। উম্মে সালমা, উম্মে সুলাইম (রাঃ) ফিকহ ও ফারায়েজ জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন।[১৯]

৫. কবিতা রচনা ও আবৃত্তি : খানসা, সফিয়া, আতিকা, যয়নব, উম্মে মায়মন, মায়মুনা, রুকাইয়া (রাঃ) কবিতা রচনায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। খানসা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মদীকনা আসলে রাসূল (সাঃ) দীর্ঘক্ষণ তার কবিতা শুনেন। শোকগাঁথা বা মর্সিয়া রচনায় হযরত খানসার (রাঃ) এর মত কোন মহিলা কবি আর জন্মায়নি। ১৮৮৮ সালে বৈরুত থেকে তার কবিতার একটি বৃহৎ কংকলন প্রকাশিত হয়।[২০]

৬. যুক্তিবিদ্যায় : হযরত আয়েশা (রাঃ) এতে পারদর্শী ছিলেন, তিনি আল্লাহর দর্শন গায়েবী ইলম, মিরাডা, খিলাফতের ক্রমবিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে যে ধারণ দিয়েছেন তাতে তার গভীর দৃষ্টিভংগীর পচিয় মেলে।

৭. ইতিহাস : ইসলামের ইতহিাসের কতিপয় বিশেষ ঘটনা আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যেমন ওহীর ধরণ, ইফ্কের ঘটনা বদর, ওহুদ ও খন্দক যুদ্ধের ঘটানাসমূহও মক্কা বিজয়, মহিলাদের বায়াত ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক ইতিহাস তাঁর নিকট পাওয়া যায়।

৮. বক্তৃতা ও ভাষণ : আসমা বিনতে সাকান (রাঃ) এতে পারদর্শী ছিলেন।

৯. চিকিৎসা বিজ্ঞান : চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারে রফীদা আসলামিয়া, উম্মে মুতা, উম্মে কারাশা, হামনা বিনতে হাজাশ, মায়াষ, লায়লা, উম্মে যিয়াদ, রুবী উম্মে আতীয়া উম্মে সুলাম (রাঃ) গণ অধিক দক্ষ ছিলেন। রাফীদা (রাঃ) এর তাঁবু মসজিদে নববীর সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত ছিল এবং সেখানে অস্ত্রপচারের কেন্দ্র ছিল।[২২]

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, আমি রাসূলের (স:) সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি, আমি হলে রাসূল (স:) এর কাছ থেকে সেবার সুবিধার্থে মসজিদের মধ্যে তার জন্য তাবু খাঁটিয়ে দিলেন (বুখারী)

উম্মে আতীয়া (রা:) বলেন, আমি রাসূলের (স:) সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি, আমি সৈনিকদের জন্য খাদ্য তৈরী করতাম আর আহতদের ও রুগীদের সেবায় থাকতাম (মুসলিম)[২৩]

১০. ইসলামী সংগীত ও গান : বিবাহ-শাদী ও ঈদের দিনে আনসার কিশোরী মেয়েরা গীত ও গান করতেন। এমনকি বিবাহ-শাদী ও খুশীর অনুষ্ঠানে নবী করিম (স:) এর উপস্থিতিতেই কবিতা আবৃত্তি করা হতো। মদীনাতে আরনব নাম্নী এক কিশোরী ছিলেন। নবী করিম (স:) এর অনুমতিক্রমে আয়েশা (রা:) তাকে নসারদের বিবাহে গীত করার উদ্দেশ্য পাঠিয়েছেন।[২৪]

কোন এক ঈদের দিনে আবু বকর (রা:) আয়েশা (রা:) এর ঘরে গেলেন এবং দুটি মেয়েকে গান করতে দেখলেন, ঘরে নবী করিম (স:) চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন। আবু বকর (রা:) উভয়কে গান বন্ধ করতে ধমক দিলেন। তখন রাসূল (সা:) বললেন, আবু বকর, ছেড়ে দাও আজ ঈদের দিন (বুখারী ও মুসলিম)[২৫]

সমাজ কল্যাণ ও শিক্ষার অংশ গ্রহণ

শিক্ষার সাথে সাথে তারা সমাজ জীবণে বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করতেন। পুরুষদের পাশাপাশি সমাজ ও জাতির কল্যাণে তারা নিয়মিত এগিয়ে আসতেন। বিশেষ ও সাধারণ কাজের সকল ক্ষেত্রে তাঁরা অংশ নিতেন জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে। তবে এ অংশ গ্রহণ শরিয়তের নিয়মনীতি বহির্ভূত ছিল না। মেয়েরা সব সময় নির্ধারিত নিয়মনীতি মেনে চলতো এবং কখনো তা ভঙ্গ করতো না, শিক্ষার সাথে সাথে নারীরা সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ করতো। যেমন- সমাজ কল্যাণ, সমাজ সেবা, শিক্ষাকতা, কায়িক পরিশ্রম, কারিগরী, পশু পালন, কৃষি কাজ, হস্ত শিল্প, ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসা-নার্সিং, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, হিসাবে নিকাশ, ব্যবসা ও সেলাই। তবে দুটো জিনিস তাদেরকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছিল। এর মধ্যে একটি ছিল নিজেকে ও পরিবার পরিজনকে দারিদ্র মুক্ত রেখে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করার দায়িত্ববোধ। দ্বিতীয়ত, উপার্জিত অর্থ সদকা করে অধিক পুরস্কার লাভ করা।

রাসূল (স:) যুগে প্রায় সকল সাহাবীই (রা:) কাপড় বুনতেন।[২৬]

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

হযরত সফিয়া (রা:) ইলম চর্চার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কুফা থেকে অনেক মহিলা লেখা পড়া শিক্ষা ও মাসায়ালা জানার জন্য সেখানে আসতেন। (মুসনাদ)

www.pathagar.com

শিক্ষকতা : শিক্ষা-দীক্ষায় হযরত হাফছা (রাঃ) এর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, পুরুষদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হামযা ইবনে আব্দুল্লাহ। আবদুর রহমান (রাঃ) মহিলাদের মধ্যে ছফীয়া বিনতে আবু ওবায়দা (রাঃ) এবং উম্মে মোবাশ্‌শের আনসারী ছিলেন তার ছাত্রদের পর্যায়ভুক্ত।[২৭] অন্য দিকে হযরত শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ ছিলেন হাফসা (রাঃ) এক শিক্ষিকা।

চাকুরী

হযরত উমর (রাঃ) শিফা বিনতে আবদুল্লাহকে রাজধানী মদীনার বাজার পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন এবং কোন সিদ্ধান্ত দানের ব্যাপারে তার মতামতকে সর্বোপরিস্থান দিতেন। (ইসাবা) আনসারীদের অধিকাংশ মহিলা কৃষিকাজের সাথে জড়িত ছিলেন। আর মোহাজির মহিলাদের মধ্যে যারা মদীনার কর্ষণযোগ্য ভূমি এলাকার বাস করতেন তারাও কৃষি কাজে জড়িত ছিলেন, হযরত আসমা (রাঃ) তাদের মধ্যে অন্যতম।[২৭]

হযরত জাবেরের (রাঃ) খালা স্বামীর পর ইদ্দতের মধ্যে খেজুর কাটতে চাইলে, এক ব্যক্তি তাকে নিষেধ করে, তিনি বিষয়টি রাসূল (সঃ) কে বিজ্ঞেস করলে রাসূল (সঃ) বললেন, হ্যাঁ তুমি খেজুর কাটতে পার, কারণ তুমি তা এগুলো অবস্য দান করবে, (মুসলিম)

কাব ইবনে মালিকের দাসী মাদীনার সালা পাহাড়ে ছাগল চরাত, একবার একটি বকরী অসুস্থ হলে সে ধারালো পাথর দিয়ে জবেহ করল, এ ব্যাপারে রাসূল (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি খাওয়ার অনুমতি দিলেন। (বুখারী)

হযরত খাদীজা (রাঃ) বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। খাওলা, মলিকা, সাকাফিয়া এবং বিরতে মাথবাবা আতর ও খুশবুর ব্যবসা করতেন।[২৮]
এক কৃষ্ণাংগ মহিলা মসজিদে নববী ঝাড়ু দিতো, সে মারা গেলে রাসূল (সঃ) তার কবরের কাছে এসে সালাতে জানাযা আদায় করলেন। (বুখারী)

দ্বিতীয় হাকামের সময় মহিলা পন্ডিতদের অবদান

স্পেনের মুসলিম মহিলাগণ ছিলেন উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী। উৎকৃষ্ট রচনার জন্য তাদের অনেকেই সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। লাবানা, ফাতিমা, আয়েশা, রাজিয়া ও খাদিজা ছিলেন স্পেনের মুসলিম পন্ডিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা ও জ্ঞানের মহাত্মে লাবানা, ও ফাতেমা দ্বিতীয় হাকামের দরবারে ও গ্রন্থাগারে উচ্চপদ অলংকৃত করেছিলেন। বৃদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও ফাতিমা সুন্দর হস্তাক্ষরে খলিফার জন্য অনুলিপি তৈরী করতেন। যৌবন কালে তিনি দুস্প্রাপ্য পান্ডুলিপির খোঁজে কায়রো দামেস্ক ও বাগদাদের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে দুর্লভ ও মূল্যবান বইয়ের প্রচুর সংগ্রহ ছিল খাদিজার একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল।

www.pathagar.com

হাকামের জনৈক ক্রীতদাসী ব্যকরণ, গণিত এবং অন্যান্য বিজ্ঞানে সুশিক্ষিতা ছিলেন, তিনি সুন্দর পত্র লিখতে পারতেন। হাকাম অনেক সময় তাকে দিয়ে পত্র লিখাতেন।

ঐতিহাসিক ইবনে আল ফেয়াজ বলেন যে, একমাত্র কার্ডোভার পূর্ব শহরতলীতেই কফী হরফে কুরআন শরীফ নকলের কাজে একশত মহিলা নিয়োজিত ছিল। আহমদের কন্যা আয়েশা সুন্দর হস্তাক্ষরে কুরআন নকল করতেন।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সীমা

মূল শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে ও প্রকারে পার্থক্য থাকা আবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলে উহার দ্বারা তাকে উৎক্রষ্ট স্ত্রী, উৎকৃষ্ট মাতা, গৃহিণীরূপে গড়ে তোলা। যেহেতু তার প্রকৃত কর্ম ক্ষেত্রে গৃহ, সেহেতু তাকে এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা এ ক্ষেত্রে তাকে অধিকতর যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে। উপরন্ত তার জন্য ঐ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা প্রয়োজন যা তাকে প্রকৃত মানুষেরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম। তার চরিত্র গঠন ও সামাজিক জীবন যাপনের যাবতীয় বিধি বিধান জানার সুযোগ পায় এ ধরনের শিক্ষা প্রত্যেক নারীর জন্য অপরিহার্য।

অত:পর যদি কোন নারী অসাধারণ প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার অধিকারিনী হয় এবং এ সকল শিক্ষা দীক্ষার পর ও অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তা হলে ইসলাম তার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না, কিন্তু শর্ত হলো সে যেন শরিয়তের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করে। আসলে নারীর সৃষ্টি উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাকে আদর্শ মা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এ প্রাকৃতিক সত্যের উপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। কারণ আল্লাহর সৃষ্টির একটা মহৎ উদ্দেশ্য থাকে; মানব জাতির কল্যাণই সে সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এ জন্যে আমরা যদি নারীকে তার প্রকৃত দাবী মোতাবেক আসল শিক্ষা না দেই, তা হলে অন্য শিক্ষার মাধ্যমে সে একজন আদর্শ মা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ আদর্শ মা হাওয়ার মধ্যেই নারীর মূল স্বার্থকতা নিহিত হয়েছে।

সহশিক্ষা

ইসলাম নারীর জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন বিষয়কেই নিষিদ্ধ করেনি, কিন্তু জ্ঞান নারীর স্বভাব সম্মত এবং নারীর জন্য প্রয়োজনীয় তাকে স্থির করে নিতে হবে। তবে এসব জ্ঞান অর্জন করার সময় তাকে শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকেই অর্জন করতে হবে।

ইসলাম সহশিক্ষাকে কখনও অনুমোদন করে না, একারণে নারীদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে তারা শরিয়তের সীমার মধ্য থেকেই যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জকন করতে পারে।

www.pathagar.com

নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার শর্তাবলী

শিক্ষা-দীক্ষা ও যে কোন প্রয়োজনে নারী ঘর থেকে বের হতে পারবে। তবে ইসলাম সেখানে কিছু শর্ত আরোপ করেছে।

১. বের হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী আঁদব রক্ষা করে করে হতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা গৃহভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদের প্রদর্শন করবে না। (সুরা আহযাব :৩৩)

রাসূল (সঃ) বলেন, 'তোমাদেরকে প্রয়োজনে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হলো'। (বুখারী)

২. স্বামী, অভিভাবক, পিতা ও মাতার অনুমতি নিয়ে বের হতে পারবে।
৩. হিজাব পরিহিতা অবস্থায় বের হতে হবে।

"হে নবী আপন বিবি কন্যা এবং মুমিন মহিলাদের বলে দিন তারা যেন তাদের শরীর চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে।" (সুরা আহযাবঃ ৫৯)

৪. সুগন্ধি লাগিয়ে বের হতে পারবে না।
রাসূল (সঃ) বলেন, 'যে নারী সুগন্ধি দ্রব্যটি ব্যবহার করে লোকের মধ্যে করে সে একজন ভ্রষ্টা নারী' (তিরমিযি)।

৫. রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলা যাবে না।

৬. ভদ্র ও নম্রভাবে হাঁটতে হবে, যাতে করে জুতার শব্দ মানুষ শ্রবণ করতে না পারে। আল্লাহ বলেন, 'তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোর পদচারণা না করে।' (সুরা নূর ৩১)

৭. অপরিচিত লোকদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে তা যেন স্বাভাবিক ভাবে বলে। আল্লাহ বলেনঃ 'পুরুষদের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলোনা, ফলে সে ব্যক্তি কু বাসনা করে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে'। (সুরা আহযাব : ৩২)

৮. একান্তে কোন অপরিচিত লোকের ঘরে বা দোকানে যেন প্রবেশ না করে। 'রাসূল (সঃ) বলেন, একজন নারী ও পুরুষ যেন একান্ত কোন ঘরে না বসে তাহলে তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে হয শয়তান। (তিরমিযি)

সহশিক্ষার কুফল

পাশ্চাত্য সভ্যতা নারী জাতিকে স্বাধীনতা, পর্দাহীনতা ও সহশিক্ষার নামে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার চরম সীমানায় পৌঁছে দিয়েছে। প্রবন্ধে তার সামান্য উদাহরণ তুলে ধরা হলো-

www.pathagar.com

১. সাইয়েদ কুতুব বলেন, 'এক রিপোর্টে দেখা যায়, বর্তমান আমেরিকার একটি শহরের মাধ্যমিক স্কুলে শতকরা ৪৮ জন ছাত্রী অবৈধ গর্ভবতী'।

২. আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অশ্লীলতার বিবরণ লেবাননের একটি পত্রিকায় উদ্ধৃত করা হয়েছে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ১ লক্ষ ২০ হাজার মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়েছে। যাদের বয়স বিশ বৎসরের নীচে। উক্ত পত্রিকার হিসাবে দেখা যায় মেয়েদের মধ্যে ৬০% শতাংশ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় বেশ্যাবৃত্তির কারণে এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনে যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা ভ্রমণে যায় বিভিন্ন অপরাধের কারণে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়।[৩১]

৩. কাজী ইবনে লানদস বলেন: 'আমেরিকার বালিকারা প্রাথমিক স্কুলেই যৌন চর্চা শরু করে, এগার ও বার বৎসরের ৩১২ জন ছাত্রীর উপর এক জরীপ করা হয। তন্মধ্যে ২৫৫ জন যৌন ক্রিয়ায় অভ্যস্থ'।[৩২]

৪. আমেরিকার Oklahoma বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীদের এক বিদায় অনুষ্ঠানে অতি আনন্দের এক পর্যায়ে সকলে উলঙ্গ হয়ে রাত ভর নাচের অনুষ্ঠান করে।[৩৩]

৫. সহ শিক্ষার কারণে আমেরিকাতে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শতকরা ৪৫% মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়ে থাকে, যে কারণে সেখানে মেয়েদের জন্য পৃথক ১০৭টি কলেজ এবং রাশিয়াতে ১২০টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[৩৪]

৬. আমেরিকাতে ১৭ বছর ও তার কম বয়সের তরুণ তরুণীরা রাত্রি কালিন বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যে সব পিতামাতা রাত ১২ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত তাদের সন্তানদের বাড়ীতে আটকে রাখবেনা, তাদের জরিমানা ও কারাভোগ করতে হবে।[৩৫]

আজকের আধুনিক নারী কৃষি বিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান এবং কলা ও প্রকৌশল বিজ্ঞানে বিশেষত্ব অর্জন করেছে। এ ছাড়া সাহিত্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে পুরুষদের কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু প্রশ্ন হলো এ সব জ্ঞান অর্জন করে নারী কি পেয়েছে? আসলে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে নারী তার নিজ কর্মক্ষেত্রের সীমা থেকেই বাদ পড়েছে। পরিণতিতে নারী তার আসল মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। নারী কলকারখানায় লোহা লক্কর টানাটানি করে, দোকানে সেক্স গার্ল হিসেবে সস্তদাপাতির মোড়ক বেঁচে, নোংরা ফ্যাশন বিলাসিতায় পড়ে, পথে ঘাটে অঙ্গ প্রদর্শনী করে বেড়ায়, সিনেমা, থিয়েটারে, ক্লাবে অসৎ পুরুষদের ভোদের পাত্রী হয়ে থাকার মাধ্যমে কি নারী তার মর্যাদা অর্জন করতে পারে? উপরের পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারি শিক্ষার যে চিত্র পেশ করেছি তা থেকে একথা স্পষ্ট যে, ইসলামী শিক্ষা ব্যতীত সভ্যতায় নারী শিক্ষার যে চিত্র পেশ করেছি তা থেকে একথা স্পষ্ট যে, ইসলামী শিক্ষা ব্যতীত নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

আজ নারীদের শিক্ষার হার বেড়েছে সত্য কিন্তু তারপরও আজ তারা নির্যাতিত হচ্ছে।ভিয়েনায় অনুষ্টিত এক সন্মেলন উপলক্ষে জাতিসংঘের ইন্টার ন্যশনাল আইস এড জাস্টিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইউ এসআই জিকে আর আই) প্রকাশিত রিপর্টে বলা হয়ঃ

'যুক্তরাষ্টে প্রতি ৮ সেকেন্ডে একজন নারী নির্যাতিত ও প্রতি ৬ মিনিটে একজন ধর্ষিতা হয়, ভারতে যৌতুক সম্পর্কিত বিরোধের কারণে প্রতিদিন ৫ জন মহিলাকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। পাপুয়া নিউগিনিতে ৬৭ শতাংশ মহিলা সাংসারিক নির্যাতনের স্বীকার । বাংলাদেশে শুধু দিনাজপুরে ১৯৯৫ জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ১৮৫ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।[৩৬]

মার্কিন সামাজে এক সরকারী হিসাবে দেখা যায় হশরাঞ্চলের ২২ শতাংশ ছাত্রের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। ৪টি বিদ্যালয়ের৭৫৮ জন ছাত্রের উপর মার্কিন বিচার বিভাগ এ জরিপ পরিচালনা করে। [৩৭]
যুক্তরাষ্ট্র আজ অপরাধের স্বর্গরাজ্য। এ প্রসঙ্গে F.B.I এর রিপোর্ট নিম্নরূপঃ
Official figures completed by the Federal Bureau of Investigation indicate that the crime rate is higher in the United State if than in most other countries and that the rate is continuing to rise. [৩৮]

ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেষ্টিগেশন এর এক সরকারী তথ্যচিত্র হতে জানা যায় যে, আপরাধের হার অবিকাংশে দেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বেশী এবং এ হার ক্রমবর্ধমান। ১৯৭৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ১০ মিলিয়নের অধিক অপরাধ সংঘটিত হয়, এ সকল অপরাধ দমনের পিছনে ব্যয়িত হয়। ৮৫ বিলিয়ন ডলার। ডালারের মূল্যমান ৪০ টাকা ধরলে ৮৫ বিলিয়ন ডলার ৩৪০০০০ কোটি টাকা হয় (তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার কোটি টাকা)

১৯৯২ সালে, যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ মিলিয়য়ে দাঁড়ায়। এর পিছনে ব্যয় হয় ৪২৫ বিলিয়ন ডলার।[৩৯]

ডলারের মূল্য ৪০ টাকা ধরলে ৪২৫ বিলিয়ন ডলার সমান ১৭,০০,০০০ (সতের লক্ষ কোটি টাকা)। এ অপরাধের সিংহভাগই কিশোর অপরাধ, বলা যাচ্ছে।
Almost half of all serious crimes art committed by persons under 18 years of ages and about 75 percent by pesons under 25.[80]

১৯৯৫ ইং বেইজিং সম্মেলনের এক রিপোর্টে দেখা যায় পৃথিবীর প্রায় ৬০ বিলিয়ন নারী দারিদ্র্যসীমার জীবন যাপন করে। শুধু আমেরিকায় ৩৩% জন দারিদ্র্য সীমার নীচে জীবন যাপন করে এবং ৯.৫ অশিক্ষিত, ৪০% জন এইডস রোগে

www.pathagar.com

আক্রান্ত এবং প্রতি ১৮ সেকেন্ডে একজন নারী মৃত্যুবরণ করে। তেমনিভাবে পৃথিবীর শতকরা ৮০% ভাগ নারী ঘরবাড়ী হারা।[৪১]

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সহশিক্ষার ফলে শিক্ষাঙ্গনে যে বিশ্রী পরিবেশ বিরাজ করতে তাতে জাতির নৈতিক চরিত্র মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে।

সহশিক্ষার কারণে অবাধে মেলামেশার ফলে বহুধরনের সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করছে। যে কারণে সমাজের অসংখ্য তরুণ তরুণীর মূল্যবান জীবণ ধ্বংস হয়েছে। সহশিক্ষার এ কুফল চিন্তা করে ইসলাম নারীদের জন্য ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব আরোপ করেছে।

আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষা

আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষা আমাদের জাতীয় চরিত্রকে কলুষিত করেছে, এখানে বিদ্যাপীঠ তৈরী হচ্ছে কিন্তু প্রকৃত অর্থে আদর্শবান লোক তৈরী হয়নি। আজ আমাদের সমাজে সকল স্তরে যে অবস্থায় দেখা দিয়েছে তার একমাত্র কারণ আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষা। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইংরেজ কবি Jhon milton বলেন : Education is the hermonious development of body mind and soul অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে শরীর মন ও আত্মার সুষম উন্নয়ন– বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এ তিনটি শর্ত পালণে ব্যর্থ হচ্ছে, ফলে তৈরী হচ্ছে দলে দলে চরিত্রহীন ডিগ্রীধারী বিদ্যান পন্ডিত, আর এরাই দেশের শাসন ভার গ্রহণ করে, যার ফলে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই বেশী হচ্ছে, এর কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ভিন্ন উৎস থেকে যাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি জাতিকে গোলাম বানানো। দুইশত বৎসর এ গোলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় এ দেশে গড়ে উঠেছিল একটি জেনারেশন। এরা ওদের শিক্ষায় গড়ে উঠেছিল, আমাদের আদর্শ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিরোধী এবং আমাদের ইতিহাসের প্রতি বিদ্বেষী ছিল। এর সমালোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল বলেছেন–

> 'তুমি অন্যের জ্ঞান অর্জন করছো
> অন্যের কাজ থেকে ধার করা রুজ দিয়ে নিজে চেহারা রংগীন করছো।
> আমি জানিনা তুমি কি, তুমি না অন্য কেউ,
> তোমার বুদ্ধিমতা অপরের চিন্তার শিকলে বন্দী।
> তোমার কণ্ঠের নিশ্বাসটুকুও তো আসছে অন্যের তন্ত্র থেকে
> ধার একটি সূর্য, একবার আপন সত্তার দিকে তাকাও
> অপরের তারকার আলো তুমি চেয়োনা
> সভার মোমবাতির চারিদিকে তুমি আর কতকাল নাচবে?
> তোমার হৃদয় অনুভূতি যদি থাকে তাহলে অবিলম্বে আপন আলো জ্বালো'।[৪২]

কবি এখানে ধার করা শিক্ষার পরিবর্তে আমাদের নিজস্ব ইতিহাস ও আদর্শিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

www.pathagar.com

শেষ কথা

একটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাতারাতি বদলে দেয়া যায়না, আমরা চাই বাংলাদেশে শতকরা অর্ধেক সংখ্যক মুসলিম নারী তাদের চিন্তা চেতনা ও মূলবোধের ভিত্তিতে একটি বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে উঠুক এবং পুরুষের পাশাপাশি মুসলিম নারীরা দেশ ও জাতি গঠনে এগিয়ে আসুক। বর্তমান সরকারের নিকট আমাদের এ প্রত্যাশা।

সুপারিশ

১. ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে উচ্চ শিক্ষার সর্বস্তরে সহশিক্ষা বিলুপ্তি করে বর্তমান দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলাদা শিফ্‌ট চালু করা যেতে পারে।
২. ইসলামের মৌলিক আকীদাহ, ইসলামী তাহজিব ও তামাদ্দুন অনুযায়ী জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে বিশেষত: বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলওয়াত, ইসলামের প্রয়োজনীয় আহকাম ও ইবাদতের বিধিবিধান সম্বলিত সিলেবাস প্রণয়ন।
৩. চিকিৎসা বিজ্ঞানে নারীদের জন্য ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা।
৪. নারীদের জন্য অধিক হারে স্কুলে, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
৫. মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা মেডিক্যাল কলেজ, মহিলা মাদ্রাসা ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা, আপাতত তা সম্ভব না হলে সরকারীভাবে সকল স্তরে ইসলামী পরিবেশ ও পর্দা প্রথা চালু করে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
৬. নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য শিক্ষিত মেয়েদের দিয়ে এলাকা ভিত্তিক অথবা বাড়ীতে মেয়েদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা।
৭. যেহেতু নারীরা সংখ্যায় অর্ধেক, সেহেতু তাদের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং জাতীয় বাজেটে তাদের জন্য সমপরিমণ অর্থ বরাদ্দ করা।
৮. গার্মেন্টর্স শিল্পে কর্মরত মহিলাদের জন্য প্রতিদিন অন্তত: দুই ঘন্টা শিক্ষাদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মালিকদের বাধ্যকরণ।
৯. গৃহ পরিচালিকাদেরকে অক্ষর দান এবং ধর্মীয় শিক্ষা দানের জন্য গৃহমালিকদেরকে আইনঃ বাধ্যকরণ।

গ্রন্থ পঞ্জী

১। ইবনে মাযা হাদীস নম্বর ২২৪, হাফেজ মযনী বলেন এ হাদীসটি হাসান।
২। বুখারী ১ম খন্ড পৃঃ ১৫০।
৩। তিরমিযি হাদীস ২৬৪৯, রিয়াদুস সালেহীন, অনুচ্ছেদ কিতাবুল ইলম পৃঃ৫২৬।
৪। ইউসুফ কানদেহলী, হায়াতুস সাহাযা ৩য় খন্ড পৃঃ ১৪৭।
৫। পূর্বোক্ত ৩য় খন্ড পৃঃ ১৫১।
৬। ড. আবদুর রহমান উমাইরী, রেযাল আনযালাল্লাহ কুরআনা, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ খন্ড, সংস্করণ দারুল লাওয়া রিয়াদ ১৯৮৪।
৭। অধ্যাপক খুরশীদ আলম, ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি, অনুবাদ অধ্যাপক নাজির আহমদ আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার ঢাকা পৃঃ ৫ সন ১৯৯০।

www.pathagar.com

৮। পূর্বোক্ত পৃ: ৮
৯। পূর্বোক্ত পৃ: ১৫।
১০। সহীহ বুখারী শিষ্টাচার অধ্যায়: সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা চুম্বন ও আলিঙ্গন অনুচ্ছেদ ১৩ খন্ড ৩৩ পৃ: সহী মুসলিম: আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক: অনুচ্ছেদ: ৮খন্ড ৩৮ পৃ:।
১১। সহীহ রোখারী: বিবাহ অধ্যায়: বংশ বিস্তারের লক্ষ্যে ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে তাকে বিবাহ করা অনুচ্ছেদ ১১ খন্ড ২৮ পৃ:।
১২। সহীহ বুখারী: ইলম অধ্যায়, মহিলাদের প্রতি উপদেশ শিক্ষাদান সম্পকিত ইমামের ভাষণ অনুচ্ছেদ ১ম খন্ড ২০ পৃ:।
১৩। সহী বুখারী : কুরআন ও সন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা সংক্রন্ত অধ্যায়, নরী পুরুষ নির্বিশেষে তার সমগ্র উম্মতকে ইসলামের শিক্ষা আল্লাহ তাকে যেভাবে দিয়েছেন ঠিক সে ভাবেই কোন কাটছাট না করে বা অতিরঞ্জিত করা ছাড়াই শিক্ষা দিয়েছেন, ১৭ খন্ড ৫৫পৃ: মুসলিম ৮ খন্ড।
১৪। ইবনে হাজার ফতহুলবারী ১ম খন্ড পৃ:।
১৫। আব্দুল হালীম আবু শুফাজ, রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা, Wams,ঢাকা ১খন্ড পৃ: ৪৩।
১৬। উসুদুল গাবা, ৫ম খন্ড পৃ: ৮২।
১৭। তাবাকাতে ইবনে সাদ ২য় খন্ড পৃ: ৭২১।
১৮। যারকানী, আল এলাম ৩য় খন্ড পৃ: ৭২১।
১৯। উসুদুল গাবা, ৫ম খন্ড ৫৫১ পৃ:।
২০। মাওলানা সাঈদ আনসারী : সিয়ারুস সাহাবিয়াত ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ পৃ: ১৩।
২১। ইসাবা ৮ম খন্ড পৃ: ১২।
২২। ইবনে সাদ : ৮ম খন্ড পৃ: ২১৩।
২৩। আসাদুল গাবা ৫ম পৃ: ৩৯৮।
২৪। ইসাবা ২য় খন্ড পৃ: ৬৫৬।
২৫। মুসনাদ আহম্মদ ৫ম খন্ড ১৬৬ পৃ:
২৬। যারকানী ৩য় খন্ড ৭২১ পৃ:।
২৭। বুখারী ২য় খন্ড ৭৮২ পৃ:
২৮। উসাদুল গাবা ৫ম খন্ড ৪৩২ পৃ:
২৯। Inamudin, S.M. Hispnolibrares Pakishtan Hist Society 1961 p.8.
৩০। সাইয়েদ কুতুব, আল ইসলাম অ-সালামুল আলেমী পৃ: ২১। মুহাম্মদ আলী সাকুনীর, তারবীয়াতুল আওলাদ ২ম খন্ড ২৫১ পৃ: থেকে গৃহীত।
৩১। আহাদ পত্রিকা সংখ্যা ৬৫০।
৩২। মোহাম্মদ আলী সাবুনী। তারবীয়াতুল আওরাদ ১ম খন্ড ২৮০ পৃ:
৩৩। আদ দাওয়া পত্রিকা এপ্রিল সংখ্যা ১৯৮৯।
৩৪। পূর্বোক্ত
৩৫। দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা ১০-৭-৯৫ ইং
৩৬। New Later Vol. 17. August 1995
৩৭। দৈনিক ইনকিলাব, ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৪০০ সাল।
৩৮। Abnormal Psychology and Modern life coleman p 396 5th edition scott Froresman and company U.S.A
৩৯। সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১৭ই মার্চ ১৯৯৫
৪০। Abnormal Psychology and Modern life jands c. coleman p-396
৪১। আল মুজতামে পত্রিকা ২৯ আগষ্ট ১৯৯৫, কুয়েত।
৪২। অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি, ৬পৃ: ১৯৯০।

লেখক : চেয়ারম্যান আল-ফিকহ্ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

www.pathagar.com

Islamization in Higher Education An Integrated Approach

M. Zohurul Islam FCA

Introduction

It is said that 'Education builds a nation'. Non can deny the truth of the state-meant. In fact the characteristics of a nation in its different aspects owe no more than its education system. Empirical studies and historical evidences relect the trust of the statement in the records of the development of civilization of every nation. The system of education in its capacity to hold on the spirit of dent that active commitment to a faith plays a very significant role in shaping the destiny of a nation. Drawing example from the Nizamia University of Baghdad which included subjects from theology to medicine during the Abdaside Caliphate. It can be safely concluded that the religious basis of the learning system can produce the integrated personality required for an all-round development of an individual as well as a nation. Because religious basis offers a divine philosophy of life which is followed by policy prescriptions in every aspect of pristine life and living. Denying the authority of a comprehensive code of religion in the different wales of life is a sufficient cause for the derail ment of a nation. According to Stanley Hull If you teach your

www.pathagar.com

children the three R`s (i.e Reading, Writing and Arithmetic) and leave the fourth R (i.e. Religion). you will get a fifth R(i.e. Rascality). The western socio economic and cultural anarchy demonstrate the truth of the statement.

What does Islamization mean

The term `Islamization` is a very comprehensive one in breath and length. From philosophical point of view. it encapsulates a process of commencement of an action program which is logical, ingenuie, puritan and welfare oriented. Anything that is good and brings about welfare of man connotes to the spirit of Islamization. The objective of Islam is the welfare of man this world and hereafter. Imam Ibn Qayyim writes. The objective of the shariah (Islam) is wisdom and welfare. Anything that departs from wisdom to folly, from generosity to misery. from welfare to hardship has nothing to do with the shariah".

Thus the concept of `Islamization` makes the general impression of good vests, purity and piety. In case of Islamization of education, the concept indicates the process of organizing the thought and action of a man through education which inter-alia connotes to reorganize the system of education on the pristine philosophy and principles of Islam. The uniqueness of Islamic ethics is its capacity to organize the human personality on an universal, comprehensive and that the potential of its scope has no parallel. This unending comprehensiveness is the essence and foundation of the Islamic Shariah. In fact, the strict enforcement of shariah depends upon proper acculturation of super qualities of man which in reality is its presupposition and without which it is unthinkable to produce the exact result. This acculturation in a process of accommodation, absorption and development reaching a pinnacle of success in the form of euilibrium of socio-politics and justice.

It should be explicit in every mind that the Islamization of Disciplines represents one aspect of Islamization in its entirety. Academic disciplines are the intellectual materials which are imported in the institutional classroom. Islamization of textual disciplines aims at the normative framework for the individuals and collectivity for developing a sound and systematic thought for action, education for

www.pathagar.com

practical knowledge of organizations and their administration by applying Islamization in its entirety and to everything. Every muslim intends to seek the pleasure of Allah (SWT) by practicing what is true and just, through transformation and improvement, to achieve happiness, peace, and security in this life as well as in the hereafter.

Why Islamization of Disciplines is sought for

Islamization of disciplines is of fundamental importance and is the ladder through which ascendancy to Islamization of everything is possible. It is therefore of fundamental importance and is concerned with thought, ideology and a normative and ideational human pattern and how such a pattern, its constitutions, its roots in reason, psyche, and conscience may be built`.

This actually senses the Islamization of academic programmes as the prerequisite of a foundation for building the superstructure of the ummah in order to form its individual and collective outlook on life and for developing both its ideological and practical aspects.
Unfortunately the ummah of Islam is far away from the glory of success and at present compared with the world around stands at the lowest ladder, humiliated in all respects being colonized for centuries together. And after a continuous series of bloody wars the ummah became independent bearing the legacy in education, economy, politics and even culture. The house of ummah is also divided into nation states fighting each other, divided internally, fighting sectarian fights, plunging into poverty, ignorance and backwardness of all kinds. What is the remedy of this state of colossal catastrophe?

The muslims were to be an united body in the true sense of the term. And we can look on its state of unity at the oddest ordeal of Jewish invasion on the Quds and continuous aggression and threats on Palestine and some other potential Muslim countries

There can not be any doubt the educational-intellectual and epistemological decline of the Islamic Ummah is the core of these curses. The educational institutions based on the western secular and alienated values are the breeding places of all kinds of social diseases.

www.pathagar.com

Schools. colleges, and universities process the philosophical. Social, and practical political, and cultural paradigm of the west. And thus they are in most cases against the Islamic norms and values. Muslim youths are severed from their legacy, glory and past achievement and are caught with inferiority complex, always shrunk and suspicious. Their will force is blunted with doubts and suspicion and the deviation from the ethical education system has injected in their body-politics senses of recession, inferiority, crisis and chaos.

The state of education system is the core of this worst situation. This is why Islamization of education is the serious most need of the hour as a starting point of the regeneration of the Ummah". And this is the point of time when according to Mahathir Muhammad, "We should re-organize our political, social and economic life in a way that fully incorporates the injunctions of Islam to ensure that a socially healthy politically coherent and economically efficient and vigorous Ummah will emerge to understand the underlying dynamic relevance of these injunctions in contemporary society and to work out the process of their implications in practice, in the actual spiritual need of the Ummah. And continuing on the subject Mahathir reiterated there. "The plan for critical examination of the modern discipline in light of vision of Islam is essential for the future of Ummah."

Therefore fundamental questions need to be asked on the contemporary development of every disciplines in the west and every muslim intellectual trapped within the psycho-conceptual constraints of secular anti-religious and somewhere antagonistic paradigms and academic disciplines- needs text books, journals, researches in each discipline that enable them to question the very basis of the present approaches of the west on the one hand and relate the teachings of Islam to modern problems?

The assertion of Dr. Mahathir shows that the demand for Islamization of education was no longer confined in the academic circle. It has become the concern of all peoples, institutions and even governments as is in the case of Pakistan, Malaysia etc.

www.pathagar.com

A strategy for Islamization of their education

Thus two issues come up to the root of the whole problem a) lack of strong ideological value Judgments and b) positive and constructive directions towards an ideal life. In addition, the division of education between Madrasa and Mundane has posed the most unpalatable consequence for the ummah. In such a situation, there is no alternative to a fundamental shift from the current secular system. The best alternative, Islamization in academic disciplines, has also been suggested in different Muslim education conferences. The question is how to foster the package of Islamization of disciplines? The two systems the madrasa and the modern have gone too far to combine. In academic institutions, these diverging disciplines are required to be housed in one single premise and to be organized in a systematic manner to fit into the curriculum of studies in different subjects with current relevance. The components include technical, ideological and holistic elements which form the basis of developing the paradigm of complete Islamization. These components will have two dimensions, the identification of the subjects to be undertaken for studies; the areas to be covered in all such subjects to meet the ideological practical and spiritual needs. In this connection. The current level of paradigm in different disciplines can be studied for pragmatic assimilation of thoughts and ideas of different streams. Since Islam is action-oriented, the disciplines are to be so designed that can actualize the goal of Islam in making the mind of the pursuant of the disciplines to implement the mission of Islam.

In the paradigm of Islam, the studies of Anthropology, Sociology, Psychology, Economics and Business Studies and even natural sciences will have to be integrated to produce a man with human, technical, administrative and spiritual qualities so that the incepts of economic man, social being and rational man are reduced into one - the Islamic man.

The experience of the west in re-organizing their system may offer a fillip to these efforts. The western liberal civilization has given on surface such surmountable malaise that are warranting a major shift

www.pathagar.com

of their education towards moral, spiritual and religious basis. Meanwhile the primary education of England has been placed under the sponsorship of churches. The secondary education is accordingly expected to follow on. If this trend continues in Great Britain, the example will be ultimately followed in other nations of the west. This trend has given a positive edge to the reformists of education in the Muslim countries of the ummah including Bangladesh.

For the realization of the Islamization moves in Bangladesh, like any other country of the Ummah in order to yield the full benefit of it, certain strategy must be laid down. The work is a stupendous and ambitious one. Therefore a phase wise program may be rational and proactive. We are in need of mastering the fundamental principles of Islam. The Islamic legacy and acquire the proper knowledge of contemporary development in social and applied sciences. We used to be adequately acquainted with the Islamic vision its ideological and methodological notion before confirming any stage of educational action program can be visoned in a foreseeable future. Nonetheless, in the phasing of Islamization of disciplines, several stages can be contemplated.

a. Mastery of modern sciences. This means that Muslim students and scholars of modern sciences must have command over those sciences. They are required to understand the historical circumstances in which they flourished in order to know their methodology. They will have the critical, analytical and objective aspects of those sciences in their Western perspective and in the light of actual Islamic view print.

b. Mastery of legacy : This is required to squeeze benefit from the common human heritage, to assimilate those disciplines and represent them in their proper perspective, so that they should serve Islamic ideology, Islamic vision and ideals in the current age.

To achieve this purpose the Muslim scholars must have to acquire mastery over the fundamentals of Islam as embodied in the Quran and sunnah. They must have an adequate understanding of the various issues of Islamic texts that relate to their respective fields. Such

www.pathagar.com

command may be achieved by studying selections from the legacy to all branches of sciences, art and culture, society and civilization. In this way, it will also be possible to integrate diverging streams and disciplines to achieve the objectives of education.

Defining the work plan

If can be conceived well that such an achievement as stated above is not an easy job. It is hard, arduous, evolutionist in nature and comprehension. It requires a fundamental transformation of objectivity, methodology, subjective issues from the beginning. The work-plan is therefore should be carefully defined, developed and implemented. It requires a long term plan with short run components. The work plan may be developed as follows :

1. The development of Curriculum should be actualized from an integrate approach and from the beginners` course.
2. Development of courses and preparing of study materials as class room texts containing due ethical value judgments and technology.
3. Training the teaching faculties of all levels and for this purpose comprehensive courses for different levels are required to be developed for application in the teachers training institute.

4. Provisioning of institutional facilities for those activities in order to reach the objectives of the Islamization of education program should be carried out. Since the total activities require a determined political commitment and the governments can only provide those facilities, this seminar should aim at emphasizing the role of govt. creating awareness among the people as well as of its officials to rise to the issues with utmost seriousness. This is very vital for planning by the government to foster required change and transformation not only in infrastructure but also in courses. training methods and all other concerned issues.

It is encouraging to note that the present government constituted an `Education Reforms Committee` to address the urgent issues. The Committee have submitted a report. It is hoped that the outcome of report will lead to go a long way towards the Islamization efforts.

www.pathagar.com

This seminar also hopes to create awareness among the teachers and faculties to understand the depth of their problems and their responsibilities to take initiatives in order to create an environment for implementing the work plan as a real antidote to the social diseases. They are expected to be imbibed with necessary Islamic vision related to their fields.

For quite a few years the educational institutions in Bangladesh particularly in higher education the Universities are found to be marred with violence, strikes creating an atmosphere of restlessness resulting in the loss of huge teaching-hours and session jams. This issue needs to be seriously noted. Serious thinkers and educationists are emphasizing on banning politics in the educational institutions by both the teachers and the students. The issue should be seriously discussed and arrive at a plan for the solution.

Recommendations

1. From the above discussion we can safely conclude that Islamization of education movement can only ensure the development of balanced human personality for the well being of the mankind as a whole. Therefore the seminar recommends that all the concerned agencies and institutions under the government and non-government sectors should sponsor, assist and protect the movement for Islamization of education all over the Muslim countries.

2. Since Mecca declaration in 1979 incorporates a vital resolution concerning the introduction of Islamic education in OIC countries, the seminar recommends that all the Muslim governments should implement the declaration in the respective countries.

3. Bangladesh being a signatory to the declaration, the seminar urges the government of Bangladesh in particular to comply with the terms of the said declaration.

4. The seminar also recommends that there should be a National Education Commission in each Muslim country constituting of highly reputed academicians from both private and public sector universities including madrasha to watch and monitor the development of the

www.pathagar.com

implementation of Islamization of education in the Muslim countries.
5. The seminar recommends that the dual system of education in Muslim countries should be abolished and integrated comprehensive education system including technical, general, madras a should be introduced. The establishment of international Islamic University of Malaysia should be replicated in all other Muslim countries on national basis.

6. The seminar opines that the politics by students and teachers in the educational institutions particularly in higher education has been responsible for violence, Killing, strike and consequent session jam jeopardizing the purpose of education and inflicting heavy financial and teaching hour loss. Therefore the seminar recommends the banning of teacher-student politics as working part of national political parties.

.The seminar urges the government to implement the recommendations of the Education Reform Committee recently constituted by the government.

Conclusion

The situation in the educational institutions of the Muslim countries, partic ularly in Bangladesh, specially in higher learning centers' such as universities and colleges as stated above immediately call for rethinking over the whole issue as outlined above. The conscious cross-sections are realizing the gravity of the situation. But, seemingly, due to lack of vision, ignorance of the means of action, no serious initiative for over all change is forthcoming. Since the problem is stupendous, this cannot be solved easily and instantly. Yet initiatives should be forthcoming both from the people and the government immediately, so that the dawn of an Islamic revival throughout the ummah can be dreamed in a foreseeable future.

Writer : Secretary General, Bangladesh Institute of Islamic Thought, Dhaka.

www.pathagar.com

উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা

অধ্যাপক এ.এফ.এম. আবদুর রহমান

বিজ্ঞান আজ দেশ জাতি ভাষার গণ্ডি পেরিয়ে এক সার্বজনীন discipline হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য সত্ত্বেও বিজ্ঞানের অভিশাপ এবং আশীর্বাদ সবাই সমানভাবে ভোগ করছে আজ। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ আজ এত ব্যাপক হয়ে উঠেছে যে, বিজ্ঞান ছাড়া নিতান্ত অবিজ্ঞানীও আজ এক পা চলতে পারে না। আজ বিভিন্ন দেশের উন্নতির তারতম্য নির্ধারিত হয় কোন দেশ বিজ্ঞানকে কতটুকু তাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োগ করতে পেরেছেন তার ওপর। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো আজ প্রয়োগ বিজ্ঞানে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে; তাদের জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বিজ্ঞান এনে দিয়েছে এক নতুন ভারসাম্য, যেখানে তারা সবারই জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিয়ে বাইরের দুনিয়াতে Expartise বিতরণ করতে পারছে। আর আমরা সেই Expartise এর মুখাপেক্ষী হয়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের চেষ্টা করছি। এই দীনতা দূর করতে হলে আজ আমাদের শুধু উচ্চতর তাত্ত্বিক বিজ্ঞান চর্চা করলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রয়োগ কৌশলের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে সবচেয়ে বেশি।

বিজ্ঞানের প্রয়োগমুখীতার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার পথে আমাদের আজ যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তক

www.pathagar.com

এবং আমাদের মাতৃ-ভাষায় তার স্বল্পতা। আমরা মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চায় অতি উৎসাহে অনেক সময় অজ্ঞাতসারেই নিজেদের ক্ষতি করেছি। বিজ্ঞানের সার্বজনীনতার মত বিজ্ঞানের ভাষারও একটা আন্তর্জাতিক রূপ গড়ে উঠেছে; এই রূপকে ভাষান্তর করতে গেলেই তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ হারিয়ে যাবে। আবিষ্কারের প্রথম যুগে আবিষ্কারক একটি বিশেষ অর্থ এবং বিশেষ গুণের দিকে লক্ষ্য রেখেই একটি সংজ্ঞা প্রবর্তন করেছিলেন এবং সেটাকে একটা বিশেষ প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। আজ হয়ত তার আক্ষরিক অর্থ হারিয়ে গিয়ে প্রতীকধর্মী অর্থেই সবার কাছে পরিচিত। এই প্রতীকধর্মী রূপকে কোন একটা বিশেষ ভাষার নিজস্ব সম্পদ মনে না করে আজ তাকে বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক প্রতীক বলে ধরে নিতে হবে। এবং মাতৃভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞানের পুস্তক লেখার সময় এগুলোকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করতে হবে।

উহাদরণস্বরূপ আমি বলতে পারি যে, হাইড্রোজেন গ্যাসকে হাইড্রোজেন না বলে যদি উদজান বলতে শুরু করি তবে হাইড্রোজেনের রাসায়নিক রূপ লিখতে গিয়ে যেখানে বিজ্ঞানের পরিভাষায় H_2 লেখা হয় সেখানে $উ_2$ লিখতে হবে। এরকম ভাষান্তর আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার মূলেই শুধু কুঠারাঘাত করবে না, বিজ্ঞান জগত থেকে আমরা সম্পূর্ণ দূরে সরে গিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হব। বিদেশী Expartise গ্রহণের জন্য যখন আমরা তাদের দ্বারস্থ হব, তখন প্রতীকধর্মী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আমাদের কাছে সম্পুর্ণ অপরিচিত মনে হবে। উৎসাহের আতিশয্যে আজ আমরা গতিবিদ্যার বই লিখতে গিয়ে বলের,'মোমেন্ট' কে বলের 'ভ্রামক' বলে লিখে খুব আত্মতুষ্টি লাভ করছি কিন্তু এর ফলে আমরা যে মোমেন্টের সত্যিকার বৈজ্ঞানিক অর্থ হারিয়ে ফেলছি তা একবার ভেবে দেখছি না। ঠিক তেমনি করে আমরা যদি আগ্রহের আতিশয্যে পাইথাগোরীয় উপপাদ্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রতীক চিহ্ন $AB^2+BC^2=AC^2$ কে $কখ^2 +খগ^2=$কগ2 হিসাবে লিখতে শুরু করি তবে আমরা ধীরে ধীরে এর বৈজ্ঞানিক ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলব। বৈজ্ঞানিক প্রতীক চিহ্ন হিসাবে রোমান অক্ষর A,B,C এবং Arabic Numerals-এর ইংরেজী সংখ্যাবোধক 1,2,3-কে বিনাদ্বিধায় আমাদের পাঠ্যসূচীতে গ্রহণ করে একে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাখা অবশ্য কর্তব্য।

রাশিয়াসমেত সমস্ত পশ্চিমা দেশ যেখানে বহু ভাষা প্রচলিত সেখানেও রোমান অক্ষর তাদের বৈজ্ঞানিক প্রতীক চিহ্ন বজায় রেখেছেই, এমন কি চীন জাপানের মত উন্নত প্রাচ্য দেশেও তাদের ভাষায় উৎকর্ষতা সত্ত্বেও উচ্চতর বিজ্ঞান চর্চায় তারা আন্ত র্জাতিক প্রতীকধর্মী চিহ্ন,সংগা বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশে এক ধরনের শিক্ষাবিদের ধারণা যে, দুনিয়ার জ্ঞান-ভাণ্ডারে যা কিছু জ্ঞান আছে সবই আমরা বাংলায় তর্জমা করে তবে আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করব,

www.pathagar.com

এটা না হলে আমাদের ভাষা এবং সংস্কৃতির স্বাধীনতা স্বীকৃতি হবে না। এ উন্নাসিকতা শিল্প-কলা-সাহিত্যে প্রযোজ্য হলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অচল।

মধ্যযুগে যখন পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবি কাঠি মুসলমানদের হাতে ছিল, তখন সারা পৃথিবীর লোক আরবী এবং ফারসি ভাষা শিক্ষা করেছে নিজেদেরকে উন্নত করার আশায়। আজ ঐতিহাসিক কারণেই আধুনিক বিজ্ঞানের চাবিকাঠি পশ্চিমা দেশের হাতে, আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বস্তরেই তাদের দানে ভরপুর, প্রয়োগ বিজ্ঞানে তাদের উন্নতি বিস্ময়কর। সুতরাং আমাদের অনগ্রসরতা দূর করতে হলে, সেই বিস্ময়কর জগতের প্রবেশাধিকার আমাদের আয়ত্তে আনতেই হবে।

১৯৫৭ সালের অক্টোবরে যখন রাশিয়া স্পুটনিক ছাড়লো, তখন সারা বিলাত আমেরিকায়; রাশিয়ান ভাষা শিক্ষার কি হুলস্থুল পড়ে গেল, অথচ জ্ঞানে রাশিয়ার প্রয়োগ বিদ্যার মান তখনও পর্যন্ত পশ্চিমা দেশের তুলনায় অনেক নিচে ছিল; তবু পশ্চিমা দেশগুলো ভাবলো না জানি রাশিয়ানরা কি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী, তাই সেই বিশেষ জ্ঞানের চাবিকাঠি উদ্ধার করতে তারা রাশিয়ান ভাষা শিখতে শুরু করলে! ইচ্ছা করলে ত তারা সব রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক তথ্য ইংরেজি, ফ্রেন্স, জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে তা থেকে জ্ঞান লাভের আশায় বসে থাকতে পারত। এক স্পুটনিক যদি পশ্চিমা উন্নত দেশে এত আলোড়ন আনতে পারে আমদের কাছে ত পশ্চিমা প্রয়োগ বিজ্ঞানের সব বিদ্যাই এক একটা বৈজ্ঞানিক ভাষা (ইংরাজী) অবশ্য শিক্ষণীয় হতে হবে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার সময়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অহেতুক বাঙ্গালীকরণ বন্ধ করতে হবে।

এরপর আসতে হয় উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার পঠিতব্য বিষয়ের মানোন্নয়নের কথায়। একথা স্বীকার করব, আজ আমাদের দেশের বিজ্ঞান পাঠ্যসূচির প্রাথমিক পরিধির প্রসার হয়েছে। আমরা ইন্টামিডিয়েটে যা শিখ্তাম তার অনেক কিছু আজ মাধ্যমিক শ্রেণীতে শেখানো হচ্ছে। আমরা যা ডিগ্রীতে পড়েছি তার অনেক কিছু আজ উচ্চ মাধ্যমিকে শেখানো হচ্ছে। কিন্তু উচ্চতর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এসে এই পরিধির প্রসার তা যেন কিছু সংকুচিত হয়ে গেছে। এখানে সেই মান্ধাতার আমলের পাঠ্যক্রমই কিছু পরিবর্তিত আকারে পড়ানো হচ্ছে। সৃষ্টিমুখী, গবেষণামুখী পাঠ্যসূচী আমাদের উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার খুব সামান্য স্থান অধিকার করে আছে। আমরা আজ উচ্চতর তাত্ত্বিক বিজ্ঞানকে উচ্চতর প্রয়োগ কৌশল থেকে আলাদা করে দেখছি। তাই বিজ্ঞানে উচ্চ ডিগ্রীধারী ছেলেরা সামান্য প্রয়োগধর্মী হাতিয়ার সম্বন্ধে অনেক সময় অমার্জনীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করে। বিজ্ঞানকে আজ প্রয়োগমুখী করে। আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করতে হবে। তাত্ত্বিক পাঠ্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেও প্রয়োগকৌশলের দীনতা আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার কার্যকারিতাকে ব্যর্থ করে দেবে। বরং প্রয়োজনবোধে আমাদের তাত্ত্বিক পাঠ্যক্রমকে কিছু সংকুচিত করে হলেও প্রয়োগমুখিতা বাড়াতে হবে।

www.pathagar.com

পরিশেষে একটা দু:খের কথা বলে আমার আলোচনা শেষ করব। উচ্চতর বিজ্ঞান আলোচনা কালে বিজ্ঞানের দিকপালদের কথা বলতে গিয়ে আমরা শুধু আমাদের নিকট অতীতে পণ্ডিত দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদের অবদানের কথা বলি! যেন হঠাৎ করে এই সব পণ্ডিতেরা একরাত্রে মন্ত্রবলে সব অধিকার করে নিয়েছেন। বিজ্ঞানের বর্তমান উন্নতির পিছনে যে মধ্যযুগীয় মুসলিম মনীষীদের প্রচুর অবদান রয়ে গেছে সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের শিক্ষার্থীদের নজর থেকে দূরে রাখা হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখাই মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মৌলিক দানে সমৃদ্ধ; আলকিন্দি,আবুসিনা, আলখোয়ারিজমি, আবু কামিল, আলতুসী, ওমর খৈয়াম, আল-হাজেন, আল-কার্কী এসব নাম বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে এক একটি বিশাল স্তম্ভস্বরূপ। গণিতের এক বিশেষ শাখার নাম Algorthm আজ কমপিউটার গণনার জগতে এর গুরুত্ব নূতন করে বেড়ে গেছে। কিন্তু কয়জন বিজ্ঞানের ছাত্র বলতে পারবে যে এই Algorithm-এর নামকরণ হয়েছে বিশ্বের সর্বপ্রথম Algrist আল্ খোয়ারিজমের নামানুসারে? হুইসেন্স এবং নিউটনের আলোকতত্ত্বের মূল সুর যে বিখ্যাত মুসলিম পদার্থবিদ আলহাজেনের রচিত গ্রন্থাবলী থেকেই পাওয়া একথা আজ ইতিহাস ভুলতে বসেছে। তাই বিজ্ঞানের এই মহামনীষীদের কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে এঁদের তুলে ধরার প্রয়োজন অপরিসীম। আমাদের দেশে আমাদের পরিবেশে উচ্চতর বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়, এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা অনেকের মাথায় গেঁথে আছে; কিন্তু আমাদেরই এ্ই আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে আমাদেরই উপরোক্ত পূর্বসূরীরা বিজ্ঞানের চরম উন্নতি, বিশেষ করে প্রয়োগ বিজ্ঞানে চরম উন্নতি করে গিয়েছেন একদিন। এটা আমাদের শুধু গর্বের বিষয় নয়, আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা এবং পথনির্দেশক।

লেখক অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার ইসলামী দৃষ্টিকোণ

অধ্যাপক আ.ন.ম. নুরুল করীম

প্রারম্ভিক কথা

বর্তমান বিশ্বের শিক্ষাজগতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির শিক্ষা এক বিশাল এলাকায় ব্যাপৃত হয়ে আছে। উৎপাদনকারীদের নিকট থেকে কিভাবে খরিদ্দাররা ন্যায্যমূল্যে যথাসময়ে যথা পরিমাণে পণ্যদ্রব্যাদি ও সেবা লাভ করবে তা মানবেতিহাসে সর্বযুগেই সেরা আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্থান লাভ করে এসেছে। কিভাবে একজন উৎপাদকারী অন্য একজন খরিদ্দারের কাছে তার উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য পঁরছিয়ে দেবে, উৎপাদনকালীন সময়ে সমগ্র উৎপাদন একসাথে বিক্রি না করে উৎপাদন বিহীন সময় পর্যন্ত ধরে রাখবে, এক স্থানের উৎপাদিত পণ্য অন্যস্থান পর্যন্ত ধরে রাখবে, এক স্থানের উৎপাদিত পণ্য অন্যস্থান পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবে– এসব কিছুই ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়বস্তু হয়ে আছে। তাছাড়া পণ্যদ্রব্যের প্রচারণা, খরিদ্দারদেরকে সচেতনকরণ, বাজার-তথ্য সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগ ইত্যাদি কার্যাবলীও ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম কাজ হিসেবে আজ স্বীকৃত। তাই, বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই শিক্ষাসূচিতে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত শিক্ষাকে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এদিক থেকে বাণিজ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সবারই ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সাথে সাথে ইসলামী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কেও আমাদের ধারণা অবশ্যই থাকতে হবে। বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর নবীদের মাধ্যমে জীবন-পথে চলার যে আদর্শ

www.pathagar.com

আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন তাই হচ্ছে ইসলাম। হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে যে জীবন-পথের দিশার আগমন শুরু, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাতে তার শেষ পূর্ণ পরিসমাপ্তি-আর তাই হচ্ছে ইসলাম। একটি জনসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী যদি ইসলামী আদর্শের অনুসারী হয়, তবে তা হয় একটি মুসলিম সমাজ। এরূপ একটি মুসলিম সমাজ, দেশ বা জাতি যখন তার শিক্ষ-ব্যবস্থা প্রণয়ন করে তখন তাকে স্বভাবতঃই ইসলামী আদর্শবাদের মৌলনীতিসমূহের আলোকে তার শিক্ষাব্যবস্থা গঠন করতে হয়। ইসলাম মানব জীবনের সর্বদিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্দেশ করে। যদিও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইসলামের খুটিনাটি নির্দেশাবলী ইজমা ও কিয়াস করে নির্ধারণ করা হয়। ইসলাম খোদার দাসত্বের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকেই মানব জীবনের সাধারণ লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। তাই, মুসলিম সমাজের জন্যে প্রণীত যে-কোন শিক্ষা ব্যবস্থায়- তা সাধারণ বা টেকনিক্যাল অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত হোক না কেন- ইসলামী দৃষ্টিকোণ অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, যে-কোন মুসলিম দেশে সার্বিকভাবে এ দৃষ্টিভংগীই হবে তার শিক্ষাব্যবস্থার মৌল নির্দেশিকা।

একটি সমস্যা

আমাদের সমাজের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষাকে নিছক একটি জৈবিক শিক্ষা বলে ধরে নেয়া হয়। নীতি, নৈতিকতা, ধর্ম, ধর্মবাদিতা, চরিত্র নীতি, ন্যায়নীতি ইত্যাদির সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয় না। যেহেতু এ শুধুমাত্র মানব সমাজে জিনিস-পত্র, পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, উহার বন্টন ও বিতরণের সাথে জড়িত, সেহেতু নৈতিকতাবোধ অথবা আদর্শবাদিতার সাথে এর কোন সংস্রব থাকার কথা নয়। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে এ ভুল ধারণা থাকা সমীচিন নহে। যেহেতু ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা এবং যেহেতু ইহা জীবনের সর্বদিক নিয়ন্ত্রণ করে, মুসলিম সমাজে গৃহীত শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই ইসলামী ভাবাদর্শ থেকে উৎসারিত হবে। ইসলামের ন্যায়পরায়ণতা, ইনসাফপ্রিয়তা, আদর্শবাদিতা, নৈতিকতা-প্রিয়তা আমাদের ইহলৌকিক পারলৌকিক তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসতে পারে। ইসলামে "ইবাদাত" বা খোদার দাসত্বের যে ধারণা আছে, তা শুধু কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয় তা জীবনের যে কোন পর্যায় পর্যন্ত প্রসারিত হবার দাবি রাখে। যদি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ইসলামের নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে এবং এর মাধ্যমে "হালাল জীবিকা" অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালায়, তবে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপদেশে যত কাজ করতে হবে, ইসলামের দৃষ্টিতে সবকটিই "ইবাদাত" বলে পরিগণিত হবে। তাই, বলা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত জৈবিক শিক্ষাসূচিকেও ইসলামীকরণ করা যায় এবং এর ফলে ইসলামের নৈতিকতার- আদর্শ আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শান্তির ফল্গুধারা বয়ে নিয়ে আসতে পারে।

www.pathagar.com

শিক্ষসূচির উদ্দেশ্য

যে-কোন ধরনের শিক্ষাসূচিই কতগুলো মৌলিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রণয়ন করা হয়ে থাকে এবং এ ব্যবস্থা থেকে উৎসারিত লোকেরা এ সমস্ত উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে বাণিজ্য শিক্ষার পেছনে কতকগুলো উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্যেই এই বাণিজ্য সিলেবাস প্রণীত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত বাণিজ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য এমন একটি জনশক্তি গড়ে তোলা যারা বর্তমান ব্যবস্থার অধীনে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও সেবা সৃষ্টি, ইহার বণ্টন ও বিতরণ এবং ইহার ভোগের বিষয়ে সহায়তা করবে। এ দিক থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের গ্রহণযোগ্য একটি সংজ্ঞা আমাদের সামনে থাকা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে "Commerce is the sum-total of all those activities which are connected with the removal of hindrance of time, place and persons." এদিক থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে বাণিজ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে, পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয়, বণ্টন-বিতরণ, ব্যয়-ব্যবহারে শরিয়তের বিধি-বিধান মেনে চলা। কোন বিশেষ দ্রব্য এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় স্থানান্তর, এক ব্যক্তিসমষ্টি থেকে অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির কাছে বিক্রি করার এবং এক সময় থেকে অন্য সময় পর্যন্ত উৎপাদিত পণ্যকে দাম পড়ে যাওয়ার ভয়ে ধরে রাখা-ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের বিধি বিধান মেনে চললে, তাই ইসলামী ব্যবসা-বাণিজ্য হয়ে যাবে (Islamic Trade and Commerce)। তাই ইসলামী দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ঃ

(ক) ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে পণ্য বণ্টন সহজ করে তোলা এবং মানুষ যাতে করে সহজভাবে জীবন-ধারণের সামগ্রী লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা,

(খ) পণ্য দ্রব্য বণ্টন-বিনিময়ে একচেটিয়া লাভ যাতে কারো না হতে পারে, তার ব্যবস্থা করা,

(গ) বণ্টন ব্যবস্থা থেকে সুদ, ঘুষ, রিশওয়াতসহ যাবতীয় অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা এবং বাঁচিয়ে রাখা,

(ঘ) বণ্টন-ব্যবস্থায় বিশুদ্ধ পরিমাপ ব্যবস্থা চালু করা এবং মওজুতদবারী, মুনাফাখোরী ও কালোবাজারী কার্যকলাপ থেকে বিরত করা,

(ঙ) ক্রেতা সাধারণকে বিক্রেতাদের হক আদায় করতে, বিক্রেতাদেরকে ক্রেতাদের প্রতি হক আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং

(চ) পণ্যদ্রব্যের বৈধতা, জায়েজ, না-জায়েজ সম্পর্কে সর্তক করে দেওয়া।

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কীয় শিক্ষাসূচি প্রণয়নকালে আমাদের শিক্ষা প্রণেতাদের সম্মুখে ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে গুরুত্ব, তা পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ধনোপার্জনের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনোপার্জন অন্যতম। ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

কোরআন মজিদে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ .

"নামাজ সমাপ্ত হওয়ার পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং খোদার অনুগ্রহ-ধন-সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও উপার্জন করো।" (আল জুময়া)

কোরআন মজিদে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَاكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ

تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَكُمْ. (النساء)

"মুসলমানগণ! তোমরা অন্যায় ভাবে অসদুপায়ে পরস্পর পরাসপরের সম্পদ ভক্ষণ করো না। তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ক্রত ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই অর্থের আদান প্রদান কর।" (আন নিসা)

নবী করীম (সা) মুসলমানদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং ইসলামী সমাজে সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও ন্যায়পন্থী ব্যবসায়ীদের বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। তিরমিজী শরীফে বলা হয়েছে ঃ

اَلتَّاجِرُ الصَّدِيْقُ الاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

"সত্যবাদী, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী আম্বিয়া, সিদ্দীক ও শহীদ প্রমুখ মহান ব্যক্তিদের সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।" (তিরমিযী)

নবী করীম (সা) আরো বলেছেন ঃ تِسْعَةُ اَعْشَارِ الرِّزْقِ فِى التِّجَارَةِ

"রুজীর দশভাগের নয়ভাগই রয়েছে ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে।"

'কানযুল উম্মাল' নামক ইসলামী অর্থনীতির বইতে বলা হয়েছে ঃ

لَوْلاَ هٰذِهِ الْبُيُوْعُ لَصِرْتُمْ عَالَةً عَلَى النَّاسِ

"ব্যবসা-বাণিজ্যের এই ব্যবস্থা না হলে তোমাদের জীবন দুর্বিসহ ও অপরের উপরে দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠতো।"

কালামে পাকে বলা হয়েছে ঃ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا. (البقرة)

"আল্লাহ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল করেছেন; কিন্তু সুদ ও সুদ-ভিত্তিক যাবতীয় কাজ কারবার হারাম করেছেন।"

www.pathagar.com

ইসলামী বাণিজ্য শিক্ষার মূলনীতি

একটি সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার যে-সব মূলনীতি থাকার প্রয়োজন, ইসলামী বাণিজ্য শিক্ষাকে তার অতিরিক্ত কতিপয় মৌলিক নীতি মেনে চলতে হবে। এগুলো হচ্ছে, এ শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর,যার ওপরে এ শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাসাদ গড়ে তোলা যাবে। এ মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

(১) ইহা মানব সমাজের বৈধ জীবিকা অর্জনের সহায়ক হবে। ইসলাম জীবন ধারণের নিমিত্ত যেসব হালাল উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছে, ইহা সেগুলিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করবে এবং হারাম উপায়গুলোকে পরিহার করে চলবে।

(২) ইহা সুদ অথবা সুদী কাজকারবার ও লেনদেনে উৎসাহ যোগাবে না; বরং পারস্পরিক লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে কৃত ব্যবসা-বাণিজের প্রতি জনসাধারণের বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

(৩) যে-কোন ধরনের লেন-দেনে পরিমাপ ও পরিমাণের ক্ষেত্রে কারচুপি যাতে না হয় ইহা সে দিকে খেয়াল রাখবে।

(৪) ইহা মওজুতদারী, মুনাফাখোরী, গুদামজাতকরণের ব্যবস্থাকে সমর্থন দেবে না। ব্যবসায়ের স্বাভাবিক প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যাদি গুদামজাতকরণকে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

(৫) ইহা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাবতীয় হারাম কাজ, অনিয়ম, নীতি-বহির্ভূত কাজের বিরোধী হবে। ইহা অনিয়ম ইত্যাদিকে অবৈধ বা হারাম বলে ঘোষণা করবে।

(৬) ইহা নৈতিকতা-উদ্দীপক হবে এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিজনেস মোরালিটি Business morality জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

(৭) ইহা ইসলামের "মুজারাবাত" ও "মুদারায়াত" নীতি অথবা তার কোন আধুনিক বিকল্পকে ভিত্তি করে বাণিজ্য শিক্ষা গড়ে তুলবে।

(৮) ইহা শিক্ষার্থীদিগকে তাদের জীবনের মূল লক্ষ্যের প্রতি আগ্রহান্বিত করে তুলবে। আর তা হচ্ছে, খোদার দাসত্ব মেনে নেয়া ও পালনের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি অর্জন। এজন্যে শিক্ষাসূচির সর্বত্র এ ধারণা বদ্ধমূল থাকবে যে, আমাদের এ বিশ্বে আগমন ও অবস্থান এক ধরনের পরীক্ষা মাত্র। সে পরীক্ষায় আমাদের পাস করতে হবে।

বাংলাদেশে বর্তমান বাণিজ্য শিক্ষার অবস্থা

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর ন্যায় আমাদের দেশেও বাণিজ্য শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ অব্যাহত রয়েছে। ১৯৪৭ সালে হিমালয়ান উপমহাদেশের দুটি স্বাধীন দেশ বিভক্তির পর থেকে এদেশের শিক্ষাজগতে বাণিজ্য শিক্ষার প্রবেশ ঘটে। অকালে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এম, এ, (কম) ডিগ্রী দেয়া হতো! তখনকার দিনের সিলেবাস ছিলো অর্ধেক বাণিজ্য-শিক্ষা-নির্ভর আর বাকী অর্ধেক অর্থনীতি শিক্ষা-নির্ভর।

www.pathagar.com

এরপর দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হিসাববিজ্ঞানে এবং ব্যবস্থাপনায় এম, কম ডিগ্রী দেয়া শুরু করেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মোট চারটি বিষয়ে বাণিজ্যে মাষ্টারস ডিগ্রী প্রদান করছেন। বিষয়গুলো হচ্ছে হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, ফাইনান্স ও মার্কেটিং। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াও ফাইনান্স এবং মার্কেটিং কোর্স চালু করার মাঝ পথে রয়েছে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধীনে বি,কম, (পাস) ডিগ্রী দিয়ে যাচ্ছেন। ৰিশ্ববিদ্যালয়গুলো বি,কম, (অনার্স) ও এম, কম, (প্রিলিমিনারী) ডিগ্রী দিয়ে যাচ্ছেন। IBA/DU ব্যবস্থাপনায় MBA ডিগ্রী দিচ্ছেন। তাছাড়া মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন বিষয়াকারে বাণিজ্য শিক্ষ চালু আছে। ১৯৬০-এর দশক থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট স্তরে বাণিজ্য শিক্ষাকে একটি স্বতন্ত্র গ্রুপের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এতে একটি প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায় যে, পণ্য-দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি ও মানুষের বিভিন্নমুখী ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য শিক্ষার পরিসর ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু শিক্ষাকমিশন রিপোর্টে আমাদের ইপ্সিত সমাজ বিনির্মাণের জন্য বাণিজ্য শিক্ষার যে লক্ষ্য ঘোষণা হয়েছে তার সাথে সঙ্গত কারণেই ঐক্যমত পোষণ করা সুকঠিন বলে মনে হয়। এই উদ্দেশ্য নির্ধারণে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিশ্বাস, নৈতিকতাবোধ ও জীবন-লক্ষ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি। তাই, উদ্দেশ্য নির্ধারণের বিষয়টিও পুনর্বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

এতক্ষণ ইসলামী বাণিজ্য শিক্ষার যেসব বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর আলোকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষাকে "আইডিয়াল" বলা চলে না। আমাদের বাণিজ্য শিক্ষা-ব্যবস্থা "বৈধ জীবিকা" অর্জনের ধারণা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে বেখবর।

এ শিক্ষা লাভের ফলশ্রুতি হিসেবে এক ধরনের "রিজক" বা জীবিকা অর্জন করা গেলেও উহার "হালাল" বা "হারাম" হবার বিষয়ে এর কোন মাথা ব্যথা নেই।
এ শিক্ষাসূচি সুদ অথবা সুদ-ভিত্তিক কায়কারবার চলাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে না। বরং এ ধরনের ব্যবসায়িক কাজ কারবার কতভাবে কতরূপে ফলে ফলে সুশোভিত করে চালানো যায় সে নিয়ে চিন্তা করে। অথচ আদর্শবাদের দৃষ্টিতে সুদ প্রদান ও গ্রহণ সর্বতোভাবে পরিহার্য।

আমাদের বাণিজ্যে শিক্ষাসূচি আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসায়িক কায়কারবারে পরিমাপ ও পরিমাণগত অসাধুতা সম্পর্কে সাধারণভাবে নিন্দামুখর হলেও এসব বিষয়ে যে পরিমাণ ইস্পাত কঠিন মনোভাব রাখা দরকার তা পোষণ করছেন না।

মজুতদারী, মোনাফাখোরী, গুদামজাতকরণের ভয়াবহতা তথা অকার্যকারিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে যে ধরনের ঘৃণা বা অনীহা সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন আমাদের বাণিজ্য শিক্ষাসূচি তা করতে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে।

www.pathagar.com

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাবতীয় হারাম কাজ, অনিয়ম, নৈতিকতা-হীনতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

নৈতিকতা সম্পর্কে সাধারণভাবে এবং ব্যবসায়িক নৈতিকতা সম্পর্কে আমাদের শিক্ষাসূচি সম্পূর্ণ নীরব। অথচ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতা মেনে চলার গুরুত্ব অসামান্য। বাণিজ্য শিক্ষাসূচি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব এবং নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে।

আমাদের বাণিজ্য শিক্ষা নিছক একটি বৈষয়িক শিক্ষায় পর্যবসিত হয়েছে। জীবনের মৌল লক্ষ্য বিন্দুর সাথে বাণিজ্য শিক্ষার লক্ষ্যকে একাত্ম করে দেখার চেষ্টা করা হয় না। তাই বাণিজ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদের জীবনোদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে কোন সহায়তা করতে পারছে না। তাই যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমানে জীবন পথে চলছেন, তারা জীবনোদ্দেশ্যের বিষয়ে অনেকখানি গাফিল হয়ে পড়েছেন। তারা জীবনকে অনেকখানি জৈববাদের দৃষ্টিতে দেখা শুরু করেছেন। যার ফলে ধর্ম চিন্ত া ও ধর্মবাদিতার সাথে বাণিজ্য শিক্ষার একাত্মতা প্রমাণ করা সুকঠিন হয়ে পড়ো এভাবে সমকালীন বাণিজ্য শিক্ষা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবন-বোধের প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। তাই, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবন-উদ্দেশ্যের সাথে একাত্ম হবার পরিবর্তে আমাদের বাণিজ্য শিক্ষার লক্ষ্য অনেকখানি- বলতে গেলে সম্পূর্ণতঃই বিপরীতধর্মী হিসেবে দেখ দিয়েছে। তাই, এর পরিবর্তন আশু প্রয়োজন।

উপসংহার

উপরের আলোচনায় আমি অন্যান্য দিকে না গিয়ে শুধুমাত্র আদর্শবাদের দৃষ্টিতে আমাদের প্রচলিত বাণিজ্য শিক্ষা-ব্যবস্থা তথা শিক্ষাসূচির একটি পর্যালোচনা পেশ করেছি। আলোচনা যতটুকু সম্ভব মূলনীতি ও মৌল কাঠামোর দৃষ্টিতে করা হয়েছে। সময় ও সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ আলোচনার আরো বিষয়-ওয়ারী এবং পাঠ্যক্রম অনুযায়ী করা সম্ভাব। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাবে এ আশঙ্কায় আমি আলোচনা আরো বিস্তারিত করা থেকে নিরস্ত হয়েছি। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আরো অধিক কার্যকর চিন্তার প্রয়োজন আছে। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীল জীবনবোধ তথা তাহ্যীব ও তমদ্দুন থেকে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং তারই ফলশ্রুতি হিসেবে বাণিজ্য শিক্ষা সম্পর্কে একটি মৌল কাঠামো পাওয়া যায়। এরই ভিত্তিতে যুগচাহিদা ও জনসাধারণের প্রয়ো জনীয়তা অনুযায়ী একটি বিস্তারিত-বাণিজ্যিক শিক্ষসূচি রচনা করা যায়। এটি একদিকে আমাদের জীবন-লক্ষ্যে উত্তরণে সহায়তা করবে, অন্যদিকে ব্যবসা -বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে "বৈধ জীবিকা" অর্জনের পথ সুগম করে দেবে। বাণিজ্য শিক্ষার এ দৃষ্টিকোণ নিয়ে যারা এগুতে চান, তাদেরকে কয়েকটি বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে। বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

(ক) ইসলামের আদর্শবাদ- বিশেষ করে এর ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন,

www.pathagar.com

(খ) আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য পদ্ধতির (ব্যবস্থার) পটভূমিকা, ক্রমোন্নতি এবং এর বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা,

(গ) সমকালীন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ বিষয়ে গৃহীত কর্মপন্থা অধ্যয়ন এবং

(ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগকৃত রূপ সম্পর্কে ধারণা অর্জন।

তার সাথে সাথে এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পূর্ণাঙ্গ সমাজ-কাঠামো ইসলামী না হলে ইসলামের ব্যবসা-বাণিজ্যের নীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের শিক্ষা কোনটিই পূর্ণভাবে চলতে পারে না। তাই, ইসলামী সমাজ গঠন প্রচেষ্টা এবং ইসলামী ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার প্রবর্তন দুটো যুগপৎ চালু করতে হবে। আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে ঃ পূর্বাহ্নে শিক্ষাসূচি পূর্ণাঙ্গভাবে তৈরি করে তারপর এর বাস্তবায়ন হয়ে যাবে- এ ধরনের ধারণা পাল্টানো প্রয়োজন। বরং নীতিগতভাবে যদি ইহা স্বীকৃতি পায়, এর সিলেবাস তৈরী তেমন কোন সমস্যা হবে না। এজন্য পূর্বাহ্নে অফিসিয়াল স্বীকৃতি প্রয়োজন। তাই বলা যায়, ইসলামী আদর্শবাদ ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন চিন্তাবিদগণ কোরআন ও দিসের ভিত্তিতে একটি বাণিজ্য শিক্ষাসূচী তৈরি করার সাথে সাথে তার বাস্তবায়নও অপরিহার্য হয়ে উঠবে। এ অপরিহার্যতাই আমাদের যুব সমাজকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বাণিজ্য শিক্ষানীতির প্রতি আরো অধিক আগ্রহান্বিত করে তুলবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. কারবারের সংগঠন : ডাঃ এম, হাবিবুল্লাহ, ডীন, বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২. Education and Ideolegy : Dr. Hasan Zaman.

৩. ইসলামের অর্থনীতি : মাওলানা মুহম্মদ আবদুর রহীম।

৪. Primciples of Islamic Education : Khurshid Ahmad, Director, Islamic Foundation, Leicester, U.K.

৫. Islamic Education System : Maulana Sye Abul A'la Maududi.

লেখক সাবেক চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যাল।

www.pathagar.com

ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত দক্ষ জনসম্পদ তৈরির শিক্ষানীতি

আবদুস শহীদ নাসিম

১. সূচনা

'শিক্ষা' নিয়ে লেখা সহজ কথা নয়। শিক্ষা নিয়ে লেখার জন্যে চাই শিক্ষা। এর জন্যে প্রয়োজন দীক্ষা, প্রয়োজন সমীক্ষা। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে শিক্ষার সবুজ চত্বর গড়া যায় না।

আমাদের শিক্ষা উন্নয়নের জন্যে কম চেষ্টা হয়নি এযাবত। কিন্তু আমাদের শিক্ষার নিজস্ব ভিত গড়ে উঠেনি এখনো। আমাদের শিক্ষার ভিত এবং অবকাঠামো গড়ার জন্যে তৈরি হয়েছে এযাবত অনেকগুলো শিক্ষা কমিশন। প্রথম কমিশন থেকেই দেখা যায়, কমিশনের লোকেরা আমাদের শিক্ষার ভিত গড়ার জন্যে ইট, বালু, রড, সিমেন্ট, পাথর সংগ্রহ করার জন্যে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরেছেন দেশে দেশে।

কী লাভ হয়েছে এতে? অনেকগুলো কমিশন, সংস্কার কমিটি, উন্নয়ন কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে এযাবত। কিন্তু কূলকিনারা হয়নি কিছুরই।

কেউ কি বলতে পারবেন-কোন্ কমিশনের প্রস্তাবনার উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা? আমাদের শিক্ষানীতি?

বরং বিভিন্ন সরকার, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা বিভিন্ন সময় নিজেদের চিন্তা চেতনার আলোকে শিক্ষার কারিকুলাম এবং সিলেবাসে যে সংস্কার সংশোধন করেছে, সেসব মেরামত নিয়েই চলছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা।

হ্যাঁ, অবকাঠামোগত বেশ উন্নতি হয়েছে (কাংখিত না হলেও)। তবে সেটা অনেকটা অন্ত:সার শূন্য। দেশে বর্তমানে অনুমোদন প্রাপ্ত ৫২টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সেগুলোর মান নিয়ে ব্যাপক লেখালেখির পর সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের

www.pathagar.com

চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এ বছর (২০০৪ ইসায়ী) সেগুলোর অবস্থা পর্যালোচনার জন্যে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি অক্টোবর মাসে প্রধান মন্ত্রীর কাছে যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে, তাতে দেখা যায় ৫২টির মধ্যে মাত্র ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় মানে চলছে। ১০টির কোন মানই নেই। বাকি ৩২টিও সঠিক মানে নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক শিক্ষক পয়সার জন্যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাশ নিচ্ছেন। একেকজন শিক্ষক একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ নেন।

অপরদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র রাজনীতি আর ধর্মঘটের কারণে সেশন জট লেগেই আছে।

ফলে, একদিকে দেখা যায়, আমাদের শিক্ষার কোনো আদর্শিক ভিত নেই। অপরদিকে দেখা যায়, অবকাঠামো যা-ই আছে তার অভ্যন্তরে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই।

আমাদের দেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার দাবি অনেক দিনের। সেই পাকিস্তান আমল থেকেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে জোর দাবি চলে আসছে। '৬৯ সালে এ দাবির কারণেই আবদুল মালেক কে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে। কিন্তু কোনো সরকারই এযাবত এ দাবি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়নি।

অবিরত জোর দাবির কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ইসলাম শিক্ষা কিছুটা লেজুড়ের মতো এখনো লেগে আছে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্ব বহাল আছে। তা না হলে এর ইসলামী শিক্ষা কী? ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা কেমন হবে? ইসলামী শিক্ষানীতি বলতে কী বুঝায়? এসব প্রশ্ন তুলে আসছেন অনেকেই। কেউ তুলছেন ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে। তবে জানার আগ্রহ নিয়েও প্রশ্ন করেন অনেকে।

এই প্রবন্ধে আমরা উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর নাতিদীর্ঘ জবাব পেশ করার চেষ্টা করেছি।

আমরা পরিষ্কার বলতে চাই, আমাদের শিক্ষানীতিতে নিম্নের বিষয়গুলি স্বচ্ছতার সাথে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হবে-

- আমাদের জাতীয় আদর্শ কী?
- আমাদের শিক্ষার আদর্শ কী হবে?
- আমরা যুব সমাজকে কোন্ চেতনায় উজ্জীবীত করতে চাই?
- আমাদের শিক্ষার্থীদের নৈতিক মানদন্ড কী হবে?
- কোন্ আদর্শ-চেতনা এবং কোন্ নৈতিক মানদন্ডে বলীয়ান হলে তারা বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে?

আমরা বলবো, নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র ইসলামী আদর্শ আর ঈমানী চেতনার দ্বারাই এটা সম্ভব। এছাড়া আর কোনো মতবাদ আর মতাদর্শ দ্বারাই এটা সম্ভব নয়।

এই আদর্শিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে কর্মমুখী ও জীবনমুখী শিক্ষা অর্জন করবে আমাদের

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীরা। তখনই আমাদের শিক্ষিত যুবসমাজ হবে জাতির জনসম্পদ। কেবল তখনই তারা স্বপ্ন দেখবে বিশ্বজয়ের, স্বপ্ন দেখবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবার।

২. শিক্ষা কী?

দার্শনিক ও শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন দার্শনিক এরিস্টোটল, সক্রেটিস ও প্লেটো শিক্ষার তাৎপর্য বর্ণনা করে গেছেন। সেই থেকে পরবর্তী সকল যুগের চিন্তাবিদরাই শিক্ষা সম্পর্কে কথা বলেছেন। শিক্ষার পরিচয় এবং সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন।

আল কুরআন থেকে জানা যায়, নবীগণ শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা শিক্ষার তাৎপর্য এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে নিজ নিজ জাতির সামনে পেশ করেছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর উপর অবতীর্ণ আল কুরআন এবং তাঁর নিজের বাণী হাদীস থেকে শিক্ষার তাৎপর্য এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয়।

ইংরেজি ও আরবি ভাষায় শিক্ষার জন্যে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়। এখানে আমরা সেগুলো বিশ্লেষণ করবো, যাতে করে শিক্ষার মর্মার্থ ও তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে যায়। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার প্রতিশব্দ হলো Education. Education শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ হলো ঃ শিক্ষাদান ও প্রতিপালন, শিক্ষাদান, শিক্ষা। Educate মানে ঃ to bring up and instruct, to teach, to train অর্থাৎ প্রতিপালন করা ও শিক্ষিত করিয়া তোলা, শিক্ষা দেওয়া অভ্যাস করানো। (Samsad English- Bengali Dictionary, Calcutta 22nd pression September 1990.)

Joseph T. Shiple তাঁর 'Dictionary of word Origins'-এ লিখেছেন, Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'Edex' Ges 'Ducer-Duc' শব্দগুলো থেকে। এ শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ হলো, যথাক্রমে বের করা, পথ প্রদর্শন করা। আরেকটু ব্যাপক অর্থে 'তথ্য সংগ্রহ করে দেয়া' এবং 'সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করে দেয়া'।

একজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন, Education শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীর মধ্যকার ঘুমন্ত প্রতিভা বা সম্ভাবনার পথ নির্দেশক। (মোহাম্মদ আজহার আলী ঃ পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন, বাংলা একাডেমী-১৯৮২।)

আরেকজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন ঃ

" Education denotes the realization of innate human potentialities of individuals through the accumulation of knowledge". (Education in Islamic Society : A.M. Chowdhury :Dhaka 1965)

www.pathagar.com

কুরআন হাদীছ এবং আরবি ভাষায় শিক্ষার জন্যে যেসব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, সে শব্দগুলো এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এ ক্ষেত্রে পাঁচটি শব্দের ব্যবহার সুবিদিত। সেশব্দ গুলোর নিম্নরূপ বিশ্লেষণ ঃ ১. তারবীয়াহ্ (تربية)

২. তা'লীম (تعليم) ৩. তা'দীব (تأديب) ৪. তাদরীব (تدريب) ৫. তাদরীস (تدريس)।

এই শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ ঃ

تربية শব্দটি ربو নির্গত হয়েছে তারবীয়াহ শব্দ থেকে।

ربو অর্থ ঃ Increase , to grow, to grow up, to exeed, to raise, rear, bring up, to educate, to teach, instruct, to develop, augment.

আর تربية মানে ঃ Education, up bringing, Instruction, Pedagogy, Breeding, Raising. (মু'জামুল লুগাতুল আরাবিয়্যিল মু'আসিরাহ By J. Milton Cowan.)

تعليم (তালীম) শব্দটি গঠিত হয়েছে علم থেকে। তা'লীম অর্থ ঃ Information, Advice, Instruction, Direction, Teaching, Training, Schooling, Education, Apprenticeship.৬৬ পূর্বোক্ত

تأديب (তা'দীব) শব্দটি গঠিত হয়েছে أدب (আদব) শব্দ থেকে। 'আদব' মানে ঃ Culture, Refinement, Good breeding, Good manners, Social graces, Decorum. এ অর্থবহ أدب (আদব) শব্দটি থেকেই গঠিত হয়েছে تأديب শব্দ। তাই তা'দীব শব্দের মধ্যে একদিকে যেমন এইসব অর্থও নিহিত রয়েছে, অন্যদিকে তা'দীব দ্বারা Education এবং DisciplineI ওবুঝায়। (পুর্বোক্ত গ্রন্থ)

تدريب (তাদরীব) মানে ঃ Habitation, Accustoming, Practice, Drill, Schooling, Training, Coaching, Tutoring. (উক্ত গ্রন্থ)

تدريس (তাদরীস) শব্দটি গঠিত হয়েছে درس (দারস) শব্দ থেকে। তাদরীস

www.pathagar.com

মানে ঃ To study, to learn, to teach, to instruct, to wipe out, to blot, to thrash out, tution. (উক্ত গ্রন্থ)

আভিধানিক অর্থ থেকেই পরিষ্কার হলো, এই পরিভাষাগুলো ব্যাপক অর্থবোধক। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দদ্বয় অত্যন্ত প্রশস্ত ভাব ব্যঞ্জনাময়। তৃতীয় শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিশেষভাবে আচরণগত সুশিক্ষাদান অর্থে। চতুর্থ শব্দটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাংখিত অভ্যাস গড়ে তোলা অর্থে ব্যবহৃত হয়। পঞ্চম শব্দটি ব্যবহৃত হয় পঠন, শিক্ষাদান, পাঠদান এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে অনাকাংখিত অভ্যাস ও অবস্থা দূরীকরণ অর্থে।

এই পরিভাষাগুলো থেকে শিক্ষার সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্য ও ব্যাপক পরিধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এই পাঁচটি পরিভাষার মর্মার্থ সাজিয়ে লিখলে ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে। আভিধানিক অর্থ থেকে এই পরিভাষাগুলোর মর্ম নিম্নরূপ দাঁড়ায় ঃ

১. প্রবৃদ্ধি দান করা/বৃদ্ধি করা/বড় করে তোলা।
২. উন্নত করা/উঁচু করা/অগ্রসর করানো।
৩. পূর্ণতা দান করা/মহত্তর করা/ মহান করা/প্রস্ফুটিত করা।
৪. জাগিয়ে তোলা/উত্থিত করা/উজ্জীবীত করা।
৫. নির্মাণ করা/প্রতিষ্ঠিত করা/গড়ে তোলা।
৬. লালন পালন করা/প্রতিপালন করা।
৭. শিক্ষাদান করা/শিক্ষিত করে তোলা।
৮. অভ্যাস করানো/অনুশীলন করানো/জ্ঞাপন করা/উপদেশ দেয়া।
৯. পরামর্শ দেয়া/শিক্ষাপূর্ণ আদেশ দেয়া/জ্ঞাপন করা/উপদেশ দেয়া।
১০. অনাকাংখিত আচরণাদি থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যে শাসন করা/সুসভ্য করে গড়ে তোলার জন্যে শাসন করা।
১১. অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত করা/সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করা/জন্মগত শক্তি, প্রতিভা ও যোগ্যতাকে প্রস্ফুটিত ও উদ্দীপ্ত করে দেয়া।
১২. সম্প্রসারিত করা/একটু একটু করে খোলা/বিকশিত করা।
১৩. পথ প্রদর্শন করা/পথ নির্দেশনা দান করা/সঠিক পথের সন্ধান দেয়া।
১৪. প্রেরণা দেয়া/উদ্বুদ্ধ করা/উদ্দীপ্ত করা/উৎসাহ প্রদান করা।

www.pathagar.com

১৫. সন্ধান দেয়া/সংবাদ দেয়া/তথ্য প্রদান করা।

১৬. শিক্ষাদান পূর্বক নিয়মানুগ করানো।

১৭. আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান।

১৮. শিক্ষানবিশিতে ভর্তি হওয়া।

১৯. সংস্কার করা/সংস্কৃতিবান করা/সুসভ্য করা/সংশোধন করা/ঘসে মেজে পরিচ্ছন্ন করা/নির্মল করা।

২০. শালীনতা, ভদ্রতা, শোভনতা, শিষ্টাচার এবং সম্মানজনক ও মর্যদা ব্যঞ্জক আচার ব্যবহার শেখানো।

২১. ভদ্র, নম্র, বিনয়ী ও আমায়িক আচরণ শেখানো।

২২. আদব-কায়দা শিক্ষাদান/উন্নত জীবন প্রণালী শেখানো।

২৩. উন্নত নৈতিক আচরণ শিক্ষাদান/ সচ্চরিত্র শিক্ষাদান।

২৪. প্রথা ও রীতিনীতি অভ্যস্ত করানো।

২৫. মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক ধাত পরিগঠন করা।

২৬. কর্মদক্ষ করানো/কর্মে অভ্যস্ত করানো/কৌশল শেখানো/নিপুণতা অর্জনে সহায়তা করা।

২৭. অধ্যয়ন করা/দক্ষতা অর্জনের জন্যে মনোনিবেশের সাথে পাঠ করা/স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে অধ্যয়ন করা।

২৮. বিচার বিবেচনা করা/চিন্তাভাবনা করা/গবেষণা করা/পুংখানুপুংখ পরীক্ষা করা/অনুসন্ধান করা।

২৯. উদ্ভাবন করা।

৩০. বিদ্যার্জন করা/পাণ্ডিত্য অর্জন করা/শেখা/জানা/দক্ষতা অর্জন করা।

আরবি ও ইসলামী পরিভাষায় শিক্ষার জন্যে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়, এ হলো সেগুলোর বাংলা অর্থ ও মর্ম। এর মধ্যে একেবারে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ থেকে আরম্ভ করে মানসিক, আত্মিক, নৈতিক ও শারীরিক পরিপূর্ণ বিকাশ উন্নয়ন, পরিশীলতা ও দক্ষতা অর্জনের ব্যাপকতা রয়েছে। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও মনীষীদের মতামত আলোচনা করলেও দেখা যায়, তাঁদের কেউ কেউ শিক্ষার খুব সংকীর্ণ অর্থ করেছেন। আবার কারো কারো দৃষ্টিতে শিক্ষার পরিচয় পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। মূলত শিক্ষা মানুষের পুরো জীবন পরিব্যাপ্ত। 'দোলনা থেকে কবর' পর্যন্ত শিক্ষার ব্যাপকতা পরিব্যাপ্ত। মানুষ তার পূর্ণাংগ জীবনে যা যা কিছুই আহরণ করে, আত্মস্থ করে, তা শিক্ষার মাধ্যমেই করে। যে কোনো জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হলো শিক্ষা।

৩. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ কুরআনের আলোকে

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল-কুরআনেও মৌলিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলো আমরা এখানে উল্লেখ করছি। শেষের দিকে আয়াতগুলো থেকে প্রাপ্ত নির্দেশিকাও উল্লেখ করবো ঃ

www.pathagar.com

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ
وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِم لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকেই যেনো কিছু লোক দীনের জ্ঞান লাভের জন্যে বেরিয়ে পড়ে, অতপর ফিরে গিয়ে যেনো নিজ নিজ এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করে, যাতে করে তারা ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে" (সূরা আত তাওবা ঃ ১২২)

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَن يُّوتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ
يَقُولُ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا
رَبَّانِيِّنَ ـ (ال عمران : ٧٩)

অর্থ ঃ "কোনো মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, জ্ঞান এবং নবুয়্যাত দান করবেন আর এগুলো লাভ করে সে মানুষকে বলবে ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমরা দাস হয়ে যাও। বরং সেতো বলবে ঃ তোমরা আল্লাহর দাস হয়ে যাও।"(সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৯)

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ
مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ـ قَالَ لَه مُوْسٰى : هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ
مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ـ (الكهف : ٦٦-٦٥)

অর্থ ঃ "সেখানে তারা আমার এমন এক দাসকে পেলো, যাকে আমি আপন রহমতে ধন্য করেছি আর নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছি। মূসা তাকে বললো ঃ আমি কি আপনার সংগে থাকতে পারি, যাতে করে আপনাকে যে সত্য জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে আপনি তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেন?" (সূরা আল কাহাফ ঃ ৬৫-৬৬)

فَاعْلَمْ اَنَّه لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه ـ (محمد : ١٩)

অর্থ ঃ "এই জ্ঞান লাভ করো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।" (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯)

www.pathagar.com

وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ـ (البقرة : ٢٠٣)

অর্থ ঃ "এই জ্ঞান লাভ করো যে, তোমাদেরকে অবশ্যি আল্লাহ্‌র নিকট একত্রিত করা হবে।" (সূরা আল বাক্বারা ঃ ২০৩)

وَاعْلَمُوْا اَنَّكُم مُلَقُوْهُ ـ (البقرة : ٢٢٣)

অর্থ ঃ "জেনে নাও যে, তোমরা অবশ্যি আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবে।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২২৩)

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُم فِتْنَةٌ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَه اَجْرٌ عَظِيْمٌ ـ

অর্থ ঃ "এই জ্ঞান লাভ করো যে, তোমাদের সন্তান ও সম্পদ পরীক্ষার বস্তু আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে অবশ্য বড় পুরস্কার।" (সূরা আনফাল ঃ ২৮)

অর্থ ঃ "জেনে নাও যে, কেবল আল্লাহ্‌ই তোমাদের অভিভাবক। তিনি উত্তম অভিভাবক আর উত্তম সাহায্যকারী।" (সূরা আনফাল ঃ ৪০)

فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الاَمْوَالِ وَالاَوْلَادِ .... وَفِى الاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَضْوَانٌ ـ (الحديد : ٢٠)

অর্থ ঃ "এই জ্ঞানার্জন করো যে, দুনিয়ার জীবনটা একটা খেল তামাশা ও চাকচিক্য মাত্র আর পরস্পরে গৌরব করা এবং সম্পদ ও সন্তানের দিক দিয়ে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র। .... বিপরীত পক্ষে রয়েছে পরকাল। সেখানে আছে কঠিন আযাব আর আছে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তোষ।" (সূরা আল হাদীদ ঃ ২০)

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ـ (فاطر : ٢٨)

অর্থ ঃ "আল্লাহ্‌র দাসদের মধ্যে জ্ঞানীরা তাঁকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির ঃ ২৮)

وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ امَنَّا بِه كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُولُوْ الاَلْبَابِ رَبَّنَا لاَتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ

www.pathagar.com

هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ - رَبَّنَا
اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَرَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُخْلِفُ
الْمِيْعَادَ - (ال عمران : ٩-٧)

অর্থ ঃ "জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী লোকেরা বলে ঃ আমরা এ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি। এর সবটুকুই আমাদের প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। শিক্ষাতো কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে। তারা প্রার্থনা করে ঃ প্রভু! তুমিই যখন আমাদের সঠিক পথে এনে দিয়েছো, তখন তুমি আমাদের মনে কোনো প্রকার কুটিলতা আর বক্রতা সৃষ্টি করে দিওনা। তোমার রহমতের ভান্ডার থেকে আমাদের দান করো। কারন প্রকৃত দাতা তো তুমিই। আমাদের প্রভু ! নিশ্চয়ই তুমি একদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবে, যে দিনের আগমনে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কখনো ভংগ করেন না অংগীকার।" (সূরা আল ইমরান ঃ ৭-৯)

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الاُمِّيِّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ ايَاتِه
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ - (الجمعة : ٢)

অর্থ ঃ "তিনি নিরক্ষরদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন রসুল পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ বিকশিত করে আর তাদেরকে আল কিতাব ও আল হিকমাহ্ শিক্ষা দেয়।" (সূরা আল জুমুয়া ঃ ২)

'হিকমাহ' অর্থ-জ্ঞানবিজ্ঞান, কর্মকৌশল, কর্মপ্রক্রিয়া, প্রযুক্তি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ - (الحديد : ٢٥)

অর্থ ঃ আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দিয়ে পাঠিয়েছি। সেই সাথে তাঁদের কাছে অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং মানদন্ড, যাতে করে মানুষ সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"(আল হাদীদ ঃ ২৫)

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا العِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ اٰمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا - (القصص : ٨٠)

অর্থ ঃ "কিন্তু জ্ঞানবান লোকেরা বললো ঃ তোমাদের জন্যে দুঃখ হয়, ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্যে তো আল্লাহ্‌র পুরস্কারই উত্তম।" (সূরা কাছাছ ঃ ৮০)

www.pathagar.com

আল কুরআনে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমরা এখানে যে আয়াতগুলো উল্লেখ করলাম, সেগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হলো ঃ

১. মানুষকে তার স্রষ্টা তথা মহান আল্লাহ্‌র দাস হিসেবে তৈরি করা।
২. দ্বীন তথা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান ও উপলব্ধি হাসিল করা।
৩. সত্যকে জানা ও সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা।
৪. তাওহীদের জ্ঞানার্জন করা।
৫. পরকালকে জানা এবং পরকালে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
৬. দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ এবং আল্লাহ্‌র পুরস্কারের আকাংখী হওয়া।
৭। আল্লাহ্‌কে অভিভাবক বানাবার যোগ্যতা অর্জন।
৮. আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
৯. আল্লাহ্‌র ভয় অর্জন।
১০. সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা।
১১. আল কুরআনের মর্ম উপলব্ধি।
১২. কর্মকৌশল ও কর্মদক্ষতা লাভ করা।
১৩. মানসিক, আত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ।
১৪. মানব সমাজকে সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার যোগ্যতা অর্জন।
১৫. ঈমানের ভিত্তিতে সৎকর্ম অনুশীলনের যোগ্যতা অর্জন এবং এরি মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পুরস্কার লাভের যোগ্য হওয়া।
১৬. সূরা আল বাক্বারার ২৪৭ আয়াতে শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের যোগ্যতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে।
১৭. একই আয়াতে মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের যোগ্যতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে।

মোট কথা, কুরআনের দৃষ্টিতে শিক্ষার মৌল লক্ষ্য হলো, আল্লাহ্‌কে জানা, আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালের মুক্তির জন্যে নিজেকে তৈরি করা। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আত্মিক ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সৎকর্মশীল বানানো এবং মানবতাকে সত্য ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধানের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।

৪. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ হাদিসের আলোকে

রাসুল্লাহ (সা)-এর হদিসেও শিক্ষার দিক-নির্দেশিকা উল্লেখ হয়েছে। এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস আমরা এখানে উল্লেখ করছি। হাদিসগুলো থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা সমূহও শেষে সাজিয়ে উল্লেখ করবো।

www.pathagar.com

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِىْ حُجْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتِ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ ـ

অর্থ ঃ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ " আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতারা, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, গর্তের পিপিলিকা এবং পানির মৎস পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির কল্যাণ কামানা করে, যে, মানুষকে কল্যাণকর শিক্ষা দান করে।" (তিরমিযি)

اِنَّ رِجَالاً يَأْتُوْنَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ، فَاِذَا اَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا ـ (ترمذى)

অর্থ ঃ "বিশ্বের দিক দিগন্ত থেকে মানুষ তোমাদের কাছে ছুটে আসবে দীনের মর্ম জ্ঞান উপলব্ধি করবার উদ্দেশ্য। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে, তোমরা তাদের কল্যাণকর উপদেশ (শিক্ষা) দান করবে।" (তিরমিযি)

مَن تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغى بِه وَجْهُ اللّٰه لاَيَتَعَلَّمُه اِلاَّ لِيُصِيْبَ بِه غَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ ـ (مسند احمد و ابو داؤد و ابن ماجه : ابو هريره)

অর্থ ঃ "যে শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তোষ অন্বেষণ করা হয়ে থাকে, কেউ যদি তা পার্থিব স্বার্থে অর্জন করে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের গন্ধও লাভ করবেনা।" (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজহ)

يَحْمِلُ هذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُه يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ ـ

"প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্মের ন্যায়পরায়ণ লোকেরাই (কুরআন সুন্নাহর) এই জ্ঞানকে বহন করবে। তারা এ থেকে সীমা লংঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের মিথ্যারোপ এবং অজ্ঞ লোকদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বিদূরিত করবে।"(বায়হাকি)

www.pathagar.com

مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الاِسْلاَمَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ - (دارمی)

অর্থ ঃ "ইসলামকে পূনরুজ্জীবিত করবার উদ্দেশ্য জ্ঞান অন্বেষণে লিপ্ত থাকা অবস্থায় যে লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে, বেহেশতে তার ও নবীদের মাঝে পার্থক্য হবে মর্যাদার একটি মাত্র স্তর।" (দারিমি ঃ হাসান বসরি থেকে)

تَعَلَّمُوْا العِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوْا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ تَعَلَّمُوْا الْقُرانَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ - (دارمی ودار قطنی : عبد الله بن مسعود)

অর্থ ঃ "তোমরা যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দাও। তোমরা দীনের বিধি বিধান ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দান করো। তোমরা কুরআন শিখো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দান করো।" (দারিমি)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসগুলো থেকে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করলাম। হাদীসগুলোর আলোকে আমরা জানতে পারলাম, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ঃ

১. মানব কল্যাণ ।
২. সুশিক্ষা বিস্তার।
৩. আল্লাহ্কে জানা ও আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জন।
৪. আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উপায় জানা।
৫. কুশিক্ষা নির্মূল করা ও শিক্ষা সংস্কার করা।
৬. ইসলামকে পূনরুজ্জীবিত করা।
৭. কর্তব্য পরায়ণ হওয়া।
৮. কুরআনের আলো বিস্তার।

৫. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মনীষীদের দৃষ্টিতে

এবার দেখা যাক, শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনীষীরা কে কি বলেছেন ঃ

জন ডিউই বলেছেন ঃ "শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্ম উপলব্ধি।"

প্লেটোর মত হলো ঃ "শরীর ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নতির জন্যে যা কিছুই প্রয়োজন, তা সবই শিক্ষার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।"

প্লেটোর শিক্ষক সক্রেটিসের মতে ঃ " শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মিথ্যার বিনাশ আর সত্যের আবিস্কার।"

www.pathagar.com

এরিস্টোটল বলেছেন ঃ "শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় অনুশাসনের অনুমোদিত পবিত্র কার্যক্রমের মাধ্যমে সুখ লাভ করা।"

শিক্ষাবিদ জন লকের মতে ঃ " শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ দেহে সুস্থ মন প্রতিপালনের নীতিমালা আয়ত্বকরণ।"

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ হার্বাট বলেছেন ঃ "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর সম্ভাবনা ও অনুরাগের পূর্ণ বিকাশ ও তার নৈতিক চরিত্রের কাংখিত প্রকাশ।"

কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতির উদ্ভাবক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঋৎড়বনবষ-এর মতে ঃ "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুন্দর বিশ্বাসযোগ্য ও পবিত্র জীবনের উপলব্ধি।"

কমেনিয়াসের মতে ঃ "শিশুর সামগ্রিক বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর মানুষের শেষ লক্ষ্য হবে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে সুখ লাভ করা।"

শিক্ষাবিদ চবংঃধষড়ুর বলেছেন ঃ "দেহ ও মনের সমান্তরাল পূর্ণ বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।"

পার্কার বলেছেন ঃ "পূর্ণাঙ্গ মানুষের আত্ম প্রকাশের জন্যে যেসব গুণাবলী নিয়ে শিক্ষার্থী এ পৃথিবীতে আগমন করেছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সেসব গুণাবলীর যথাযথ বিকাশ সাধন।"

জীন জ্যাক রুশোর মতে ঃ সুঅভ্যাস গড়ে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

Bartrand Russell-এর একটি মন্তব্য হলো ঃ

Ò........... The education system we must aim at producing in the future is one which gives every boy and girl an opportunity for the best that exists."

স্যার পার্সীনান বলেছেন ঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ঃ " চরিত্র গঠন, পরিপূর্ণ জীবনের জন্যে প্রস্তুতি এবং ভালো দেহে ভালো মন গড়ে তোলা।"

ডঃ হাসান জামান বলেছেন ঃ "স্বকীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সুনাগরিক তৈরি করা .... এবং জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নই হওয়া উচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য।"

আল্লামা ইকবালের মতে ঃ " পূর্ণাংগ মুসলিম তৈরি করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য।"

বিখ্যাত দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) বলেন ঃ মানুষ কেবল চোখ দিয়েই দেখেনা, এর পেছনে রয়েছে তার সক্রিয় মন ও মগজ। রয়েছে তার একটা দৃষ্টিভংগি ও মতামত। জীবনের একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে তার। সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার একটা প্রক্রিয়া তার আছে। মানুষ যা কিছু দেখে, শুনে এবং জানে, সেটাকে সে নিজের আভ্যন্তরীণ মৌলিক চিন্তা ও ধ্যান ধারণার সাথে সামঞ্জস্যশীল করে নেয়। অতপর সেই চিন্তা ধ্যান ধারণার ভিত্তিতেই তার জীবন পদ্ধতি গড়ে উঠে। এই জীবন পদ্ধতিই হলো সংস্কৃতি। যে জাতি একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, আকিদা বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যের অধিকারী এবং যাদের রয়েছে নিজস্ব জীবনাদর্শ তাদেরকে তাদের নতুন প্রজন্মকে সেই স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, আকিদা বিশ্বাস, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও জীবনাদর্শের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার বিকাশ ও উন্নয়নের যোগ্য করে গড়ে তোলা কর্তব্য। আর সে উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে তুলতে হবে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা।" (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ তালীমাত।)

www.pathagar.com

১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতভাবে 'শিশু অধিকার সনদ' গৃহীত হয়। এতে চূয়ান্নটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।'অনুচ্ছেদ ২৮' শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করার দলিল। অনুচ্ছেদ ২৯/১-এ শিক্ষার লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে। অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ ঃ

"শিক্ষার লক্ষ্য

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ এ ব্যাপারে সম্মত যে, শিশুদের শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকবে-

ক. শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ;

খ. মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার এবং জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

গ. শিশুর পিতা-মাতা তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তা, ভাষা ও মূল্যবোধ, তার মাতৃভূমিএবং অপরাপর সভ্যতার প্রতি শুদ্ধাবোধের বিকাশ;

ঘ. সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং সকল মানুষ, নৃগোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী লোকজনের মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্ত সমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্য শিশুর প্রস্তুতি;

ঙ. প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।" এই অনুচ্ছেদটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের দৃষ্টিতে শিশুর শিক্ষার লক্ষ্য হলো ঃ

১. ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ;

২. মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ;

৩. মানসিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ;

৪. শারীরিক সামর্থের পরিপূর্ণ বিকাশ;

৫. মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

৬. মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

৭. জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

৮. পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

৯. নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

১০. নিজস্ব ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

১১. নিজস্ব মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

১২. মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

১৩. অপরাপর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

১৪. সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং সকল মানুষ, নৃ-গোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী লোকজনের মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্ত সমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ;

১৫. প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।

www.pathagar.com

৬. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো না কোনো প্রক্রিয়ায় শিক্ষা লাভ করে যাচ্ছে। কোনো না কোনো উপায়ে সে অবিরাম জ্ঞানার্জন করেই চলেছে। শ্রেণীকক্ষ আর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ প্রতিনিয়ত জগতের সকলের এবং সকল কিছুর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করছে, অর্জন করছে জ্ঞান। এই অবিরাম ও প্রতিনিয়ত শিক্ষা কার্যক্রমকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে ঃ

১. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বা Informal Education.

২. উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা Nonformal Education.

৩. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা Formal Education.

বিধিবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তক এ শিক্ষার প্রধান প্রধান উপকরণ। এছাড়া সময়ের সীমারেখা, পাঠ্যসূচীর সীমাবদ্ধতা, পরীক্ষার বিধিবদ্ধতা, কর্তৃপক্ষীয় নিয়ন্ত্রন ও স্বীকৃতির বেষ্টনীতে এ শিক্ষার বসবাস। উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষায় এসব আনুষ্ঠানিকতা পুরোপুরি থাকে না বটে, তবে কিছু কিছু থাকে। আবার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাও এটা নয়।

আর অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা হলো সেই শিক্ষা যাতে কোনো কৃত্রিম আয়োজন নেই। এখানে গোটা সমাজ আর পুরো বিশ্বজগতই মানুষের শিক্ষাগার। কোনো প্রকার বিশেষ আয়োজন ছাড়াই মানুষ এখানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিখেই চলে।

এ ক্ষেত্রে মানুষের মা তার প্রথম ও প্রধান শিক্ষক, তার বাপ শিক্ষক। ভাই বোন, চাচা চাচি, দাদা দাদি, নানা নানিসহ সকল আত্মীয় স্বজন তার শিক্ষক। তার প্রতিবেশীরা তার শিক্ষক। তার পরিবেশ তার শিক্ষক। তার সমাজ ও চলমান সামাজিক কার্যক্রম তার শিক্ষক, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম তার শিক্ষক। চলমান বিশ্ব ও বিশ্ব ব্যবস্থা তার শিক্ষক। প্রকৃতি তার শিক্ষক। তার নিজের সৃষ্টিতে রয়েছে তার জন্যে শিক্ষা। নক্ষত্ররাজি, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ এবং রাতদিনের আবর্তনের মধ্যে রয়েছে তার জন্যে শিক্ষা। এসবের কাছ থেকে এবং এসব কিছু থেকে মানুষ তার চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে আর মনমস্তিস্ক দিয়ে অনুভব উপলব্ধি করে দিনরাত অবিরাম শিখছে আর শিখছে। আহরণ করছে জ্ঞান আর জ্ঞান। বিকশিত করছে নিজের দেহ ও মনকে। প্রস্ফুটিত ও পরিশুদ্ধ করছে নিজের আত্মাকে। প্রখরিত করছে নিজের বিবেককে। এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অকৃপণ, উদার ও প্রাকৃতিক। কেউই বঞ্চিত হয় না এ শিক্ষা থেকে। তবে আজ আমরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়েই আলোচনা করছি। কারণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাতেই প্রয়োজন হয় অনেক আয়োজনের।

৭. শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি

শিক্ষা কী? শিক্ষা ব্যবস্থা কী? শিক্ষা নীতি কী? এ নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন অনেকেই। শিক্ষার পরিচয় তো আমরা আগেই দিয়ে এসেছি। এবার জানা যাক অপর দুটি কী?

www.pathagar.com

শিক্ষা এবং শিক্ষাব্যবস্থাপনার সকল দিক ও বিভাগ নিয়ে গঠিত হয় শিক্ষাব্যবস্থা। অন্যকথায় শিক্ষার সাথে জড়িত সকল বিষয়ের সমন্বিত রূপই শিক্ষাব্যবস্থা। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য, শিক্ষার স্তর, শিক্ষার বিভাগ, শিক্ষাক্রম (কারিকুলাম), পাঠ্যসূচী (সিলেবাস), পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাগৃহ, শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগার, পরীক্ষা বা মূল্যায়ন, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার জন্যে অর্থ, শিক্ষার পরিবেশ– প্রভৃতির সমন্বয়েই গঠিত হয় শিক্ষাব্যবস্থা।

আর উপরোক্ত বিষয়গুলো যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত হয়, তাকেই বলা হয় শিক্ষানীতি বা এডুকেশন পলিসি।

যেমন অনেকগুলো বিভাগ, উপবিভাগ, দফতর, অধিদফতর, পরিষদ, উপপরিষদ ইত্যাদি নিয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রব্যবস্থা। আর গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হয় যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতির ভিত্তিতে– তা হলো রাষ্ট্রনীতি।

এভাবে সব ক্ষেত্রেই কর্ম এবং কর্মের আনুষঙ্গিক বিষয়াদির সাথে সাথে কর্মনীতিও থাকতে হয়। যেমন, কর্ম কর্মনীতি; শ্রম শ্রমনীতি। মূলত কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সংস্থা, সমাজ, সমষ্টি, রাষ্ট্র সেই নিয়মনীতি ও বিধি বিধানের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়, তার উদ্যোক্তারা তা পরিচালনার জন্যে যে নীতিমালা ও বিধিমালা তৈরি করে থাকে।

৮. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরও আজ পর্যন্ত এখানে আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়নি। বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় নাগরিকদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার ব্যবস্থা নেই। এ অবস্থা চলে আসছে আরো আগে থেকে।

মুসলিম শাসনামলে ভারত উপমহাদেশে চালু ছিলো ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। সে শিক্ষাব্যবস্থায় তৈরি হতো আদর্শ নাগরিক, আদর্শ মুসলিম এবং দেশ পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ নেতৃত্ব ও জনশক্তি।

কিন্তু ১৭৫৭ সাল থেকে যখন ইংরেজরা ভারতবর্ষ দখল করে নিতে থাকে, তখন থেকে তারা এ দেশে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার ব্যবস্থা করে, যে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শিক্ষা লাভকারীরা তাদের মানসিক গোলাম হিসেবে তৈরি হবে। তাদের খাদেম ও সেবক হয়ে কাজ করবে এবং মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেও সত্যিকার মুসলিম হয়ে গড়ে উঠবেনা। শেষ পর্যন্ত সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাহীন ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা তার শৌর্যবীর্য হারিয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে বৃটিশদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থা জমে উঠে। চাকুরি বাকরিসহ বস্তুগত জীবনধারণ ও জীবন যাপনের জন্যে তখন এই শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়ে।

সেই থেকে এদেশে চালু হয় দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা। অর্থাৎ দুই ধারার শিক্ষাব্যবস্থা। একটি

www.pathagar.com

হলো বৃটিশদের বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা। আর অপরটি হলো পূর্ব থেকে চলে আসা মুসলমানদের ধর্মীয় তথা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে তার উপযোগীতা হারিয়ে ফেলে। এ সময় মুসলমানরা রাষ্ট্র ও ক্ষমতা হারিয়ে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ার কারণেই তাদের শিক্ষাব্যবস্থাও ধীরে ধীরে সেকেলে হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের পরিচালিত মাদ্রাসাগুলো শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য লোক তৈরি করবার উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার সময় ভারত বিভক্ত হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র। আর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত হয় ভারত।

মুসলমানরা স্বাধীন পৃথক রাষ্ট্র দাবি করেছিল ইসলাম অনুযায়ী দেশ পরিচালনার জন্যে। তাদের আদর্শিক ঐতিহ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতি চালু করবার জন্যে। কিন্তু যারা পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করে, তারা মুসলমানদের এই প্রানের দাবীর সাথে গাদ্দারি করে। তারা পাকিস্তানে কিছুতেই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও চালু করেনি। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেনি। তারা ইংরেজদের চালু করে যাওয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা,বিচারব্যবস্থা সবই হুবহু বহাল রাখে। কিছু সংস্কার সংশোধন করলেও ইসলামের পক্ষে তেমন কিছুই করেনি। কেবল মুসলমান জনগণের প্রবল চাপের প্রবল চাপের মুখে বাধ্য হয়ে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান' নামের সাইন বোর্ডটি গ্রহণ করে। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা করেনি অতপর চব্বিশ বছরের মাথায় পাকিস্তান ভেংগে যায়। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যায় পাকিস্তান হিসেবে।

স্বাধীন বাংলাদেশেরও ৩৪ বছর বিগত হলো। আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে চালু হয়নি। জনগণের প্রানের দাবী ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
স্বাধীন বাংলাদেশের ৩৪ বছরে বেশ কয়েকটি শিক্ষা সংস্কার ও সুপারিশমালা প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে এবং সে কমিটিগুলো রিপোর্টও প্রদান করেছে। তবে এ যাবত পাঁচটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। পাঁচটি কমিশনই তাদের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করেছে। কমিশনগুলো হলো ঃ

প্রথম ঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪
দ্বিতীয় ঃ মজিদ খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৯
তৃতীয় ঃ মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৮
চতুর্থ ঃ শামসুল হক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৯৭
পঞ্চম ঃ মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ২০০৩

মূল ভিত্তির প্রেক্ষিতে উপরোক্ত কোনো একটি রিপোর্টই পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ রিপোর্ট হিসেবে

www.pathagar.com

বিবেচিত হবার যোগ্য নয়। প্রথম কমিশনটি ছিলো ড. কুদরাতে-ই-খুদা কমিশন ১৯৭৪ সালের মে মাসের এ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এ রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হয় ঃ 'আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রের এ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবসান ঘটবে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা হবে'।
নবদিগন্ত সূচনাকারী উক্ত শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট থেকে কয়েকটি সুপারিশ আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি ঃ

১. "কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের মাঝে বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য।" (অধ্যায় ১ ঃ ১)
২. "আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যেন এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।" (অধ্যায় ১ ঃ ২)
৩. "সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে নাগরিকদের ..... শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।" (অধ্যায় ১ ঃ ৫)
৪. "নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠন ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।" (অধ্যায় ১ ঃ ৯)
৫. "প্রত্যেক শিক্ষর্থীকে বাংলাদেশকে গভীরভাবে ভালবাসতে হবে এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদ আদর্শের সম্যক উপলব্ধি অর্জন করতে হবে।"(অধ্যায় ২ ঃ ১৩)
৬. "সমগ্র দেশে সরকারী ব্যয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচী ভিত্তিক এবং অভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।" (অধ্যায় ৭ ঃ ৯)। (অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষা থাকবে না।)।
৭. প্রাথমিক শিক্ষার পঠিতব্য বিষয় ঃ সপ্তাহিক পিরিয়ড ঃ
প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা থাকবেনা। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে সপ্তাহে ধর্ম শিক্ষার ২টি করে পিরিয়ড থাকবে। (অধ্যায় ৭ ঃ১০)
৮. "মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। এ স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়সের প্রেক্ষিতে একই শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্মত।" (অধ্যায় ঃ-৭ ঃ ১০) (অর্থাৎ সহশিক্ষা)।
৯. "নবম শ্রেণী হতে শিক্ষা কার্যক্রম মূলত দ্বিধাবিভক্ত হবে ঃ (ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও (খ) সাধারণ শিক্ষা।" (অধ্যায় ৮ ঃ ৫)। (ধর্মীয় শিক্ষা থাকবে না।)
১০. "মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী। কেননা সকল শিক্ষার্থীকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান মাদ্রাসার লক্ষ্য।" (অধ্যায় ১১ ঃ ২)
১১. "বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার ও যুগোপযোগী

www.pathagar.com

পূনর্গঠনের প্রয়োজন। আমাদের সুপারিশ হচ্ছে দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রিপোর্টের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত একই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম (১ম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) প্রবর্তিত হবে।"(অধ্যায় ১১ ঃ ৩) (অর্থাৎ মাদ্রাসা থাকবে না।)

এ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তব ও কর্মমুখী করার জন্যে অনেকগুলো প্রস্তাবই আছে। তবে সেই সাথে শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতির ঈমান আকীদা, ধ্যান ধারনা, দৃষ্টিভংগি ও ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতি করার একটা পরিকল্পনাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামী আদর্শের বিপরীত বিশেষ ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টিভংগিতে গড়ে তোলার সুস্পষ্ট সুপারিশ এই রিপোর্টে রয়েছে। সুতরাং এ রিপোর্টকে কতটা গণমুখী ও বাস্তব ভিত্তিক বলা যায়?

এরপর ১৯৮৮ সালে প্রফেসর মফিজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টটি কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্টের চেয়ে অনেকটা উন্নততর। এ রিপোর্ট থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভংগি গড়ে তোলার নীতি বাদ দেয়া হয়। ধর্মের প্রতি কিছুটা অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়।

এই রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছে নিম্নরূপ ঃ

১. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সচেতন করে তোলা।

২. দেশে নিরপেক্ষতার অবসান ঘটান।

৩. সমাজের প্রতি স্তরের মানুষকে নিজ নিজ মেধা ও প্রবণতা অনুসারে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়া।

৪. নেতৃত্বের গুণবলী অর্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সঞ্চার করে পারস্পরিক মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা।

৫. আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে শিক্ষার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি শিক্ষার্থীদের সশ্রদ্ধ করে তোলা।

৬. বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও কর্মানুরাগ বৃদ্ধি করে আমাদের বিপুল জনশক্তিকে জাতীয় সম্পদে পরিণত করা।

৭. শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনের সহায্যে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মানুরাগ বৃদ্ধি করা এবং মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সমূহের বিকাশ সাধন করা।

৯. বিশ্বের সকল দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের একাত্মবোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের বস্তুনিষ্ঠ, বিজ্ঞানমনস্ক ও সমাজ-সচেতন মানুষে পরিণত করা।

১০. মৌলিক চিন্তার স্বাধীন প্রকাশে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা এবং সমাজে মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটান। (জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৮)

www.pathagar.com

এই রিপোর্টটিও বাস্তবায়িত হয়নি।

অতপর ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক গঠিত শামসুল হক কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সরকার এ কমিটিকে কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের নির্দেশ প্রদান করে। দেশের বর্তমান সংবিধান এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক ও শিক্ষক সংগঠনের চাপের মুখে এ কমিটি কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্টের চাইতে অনেকটা উন্নতর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। এ প্রতিবেদনে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"১. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক , মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সমাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তাচেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো।

৪. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদনক্ষম সৃজনশীল করে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

৫. কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্ম সংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

৬. বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৭. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা।

৮. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা।

৯. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা।

১০. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

১১. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা।

www.pathagar.com

১২. শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী পুরুষ বৈষম্য (Gender bias) দূর করা।

১৩. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো।

১৪. পরিবেশ-সচেতনতা সৃষ্টি করা।[২২] প্রতিবেদন ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭, প্রষ্ঠা ঃ ৯,৪০।

এখানে ২ নং পয়েন্টে সুস্পষ্ট ও অকাট্য কথা বলে দেয়ার পর ৩ নং পয়েন্টে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি, তা উহ্য ও অস্পষ্ট রেখে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া ৬, ৭ ও ৯ নং পয়েন্টসমূহ খুবই বিভ্রান্তিকর। এছাড়া এ প্রতিবেদনের ভেতরেও মাঝে মাঝে বেশ বিভ্রান্তিকর সুপারিশ করা হয়েছে।

২০০১ সালের অক্টোবর মাসে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। ক্ষমায় আসার পর এ সরকার প্রথমে প্রফেসর এম.এ. বারীর নেতৃত্বে একটি শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন করে। এ কমিটি একটি ভালো রিপোর্ট প্রদান করে। অতপর এ সরকার প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩ হিসেবে পরিচিত। এ কমিশন ৩১ শে মার্চ ২০০৪ তারিখে তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। এতে শিক্ষাব্যবস্থার নীতিমালা নির্ধারন করা হয় নিম্নরূপ ঃ

মৌলিক নীতিসমূহ

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে কতগুলো মৌলনীতির ভিত্তিতে, যা কমিশনের কাজের প্রথম দিকেই আলোচিত ও গৃহীত হয়েছিল, এ প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।
এগুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

১. মূল লক্ষ্য ঃ শিক্ষার মূল লক্ষ্য সমগ্র জনগোষ্ঠীকে স্বল্পসময়ের মধ্যে সম্পদে পরিণত করা।

২. শিক্ষার সুযোগ ঃ ধর্ম, গোষ্ঠী, সংস্কৃতি, নারী-পুরুষ বা ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে শিক্ষার সুযোগ, বিশেষভাবে মৌলিক শিক্ষাক্ষেত্রে, সমবণ্টনের নীতি অনুসরণ।

৩. শিক্ষার গুণগত মান ঃ শিক্ষার গুণগত মান সর্ব পর্যায়ে সমুন্নত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪. বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়স ঃ যেদিন শিশুর বয়স ৫ বছর হবে সেদিনই তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার প্রক্রিয়া চালু করা।

৫. প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ ঃ সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি আওতায় আনয়ন করতে হবে।

৬. শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত ১:৩০ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই অনুপাত ১:৪০-এ নামিয়ে আনা।

৭. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সকল পর্যায়ে শিক্ষার

www.pathagar.com

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

৮. শিক্ষাকাঠামো ঃ বর্তমানের শিক্ষাকাঠামো অপরিবর্তিত রাখা বাঞ্ছনীয়।

৯. শিক্ষার বিভিন্ন ধারার সমন্বয়সাধন ঃ বর্তমানে দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষার ধারা সমাজে আর্থ-সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অসমতা সৃষ্টি করছে, যা সামাজিক সংহতি বিরোধী। হঠাৎ করেই আজ যেহেতু এসব ধারা পরিবর্তন করা বাস্তবসম্মত নয় সেহেতু অন্তত বিভিন্ন ধারার মধ্যে বিস্তৃত অংশ যাতে সমসত্ত্ববিশিষ্ট হয় সে লক্ষ্যে কারিকুলাম প্রণয়নের প্রচেষ্টা।

১০. একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষনীতি ও ব্যবস্থা চালুকরণ।

১১. গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃতকরণ ঃ এ উদ্দেশ্যে সরকারি অর্থে পরিচালিত নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে বা মফস্বল এলাকায় অর্থাৎ যে সব এলাকায় শিক্ষার সুযোগ কম সেসব জায়গায় স্থাপনা।

১২. মফস্বলে মডেল হাইস্কুল ঃ স্বল্প সময়ের ব্যবধানের প্রত্যেকটি উপজেলায় একটি করে মডেল হাইস্কুল স্থাপন।

১৩. শিক্ষক নির্বাচন ঃ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানে নিরপেক্ষ কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ।

১৪. শিক্ষার গুণগত মান ঃ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নকল্পে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা। বিশেষভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদান। স্বল্পসময়ে প্রশিক্ষণের জন্য দূরশিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার।

১৫. শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ কমিশনের বিবেচনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রযুক্তির পূর্ণ ব্যবহার ছাড়া স্বল্পসময়ে শিক্ষার মান উন্নত করার অন্য কোন বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে একটি টি-ভি চ্যানেল শিক্ষার জন্য নিবেদিত (dedicated) করা যেতে পারে।

১৬. জীবনমুখী শিক্ষা ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন ঝরেপড়া শিক্ষার্থীরাও সমাজের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হতে পারে।

১৭. শিক্ষা ও জনশক্তি ঃ দেশের জনশক্তি ব্যবহার সম্পর্কে একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক যাতে কোন শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি না হয়।

১৮. শিক্ষায় দূরশিক্ষণ পদ্ধতি ঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক ও অব্যাহত শিক্ষাদানের জন্য দূরশিক্ষণ পদ্ধতিটি (টি-ভি'র সাহায্যে) ব্যবহার করতে হবে।

১৯. শিক্ষকের মর্যাদা ঃ শিক্ষকদের বেতনকাঠামো, পদোন্নতির নিয়মাবলি, চাকুরির শর্তাবলী ইত্যাদি এমন হতে হবে যেন তা সম্মানজনক হয়।

২০. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ

ক) সকর পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুরূপ রাখার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

খ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে (দশম শ্রেণীর শেষে এস.এস.সি পরীক্ষা

www.pathagar.com

ব্যতিরেকে) পরীক্ষার ফল কোন শিক্ষার্থীকে অকৃতকার্য ঘোষণার জন্য নয়। বরং শিক্ষাজীবনের প্রথম নয় বছর পরীক্ষা নিতে হবে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর অর্জন কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌছেছে কিনা তা দেখার জন্য এবং তা অর্জিত না হলে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে তার মান উন্নয়নে সহায়তা করা।

২১. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ঃ ঢাকা কেন্দ্রিক প্রশাসনকে (বিশেষ করে মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা ক্ষেত্রে) বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে যাতে-

ক) কোন এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না থাকে;

খ) বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার ক্ষমতার মধ্যে সংঘাত না থাকে;

গ) অধিকতর দ্রুতগতিতে এবং স্থানীয়ভাবে সমস্যার সমাধান হয় এবং

ঘ) বিদ্যালয়/কলেজ/ কর্তৃপক্ষ বা প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষদের সকল কাজে রাজধানীতে আসতে না হয় বা অমর্যাদাকর অবস্থায় পড়তে না হয়।

২২. তথ্যপ্রযুক্তি ঃ তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার জন্য প্রণীত জাতীয় নীতি স্বল্প সময়ে বাস্তবায়নের জন্য যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৩. নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ঃ সরকারি ব্যয়ে একক বিষয়ভিত্তিক (যেমন-কৃষি, প্রকৌশল, চিকিৎসা প্রভৃতি) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন নিরুৎসাহ করতে হবে, কেননা তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ও অপচয়ী।

২৪. বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ঃ উচ্চশিক্ষা যেহেতু ব্যয়বহুল সেহেতু বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ন্ত্রণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

২৫. বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরপেক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলা ঃ বিশ্ববিদ্যালযের স্বায়ত্বশাসন সমুন্নত রেখে ১৯৭৩-এর আইনদ্বারা পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিরপেক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলা।

২৬. গবেষণায় উৎসাহদান ঃ

ক) প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের গবেষণায় উৎসাহদানের জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে Centres of Excellence গড়ে তোলাসহ অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি সম্প্রসারণ।

খ) পেশাগত শিক্ষাক্ষেত্রে (কৃষি, প্রকৌশল, চিকিৎসা) গবেষণার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

২৭. ভাষানীতি ঃ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে একটি জাতীয় ভাষানীতি প্রণয়ন প্রয়োজন।

২৮. বিজ্ঞাননীতি প্রণয়ন ঃ সর্বাধুনিক জ্ঞানের আলোকে জাতীয় বিজ্ঞাননীতি প্রণয়ন এবং শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে স্বল্পসময়ে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২৯. অব্যাহত শিক্ষাদান ঃ প্রযুক্তি (রেডিও, টিভি, কম্পিউটার, ইন্টারনেট) ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত ও বিজ্ঞান মনস্ক করার জন্য বাস্তবভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষাদান প্রক্রিয়া চালু করণ।

www.pathagar.com

৩০. স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন ঃ দেশে একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন করা দরকার। কমিশনের কাজ হবে মূলত

ক) শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) চলমান গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা নিরূপণ ও তার প্রতিকারের সুপারিশ করা

গ) শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন চিন্তাচেতনার উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগসম্পর্কে সুপারিশ করা। (জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩ প্রতিবেদন।)

জাতীয় শিক্ষা কমিশনের এই রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন, ডীন নির্বাচন ও ভিসি নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া রিপোর্টে প্রত্যেক উপজেলায় ১০ বছরে একটি আদর্শ স্কুল প্রতিষ্ঠা, স্কুল ম্যাপিং-এর ভিত্তিতে প্রতি বছর দেশে ২৫টি স্কুল প্রতিষ্ঠা, স্বতন্ত্র শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন, বিদ্যালয়ে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো গঠন, কোচিং সেন্টার ও নোট বই নিষিদ্ধ করাসহ শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে। রিপোর্টে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও আধুনিক করার সুপারিশ করা হয়। পাশাপাশি ফাযিল ডিগ্রীকে ব্যাচেলর এবং কামিল ডিগ্রীকে মাষ্টার্স ডিগ্রীর সমতুল্য ঘোষণার প্রস্তাব করা হয়। কমিশনের রিপোর্টে ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে একটি নীতিমালা প্রণয়নেরও সুপারিশ করা হয়।

সুপারিশমালায় বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ হবে ৫ বছর। ৫ বছর বয়:প্রাপ্ত সকল শিশুকে অবশ্যি বিদ্যালয়ে আনতে হবে। সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা চক্র যাতে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করতে বলা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বর্তমান প্রচলিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার পাশাপাশি সাময়িক পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করতে হবে। তবে ইংরেজি ও ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে শুধু মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়।

সুপারিশমালায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীকে আধুনিক বিষয়সমূহে গবেষণা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। বিশ্ববিদ্যালয় হবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা ও আইন শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে জ্ঞান রাজ্যের এক বর্ণালি প্রশিক্ষণ।

সুপারিশমালায় বলা হয়, দেশে মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য যে পরিচালনা পরিষদ রয়েছে তা সঠিকভাবে কাজ করছে না। মাদ্রাসাগুলো পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের জন্যে বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে বিধায় সেগুলোর কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের নিমিত্তে নিবিড় পরিদর্শন কার্যক্রম গ্রহণ একান্ত জরুরী। সাধারণ শিক্ষাধারার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ যেসব সরকারী সুযোগ-সুবিধা পান

www.pathagar.com

মাদ্রাসার ক্ষেত্রেও তা করা জরুরী। সুপারিশমালায় প্রচলিত শিক্ষাধারার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক করার প্রস্তাবও করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষা কমিশনের এই রিপোর্ট গ্রহণের পর তা বাস্তবায়নের জন্যে একটি বাস্তবায়ন সেল গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ রিপোর্ট বেশ upgraded. মাদ্রাসা শিক্ষাকেও এ রিপোর্টে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেখা যাক এ রিপোর্ট কতোটা বাস্তবায়িত হয়।
তবে, এযাবত যতোগুলো শিক্ষা কমিশন রিপোর্টই প্রকাশ হয়েছে, তার কোনটিই বাস্তবায়িত হয়নি। তবে শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে বিভিন্ন সময় সংস্কার করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সময় কিছু কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলাম, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে এখনো ঢেলে সাজানো হয়নি।

৯. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা

আমাদের দেশে এখনো মূলত সেই ইংরেজ আমল থেকে চলে আসা দুই ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। একটি হলো ট্রেডিশনাল মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা আর অপরটি ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা। একটি আধুনিক জ্ঞান বিবর্জিত আর অপরটি ইসলামী আদর্শ বিবর্জিত। একই জাতির লোকেরা দুই ধারায় শিক্ষিত হচ্ছে। দুইটি ধারার দিগদর্শন দুই বলয়ে অবস্থিত। এক ধারার শিক্ষর্থীদের ব্যাপারে আরেক ধারার শিক্ষার্থীরা সুধারণা পোষণ করে না। আদর্শ মুসলিম জাতি গঠনের জন্যে কোনো ধারাই এখন আর উপযুক্ত নয়।

ইংরেজরা আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা গেছে সেটা মূলতঃ বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থা নিরেট কতিপয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তৈরি করা হয়েছিল। তাই এটাকে 'বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা' বলাটাই যুক্তিযুক্ত।

ইংরেজ শাসকরা এদেশে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে, যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় নাগরিকদের মধ্য থেকে একদল শিক্ষিত মানসিক গোলাম ও প্রভুভক্ত লোক তৈরি করা, যারা জাতিগতভাবে ভারতীয় থাকবে, কিন্তু মানসিকভাবে হানাদার শাসক ইংরেজদের ধ্যান ধারণায় পরিগঠিত হবে।

বৃটিশরা এসেছিল এদেশে শাসন শোষন করতে। তাই এদেশীয়দের মধ্য থেকে তাদের এমন একদল লোক প্রয়োজন ছিলো, যারা তাদেরকে প্রভু মনে করবে, তাদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে, তাদের আচার আচরণ ও চিন্তা দর্শনকে চমৎকার মনে করবে এবং একান্ত অনুগত বাধ্যগত দাসের ন্যায় দেশ পরিচালনার কাজে তাদের সেবা সহযোগীতা করবে। যে ব্যক্তি তাদের রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে যতো বেশি নিষ্ঠার

www.pathagar.com

সাথে সেবা করবে সে নিজেকে ততো বেশি গৌরবান্বিত মনে করবে ।
তাদের নিজেদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিলো, তা ছিল রাজ্য শাসন, রাজ্য বিস্তার ও নিজেদের চিন্তা দর্শন বিস্তারের উপযোগী লোক তৈরি করার উদ্দেশ্য প্রণীত। সুতরাং নিজেদের দেশে তারা যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে, তা থেকে তৈরি হচ্ছিলো সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত লোক আর জবর দখল করা দেশগুলোতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে তা থেকে লাভ করেছিল প্রভুভক্ত ও আনুগত্য পরায়ণ লোক। এভাবেই তারা শাসক ও সেবক শ্রেনীর লোক তৈরি করেছিল। তাদের চালু করে যাওয়া সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের দেশে এখনো চালু আছে।

লক্ষ্যহীন এ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের আকীদা বিশ্বাস, মন মানসিকতা, চিন্তা ও দৃষ্টিভংগিকে বিভিন্নমুখী স্রোতে প্রবাহিত করে। এ শিক্ষা উদার নয়, সংকীর্ণ। এ শিক্ষায় ব্যক্তিগত চিন্তার উর্ধ্বে উঠে জাতীয় ও সর্ব মানবিক চিন্তা করার অবকাশ খুবই কম। এ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তা মানসিকতার ভিত নেড়ে দিয়ে তাদের আত্মপ্রত্যয়হীন করে দিচ্ছে। মহৎ লক্ষ্যে পৌছার ধ্যান ধারণা তাদের মধ্যে বাকি রাখছেনা। তাদের অসৎ প্রবণতাকে দমন ও সৎ প্রবণতাকে বিজয়ী ও বিকশিত করে তোলার সুষ্ঠু ব্যবস্থা এতে নেই।

এ শিক্ষা ব্যবস্থা এতই মারাত্মক যে তা একই আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী জনগোষ্ঠীর সন্তানদের মধ্যে আকিদা বিশ্বাসের বিভিন্নতা সৃষ্টি করে দেয়। আকীদা বিশ্বাসের এ বিভিন্নতার কারণে বিদ্যাপীঠগুলোতে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রায়ই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আমাদের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে আদর্শিক দ্বন্দ এতই প্রকট যে, এজন্য অহরহ সংঘর্ষ লেগে আছে। কারো কারো মতে শিক্ষার প্রস্তুতির চাইতে সংঘর্ষের প্রস্তুতিতেই শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ সময় কাটে। ফলে সেশনজট লেগেই আছে।

বলাবাহুল্য এ ছাত্ররাই আবার শিক্ষক হয়। তাই, আমাদের ছাত্র শিক্ষক সকলের জীবনই লক্ষ্যহীন, লক্ষ পথের অনুসারী। মোট কথা দেউলিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার কবলে পড়ে আমাদের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে আজ এমন চরম অস্থিরতা দেখা দিয়েছে যে, চিন্ত াশীলরা জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতংকিত।

এ শিক্ষাই উৎপাদন করে আমাদের দেশের কর্ণধারদের। এ দুষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের জাতীয় তথা সর্বক্ষেত্রের নেতৃত্বের কাঠামোকে ভেংগে চুরমার করে দিয়েছে। জাতীয় রাজনীতির ধারা অসংখ্য গতিপথে প্রবাহিত। জাতীয় নেতৃত্বের পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছে। শুধু মাত্র লক্ষ্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার কবলে পড়ে জাতি আজ সর্বক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ সংকটকাল অতিক্রম করছে। জাতিকে এখন বাঁচানো প্রয়োজন। তাকে এখন ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন।

এই বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থাটিই আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে চালু

www.pathagar.com

রয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে একটি স্বতন্ত্র ও আদর্শ সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকারী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। এ শিক্ষা আমাদের জাতিকে মানসিকভাবে করেছে বহুগামী। এই শিক্ষার অসংখ্য ত্রুটি আছে। তবে এর প্রধান প্রধান ত্রুটিগুলো নিম্নরূপঃ

১. আল্লাহ বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ বৃটিশদের চালু করে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সময় কিছু কিছু সংস্কার ও মেরামতের কাজ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারা নিরেট আল্লাহ বিমুখ জড়বাদী দর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পৃথিবী এবং এই মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছেন? কি উদ্দেশ্য সৃষ্টি করেছেন? আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এর জবাব নাস্তিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিংবা সংশয়বাদী ধারণা পেশ করা হয়েছে।

এই বিশ্ব জগতের যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, তিনিই যে গোটা মহাবিশ্ব অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে পরিচালনা করছেন, তিনিই যে মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের জীবন যাপনের জন্যে জীবন দর্শন ও বিধান দিয়েছেন, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই দৃষ্টিভংগি অনুপস্থিত।

২.ঈমানি দর্শন বর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে সঠিক জীবন দর্শন দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ,আল্লাহর একত্ব , রিসালাত, আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত, পরকাল, আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি ঈমানি দর্শনের ধারণা বিবর্জিত এ শিক্ষা ব্যবস্থা আদর্শবাদী মানুষ তৈরি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এ শিক্ষা ব্যবস্থা পরকাল বিমুখ দুনিয়া পূজারী মানুষ তৈরি করে। মানুষের প্রকৃত কল্যাণ অকল্যাণ, জীবনের আসল ব্যর্থতা ও স্বার্থকতা জানবার ব্যবস্থা এখানে নেই। ঈমান বিবর্জিত বস্তুবাদী দর্শনই এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

৩. জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা বর্জিত শিক্ষা ঃ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারাই যেহেতু আল্লাহ বিমুখ ও ঈমান আকীদা বিবর্জিত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আদর্শিক জীবন বিধান ও জীবন পদ্ধতি লাভ করার তো কোনো প্রশ্নই আসেনা। মহান আল্লাহ অহী ও নবুয়্যতের মাধ্যমে মানুষের জন্যে যে হিদায়াত ও জীবন যাপন পদ্ধতি পাঠিয়েছেন, এ শিক্ষা ব্যবস্থা সে সম্পর্কে নীরব। শুধু নীরবই নয়, বরং বিরূপ। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা শিক্ষিত হচ্ছে, তারা না ইসলামী জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে কোন জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে, না সত্যিকার মুসলিম হয়ে গড়ে উঠতে পারছে, আর না জীবন যাপনের সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে। এর ফলে এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে বহুরংগী জীবন যাপনের প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

৪. প্রকৃত লক্ষ্য বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো মানুষের মাঝে এক আল্লাহর গোলামী করার প্রবণতা সৃষ্টি করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তি লাভের প্রেরণা সৃষ্টি করা, আল্লাহ প্রদত্ত সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে নিজেদেরকে পেশ করার

www.pathagar.com

যোগ্যতা অর্জন এবং খিলাফত পরিচালনা এবং মানবতার সেবা করার দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভাবধারা এর সম্পর্ণ বিপরীত। এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা লাভকারীরা জীবনের কোন মহৎ লক্ষ্য অর্জন করেনা এবং উপরোল্লিখিত শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ও যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেনা।

৫. নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ব্যর্থতা ঃ এই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের নৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ দেউলিয়া করে ছেড়েছে। গোটা জাতিকে নৈতিক অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে দিয়েছে। এখানে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির কোনো মানদন্ড নেই। আদর্শ ও লক্ষ্য বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফল এ রকমই হয়। যে শিক্ষা ব্যবস্থা এক আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করেনা, পরকালের জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করেনা, আদর্শ জীবন পদ্ধতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করেনা, সে শিক্ষা ব্যবস্থাতো আদতেই মেরুদন্ডহীন। এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে নৈতিক অবক্ষয় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থার কুফলে আমাদের জাতি দিন দিন নৈতিক অধঃপতনের দিকে তলিয়েই চলছে।

৬. নেতৃত্ব ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ব্যর্থতা ঃ আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি, এ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল বৃটিশদের মানসিক দাস আর অনুগত সেবক তৈরি করার জন্যে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে স্বাধীন দেশ ও জাতিকে পরিচালনা করার যোগ্য নেতৃত্ব ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবার আশা করা যায়না। নিজ দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্যে আত্মত্যাগী শিক্ষিত মানুষ এখান থেকে বের হবার আশা করা যায়না। তাইতো দেখা যায়, জাতির মেধাবী লোকেরা স্বদেশ থেকে বিদেশকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

৭. জাতির ঐক্য ও সংহতি (National Consensus) সৃষ্টিতে ব্যর্থতা ঃ এ শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সম্পর্ণূ ব্যর্থ হয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে মানসিকভাবে বহুমত ও পথের অধিকারী বানিয়ে দেয়। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা মানসিকভাবে পরস্পরের শত্রু হয়ে গড়ে উঠে। ছাত্র জীবন শেষে তারা বিভিন্ন মত ও পথে পরিচালিত হয় এবং জাতিকে বিভিন্ন পথ ও মতের দিকে ধাবিত করবার চেষ্টা করে। ফলে জাতির মধ্যে দিন দিন হানাহানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনৈক্য প্রসারিত হচ্ছে। ঐক্য ও সংহতির বন্ধন একেবারে শিথিল হয়ে পড়েছে। জাতি অসংখ্য মত ও পথের অনুসারী হয়ে পড়েছে।

৮. সংকীর্ণ মতপার্থক্য (Fanatic dissentions) সৃষ্টি ও লালন করা এ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট।

৯. সন্ত্রাস ঃ এ শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক দেউলিয়াত্বের কারণে শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সন্ত্রাস আজ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অংগে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এখানকার শিক্ষকরা পর্যন্ত সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

১০. এ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উন্নত জীবনবোধ সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

১১. এ শিক্ষা ব্যবস্থা স্বার্থপর, স্বার্থান্বেষী নিরেট বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগির লোক তৈরি করছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার আরেকটি অকল্যাণকর বৈশিষ্ট হলো সহশিক্ষা। সহশিক্ষা শিক্ষার পরিবেশকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। ইসলামী জীবনবোধ ও মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলামেশার চরম কুফল জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিয়েছে।

১২. দুর্নীতির প্রসার ঃ দুর্নীতি আমাদের জাতি সত্তার অংশে পরিণত হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছে জঘণ্য ঘুষখোর, চোরাকারবারী, মানুষের অধিকার হরণকারী , আইনকানুন ও নিয়মশৃংখলা লংঘনকারী, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, স্বজনপ্রীতিকারী, যুলুমবাজ, মদখোর, জুয়াবাজ, ফাঁকিবাজ, প্রতারক,চোর ডাকাত ইত্যাদি। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য, আদর্শ মানুষ তৈরির মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা। আর আমাদের ভাগ্যে জুটেছে এর বিপরীত ফল। আমরা এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখেছি, যা দুর্নীতি শিক্ষা দিচ্ছে এবং এর শিক্ষার্থীরা দুর্নীতির কাজে দক্ষ হয়ে বেরুচ্ছে।

১৩. ধর্মীয় শিক্ষার লেজুড় ঃ অবস্থার প্রেক্ষিতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ধর্মহীন ভাবধারার সাথে 'ইসলামিয়াত' ও 'ইসলামের ইতিহাসের' লেজুড় জুড়ে দেয়া হয়। ইসলামিয়াতকে নিচের শ্রেণীগুলোতে কখনো ঐচ্ছিক, কখনো বাধ্যতামূলক রাখা হয়। উচ্চ শ্রেণীতে ইসলামিয়াত ও ইসলামের ইতিহাস এচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়।

'ইসলামের ইতিহাস' নামে এমন ইতিহাসে ছাত্রদের পড়ানো হয়, যাতে ইসলামকে বিকৃত এবং ইসলামের ইতিহাসকে স্বার্থপরতা ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ফলে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যারা পাশ করে বের হয় তারা ইসলামের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। বরং অনেকেই একেবারে ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে বের হয়। ইংরেজ শাসকরা মুসলিম যুবকদের ইসলাম বিদ্বেষী বানাবার একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ইসলামের ইতিহাস বিভাগ চালু করে। অমুসলিমদের লেখা ইতিহাস এখানে ছাত্রদের পড়ানো হয়। এ বিভাগের মাধ্যমে ইসলামকে একটি জঘণ্য মানবতা বিরোধী ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এ বিভাগের মাধ্যমে বৃটিশরা কাঁটা দিয়ে 'কাঁটা তোলার' নীতি গ্রহণ করে।

'ইসলামিয়াত' বা 'ইসলামী শিক্ষা' নামে যে বিষয়টি চালু করা হয়েছে তাতে ইসলামের পূর্ণাংগ ধারণা দেওয়া হয়না। তবে যতটুকু ধারণাই দেওয়া হয় তার ফলাফল ইসলামের পক্ষে খুব একটা যায় না। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

পয়লা কারণ হলো, নিচের শ্রেণীগুলোর ইসলামিয়াত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগে ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষা দেয়া হয়না। ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়না। ইসলামিয়াত বিষয়টি গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পরগাছার মতো। ছাত্রদের অন্য সকল

www.pathagar.com

জ্ঞান বিজ্ঞান এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হয়, যার ফলে গোটা বিশ্বজগত আল্লাহ ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে এবং সফলভাবে পরিচালিত বলে তারা অনুভব করে। আল্লাহর রসূল ও পরকালের প্রয়োজনীয়তাই তারা অনুভব করেনা। ছাত্রদের গোটা চিন্তা ধারাই এ দৃষ্টিভংগিতে গড়ে তোলা হয়। অতপর ইসলামিয়াতের ক্লাসে মৌলভী সাহেব আল্লাহ, রসূল, কিতাব ও পরকাল আছে এবং এগুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে বলে শিক্ষা দেন।

একদিকে সামগ্রিকভাবে ছাত্রদের মধ্যে আল্লাহ বিমুখ দৃষ্টিভংগি সৃষ্টি করা হচ্ছে, অপরদিকে ইসলামিয়াত ক্লাসে আল্লাহমুখী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ছাত্রদের সামগ্রিক দৃষ্টিভংগির সাথে ইসলামিয়াতের এই শিক্ষা খাপ খায়না। ফলে ছাত্রদের সামগ্রিক জীবনবোধের সাথে ইসলামিয়াতের শিক্ষাটা পরগাছার মতোই থেকে যাচ্ছে এবং তাদের দৃষ্টিভংগির কাছে চরমভাবে মার খাচ্ছে। নিরানব্বই মণ লবনের সাথে এক মণ চিনি মিশালে সে চিনি লবণের সাথে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য।

এভাবেই প্রবল আল্লাহ বিমুখ দৃষ্টিভংগি গড়ে তুলে তার উপর আল্লাহমুখী হালকা ধারণা পেশ করে ছাত্রদের মাঝে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দেয়া হয় এবং সে দ্বন্দ্বে বেচারা পরগাছা ইসলামিয়াত চরমভাবে পরাজিত হয়। এর ফলে ইসলামের বিরোধীতায় তারা সাহসী হয়ে উঠে।

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম শিক্ষা বা ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কথায় আসা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব চাইতে ঘৃণীত বিভাগ সম্ভবত এটি। এ বিভাগের ছাত্র শিক্ষকরা 'মোল্লা' 'মৌলবাদী' খেতাবে ভূষিত। এ বিভাগের ছাত্রদের কর্মপোযোগী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। এ বিষয়ে পাশ করার পর তাদের না সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয় আর না সিভিল প্রশাসনে। কোনো প্রকারে ইসলামিয়াতের শিক্ষকতা করে তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাদের সামাজিক মর্যাদাকে হেয় করে দেখা হয়। মোট কথা ধর্মীয় শিক্ষার এই লেজুড় ও পরগাছা থেকে ছাত্ররা ঃ

ক. ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে জানতে পারেনা।
খ. ইসলামকে হানাহানি কাটাকাটির ধর্ম ও মানবতা বিরোধী বলে শিক্ষা লাভ করে।
গ. তাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।
ঘ. ইসলামকে একটি খেল তামাশার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে।
ঙ. এটাকে সমাজের জন্যে কল্যাণকর মনে করা হয়না।

১০. মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাচীনত্ব

আমাদের দেশে বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার দু'টি ধারা চালু আছে। একটি হলো 'দরসে নেজামি' পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মূল আদর্শ দেওবন্দ মাদ্রাসা। অপরটি হলো আলীয়া মাদ্রাসা। এ পদ্ধতির সূচনা হয় কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ পদ্ধতি শ্রেণী ভিত্তিক এবং এতে আধুনিক শিক্ষার কিছুটা লেজুড় লাগানো হয়েছে। এই দুই ধারা মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে মৌলিক তফাত খুব কমই। মূলত উভয় ধারাই মুসলিম শাসন

www.pathagar.com

আমলে ভারতবর্ষে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিলো, তারই শিক্ষাক্রমের অনুযারী।

মোটকথা, আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন ও জরাজীর্ণ। মুসলিম শাসনামলে এ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল যুগ উপযোগী। তখন এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই সরবরাহ হতো রাষ্ট্র নায়ক, রাষ্ট্র পরিচালনার কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সামরিক বিভাগের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী কূটনীতিকসহ সকল শ্রেণীর দায়িত্বশীল লোক।

এরপর বৃটিশরা এলো। তারা তাদের ধাঁচের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং সেই রাষ্ট্রে কর্মচারী হবার উপযোগী লোক তৈরি করবার মতো শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে।

গোটা বৃটিশ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তার প্রাচীনত্ব নিয়ে চলতে থাকে। বৃটিশরা চলে যাবার পর দেশ স্বাধীন হলো। পাকিস্তান নামের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। অতপর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তার প্রাচীনত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রাচীনত্ব নিয়েই সে এখনো ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলেছে।

ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের পতন হয়। দেশ বিভক্ত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থার বিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগির মধ্যে পরিবর্তন আসে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তার সেই প্রাচীন ঐতিহ্য ও শিক্ষাক্রমকে বুকে ধারণ করে পাহাড়ের মতো অটল অবিচল হয়ে পড়ে আছে আপন স্থানে। ফলে যুগ ও কালের যতোই পরিবর্তন হতে থাকলো ততোই এ শিক্ষা ব্যবস্থা তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলতে থাকলো। এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুতে থাকলো, সমকালীন সমস্যাবলী ও জীবনধারার সাথে তারা সম্পর্কহীন হয়ে পড়লো। এখন এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুচ্ছে, তাদের জন্য মসজিদের ইমামতি , মাদ্রাসা ও মক্তবের শিক্ষকতা, ইসকুলের ধর্ম শিক্ষকের পদ অলংকার আর ধর্মীয় বাহাছ বিতর্কের তুফান ছুটানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই। আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিম্নোক্ত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দ্বারা জর্জরিত ঃ

১. মূল শিক্ষা ব্যবস্থাটিই বহু শতাব্দীকালের প্রাচীন এবং বর্তমান কালের কার্যকারিতা বর্জিত।

২. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি যুগের চাহিদার অনুপূরক নয়।

৩. এখানে যুগ উপযোগী রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বাণিজ্যনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আইন ও বিচারনীতি, কৃষি ও কারিগরী শিক্ষা দানের কোনো ব্যবস্থা নেই। এগুলো শেখার জন্যে মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে মাদ্রাসা পাশ করার পর পুনরায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। তাও সকল ক্ষেত্রে এবং সকলের জন্যে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয়না।

৪. এখানে প্রাচীন ফিকাহ্ শাস্ত্রের উপরই অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। স্বাধীন চিন্ত া, গবেষণা ও ইজতিহাদের দরজা এখানে সম্পূর্ণ বন্ধ।

www.pathagar.com

৫. এখানে কুরআনের প্রাচীন তাফসীরই পড়ানো হয়। তাও পূর্ণাংগ কুরআন পড়ানো হয়না। কুরআনের উপর গবেষণাধর্মী পড়ালেখার কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই।
৬. হাদীস শাস্ত্রেরও একই অবস্থা। হাদীসের উপর গবেষণাধর্মী পড়া লেখার কোনো ব্যবস্থা নেই। হাদীস যাচাই বাছাই করবার মতো যোগ্যতা অর্জন করবার কোনো সুযোগ এখানে নেই।
৭. ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন দর্শন ও ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা এখানে নেই। ফলে এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করবার শিক্ষা ও কর্মপন্থা জানা যায়না ।
৮. এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সিভিল সার্ভিসের জন্যে লোক তৈরি হয়না। সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা হবার যোগ্য লোক তৈরি হয়না। কুটনীতিক তৈরি হয়না। শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনার যোগ্য লোক তৈরি হয়না। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ তৈরি হয়না। রাষ্ট্রী নায়ক তৈনি হয়না। ফলে এখান থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুচ্ছে, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার 'কী পোস্ট' গুলোতে তাদের স্থান হয়না।
৯. এখান থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুচ্ছে, তারা সমাজে সত্যিকারভাবে মর্যাদাবান হতে পারছেনা। ধর্মীয় কারণে কিছুটা ভক্তি শ্রদ্ধা তারা লাভ করেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক ও সামাজিক পদমর্যাদায় তারা অধিষ্ঠিত হতে পারছেনা। ফলে সমাজে তাদের ছোট ও হেয় হয়ে থাকতে হয়।

১০. এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যেহেতু রাষ্ট্র ও সমাজের জন্যে দক্ষ জনশক্তি লাভ করা যায়না, সে কারণে মাদ্রাসা গুলো সরাসরি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকেও বঞ্চিত।
১১. মাদ্রাসা গুলোতে যারা শিক্ষাদান করেন, তারাও অদক্ষ। তাদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং এখানকার শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও কোনো উপযোগিতা নেই।
১২. মাদ্রাসা গুলো থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বের হয়, অদক্ষতা ও কর্মহীনতার কারণে তারা ব্যাপকহারে ধর্মীয় বাহাছ বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সারা দেশে ধর্মীয় কোন্দল জাল বিস্তার করে আছে।

১৩. সামগ্রিকভাবে জাতি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি হতাশ ও আস্থাহীন হয়ে পড়েছে। যেহেতু ধর্মীয় পরিমন্ডলের বাইরে এখান থেকে শিক্ষা লাভকারীরা সমাজ পরিচালনা ও সমাজে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবার যোগ্যতা অর্জন করেনা, সেজন্যে অভিভাবকরা সাধারণত তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় ভর্তি করাননা। কেবল তিনটি কারণে মাদ্রাসায় পড়তে আসে ঃ

ক. একান্ত ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করবার কামনায়।
খ. মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করার পর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার নিয়্যতে।
গ. গরীব লোকেরা আর্থিক অনটনের কারণে তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠায়।

এই তিনটি কারণে যারা মাদ্রাসায় পড়তে আসে তাদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। ছাত্রের অভাবে বহু মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। টিকে থাকার জন্যে বাধ্য হয়ে বহু

www.pathagar.com

মাদ্রাসাকে ছাত্র সংখ্যা যা নয়, তার চেয়ে বাড়িয়ে দেখাতে হচ্ছে।
এ থেকেই বুঝা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সামগ্রিকভাবে অনাস্থা কতো প্রবল এবং এ শিক্ষা ব্যবস্থা কতোটা সেকেলে এবং অকেজো হয়ে পড়েছে।

১১. চাই ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত দক্ষ জনসম্পদ তৈরির শিক্ষানীতি

শিক্ষা মূলত একটি দেশের মেরুদণ্ড। কোন জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির নিয়ামক হলো সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। একদিকে মানুষের জীবনধারা ও সামজিক মূল্যবোধ শিক্ষার রাজপথ নির্দেশক। অপরদিকে শিক্ষাই মূলত মানুষের মধ্যে বিশেষ ধরণের জীবনধারা, সমাজিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। সুতরাং শিক্ষা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যাভিসারী। শিক্ষা বর্তমানের কানন, ভবিষ্যতের মুকুল। শিক্ষা বর্তমানের ফল, ভবিষ্যতের বল।

শিক্ষা একদিকে মহাকবি মিল্টনের ভাষায় Harmonious development of body, mind and soul. অপরদিকে শিক্ষা কালের সিঁড়ি, সভ্যতার নির্মাতা এবং অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতির ক্রেন।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রের অন্য দশটির মতো একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমরা একটি সোনালী ঐতিহ্যমণ্ডিত গৌরবদীপ্ত জাতি। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয়, আজ আমরা সাংস্কৃতিক ভিক্ষুক, রাজনৈতিক কুঁদুলে, অর্থনৈতিক কোমর ভাঙ্গা আর শিক্ষাব্যবস্থায় দেউলিয়া।

আধুনিক বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা এবং প্রাচীন মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার দুর্গতি দেখে বিভিন্ন সময় এগুলোকে মেরামত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। পাকিস্তান আমল পর্যন্ত মাদ্রাসগুলোতে উর্দু মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হতো। বাংলাদেশ আমলে আলীয়া পদ্ধতিতে বাংলা মাধ্যম চালু করা হয়েছে। দারসে নিযামি পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে এখনো সংস্কার করেনি। বিভিন্ন সময় আলীয়া পদ্ধতি বাংলা, ইংরেজি, অংক, সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এবং কোথাও কোথাও কিছু কিছু শ্রেণীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন কিছু কিছু বিষয় চালু করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামোর সাথে এগুলো খুব একটা খাপ খায়নি। ফলে এসব মোমত/সংস্কার মূল অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাও বিভিন্ন সময় সংস্কার মেরামত করার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন ধরনের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকার সংস্কার প্রস্তাব আনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন নতুন বিষয় ও বিভাগ চালূ করা হয়েছে। কিন্তু বৃটিশদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভাবধারায় কোনো পরিবর্তন আসেনি।
আসলে এ ধরনের আংশিক মেরামত, সংস্কার, সংশোধন ও সংযোজন দ্বারা ফল হবে না। প্রয়োজন আমূল পরিবর্তনের।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। নিজেদের রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্রের উন্নয়ন, জাতীর কল্যাণ ও আত্ম নির্ভরশীলতা অর্জনের দায় দায়িত্ব নিজেদের উপর । নিজেদের জাতিকে উন্নত করে গড়ে তোলা এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিজেদের।

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এখানকার শতকরা পঁচাশিভাগ নাগরিক মুসলমান। এখানকার মানুষ অত্যন্ত ইসলাম প্রিয়, আল্লাহ্ভক্ত ও ধর্মভীরু।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ পিছনে পড়ে আছে। জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের সম্পদ কম। আমাদের জনশক্তিকে সম্পদে পরিণত করার মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

মুসলিম হিসেবে আমাদের আছে গৌরবান্বিত ইতিহাস। আছে মহান ঐতিহ্য। এক উন্নত অনুপম ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধিকারী জাতি আমরা । আমাদের আছে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা।

আমাদের কাছে আছে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন দর্শন ও জীবন বিধান। আমাদের জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পূর্ণ নির্ভুল। পৃথিবীর অন্য কোন জাতির কাছে নির্ভুল জীবন বিধান নেই।

সারা বিশ্বে আমাদের সোয়াশো কোটি মুসলমান ভাই আছে। তারা আমাদের অংশ। তারা আমাদের সাহয্যকারী ও সহযোগী।

এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আমাদের দেশে চালু করতে হবে নতুন এক শিক্ষাব্যবস্থা। প্রণয়ণ করতে হবে। নতুন শিক্ষানীতি, নতুন কারিকুলাম, পাঠ্যসূচী, পাঠ্যতালিকা। এই শিক্ষাব্যবস্থায় উপরোক্ত ভাবধারাগুলো গতিশীল থাকতে হবে নদীর স্রোতধারার মতো।

এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা হবে এমন শিক্ষাব্যবস্থা, যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের একটি আদর্শ ও সুসংহত জাতিতে পরিণত করবে আমাদের জাতিকে প্রকৃত মুসলিম উম্মাহ হিসেবে গড়ে তুলবে। আমাদের জীবনকে সামগ্রিক উন্নতির শিখরে আরোহণ করাবে। স্বাধীন মার্যাদাবান জাতি হিসেবে টিকে থাকতে শিখবে। আমাদেরকে পরকালের মুক্তির পথে পরিচালিত করবে। দক্ষতার সাথে দেশ ও জাতিকে পরিচালনার যোগ্যতা দান করবে। আসলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হতে হবে এতোটা উন্নত, যুগোপযোগী ও বাস্তবধর্মী, যেনো এ থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাদের সন্তানরা জীবন ও জগতকে জানতে শিখে, জীবন ও জগতের প্রতিটি বিভাগকে উপলব্ধি ও আবিষ্কার করতে শিখে এবং জীবন ও জগতকে দক্ষতার সাথে কল্যাণমুখী খাতে পরিচালনা করতে শিখে। তাছাড়া আমাদের শিক্ষা অবশ্যই এমন হতে হবে, যে শিক্ষা মানুষকে স্রষ্টামুখী করে এবং সাথে সাথে জীবন ও জগতকে সঠিক নীতি ও দক্ষতার সাথে পরিচালিত করার উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। তাই শিক্ষানীতি আমাদের লাগবেই। আমাদের শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একথা সুস্পষ্ট করে বলে দিতে হবে যে, আমরা আমাদের সন্তানদের মধ্যে কোন্

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান-ধারণা, আক্বীদা-বিশ্বাস, কোন ঐতিহ্য চেতনা এবং কিসের প্রেরণা সৃষ্টি করতে চাই? অর্থাৎ আমরা আমাদের শিক্ষা দর্শনকে কোন্ ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চাই? একথাতো পরিষ্কার, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে যদি ধর্মীয় বিশ্বাসকে ভিত্তি বানানো না হয়, তাহলে Stunly hull-এর তথ্যই যথার্থ। তিনি বলেছিলেন, তিনটি 'R' অর্থাৎ Reading, Writing এবং Arithmetic-এর সাথে যদি ৪র্থ 'R' অর্থাৎ Religion যুক্ত না হয়, তাহলে আপনি কেবল ৫ম, 'R' অর্থাৎ Ruscal-ই পাবেন। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা Ruscal হতে বাধ্য। বিশ্বের সব ধর্মের লোকই এক স্রষ্টাকে জানে এবং মানে। তাই শিক্ষা অবশ্যি এক আল্লাহমুখী হতে হবে। তিনি এবং তাঁর বিধানই মানুষের সত্যিকার কল্যাণ সাধন করতে পারে।

আমাদের প্রয়োজন একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার, একটি আদর্শিক শিক্ষাব্যবস্থার। যে শিক্ষাব্যবস্থা হবে ইসলামী আদর্শের অনাবিল সংস্কৃতির বাহক। যে শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের অন্তর্গত আক্বীদা বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। তাদের মন মানসিকতাকে এক করে তুলবে। তাদের চিন্তাচেতনার গতিকে প্রবাহিত করবে অভিন্ন স্রোতে। যে শিক্ষাব্যবস্থা তাদের সৎ প্রবণতাকে লালন করবে, বিকশিত করবে এবং করবে দুর্জয়। আর তাদের অসৎ প্রবণতাকে দমন করবে, নিরুৎসাহিত। তাদের মনকে করবে উদার। যে শিক্ষাব্যবস্থা হবে তাদের জীবনবোধ উৎসারিত সংস্কৃতির বাহন এবং তাদেরকে তাদের জীবন লক্ষ্যে পৌছাবার সিঁড়ি। জীবনের যে ক্ষেত্রেই তারা কর্মরত থাকুকনা কেন তাদের জীবন লক্ষ্যকে করবে এক। তাদের পরিণত করবে একই চিন্তার অধিকারী একটি শক্তিশালী জাতিতে। মোট কথা, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হবে ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত দক্ষ জনসম্পদ তৈরির হাতিয়ার।

১২. শিক্ষাব্যবস্থার দিক নির্দেশিকা

একটি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থা গঠিত হয় এর বিভিন্ন দিক ও বিভাগের সমন্বয়ে। বাংলাদেশের কয়েকটি শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের 'সূচিপত্র' আমরা এখানে উল্লেখ করছি। এ থেকে প্রতীয়মান হবে শিক্ষার দিক-দিগন্ত আর শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপকত্ব।

সূচীপত্র ঃ বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪

অধ্যায় ১	ঃ	শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী
অধ্যায় ২	ঃ	চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন
অধ্যায় ৩	ঃ	কর্ম অভিজ্ঞতা
অধ্যায় ৪	ঃ	শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষায় বিদেশী ভাষার স্থান
অধ্যায় ৫	ঃ	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার
অধ্যায় ৬	ঃ	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা
অধ্যায় ৭	ঃ	প্রাথমিক শিক্ষা
অধ্যায় ৮	ঃ	মাধ্যমিক শিক্ষা

www.pathagar.com

অধ্যায় ৯ ঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষা
অধ্যায় ১০ ঃ ডিপ্লোমা স্তরে প্রকৌশলী শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিদ্যা
অধ্যায় ১১ ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা
অধ্যায় ১২ ঃ শিক্ষক শিক্ষণ
অধ্যায় ১৩ ঃ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা
অধ্যায় ১৪ ঃ ডিগ্রী স্তরে প্রকৌশল শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিদ্যা
অধ্যায় ১৫ ঃ বিজ্ঞান শিক্ষা
অধ্যায় ১৬ ঃ কৃষি শিক্ষা
অধ্যায় ১৭ ঃ চিকিৎসা শিক্ষা
অধ্যায় ১৮ ঃ বাণিজ্য শিক্ষা
অধ্যায় ১৯ ঃ আইন শিক্ষা
অধ্যায় ২০ ঃ ললিত কলা শিক্ষা
অধ্যায় ২১ ঃ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি
অধ্যায় ২২ ঃ শিক্ষকদের দায়িত্ব ও মর্যাদা
অধ্যায় ২৩ ঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা
অধ্যায় ২৪ ঃ নারী শিক্ষা
অধ্যায় ২৫ ঃ বিশেষ শিক্ষা ঃ শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্তদের জন্য, বিশেষ মেধাবীদের জন্য।
অধ্যায় ২৬ ঃ স্বাস্থ্য শিক্ষা, শরীর চর্চা ও সামরিক শিক্ষা
অধ্যায় ২৭ ঃ শিক্ষ প্রতিষ্ঠান ছুটি
অধ্যায় ২৮ ঃ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক
অধ্যায় ২৯ ঃ শিক্ষাগৃহ ও শিক্ষার উপকরণ
অধ্যায় ৩০ ঃ গ্রন্থাগার
অধ্যায় ৩১ ঃ শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান
অধ্যায় ৩২ ঃ ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান
অধ্যায় ৩৩ ঃ ছাত্র কল্যাণ ও জাতীয় সেবা
অধ্যায় ৩৪ ঃ শিক্ষা প্রশাসন
অধ্যায় ৩৫ ঃ শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান
অধ্যায় ৩৬ ঃ পরিশেষ

সূচীপত্র ঃ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৮

প্রথম অংশ ঃ সার-সংক্ষেপ
দ্বিতীয় অংশ ঃ মূল রিপোর্ট
অধ্যায় ১ ঃ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
২ ঃ শিক্ষা ও সমকালীন বাস্তবতা

www.pathagar.com

৩ ঃ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা
৪ ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা
৫ ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা
৬ ঃ বিশেষ শিক্ষা
ক) নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, খ) স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা শিক্ষা, গ) দূর-শিক্ষণ, ঘ) শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা, ঙ) সঙ্গীত শিক্ষা, চ) ললিত কলা শিক্ষা, ছ) জনসংখ্যা শিক্ষা, জ) কম্পিউটার, ঝ) নারী শিক্ষা
৭ ঃ উচ্চ শিক্ষা
৮ ঃ বিজ্ঞান শিক্ষা
৯ ঃ বাণিজ্য শিক্ষা
১০ ঃ আইন শিক্ষা
১১ ঃ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা
১২ ঃ কৃষি শিক্ষা
১৩ ঃ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা
১৪ ঃ শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক
১৫ ঃ শিক্ষাগৃহ ও শিক্ষা উপকরণ
১৬ ঃ গ্রন্থাগার
১৭ ঃ শিক্ষক-শিক্ষণ
১৮ ঃ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন
১৯ ঃ শিক্ষার্থী প্রসঙ্গ
২০ ঃ শিক্ষক প্রসঙ্গ
২১ ঃ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
২২ ঃ শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান সুষম বন্টন ও ব্যয়
২৩ ঃ পরিশেষ

সূচীপত্র ঃ জাতীয় শিক্ষা কমিশন - ২০০৩ প্রতিবেদন

প্রথম অংশ ঃ **১. সাধারণ শিক্ষা** **২.প্রাথমিক শিক্ষা**
প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন/কমিটি প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি।
তৃতীয় অধ্যায় ঃ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
চতুর্থ অধ্যায় ঃ মানসম্মত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায় ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ
৭ম অধ্যায় ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮ম অধ্যায় ঃ শিক্ষক নিয়োগ
৯ ম অধ্যায় ঃ শিক্ষক প্রশিক্ষণ
১০ম অধ্যায় ঃ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন
একাদশ অধ্যায় ঃ পরিদর্শন ব্যবস্থা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং একাডেমিক সুপারভিশন
দ্বাদশ অধ্যায় ঃ প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখনশিখানো সামগ্রী
ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন
চতুর্দশ অধ্যায় ঃ প্রাথমিক শিক্ষায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষনণা
পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ প্রাথমিক স্তরের অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি চালুকরণ
ষোড়শ অধ্যায় ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ প্রথম অংশ

প্রথম অধ্যায় ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ সাধারণ চিত্র
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন
তৃতীয় অধ্যায় ঃ পরিবেশ ও অবকাঠামোগত সমস্যা
চতুর্থ অধ্যায় ঃ শিক্ষাক্রম
পঞ্চম অধ্যায় ঃ শিক্ষক ও তাঁর সামাজিক অবস্থান
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ **মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ শিক্ষক প্রশিক্ষণ**

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ দ্বিতীয় অংশ

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষা

প্রথম অধ্যায় ঃ উচ্চ শিক্ষা ঃ সাধারণ চিত্র
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান
তৃতীয় অধ্যায় ঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্বশাসন ও বিধিবিধান
চতুর্থ অধ্যায় ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জ্যাম
পঞ্চম অধ্যায় ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রতিক পরিবর্তন
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিবিধান
সপ্তম অধ্যায় ঃ একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ঃ পূর্বাভাস
অষ্টম অধ্যায় ঃ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা (ভৌত বিজ্ঞান)
নবম অধ্যায় ঃ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা (জীববিজ্ঞান)
দশম অধ্যায় ঃ কলেজ পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা
একাদশ অধ্যায় ঃ কলেজ পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা ঃ মানবিক
দ্বাদশ অধ্যায় ঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষ

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ কলেজ শিক্ষা ঃ একটি সমীক্ষা রিপোর্ট

দ্বিতীয় অংশ ঃ **পেশাগত শিক্ষা**

১. কৃষি শিক্ষা, ২. প্রকৌশল শিক্ষা, ৩. চিকিৎসা শিক্ষা

তৃতীয় অংশ ঃ **বিশেষায়িত শিক্ষা**

১. মাদ্‌রাসা শিক্ষা, ২. নারীকে শিক্ষার মূল ধারায় আনয়ন

৩. তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা, ৪. শিক্ষা দূরশিক্ষণ পদ্ধতি

৫. গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষা

এতোক্ষণ আমরা কয়েকটি শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সূচিপত্র উল্লেখ করলাম। এ থেকে একদিকে আধুনিক কালে শিক্ষার দিক ও বিভাগের ব্যাপকত্ব বোঝা যায় এবং কি কি দিক বিভাগ ও অবকাঠামোর সমন্বয়ে 'শিক্ষাব্যবস্থা' গঠিত হয়- তা বোঝা যায়। অপরদিকে শিক্ষাব্যাবস্থার সকর দিক ও বিভাগ এবং গোটা অবকাঠামোকে সামনে রেখেই যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হয়, তাও, পরিষ্কার বোঝা যায়।

ইসলামী শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলোই সামনে রাখতে হবে। তবে দিক-নির্দেশনার ক্ষেত্র আরো প্রশস্ত ও উন্নততর হতে পারে। দিক-নির্দেশনার ক্ষেত্র আদর্শ এবং যুগের প্রেক্ষিতে ব্যাপকতর এবং উন্নততর হওয়াই স্বাভাবিক।

১৩. বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ মুসলমানদের দেশ। এখানকার ৮৭% জন নাগরিক মুসলিম। এদেশের মুসলিমরা তুলনামূলকভাবে অধিকতর ইসলাম প্রিয়। এখানকার মুসলমানরা আল্লাহ্ আল্লাহ্‌র রসূল এবং ইসলামের নিদর্শনাবলীর জন্যে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা এদেশের মানুষের প্রাণের দাবি। ইসলামী শিক্ষানীতি চালু করার ক্ষেত্রে এখানে কোনো সমস্যাও নেই। কারণ ঃ

১. বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হলো ইসলাম।

২. বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ (১ক) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে ঃ 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি'।

৩. এদেশের ৮৭% জন নাগরিক মুসলমান।

৪. এদেশের মুসলমানরা কাজেও ইসলামের ভক্ত, অনুরক্ত এবং ইসলামের জন্যে জান দিতেও প্রস্তুত।

৫. এদেশের মানুষ ইসলামের অবমাননা বরদাশ্‌ত করে না।

৬. এদেশের রাষ্ট্র প্রধান, সরকার ও সরকার প্রধান সকলেই মুসলমান।

৭. প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরাই মুসলমান।

৮. মানুষের বস্তুগত ও আত্মিক মুক্তি ও উন্নতির ক্ষেত্রে যে ধর্মের বিকল্প নেই, একথা আজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী এবং অনেক রাষ্ট্র নায়ক কর্তৃকও স্বীকৃত হয়েছে। আর ধর্মের মধ্যে ইসলামই যে সর্বাধিক উদার, বাস্তব, পূর্ণাঙ্গ ও

www.pathagar.com

প্রগতিশীল একথাও স্বীকৃত হয়েছে।

৯. তাছাড়া যেহেতু, মূলতই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনের সকল দিক ও বিভাগের মূলনীতি ও নির্দেশনা এতে রয়েছে এবং এটি একটি উদার ও সার্বজনীন ব্যবস্থা।

১০. এটি স্বয়ং মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা এবং

১১. ইসলামী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার ব্যাপারে যোগ্য ও দক্ষ প্রচুর বিশেষজ্ঞ এখানে বর্তমান রয়েছে।

সুতরাং বাংলাদেশের শিক্ষানীতি অবশ্যি ইসলামের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে প্রণীত হওয়া একান্ত জরুরী।

১৪. ইসলামী শিক্ষানীতির দিক-নির্দেশিকা

আমরা ইতোপূর্বে বাংলাদেশের কয়েকটি শিক্ষাকমিশন রিপোর্ট থেকে-

১. জাতীয় শিক্ষানীতিতে কী কী বিষয়ের দিক-নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে, রিপোর্টের সুচিপত্র থেকে তা উল্লেখ করেছি। এবং

২. জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার কী কী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, রিপোর্ট থেকে তাও উল্লেখ করেছি।

প্রথম বিষয়টি অর্থাৎ শিক্ষা নীতি-নির্দেশিকার ক্ষেত্র সমূহ কী কী হবে তাতে ইসলামের কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই। শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্র যতো প্রশস্ত ও উন্নততরই হোকনা কেন- তার সাথে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই। বরং শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ, প্রশস্ততা ও উন্নতিই ইসলামের কাম্য।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের জন্যে বাধ্যবাধকতা হলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারনের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাব্যবস্থার সকল দিক ও বিভাগের নীতি-নির্দেশের ক্ষেত্রে। সেইসাথে শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে।

১৫. ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী

ইসলামী শিক্ষনীতিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী কি হবে, সে সম্পর্কে একটু আগেই আমরা কুরআন হাদীসের নির্দেশনা উল্লেখ করে এসেছি। তার আলোকেই আমরা এখানে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বৈশিষ্টাবলীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করছি। অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষানীতিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যসমূহ হবে নিম্নরূপ ঃ

১. শিক্ষার্থীদেরকে মানুষ হিসাবে এই বিশ্বজগতের সর্বশক্তিমান স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, মালিক, মনিব, শাসক, মা'বুদ সার্বভৌম ও সর্বময় কর্তৃত্বশীল মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার, আস্থাশীল, অনুগত ও বিনীত করে তোলা তথা তাদেরকে এক আল্লাহমুখী করে গড়ে তোলা।

২. শিক্ষার্থীদেরকে রিসালাতে বিশ্বাসী করে তোলা এবং তাদের মাঝে মুহাম্মদ (সা)কে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেব মানার এবং তাঁকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।

৩. শিক্ষার্থীদের পরকালের জীবনের প্রতি বিশ্বাসী করে তোলা এবং তাদের মধ্যে পরকালের সাফল্য ও ব্যর্থতাকেই প্রকৃত সাফল্য ও ব্যর্থতা হিসেবে গ্রহন করার স্বচ্ছ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার, স্বচ্ছ জ্ঞান ও বুঝ সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে পরকালের মুক্তির আকাঙ্খা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করা।

৪. আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পূর্ণ বিকাশ সাধন করা।

৫. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আল্লাহর দাস (আব্‌দ) ও প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রেরণা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

৬. শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র বিবেকবোধ ও বলিষ্ঠ নৈতিক চেতনা জাগ্রত করে দেয়া।

৭. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মচেতনা, আত্মপোলব্ধি, আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপর্যালোচনার ভাবধারা সৃষ্টি করা।

৮. সময় ও সমাজ চাহিদার প্রেক্ষিতে দক্ষ, জীবন ও কর্মমুখী, সৎ, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত, উদ্যমী ও সাহসী মানুষ সৃষ্টি করা।

৯. সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যথাযোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা।

১০. শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতাবোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের মানবতার কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করা।

১১. জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা।

১২. সময় ও যুগের চাহিদা মাফিক দক্ষ ও যোগ্য গবেষক, আবিষ্কারক, চিন্তাবিদ, লেখক, বিচারক, শিক্ষক, সৈনিক, সমাজকর্মী, প্রশাসক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চিকিৎসক, প্রকৌশলীসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি এবং সকল ক্ষেত্র ও বিভাগ পরিচালনার উপযুক্ত লোক তৈরি করা।

১৩. সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রবণতা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ নিশ্চিত করা।

১৪. শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা (Creativity) বিকশিত করা। তাদের মধ্যে ইজতহাদী যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

১৫. সৎ, চরিত্রবান, নীতিবান ধার্মিক ও বিবেকবোধ সম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা। উৎপাদন ও কর্মমুখী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা।

১৬. আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে জীবন, জগত ও পরকালীন মুক্তি লক্ষ্যের মাঝে সমন্বয় সাধনের যোগ্যতা অর্জন, জীবনের পূর্ণত্ব অর্জন এবং জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন।

১৭. নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানা এবং তা সংরক্ষণ ও বিকাশের যোগ্যতা ও প্রেরণা লাভ করা।

১৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নিজস্ব বিশ্বাস, আদর্শ ও নীতির আলোকে বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা অর্জন করা।

www.pathagar.com

১৯. ইন্দ্রিয় শক্তি নিচয়ের বিকাশ সাধন ঃ ইন্দ্রয় শক্তিসমূহ মানুষের মধ্যে সুপ্ত থাকে। এগুলোই মানুষের সকল কাজের পরিচালক। আসলে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও মানুষকে সাহায্য করে তার ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ। তার

১. মন, ২. মস্তিষ্ক, ৩. দৃষ্টি শক্তি, ৪. শ্রবণ শক্তি,
৫. ঘ্রাণ শক্তি, ৬. স্পর্শ শক্তি, ৭. বাক শক্তি।

এগুলোর সাহায্যে মানুষ

১. অনুভব করে, ২. চিন্তা করে, ৩. বিবেচন করে,
৪. অনুধাবন করে, ৫. অনুসন্ধান করে, ৬. মর্ম উপলব্ধি করে,
৭. উদ্ভাবন করে, ৮. সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ৯. প্রকাশ করে,
১০. ধারণ বা সংরক্ষণ করে।

ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের এসব সুপ্ত শক্তি বিকশিত, প্রস্ফুটিত ও সংহত করে দিতে চায়।

১৬. ইসলামী শিক্ষনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য

এখানে আমরা ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের একটি রূপরেখা পেশ করতে চাই। এ রূপরেখা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তবে মৌলিক নির্দেশনামূলক। ভবিষ্যতে যারা আমাদের দেশে ইসলামী শিক্ষব্যবস্থা প্রণয়নের দায়িত্ব লভ করবেন, এটি তাদের খানিকটা হলেও সহায়তা করবে বলে আশা করি।

১. জ্ঞানের মূল উৎস 'ওহী'র জ্ঞান ঃ ওহী খোদায়ী জ্ঞান লাভের মাধ্যম। বাংলা ভাষায় জ্ঞানের বাহক বই। 'বই' শব্দটিও এসেছে 'ওহী' থেকে মূলত 'বই' ওহী'র রূপান্তর । এভাবে ঃ ওহী > বহি > বই।

এই ওহীই জ্ঞানের মূল উৎস। ওহী হলো, মানব জাতির ইহ ও পরলৌকিক সর্বাংগীন উন্নতি, কল্যাণ ও সাফল্যের উদ্দেশ্য নবী রাসূলদের মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা বা হিদায়াত।

আল কুরআন আল্লাহর প্রত্যক্ষ ওহী। এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং সর্বপ্রকার সন্দেহ সংশয়ের ঊর্ধ্বে। সুতরাং আল কুরআনই মানবজাতির জন্যে জ্ঞানের মূল সূত্র, মূল উৎস। আল কুরআনকেই শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ভিত্তি এবং মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অতপর গোটা শিক্ষানীতি, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রমকে এ মানদণ্ডের ভিত্তিতে সাজাতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে এ নির্ভুল ভিত্তির উপর। রাসূলের (সা) সুন্নাহ আল কুরআনেরই ব্যাখ্যা। তিনিও সে ব্যাখ্যা করেছেন ওহীর ভিত্তিতে, নিজের খেয়াল খুশিমতো নয়। সুতরাং রাসূলের (সা) সুন্নাহকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস ও মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

কুরআন সুন্নাহর মূলনীতি ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে সাজানো শিক্ষাব্যবস্থাই কেবল মানবতার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। কারণ তা জ্ঞানের মূল সূত্র থেকে উৎসারিত হয়। আর

www.pathagar.com

এটাই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ার কথা।

আল কুরআনকে আল্লাহ্ তা'য়ালা হুদাল্লিন্নাস 'মানুষের জীবন যাপনের সঠিক পথনির্দেশ' বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং মানুষকে তার জীবন যাপনের সঠিক পথ জানতে হলে কুরআনের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কুরআনের জ্ঞানার্জনকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। আর হাদীসও সুন্নাতে রাসূল যেহেতু কুরআনেরই প্রাসংগিক জিনিস, তাই কুরআনের সাথে সুন্নাহকেও অপরিহার্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

২. শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা ঃ 'মাতৃভাষা' তথা 'জাতীয় ভাষা' শিক্ষাদানের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। জ্ঞানের সকল উৎস এবং সব ভাষা থেকেই জ্ঞানার্জন করতে হবে। তবে তা বুঝতে হবে এবং বুঝাতে হবে 'জাতীয় ভাষায়'। নবী রসূলরা প্রত্যেকেই জাতির জনগণের ভাষায় শিক্ষাদান করেছেন ঃ

"আমি যখনই কোন রসূল পাঠিয়েছি সে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছে স্বজাতির ভাষায়, যেনো সে সমস্ত উপদেশ আহ্বান তাদের খুলে বলতে পারে" (সূরা ইব্রাহিম ঃ ৪)

৩. যেহেতু জ্ঞানের মূল উৎস আল কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ ও সংরক্ষিত হয়েছে, তাই আরবি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষাদান করতে হবে। প্রাথমিক স্তরেই আল কুরআন পড়তে শিখতে হবে।

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সরাসরি দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ শিক্ষা দান করতে হবে।

৫. উচ্চতর শ্রেণীসমূহে এবং উচ্চ শিক্ষায় জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিষয় ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হবে। তাছাড়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী আইনের বিশেষজ্ঞ তৈরির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. দীনি ও জাগতিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে।

৭. শিক্ষা হবে সার্বজনীন, সহজলভ্য ও উন্মুক্ত।

৮. প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক।

৯. শিক্ষা হবে প্রয়োগমুখী, জীবনমুখী ও কর্মমুখী।

১০. শিক্ষকদের পেশা হবে সবচেয়ে সম্মানীয়। শিক্ষকরা হবেন সত্যের সাক্ষ্য।

১১. শিক্ষকদের নৈতিক ও প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ গ্রহন হবে বাধ্যতামূলক।

১২. পাঠ্যক্রম ও পাঠসূচিতে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য সম্ভার ও বিশ্ব দৃষ্টিভংগি (World outlook) সৃষ্টির সহায়ক বিষয়াবলী অন্তরভুক্ত করতে হবে।

১৩. প্রাথমিক স্তর থেকেই সুন্দর আচার আচরণ তথা শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে।

১৪. পাঠ্যসূচিতে ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে রূপায়িত করতে হবে।

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে স্বাস্থ্য ও সামরিক শিক্ষা অন্তরভুক্ত হবে।

www.pathagar.com

১৬. পুরুষদের মতো নারীদের শিক্ষাও হবে বাধ্যতামূলক।

১৭. অবাধ সহশিক্ষা থাকবে না।

১৮. মসজিদসমূহকেও শিক্ষায়তনে পরিণত করা হবে।

১৯. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে চিরন্তন। তবে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে গতিশীল (Dynamic)। শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন অন্তর্গত (built in) ব্যবস্থা থাকবে, যাতে করে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে শিক্ষার পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, পরিসর, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনের পূর্ণবিন্যাস অনায়াসেই করা সম্ভব হয়।

২০. শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় চরিত্র গঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে ঈমান ও আদর্শিক মূল্যবোধ তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত বিশ্বাসের চেতনাকে।

২১. শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষাদান উভয়টাই সমগুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

২২. শিক্ষাদান পেশা নয়, মিশন।

২৩. অর্জিত জ্ঞান অবশ্যি চরিত্র ও কর্মে প্রয়োগ করতে হবে।

২৪. ইসলাম আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল প্রকার শিক্ষাকেই উৎসাহিত করে।

২৫. শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষাদান উভয়টাই ইবাদত।

২৬. সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিভাগের ছাত্রদের জন্যে তফসীরসহ আল কুরআন (আল কুরআনের নির্দিষ্ট অংশ) এবং নির্বাচিত সংখ্যক হাদীস শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে।

২৭. উচ্চ শিক্ষা হবে গবেষণা ও ইজতিহাদমুখী।

২৮. সকল বিভাগের ছাত্রদেরকে ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ অনুশীলন করে শিখাবার ব্যবস্থা থাকবে।

২৯. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে পাশাপাশি।

৩০. ছাত্র,শিক্ষক,অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসনের মধ্যে থাকবে সমন্বয়, যোগসূত্র ও সুসম্পর্ক।

৩১. ছাত্রদের গড়ে উঠানো হবে স্বাধীনতা রক্ষার সৈনিক, আদর্শের প্রচারক ও সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে।

৩২. শিক্ষা প্রশাসন হবে দুর্নীতিমুক্ত, সহজ, গতিশীল ও শিক্ষা উন্নয়নের সহায়ক।

৩৩. শিক্ষানীতি হবে ইসলামী সংস্কৃতির উৎসস্থল। শিক্ষার সকল স্তরে ও সকল বিভাগে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

১৭. শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্যে প্রয়োজন সঠিক দৃষ্টিভংগি

কোন জাতির শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার মূল ভিত্তি হল:

১. জাতির জনগণের মৌলিক বিশ্বাস, বিশ্বাসের ভিত্তি ও উৎস।

২. জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য।

৩. জাতির চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা।

www.pathagar.com

৪. যুগের চাহিদা।

৫. জাতির জনসম্পদ ও বস্তুসম্পদ।

৬. জাতীয় সম্পদের ভবিষ্যত সম্ভাবনা।

৭. উন্নত বিশ্বের প্রেক্ষিতে জাতির অবস্থান।

৮. উন্নয়নের ক্ষেত্র।

৯. উন্নয়নের টার্গেট।

১০. উন্নয়নের মানদন্ড।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কি লক্ষ্যহীন শিক্ষিত বেকার জনসংখ্যা তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থা হবে, নাকি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত দক্ষ জনসম্পদ তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থা। ভবিষ্যতে যারা শিক্ষানীতি তৈরি করবেন, তাদেরকে এ বিষয়টি সামনে রাখতে হবে।

এখানে ১৫টি প্রশ্ন উত্থাপন করা হলো, ভবিষ্যতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের সময় অবশ্যি এ প্রশ্নগুলোর মীমাংসা করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জাতির কর্ণধারদের নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো সামনে রাখা উচিত :

১. সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগি কি? তাদের প্রধান ধর্ম বিশ্বাস কি? তাদের জীবনধারার প্রধান প্রবাহ কি?

২. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মৌলিক নীতিসমূহ কি কি হওয়া উচিত?

৩. যুগোপযোগী, উন্নয়নমুখী, সমাজ চাহিদা ও জাতীয় মূল্যবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করতে হলে শিক্ষানীতিতে কোন কোন বিষয়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত?

৪. ক. মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা কি আরো উন্নত ও যুগোপযোগী হওয়া উচিত নয়?
খ. মাদ্রাসা শিক্ষা কি সমাজ চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার সমমান সম্পন্ন হওয়া উচিত নয়? মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলামে কোন পরিবর্তন/ সংস্কার প্রয়োজন আছে কি? থাকলে কি কি পরিবর্তন/ সংস্কার প্রয়োজন?

৫. ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা জরুরি, নাকি জরুরি নয়? জরুরি হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কিভাবে ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে তোলা যায়?

৬. ছাত্রদের নৈতিক মানবৃদ্ধি এবং প্রকৃত শিক্ষার প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট ও মনোযোগী করে তোলার জন্যে কি কি ব্যবস্থা নেয়া উচিত? তাদের জন্যে কি কি Incentive এর ব্যবস্থা করা উচিত?

৭. নারী শিক্ষা ও নারীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সুনিশ্চিত করার জন্যে কি কি ব্যবস্থা

www.pathagar.com

এবং কি ধরণের Incentive থাকা উচিত? নারীদের শিক্ষার লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ দিককে গুরুত্ব দেয়া উচিত কি? সহশিক্ষা অব্যাহত রাখা কি জরুরি?

৮. সার্বজনীন শিক্ষা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক/ উপ-আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কি কি ব্যবস্থা নেয়া উচিত? শিশু কিশোরদের ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা নেয়া উচিত?

৯. তথ্য প্রযুক্তি, প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি ও পলিটেকনিকসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে কল্যাণমুখী করার জন্যে কি কি ব্যবস্থা নেয়া উচিত?

১০. শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত কি? শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও মান উন্নয়নের জন্যে কি কি ব্যবস্থা নেয়া উচিত? শিক্ষকরা যাতে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন, তার জন্যে কি কি Incentive দেয়া উচিত?

১১. ক. ছাত্রদের দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত কি?
খ. শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও হানাহানি বন্ধের উপায় কি?

১২. সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নয় কি? উচিত হলে কোন পর্যায় পর্যন্ত বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত?

১৩. শিক্ষা প্রশাসন কিরূপ হওয়া উচিত? শিক্ষা প্রশাসনকে সুদক্ষ ও গতিশীল করার জন্যে কি কি ব্যবস্থা নেয়া উচিত? এ ক্ষেত্রে কাঠামোগত বা অন্যবিধ কি কি পরিবর্তন সাধন করা উচিত?

১৪. পরীক্ষা পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে নকল ও দুর্নীতিমুক্ত এবং ছাত্রদের মেধা ও যোগ্যতার যথার্থ মূল্যায়নের উপযোগী করে তোলার জন্যে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?

১৫. ধর্ম ও নৈতিকতা, তথ্য প্রযুক্তি, বিজ্ঞান প্রযুক্তি, কৃষি প্রযুক্তি, অর্থ ও বাণিজ্যনীতি এবং সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে চলার উপযোগী করে আমাদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে কিভাবে ঢেলে সাজানো উচিত?

এ প্রশ্নগুলোর প্রতি যথার্থ বিচার বিবেচনা না করে কোনো শিক্ষানীতি প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ নেয়া জাতির জন্যে কল্যাণকর হবেনা এবং জাতিও তা গ্রহণ করবেনা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারাই থাকুক না কেন, শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিজেদের দলীয় দৃষ্টিভংগি থেকে চিন্তা না করে জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চিন্তা চেতনার আলোকে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়াই হবে জাতির জন্য কল্যাণকর।

www.pathagar.com

১৮. গ্রন্থপঞ্জি

১. আল কুরআন।

২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমূল কুরআন। আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা।

৩. সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থাবলী।

৪. মিশকাতুল মাসাবীহ।

৫. Milton Cowan : A dictionary of Modern Written Arabic. Macdonald & Evans Ltd. London, Third Printing 1974.

৬. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, ড. শশিভূষণ দাশ গুপ্ত, শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টচার্য : সংসদ বাঙ্গালা অভিধান।

৭. অশোক মুখোপাধ্যায় : সংসদ সমার্থ শব্দ কোষ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৮ কলিকাতা।

৮. গাজী শামছুর রহমান : শিশু অধিকার সনদের ভাষ্য। শিশু একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৪।

৯. প্লেটো : রিপাবলিক। সৈয়দ মকসুদ আলী অনূদিত।

১০. ড. খুরশীদ আহমদ : নেযামে তা'লীম। আই পি এস ইসলামাবাদ ১ম সংস্করণ।

১১. মুসলিম সাজ্জাদ : ইসলামী রিয়াসাত মে নেযামে তা'লীম। আই পি এস ইসলামাবাদ।

১২. মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস : শিক্ষানীতির কয়েকটি কথা।

১৩. প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মদ সেলিম : ইসলাম কা নেযামে তা'লীম। লাহোর ১৯৯৩।

১৪. Report of the commission on National Education, Government of Pakistan (Sharif Commission Report) 1959.

১৫. বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (কুদরাত এ খুদা কমিশন রিপোর্ট) ১৯৭৪।

১৬. বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (মফিজউদ্দিন আহমদ কমিশন রিপোর্ট) ১৯৮৮।

১৭. প্রতিবেদন : জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭ (শামসুল হক কমিটি)।

১৮. জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩ প্রতিবেদন।

১৯. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা : আবদুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত : সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ, ১৯৯৭।

২০. আফজাল হোসাইন : তা'লীম ও তারবীয়াত, মাকতবা ইসলামী, নতুন দিল্লী।

২১. আবদুস সাত্তার : আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮০।

২২. মোহাম্মদ আজহার আলী ও হোসনে আরা বেগম : প্রাথমিক শিক্ষা, বাংলা একাডেমী।

২৩. সাইয়েদ মুহাম্মদ সেলিম : হিন্দ ও পাকিস্তান মে মুসলমানুকা নিযামে তা'লীম।

২৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : তা'লীমাত।

২৫. William Hunter : Our Indian Musalmans.

২৬. A . R. Mullik : British Policy & Muslim Bengal.

লেখক পরিচালক, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্স একাডেমী

www.pathagar.com

Islamization of Education
in the primary and the Secondary levels in the perspective of Bangladesh.

Sk. Sobdar Ali

Education may be defined as the collection of the realization of life. unflinching faith in Allah, observance of mundane life. Moral values. upliftment of the spiritual power and acquiring the knowledge how to solve the problems of life through, concerted efforts. Education list at the rot of building a civilized advanced and model nation of refined taste.

A national, model and balanced education system tinged with realization, morality, science and technology can ensure the foundation of a Welfare oriented society.

The vast majority of population of Bangladesh is Muslims. They demand in their collective life an Islamic idealism based education in the text books easily but to our utter surprise, we observe that the exposure of the Oneness of Allah based on science is yet to make room in these text books. On the contrary, the unrealistic dogmatism of Darwin has taken deep root herein. Islam absolutely denounces the wor] out idea about the Aborigines as available in the anthropology.

In the field of Bengali literature

It is desirable that Islamic culture would be reflected in art and literature. The syllabuses of

www.pathagar.com

primary and secondary education could have been arranged with the Islamic elements. But they were not done so. Rather some poems, articles, stories novels colored with anti-Islamic ingredients have made safe room in this arena. As there is no evidence of successful accumulation of ideas and thoughts that could revive the renaissance spirit among the teenagers in this stage, some policies devoid of morality and ethics came into existence in reality.

In the field of Economics
At present in our educational system there are lots of elements of capitalism and socialism. But no discussion is available here about the equal and balanced charity system that can eradicate poverty from the society easily. In the capitalism there is no balanced-sheet of income and expenditure. Again in the socialism, the state is the sole owner of all assets. But there are legitimate economic policies in the Islamic State. In this system the state as will as the society can demand- its rights. Hence economic system should be embedded in the policies as laid down in the Quran and the Hadith.

In the field of Civics
The political policies and philosophies that generally deal with civics are controversial and paradoxical with the Islamic ideas. As for example, As for example, in the democratic system it is upheld that general mass are the sources of all power while in Islam it is rightly acclaimed that almighty Allah is the owner of all sorts of power. Such many other anti-religious materials are available here which should be expunged immediately.

It is only and Islamic State that guarantees all types of human rights, as well as equal right of every citizen in the state and uprightness for all. As the curriculums and syllabuses are prepared in the model of the western ideas, the related evil consequences are deeply ingrained quite unconsciously in the juvenile minds. Those who are in the helm of the nation are solely responsible for this grave offense. It should be discarded immediately.

In the field of Commerce
In this field many ideas of capitalism that go against Islamic sentiment have been inserted quite subtly. Prevailing banking and commerce system in anti-Islamic which is tantamount to a grave

www.pathagar.com

offense. Islamic policies related to trade and commerce could have been upheld vis-a-vis the current ideas. Through some positive light has been thrown in the text books yet the total scenario is far from the stern reality.

In the field of History

Lots of ingredients like coins, rocks, architectures, auto-biographies and the writing of the contemporary writers have been used while writing the history. But in case of writing an Islamic history, the laws, by laws of the Holy Quran and the Hadith. The autobiographies of the companions of the prophet (SM), the life history of the Holy Quran etc. are deemed as the undisputed materials. Hitherto the elements of the running history are prehistoric, mostly airy, results of self-notions and self-will-power. Hence the actual philosophy of history has been perverted and the characters of the Muslims Kings and rulers were scandalized in the writing of the disbeliveers. Where as if the history had been shaped in the light of Islamic philosophy, the scenario would have been full of true facts and quite impartial.

In the field of Social Science

The main tone of the current philosophy is acquiring knowledge on the basis of assumption. In other words, philosophy is nothing but searching a black cat in a dark room where it is not, while Islam upholds it that the doer will be held responsible for the self will power and summation of efforts but he will never be held responsible for the condequences. The consequences will be measured in terms of fatalism. Fantastically there is no room for fatalism in the modern philosophy.

In the field of Islamiat

This very subject is destined to shape up the faith of the learners in the ideology of Islam i.e. in terms of the Oneness of Allah. His prophet and the life of the hereafter so that an Allah-fearing man is created to discharge his duty in every sphere of life with undaunted spirit and spotless character. But at present, its volume has been reduced to a great extent and its influencing factors are too inadequate to serve the purpose from the inception to conclusion. The factors that arouse the scene of accountability in the life of hereafter as well as an all-pervading welfare oriented mentality on the surface of this mundane world should be inserted in no time.

www.pathagar.com

In the mentioned ways, if the righteousness and even handed justice are dispensed to both the stages viz viz primary and secondary education, the correct reflection of the realistic structure of Islamic society will easily ingrained in the minds of the teaching staff and other employees saturated with this glorified system.

In the field of Co-Education:
Co-Education is equivalent to the deterioration of the sense of morality and ethics of the whole nation. In Islam it is totally forbidden. The purpose of education is demolished in case of continuing co-education of adult men and women and it gives rise to many complexities. The burning example of lots of adulterations. Sexual abuses in the highest-seat of learning as reflected in the leading dailies and illustrated magazines are undoubtedly the evil cousequences of co-education. Separate educational institutions must be set up to avoid all sorts of nuisances and to flourish independent individuality spotlessly.

The great expectations of the teeming millions of this land harboring unshakable faith in Allah and His prophet are that we may destine to the pinnacle of glory and honor to the community of the world being imbibed with the light of education and culture getting freed from the clutch of devastation of education, culture, life-style and economics. Our these expectations are yet to be materialized, Political instability, session jams in the educational institutions, terrorism, economic sterility, the ever increasing rate of unemployment, moral decay of the young, drug addiction, the narrow partisanship that pose threats. Instead of entire welfare oriented mentality, conflicts, uneven and unhealthy individual and party competitions etc. have confronted us to a critical situation. The whole society is now facing a dangerous challenge.

Our aimlessness specially in the realm of spreading education, lack of taking neutral steps in the area of expansion of education, want of practical principles of work in the field of adopting realistic measures is dragging us behind and we are going to be identified as and unsophisticated nation swiftly.

We have got our own spheres of languages, tradition, culture and literature in determining our own aims and objectives in the

www.pathagar.com

educational sector. The preservation of traditions, self consciousness and values of life, which are not opposed to our religious faith and values are not maintained and nourished justifiably. In determining the aims and objectives of our educational system, the aforesaid ideas must be given priority. We have to build up ideal, honest competent administrators, citizens, teachers, scientists, mothers and housewives. Priority must be given to work biased and productive education that can ensure our livelihood and way of living. Today's world has far advanced in the field of science and technology. No man can live quite isolatedly and separately being deprived of the contemporary knowledge of science and technology, All these things must be kept in view when educational policies will be promulgated.

May Allah, the exalted, provide us with the power o executing these activities. Amen.

Writer: Headmaster, Monipur High School, Dhaka.

www.pathagar.com

কাল পরিক্রমায় ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

মানব সভ্যতার ইতিহাস যতদিনের শিক্ষার ইতিহাসও ততদিনের। মানুষ সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকেই প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভ করে। প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ) কে সৃষ্টির করার পর মহান আল্লাহ যেদিন তাঁকে সবকিছুর নাম শেখালেন সেদিন থেকে মানব সভ্যতায় জ্ঞানের সূত্রপাত।[১] তিনি সবকিছুর নাম শেখানোর মাধ্যমে বাস্তবিক পক্ষে আদমকে বস্তুজগত সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছিলেন। কোনটির কি ব্যবহার তার মৌলিক জ্ঞান শুরু হয় ঐ বস্তু বা প্রাণীকে জানার মধ্যে দিয়ে। এভাবে স্রষ্টার পক্ষ থেকে সরাসরি জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করে মানুষ সৃষ্টির সেরা হিসেবে আবির্ভূত হয়। আদি পিতার অর্জিত জ্ঞান ও শিক্ষাই বন্টিত হতে থাকল কালে কালে, সঞ্চিত হতে হতে প্রবৃদ্ধি ঘটল জ্ঞান ভান্ডারের। তারপর আল্লাহ তায়ালা আদম (আ) কে পৃথিবীতে পাঠালেন এবং সাথে দিয়ে দিলেন জীবন যাপনের সামগ্রিক হিদায়াতের জন্য জীবন বিধান বা দীন। আর এই দীন ও দুনিয়ার সমন্বিত শিক্ষাই হলো ইসলামী শিক্ষা। এই শিক্ষার মূল উৎস হলো ওহি, আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা।

আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনপদে মানবতার পদপ্রদর্শক হিসেবে যতজন নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের সকলেই ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তন করেছিলেন বা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত দীনের আলোকে লোকদের শিক্ষা দিয়েছেন। খাতামুন্নাবী হিসেবে মহানবী (সা) এর উপর সর্বশেষ আল কুরআন নাযিল হয়। তিনি কুরআনের আলোকে

www.pathagar.com

জনসাধারণকে শিক্ষা দেন। রাসূলুল্লাহর সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই হলো ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। কালক্রমে এ শিক্ষাব্যবস্থার যে ক্রমবিকাশ ঘটে বক্ষমান প্রবন্ধে তা আলোকপাত করা হয়েছে।

১. রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুগ

রাসূলুল্লাহ (সা:) এসেছেন বিশ্ববাসীর জন্য একজন শিক্ষক হিসেবে।[২] তিনি যে শিক্ষা প্রদান করেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা ছিল সবচেয়ে কার্যকরী ও সর্বাঙ্গীন শিক্ষা। তিনি এমন এক সমাজকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করে সুসভ্য হিসেবে গড়ে তোলেন, যে সমাজ ইতোপূর্বে সবচেয়ে অসভ্য মূর্খ, বর্বর, ছিল। শিক্ষা হলো দেহ মন ও আবার সমন্বিত উন্নয়ন।[৩] সবচেয়ে স্বার্থকভাবে একথা বাস্তবায়ন করেন রাসূলুল্লাহ (সা)। তিনি শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত যারাই তাঁর অনুসারী হয়েছিলেন তাদের সকলকেই প্রশিক্ষিত করেন, নতুনভাবে শিক্ষিত করে তোলেন। এটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। আমরা এখন দেখি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজ তাদের নিরক্ষর বয়স্ক লোকদের স্বাক্ষর জ্ঞান দান করতে কত শত প্রচেষ্টা চালায় তারপরও কতটুকুই বা তারা সফল হন। অথচ রাসূল (সা) ছোট-বড়, শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ তাঁর অনুসারী সকলকেই একই শিক্ষায়, একই চিন্তাধারায় গড়ে তোলেন। তাঁর শিক্ষানীতি এমন বলিষ্ঠ এবং সুনির্দিষ্ট ছিল যে, যার আলোকে একমুখী সংগঠিত একটি সমাজ, জাতি গঠন করা সম্ভব হয়। যার প্রভাব এতটাই স্থায়ী ছিল যে শত-সহস্র বছর সে শিক্ষা আলোকবর্তিকার মত বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে।

১.১. শিক্ষার বিষয়বস্তু ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সময়ে পবিত্র কুরআনকে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তখন ধীরে ধীরে কুরআন নাযিল হতো আর রাসূলুল্লাহর (সা:) অনুসারীগণ তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতেন। সে সময় কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জাগতিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হতো। হাদীস গ্রন্থগুলোতে দেখলে আমরা উপলব্ধি করব, সে সময় কত রকমারি বিষয়ে শিক্ষাদান করেছিলেন রাসূল (সা)। আকীদা বিশ্বাস, ইবাদতের নিয়ম-নীতি, চুক্তি-সাক্ষ্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন, বিচার বিভাগীয় ও প্রসাশনিক আইন, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, যুদ্ধ ও সমরনীতি, চিকিৎসা ও কৃষি বিজ্ঞান, অতীত জাতির ইতিহাস, সমাজ কল্যাণ, অর্থনীতিসহ প্রভৃতি বিষয় পাঠক্রমের অন্তভুক্ত ছিল। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য বিদেশী ভাষা শিক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে সুরিয়ানী, ফার্সী, হাবসী, হিব্রু ও রোমান ভাষা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা:) এসব ভাষায় তখন বুৎপত্তি অর্জন করেন।

---

১. আল কুরআন ২: ৩১।
২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,
৩. Jhone Milton : Education is the harmonious development of body, mind and soul.

www.pathagar.com

১.২. শিক্ষাদান ব্যবস্থাপনা ঃ

অশিক্ষিত, মূর্খ, বর্বর আরব সমাজকে একটি আদর্শে শিক্ষিত করে তুলতে রাসূলুল্লাহ (সা:) বেশ কতগুলো পদক্ষেপ নেন। যেমন ঃ

১. বাসস্থান কেন্দ্রীক শিক্ষা ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) মক্কায় অবস্থানকালে বাসস্থান কেন্দ্রীক শিক্ষার প্রসার ঘটে। এ সময় হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের (রা:) বাসস্থানই ছিল প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। এটি দারুল আরকাম নামে পরিচিত। এ ছাড়া অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবীদের বাড়ীকে কেন্দ্র করে স্বতস্ফুর্তভাবে শিক্ষা প্রদান ও পাঠদান করা হতো।

২. মসজিদ কেন্দ্রীক শিক্ষাব্যবস্থা ঃ মদীনায় পদার্পনের পর মসজিদে নববী এবং পরবর্তী সময়ে মদীনা ও এর আশে পাশের অন্য আটটি মসজিদে নিয়মিত শিক্ষাদান করা হতো। মসজিদে নববী ছাড়া অন্যান্য মসজিদগুলোতে বিভিন্ন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সরাসরি শিক্ষাদান করলেও এসব মসজিদের জন্য সুনিদিষ্টভাবে শিক্ষক নির্ধারিত ছিল। মক্কা বিজয়ের পর মক্কাতে অনুপম আরেকটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে।

৩. সুফফার শিক্ষায়তন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় পদার্পন করেই যে শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করেন তা ছিল মসজিদে নববীর একটি অংশকে শিক্ষায়তন হিসেবে নির্ধারন করা, যার নাম ছিল সুফফা। এটি ইসলামের প্রথম জামেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়। রাসূল (সা) নিজেই সুফফার যাবতীয় বিষয় দেখাশুনা করতেন। তবে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেন আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস (রা)। সুফফার শিক্ষার্থীদেরকে রাসূল (সা) নিজেই শিক্ষা দিতেন। এছাড়াও যায়েদ ইবনে সাবেত, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ, ইবনুল আস, উবাদা ইবনে সামেত (রা) প্রমুখকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের কাজে লাগাতেন।

৪. শিক্ষাদানের মাধ্যমে যুদ্ধবন্দি মুক্তি ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নিরক্ষরদের অক্ষর জ্ঞান দান করার জন্য শিক্ষিত যুদ্ধবন্দীদের নিয়োজিত করতেন। বদর যুদ্ধের কয়েদীরা এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ। বদর যুদ্ধে যে সত্তর জন অমুসলিম গ্রেফতার হয় তন্মধ্যে যারা লেখাপড়া জানতেন তাদের মুক্তিপন ছিল প্রত্যেকে দশজন নিরক্ষর লোককে লেখাপড়া শিক্ষা দিবে। এভাবে শিক্ষাদানের মাধ্যমে যুদ্ধবন্দি মুক্তি লাভ করে। এ ধরনের ব্যবস্থা শিক্ষা প্রসারের ইতিহাসে নজিরবিহীন।

৫. শিক্ষা বিস্তারের জন্য লোক প্রেরণ ঃ ইসলামী শিক্ষা ক্রমান্বয়ে মদীনার বাইরে ছড়িয়ে পড়লে সুফফায় শিক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবীদের শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হয়। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সা) আত্তাব ইবনে উসাইদ ও মুআজ (রা) কে লোকদের কুরআন শেখানো এবং দীনের জ্ঞান দান করার জন্য মক্কায় রেখে যান। এমনিভাবে নাজরান এলাকায় আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা) কে, ইয়ামনে মুআয ইবনে জাবাল ও আবু মুসা আশআরী (রা) কে প্রশাসনিক কাজ ও শিক্ষাদানের জন্য

www.pathagar.com

প্রেরণ করেন। এভাবে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা রাসূল (সা) এর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করে শিক্ষক চেয়ে পাঠাতেন এবং তিনি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত শিক্ষক সে এলাকায় পাঠাতেন। ফলে দ্রুত ইসলামী শিক্ষা আরবের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

১.৩. শিক্ষার অন্যান্য দিক ঃ

ক. প্রাথমিক শিক্ষা ঃ রাসূল (সা) বয়স্কদের লেখাপড়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার সাথে সাথে শিশু শিক্ষার প্রতিও নজর দেন। ফলে বয়স্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শিশু শিক্ষা নিকেতন গড়ে ওঠে। তিনি বদর যুদ্ধের শিক্ষিত বন্দীদেরকে শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্বে নিয়োগ করেন। এ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠক হিসেবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সমধিক খ্যাত ছিলেন।

খ. নারী শিক্ষা ঃ একটি সফল, পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী সমাজ বিপ্লব সাধন করতে হলে নারী পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে, এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা) ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি নারী শিক্ষার প্রতি সমান গুরুত্ব দিতেন। তিনি পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরকেও আলাদাভাবে নিদিষ্ট সময়ে তালীম দিতেন। ঈদের মাঠে দেখা যেত তিনি পুরুষদের সামনে ভাষণ শেষ করে নারীদের সমাবেশে গিয়ে বক্তব্য রাখতেন। নারী শিক্ষার প্রতি তিনি ভীষণভাবে তাগিদ দিতেন, উৎসাহ জোগাতেন। এ কারণে হযরত সুফিয়া, খানসা, আতিকা, জয়নব, মাইমুনা, রুকাইয়া (রা) এর মত বড় বড় কবি, হযরত আয়েশা (রা) এর মত প্রসিদ্ধ নারীদের দেখা যায়। যাদের জ্ঞান-গরিমা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে বেশী মনে করা হতো। যে আটজন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন তন্মধ্যে হযরত আয়েশা (রা) হলেন দ্বিতীয়। কারো কারো মতে ইসলামী শরিয়তের বিধানে এক চতুর্থাংশ তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে। (তাবাকাতে ইবনে সাদ ২য় খন্ড পৃঃ ৭২১)
হাদীস বর্ণনাকারীদের গ্রন্থ 'আসমাউর বিজাল'। এতে প্রায় একহাজার সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত রয়েছে। তাঁদের মধ্যে একশ পঞ্চাশ জন হচ্ছে মহিলা সাহাবী। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, সে যুগে নারী শিক্ষার প্রতি কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল।

গ. ক্রীতদাস-দাসীদের শিক্ষা ঃ সমাজের সকল স্তরে যাতে শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন হয় সে দিকেও রাসূল (সা) নজর দেন। তিনি ক্রীতদাস-দাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার সাথে সাথে তাদেরকে উত্তম শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত বেলাল, সালমান ফারসী, খাব্বাব, ইয়াসার, আম্মার, যায়েদ ইবনে হারেসা, সুমাইয়া (রা) সহ এমন দল নারী-পুরুষ সাহাবা পাওয়া যায়, যারা শিক্ষা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, যোগ্যতার কারণে ইতিহাস খ্যাত হয়েছেন, অথচ তারা ছিলেন ক্রীতদাস-দাসী মাত্র।

১.৪. শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ

আল্লাহর নিদর্শন, কিতাবের জ্ঞান, হিকমত শিক্ষাদান এবং অন্তরকে পবিত্রকরণের উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা) কে পাঠিয়েছেন। রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত আকর্ষণীয়,

www.pathagar.com

প্রভাবশালী পদ্ধতিতে কার্যকরভাবে শিক্ষাদানের এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি মৌখিকভাবে এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। মূলত কার্যকর এ দু' পদ্ধতিতেই তিনি শিক্ষাদান করেন, শুধুমাত্র বক্তব্য দিয়ে ক্ষান্ত হতেন না, তা বাস্তবে আমল করে দেখাতেন। ফলে তাঁর সকল শিক্ষাই হতো অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রাণবন্ত এবং প্রভাবশালী। তাই তার অনুসারীগণ একটি শিক্ষাকে খুব সহজেই দৃঢ়তার সাথে আত্মস্থ করতে পারতেন। মূলত রাসূল (সা) এর সাথীরা তাঁর কাছে শুনে মৌখিক (Theoritical) জ্ঞানার্জন করতেন, আর তাঁর জীবন ও চরিত্র দেখে বাস্তব (Practical) শিক্ষাগ্রহণ করতেন। যেমন তিনি নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন বটে, কিন্তু বলেছেন, 'তোমরা সেভাবে নামায পড়ো, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখো।'

২. খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ

রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইন্তেকালের পর তাঁর প্রদর্শিত শিক্ষাকে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন তাঁর চার খলিফা। নতুন নতুন এলাকায় ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে সাথে তাঁরাও ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলেন সেসব এলাকায়। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের ব্যাপকতার কারণে শিক্ষিত লোকদের প্রয়োজন বেড়ে যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (৬৩২-৬৪৪ খৃ.), হযরত উমর ফারুক (৬৪৪ খৃ.), হযরত উসমান (৬৫৬ খৃ.) এবং হযরত আলী (রা) (৬৬১ খৃ.) ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীন খ্যাত রাসূলুল্লাহর (সা) চার খলিফা। চার খলিফাই ছিলেন অত্যান্ত সুশিক্ষিত, জ্ঞানী ও পন্ডিত। এ সময় ইসলামী শিক্ষা এক প্রতিষ্ঠানিক রূপ পায়। বিজিত এলাকার লোকদের অতি সহজে এবং দ্রুত ইসলামী শিক্ষায় কিভাবে দীক্ষিত করা যায় এ ব্যাপারে তারা কার্যকরী উদ্যোগ নেন।

২.১. কুরআন গ্রন্থবদ্ধকরণ, সংরক্ষরণ ও সম্প্রচার ঃ ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ জন হাফিজে কুরআন শহীদ হলে আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) এর পরামর্শে যায়েদ বিন সাবিতের (রা) মাধ্যমে কুরআন সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং একটি প্রামান্য সংকলন তৈরী করেন। পরবর্তীকালে হযরত উসমান (রা) তাঁর শাসনামলে সাম্রাজ্যের সকল স্থানে এই নির্ভুল কপি বিতরণ করে কুরআনকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেন।

২.২. মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা ঃ এ সময়ে রাষ্ট্রের সকল মসজিদগুলোই ছিল একাধারে ইবাদাত, জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র, প্রশাসনিক কার্যালয়। মসজিদকে কেন্দ্র করে গণশিক্ষা চালু হয়। হযরত উসামন (রা) রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান মমজিদগুলোতে বক্তৃতা (Lecture) পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। হযরত উমর (রা) মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে বায়তুল মাল থেকে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

২.৩. গণশিক্ষা ঃ শিক্ষা সর্বসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য খলিফাগণ এ সময় ব্যাপক উদ্যোগ নেন। হযরত উমর (রা) বেদুঈনদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিজিত এলাকার লোকদের ইসলামী শিক্ষা প্রদান করার জন্য তিনি শিক্ষক প্রেরণ করেন।

www.pathagar.com

২.৪. হযরত উমর (রা) শিক্ষিত ব্যক্তিদের- সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং হস্তলিখন, অংক শিক্ষা, অশ্ব চালনা , বিশুদ্ধ কোরআন পাঠ, আরবি সাহিত্য পাঠ, প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করেন।

২.৫. অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ঃ

হযরত উসমান (রা) কুরআন মজিত শিক্ষাদানের পাশাপাশি গণিতশাস্ত্র, কাব্য চর্চা, জ্যোতিবিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, কাব্য চর্চা, ভুগোল সহ অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। হযরত আলী (রা) কে বলা হতো জ্ঞানের দরজা (Gate of Knowledge) তিনি স্বভাব কবি ছিলেন। তাঁকে আরবী ব্যকরণের জনক বলা হয়। তার রচিত 'দিওয়ানে আলী' আরবী সাহিত্যের অনন্য সৃষ্টি।

৩. উমাইয়া আমল

খুলাফায়ে রাশেদীনের পরে ৬৬১-৭৫০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ১৪ জন শাসকের উমাইয়া শাসনামলেও ইসলামী শিক্ষা ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। এ আমলের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন খলিফা যেমন খলিফা আবদুল মালিক, প্রথম ওয়ালিদ, ওমর বিন আবদুল আজিজ এক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন। এ সময় মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা এবং মিশর প্রধান শিক্ষা কেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে।

এ যুগের উল্লেখযোগ্য অবদানগুলো হলো ঃ

১. আরবী ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে।
২. আরবী ভাষায় হরকত নুকতা প্রবর্তিত হয় এবং উচ্চারণ পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটে।
৩. প্রখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনে সুমাইয়ের কর্তৃক কুরআনের তাফসীর রচিত হয়।
৪. ফারসীতে লিখিত অনেক মৌলিক ও বিখ্যাত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুদিত হয়।
৫. ছাত্রবৃত্তি ও শিক্ষকদের বেতন নীতি ঘোষিত হয়।
৬. হাদিস সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধকরণ ত্বরান্বিত হয়।
৭. চিকিৎসা, রসায়ন, ফলিত বিজ্ঞান, জ্যোতিবিদ্যার উপর বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।
৮. হাসপাতাল, অবৈতনিক বিদ্যালয়, মক্তব প্রভৃতি স্থাপিত হয়।
৯. ইলমে ক্বিরআত ও ফিকহ্ শাস্ত্রের গোড়াপত্তন হয়।
১০.সাহিত্য চর্চা, গবেষণা প্রভৃতি কাজে সাফল্য ও কৃতিত্বের জন্য বৃত্তি ও পুরষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়।
১১.গ্রন্থাগার (Library) প্রতিষ্ঠিত হয়।
১২.গৃহ শিক্ষকের মাধ্যমে বাড়িতেই শিশুদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. আব্বাসীয় আমল

আব্বাসীয় ৩৭ জন খলিফাদের শাসনামল (৭৫০-১২৫৮) মুসলিম শাসনের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘতম সময়। কাজেই এ সময়ে ইসলামী শিক্ষার যে ব্যাপক বিস্তার ঘটে তাকে ঐতিহাসিকগণ 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ আমলের খলিফাগণ তাদের সামরিক বিজয়াভিযানের পরিবর্তে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় বেশি আত্মনিয়োগ করেন।

www.pathagar.com

ফলে শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিম বিশ্ব অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ আমলেই ইসলামী শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে একটি সিস্টেম হিসেবে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইসলামী শিক্ষার বিবর্তনে আব্বাসীয় শাসনামলের যেসব পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

১. ধ্বংসপ্রায় ইরাকি, মিশরীয়, গ্রিক ও পারস্য শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংরক্ষণ এবং বিকাশ সাধন করা হয়।
২. শিক্ষা, চিকিৎসা, গণিত, রসায়ন, ভূগোল, দর্শন, মহাকাশ, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষার ব্যাপক গবেষণা ও উন্নয়ন ঘটানো হয়।
৩. উল্লেখিত বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়।
৪. প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন প্রাধান্য পায় এবং আরবী বর্ণ পরিচয় হস্তলিপি বিদ্যাসহ কুরআনের বিশেষ অংশ মুখস্থ করানো হতো।
৫. গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নব নব উদ্ভাবন (Innovation) এবং আবিষ্কার (Invention) উৎসাহিত হয়।
৬. শিক্ষাকে প্রাথমিক ও উচ্চ এ দু'স্তরে বিভক্ত করে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়।
৭. গৃহশিক্ষক ও সার্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন, শিক্ষকদের মর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধি, পল্লী ও শহরকেন্দ্রিক শিক্ষার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন এবং নারী শিক্ষার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়।
৮. চিকিৎসা রসায়ন, গণিত, ফলিত বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, জ্যোতি বিজ্ঞানের ওপর অসংখ্য মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।
৯. দেশের বিভিন্ন স্থানে মাযহাব ভিত্তিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।
১০. মসজিদভিত্তিক পাঠ দানের প্রবর্তন করা হয়।

এ আমলের কয়েকটি বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঃ

১. বায়তুল হিকমা ঃ খলিফা আল মামুন উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদে ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'বায়তুল হিকমা' প্রতিষ্ঠা করেন। এটি মধ্য যুগ ও আধুনিক বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব দাবী করতে পারে। এর সাথে একটি বিরাট গ্রন্থাগারও ছিল। বিখ্যাত গণিত শাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিদ আল-খারিযমী ছিলেন এর গ্রন্থাগারিক।

২. নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ঃ সেলজুক বংশের খলিফা আলপ আরসালান খাজা হাসান নামক জনৈক পন্ডিতকে নিযামুল মূলক উপাধিতে ভূষিত করে উজিরে আযম নিযুক্ত করেন। তিনি ১০৬৫-১০৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাগদাদে বিখ্যাত নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল ইসলামের প্রকৃত উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র। প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীও দীর্ঘ চার বছর নিযামিয়ায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। এখানে অধ্যাপকগণকে উচ্চহারে বেতন দেয়া হত এবং সমাজের তাঁদের মর্যাদা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত।

www.pathagar.com

৩. তাজিয়া কলেজ ঃ সেলজুকদের অন্যতম উযীর তাজ-উ-দ্দৌলা বিখ্যাত তাজিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য উচ্চ হারে বেতনের ব্যবস্থা করা হয়।

৪. কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ স্পেনে উমাইয়া বংশের খলিফা দ্বিতীয় হাকাম উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে কর্ডোভায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়ন ও ফলিত বিজ্ঞান পড়ানো হতো। বিভিন্ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ অনেক পন্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটে ছিল বিধায় কর্ডোভাকে 'পন্ডিত প্রসূ' বলা হতো। এটি ছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের অন্যতম বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র।

৫. আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ৯৭২ খ্রীস্টাব্দে ফাতেমী বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি জওহর মিশরে আল-আজহার নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে এটি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ লাভ করে। এ বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম এখনও চলছে।

৬. মুস্তানসিরিয়া ঃ খলিফা আল মুস্তানসির ১২৩৪ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত মুস্তানসিরিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অধ্যাপকগণ সরকারী তহবিল থেকে মাসিক ভাতা পেতেন তেমনি ছাত্রগণও ভাতা এবং খাবারের রেশন পেতো।

৫. ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা

৭১২ খৃস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্দু ও মুলতান বিজয়ের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। ধীরে ধীরে ভারতে মুসলিম শাসনের বিস্তৃতি ঘটে। একই সাথে ইসলামী শিক্ষাও বিস্তার লাভ করে। সুলতান মাহমুদের (১০০১-১০৩০) সতের বার ভারত বিজয় পুরো ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মুক্ত করে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সুলতান মাহমুদের অবদান অনস্বীকার্য। গজনীকে তিনি তদানিন্তন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করেন। তিনি তখনকার জগৎ-সেরা প্রায় চারশয়ের অধিক কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। প্রখ্যাত ফেরদৌসী, আল-বেরুনী ছিলেন তার দরবারেরই ব্যক্তিত্ব।

সুলতান শিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরী (১১৭৪-১২০৬) আজমীর মসজিদ, দিল্লীতে কুওয়াতুল ইসলাম নামক মসজিদ, ক্রীতদাস শিক্ষা প্রকল্প প্রভৃতির প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শিক্ষাকে নিজ দায়িত্বে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেন।

অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, জ্ঞানী ও সুশিক্ষিত সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেক (১২০৬-১২১০)-(মুহাম্মদ ঘোরীর জামাতা) মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ, মক্তব, খানকা পরিচালনা, কুরআন-হাদিস, ফিকহ, উসূল শিক্ষাদান প্রভৃতি কাজে অবদান রাখেন।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ সালে বাংলা বিজয়ের পরে এখানে মসজিদ, মাদরাসা নির্মিত হয় এবং ইসলামী শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়।

www.pathagar.com

সুলতান ইলতুতমিশ (১২১১-১২৩৬), তার সুযোগ্য কন্যা সুলতানা রাজিয়া, পুত্র নাসির উদ্দীন মাহমুদ (১২৪৬-৬৬) ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মক্তব, মসজিদ, মাদরাসা, সাধারণ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতান গিয়াজ উদ্দীন বলবন (১২৬৬-৮৬), খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠিতা জালালুদ্দীন খিলজী, সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী, তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক, সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩১৫-৫১), ফিরোজ শাহ্ তুঘলক (১৩৫১-৮৮) প্রমুখের আমলেও এ উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার বেশ উন্নতি সাধিত হয়। কুরআন-হাদিস ছাড়া তারা তর্কশাস্ত্র, গ্রিক ও মুসলিম দর্শন, শরীরবিদ্যা, ভেষজশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখান এবং বেশ অগ্রগতিও পরিলক্ষিত হয়।

লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাহলুল লোদী এবং হুসেন শাহী বংশের জনক আলাউদ্দীন হুসেন শাহ বাংলায় শিক্ষার যে সুযোগ সৃষ্টি করেন তা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কেউ কোন দিন ভুলবে না। তাদের আমলেই সামরিক শিক্ষা সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় এবং টোল প্রথা চালুর মাধ্যমে হিন্দুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

এরপর মুঘল সম্রাটগণ এ উপমহাদেশ দীর্ঘদিন শাসন করে। প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দীন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩১), সম্রাট হুমায়ুন, সম্রাট শের শাহ (১৫৪০-৪৫) প্রমুখ রাস্তাঘাট নির্মাণে বিদেশী নিয়োগ, মসজিদ, মাদরাসা, বিদ্যালয় নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের তিন জন শ্রেষ্ঠ বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৫), শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮) এবং আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) নিজেরা যেমন উচ্চ শিক্ষিত ও সুপণ্ডিত ছিলেন তেমনি দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতেও কসুর করেন নি। তাদের আমলে মসজিদ-মাদরাসার সংস্কার সাধিত হয় ব্যাপকভাবে। বিশেষতঃ সম্রাট আওরঙ্গজেব (আলমগীর) পাঞ্জাবের শিয়ালকোর্টে ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তার 'ফতোয়ায়ে আলমগীরী' ইসলামী আইন ও ফিক্হ শিক্ষার ক্ষেত্রে পথিকৃত হিসেবে আজও সমাদৃত হয়ে আসছে।

৫.২. শিক্ষাস্তর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সেসময় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মকতব, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ফার্সী মাদরাসা এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য আরবি মাদরাসা ছিল। সুলতান মাহমুদ গজনবীর শাসনকাল থেকে কোম্পানীর শাসনকাল পর্যন্ত (১০০১-১৮৩৫ খৃস্টাব্দ) ফার্সি ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই এ ভাষা শিকতো।

১১৯২ খৃস্টাব্দে শিহাবুদ্দিন ঘুরী (মূল নাম ঃ মুয়েজুদ্দীন মুহাম্মদ সাম) ভারতে ইসলামী হুকুমাত কায়েমের পর দিল্লিতে সর্বপ্রথম বড় আকারের ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসায়ে মুয়েযীয়া নামে এটি খ্যাতি পায়। পরবর্তী বাদশাহ কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০) আজমিরে 'আড়াই দিনের ঝুপড়ি' নামে খ্যাত একটি বিখ্যাত মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। (হিন্দু ও পাকস্তিান মে মুসলমানূঁকা নিযামে তালীম ও তারবিয়াত, প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মদ সলীম)।

www.pathagar.com

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের (১৩২৫-৫১ খৃ.) আমলে শুধু দিল্লিতেই এক হাজার মাদরাসা ছিল। ম্যাকস মুলায়ের শিক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা যায় ইংরেজ শাসনের পূর্বে কেবল বাংলাদেশেই আশি হাজার বিদ্যালয় ছিল। স্যার জন এডামের রিপোর্ট অনুসারে বাংলা-বিহারে ১ লক্ষ বিদ্যালয় এবং প্রতি ৪০০ জনের একটি করে বিদ্যালয় ছিল।' এ ধরনের অসংখ্য পরিসংখ্যানে দেখা যায় ,সে সময় শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং শিক্ষা ছিল সার্বজনীন।

৫.৩. পাঠ্য বিষয় ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

কুরআন তেলাওয়াত, কিরাআত, অক্ষর পরিচয়, হস্তাক্ষর শিক্ষা, প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষা দান ছিল প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য বিষয়। আর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পাঠ্য বিষয় ছিল ব্যাপক। এ সময়কার পাঠ্য সকল বিষয়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১. আল ইলুমুল নাকলিয়া, যাকে উলুমে শরীয়া বলা হতো। ২. আল উলুমুল আকলিয়া, যাকে ইলুমে নাজরিয়া বা তাত্ত্বিক জ্ঞান বিভাগ বলা হতো। উলুমে শারীয়া বিভাগে থাকতো, কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্, মিরাজ, আরবী ও ফার্সি সাহিত্য, ইলমে বয়ান-ইলমে তাসাউফ, ইতিহাস ইত্যাদি। আর উলুমে নাজরিয়া বিভাগে বিজ্ঞান, বাণিজ্য, গণিত, কৃষি ও চিকিৎসাসহ বিজ্ঞানের সকল বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের মাঝ থেকেই বের হয়ে আসতো গবেষক, চিন্তাবিদ, বিচারক, প্রশাসক, টেকনিশিয়ান, চিকিৎসক এবং বিভিন্ন পেশার লোক।

এ সময়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল অতি চমৎকার। শিক্ষক যে বিষয়ে, ক্লাসে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতেন সে বিষয়টিই পুনরায় ক্লাসের একজন ভালো ছাত্র পড়াতো। একে সর্দার পড়ুয়া পদ্ধতি বলা হতো। এ পদ্ধতির অনুকরণে Dr. Andrew Bell ঊনবিংশ শতাব্দিতে ইংল্যান্ডে 'Monitor System' নাম দিয়ে তা প্রয়োগ করেন, যা এখন এক আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি। ক্লাসেই ছাত্ররা তাদের দৈনন্দিন পাঠ প্রস্তুত করে নিত এবং ক্লাস শেষে বিরতির মাঝে সবাই মিলে গ্রুপ ভিত্তিক আলোচনা করত। যাকে 'মুতায়ালা' বলা হতো।

এছাড়া উপরের ক্লাসের ভালো ছাত্ররা নিচের ক্লাসে শিক্ষাদান করতো। এ সময় পাঠ্য গ্রন্থাবলীর গুরুত্ব ও আকারের প্রেক্ষিতে তিনভাগে ভাগ করে পড়ানো হতো। এক. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ঃ আধুনিককালের lecture Method-এর মত শিক্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্য বুঝাতেন। দুই. মধ্যম পদ্ধতি ঃ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হতো। সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ ও যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে মূল বক্তব্য বুঝিয়ে দেয়া হতো এবং বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংশয় নিরসন করা হতো। তিন. ব্যাপক আলোচনা পদ্ধতি ঃ উপরিউক্ত দু'পদ্ধতি ছাড়াও ব্যাপক ব্যাখ্যা এবং উপমা-উদাহরণের মাধ্যমে ছাত্রদের জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করার চেষ্টা চলতো।

www.pathagar.com

৫.৪. শিক্ষা সমাপন ও উপাধি

১৪/১৫ বছর বয়সেই শিক্ষা সমাপন হতো। শিক্ষা শেষে শিক্ষা সমাপনী সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হতো। সেদিন 'ফাতেহা' পাঠ করে শিক্ষা সম্পানকারী ছাত্রদের জন্য দোয়া করা হতো। এ অনুষ্ঠানকে 'ফাতেহা ফেরাগ' বলা হতো। আধুনিক সমাবর্তন বা convocation-এর ধারণা এই 'ফাতেহা ফেরাগ' থেকে হয়।

ফার্সী মাদরাসার সমাপনকারীকে মুন্সী এবং আরবী মাদরাসা সমাপনকারীকে আলিম খেতাব দেয়া হতো। মুঘল আমলের পূর্বে চূড়ান্ত ইলম হাসিলকারীকে 'দানিশ মান্দ' বলা হতো। পরবর্তীতে একে মৌলভি বলা হতো। ফার্সী মাদরাসার শিক্ষকদের মিয়াজী, আখন্দজী কিংবা মোল্লাজী বলা হতো। আর আরবি মাদরাসার শিক্ষকদের মৌলভী বা মোল্লা সাহেব বলা হতো।

সমাপ্তি কথা

সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসের উপর ব্যাপক আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে উপনৈবেশিক শাসনামলের পূর্বেকার ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খোলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া, আব্বাসীয় অথবা উসমানীয় খেলাফত এমনকি মুঘল সাম্রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল Integrated, সেখানে একজন মিলিটারী অফিসার কিংবা সিভিল সার্ভেন্ট্স একদিকে যেমন কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহ্ জানতেন, অপরদিকে তেমনি অন্যান্য সাধারণ বৈষয়িক বিষয়ও জানতেন। অর্থাৎ অনূর্ধ দু'শ বছরের আগ পর্যন্তও শিক্ষাব্যবস্থা Unified System-এ ছিল। অথচ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় Ethics & Moality কে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এই নীতি নৈতিকতাবিহীন শিক্ষা জাতিকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা এক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা। এর এক সোনালী অতীত রয়েছে। দীন ও দুনিয়ার সমন্বয়ে গড়া এ শিক্ষাব্যবস্থা পূনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আবারো ইসলামের সেই গৌরবময় দিনগুলো ফিরে পাবে মুসলিম বিশ্ব।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ও এ.এস.এম. আলাউদ্দীন, ইসলামী এডুকেশন সোসাইটি।

২. হিন্দ ও পাকিস্তান মে মুসলমানুঁকা নিযামে তালীম ও তারবিয়াত, প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মদ সলীম।

৩. শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আবদুস শহীদ নাসিম, শতাব্দী প্রকাশনী

৪. Education in Early Islamic Period, Dr. Zafar Alam

৫. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান

৬. শিক্ষাব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।

৭. ইসলামী শিক্ষা সংকলন, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।

৮. বাংলাদেশে ইসলাম, আবদুল মান্নান তালিব।

৯. তাবাকাতে ইবনে সাদ, ২য় খন্ড।

লেখক, রিসার্চ স্কলার, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ শহীদ আবদুল মালেকের কথা

শাহাদাত হোসেন

বিশ্ব মানবতার উন্নতি, অগ্রগতি কল্যাণ আর মুক্তির একমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। সভ্যতার ভিত্তিপস্থ র স্থাপন ও আধুনিক জাতি গঠনে যা একমাত্র নিয়ামক শক্তি হিসেবে কার্যকর। মানসিক দৈহিক ও আত্বিক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সমাজে বা রাষ্ট্রে এমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় যার মাধ্যমে একদিকে আদর্শ ও নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন এক নতুন বংশধরের উত্থান ঘটে এবং সাথে সাথে অসৎ নেতৃত্বের স্থান ঐ সকল ব্যক্তিদের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে সমাজ থেকে সকল প্রকার হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, আর দুর্নীতির মতো আত্মঘাতি ব্যাধি দূর হয়ে অনাবিল শান্তি আর স্থিতিশীলতার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা সকলে, অর্থাৎ সকল প্রজাতির মানুষেরই একান্ত কাম্য। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছিল এটি কি করে সম্ভব? সকলে মিলে এর একটি উত্তর খুঁজে পেয়েছিল আর সেটি ছিল উর্বর ও সময়োপযোগী, যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন। সমাধানটি নি:সন্দেহে অত্যন্ত চমৎকার ছিল কিন্তু সমস্যা তখনও রয়ে গেলো। আবার প্রশ্ন উঠল যে শিক্ষা নীতির কথা বলা হল সেটির Ideological Basis কি হবে? একশ্রেণীর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা ধর্মহীন Sacular শিক্ষানীতির পক্ষে জোরাল ভূমিকা রাখার চেষ্টা করল। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে আপোষহীন ব্যক্তিরাও অবস্থান করে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে। ১৯৬৯ সালে ঘোষিত হয়েছিল নুর খান শিক্ষানীতি এবং তার উপর জনসমর্থন আদায়ের লক্ষে সমগ্র পাকিস্তান চলছিল বিতর্ক। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ

www.pathagar.com

বিতর্ক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের মেধাবী ছাত্র আব্দুল মালেক তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় আকর্ষণীয় উপস্থাপনা ও অখন্ডনীয় যুক্তির মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষানীতির পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। নিপার উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির আদর্শিক ভিত্তি সম্পর্কে আজ এখানে আলোচনা হতে যাচ্ছে। যেহেতু এ শিক্ষানীতির আদর্শিক ভিত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে- Pakistan must aim at ideological unity, not at ideological vaccum-it must impart aunique and integrated system of education which can impart a common set of culture values based on the precepts of Islam. অর্থাৎ ঃ- পাকিস্তান, এ লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে যে, এর মাধ্যমে আদর্শিক অনৈতিকতা দূর করে ঐক্যতা প্রতিষ্ঠা। এবং যার মাধ্যমে এমন একটি নতুন ও সম্মিলিত শিক্ষানীতি চালু করা যা, একটি সার্বজনীন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সক্ষম হবে এবং যার ভিত্তি হবে ইসলামের অনুশাসন বা নৈতিক উপদেশ।

আবদুল মালেক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য বলেন, এখানে যারা আজ আলোচনা করেছেন তাদের পক্ষ থেকে অনেকগুলো অযৌক্তিক বিষয়ের অবতারনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন Common set of cultural values বলতে কেউ বুঝেছেন হয়তো one set of cultural vatues অর্থাৎ একক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কিন্তু তাদের এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সার্বজনীন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ মানে একক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন one set of cultural values সোভিয়েত রাশিয়াতে রয়েছে, যেখানে রয়েছে একটি Authoritarain society অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধিণতাকে উপেক্ষা করে কর্তৃপক্ষের সমাজ, আর সেখানে বিভিন্ন অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি তাদের সাংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে একটি একক সাংস্কৃতিক মূল্যেবোধ তৈরী করেছে। আমরা এটার বিরোধী। তিনি নির্ভীকচিত্তে তীব্রভাবে দাবী করেন- আমরা এখানে Common set of cultural values not one set of cultural values.

এই তো গেলো আদর্শিক ভিত্তি নিয়ে বিতর্ক এরপর আবদুল মালেক শিক্ষার উদ্দেশ্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেন- আমি আলোচনা করতে চাই আসলে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? তিনি বলেন- আমি এখানে কোন বিষয়ে আলোচনা না করে শুধুমাত্র মহাকবি Milton একটা কথা আলোচনা করতে চাই। Milton বলেছিলেন- Education is the harmonious development of mind, body and soul. এই body, mind and soul এর harmonious development কোন Ideology বা কোন আদর্শ ছাড়া কি হতে পারে? তিনি secular শিক্ষা ব্যবস্থার সমর্থকদের নিকট জোরালো প্রশ্ন রাখেন।

এরপর তিনি মিল্টনের কথার ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলেন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি চেতনা এবং সঠিক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করার মাধ্যমে জাতীয় চেতনা ও জাতীয় মতের

www.pathagar.com

সৃষ্টি করা। আর যারা শিক্ষার্থী রয়েছেন তাদের mental, physical এবং moval training দিয়ে তাদেরকে এমন একটি পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাতে করে তারা ভবিষ্যতে জনসমষ্টির সাথে একটি Common cultural এবং ideological basis এর সেতু বন্ধন তৈরী করতে পারে এবং এরপর এখানকার যে আদর্শ রয়েছে সেটা যাতে ধীরে ধীরে ভবিষ্যতে বৃদ্ধি হতে পারে এরকম একটি পরিকল্পনা রয়েছে মিল্টন এর এই সংজ্ঞার ভিতর।

শুধু ইসলামী শিক্ষানীতির পক্ষেই নয় আবদুল মালেক বিরোধী বন্ধুদের দেশ বিদেশের অসংখ্য উপমার উপস্থাপনার মাধ্যমে চোখে আঙুল দিয়ে ধর্মহীন শিক্ষানীতির পরিণতি দেখিয়েছেন তিনি তাদেরকে পাশ্চাত্য সমাজের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন- দেখুন যে, পাশ্চাত্য সমাজে Libeval calucation এর নাম দিয়ে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে সে ব্যবস্থায় শিক্ষিত আমেরিকার একজন Social philosopher এবং Educationist নিজেই বলেছেন যে, - Three kinds of progress are signeficat: progress in knowledge and technology, progress in socialization of man and progress in spivituality. the last one is the most important.অর্থাৎ তিন ধরনের অগ্রগতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নতি, মানুষকে সামাজিক করন ও ধার্মিকতার উন্নয়ন এবং শেষোক্তটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Albert Schezer যিনি "The teaching of reverence for life" গ্রন্থ রচনা করেন তিনি বর্তমান আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা Sccular এবং liberal শিক্ষা ব্যবস্থা যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সেখানে একটা turning point- এ শিক্ষাকে - Idelogically - ovient বা প্রাচ্য আদর্শের চেষ্টা করতে পরামর্শ দিয়েছেন, এক্ষেত্রে তিনি বলেন- Our age must achieve spicitual renewal. A newren aissance must come- the renaissance in which man kind discoveved that elhical- action is the supreme truth and the supreme- utilitavianism by which mankind will be libevated.এই Spivitual liberation ছাড়া Mankind এর কোন libevation হতে পারে না। তিনি এটি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন।

ধর্মহীন শিক্ষার পরিণতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে আবদুল মালেক শহীদ বলেন- আমার মনে হচ্ছে যে, পাকিস্তানের বুকে ২২বছর যাবৎ এই Secular এবং ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজ এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সমাজে এমন কতগুলো ম্যাকলের Brain child এবং Brown English man তৈরি করেছে যাদের মুখ থেকে আমরা ধর্মহীন শিক্ষার কথা শুনছি। তিনি ইতিহাসের দিকে ইংগিত করে বলেন সকলের জেনে রাখা দরকার, এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় দেড়শ বছর আগে প্রবর্তিত হয়েছিল

www.pathagar.com

এবং মুসলমানদের মধ্যে যখন তা অকার্যকর হল। তখন Sir william itunter কে এর মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছিল। উনি কি কথা গুলো বলেছিলেন দেখুন। তিনি বলেছেন- The truth is that our system of public instruction is opposed to the tradition, unsuited to the vequirements and hateful to the veligion of Mussalman.

ইসলামি আদর্শে অজ্ঞদের কে জাগ্রত করার নিমিত্তে তিনি বলেন ইসলামের Ideology কি এ প্রশ্ন যারা করেন তাদেরকে আমি বলবো যে- আপনি ইসলামের ইতিহাসের উপর পর্যালোচনা করুন। ইসলামের ইতিহাস অধ্যায়ন করে তারপর বলুন ইসলামের Ideology কি?

ইসলামের আদর্শ বা ইসলামের সংস্কৃতির ভিত্তিতে যে সমাজ এবং Society গড়ে উঠেছিল, সেখানে স্থানীয় Culture বা স্থানীয় সাংস্কৃতিরও দাম ছিল এবং সেসব বিকশিত করার প্রচেষ্টা ও ছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার মতে সেখানে একক সাংস্কৃতিক মূল্যেবোধ প্রতিষ্ঠা করা হয়নি বরং Common set of culture করা হয়েছিল।

সুতরাং উপমহাদেশের শিক্ষানীতির পূর্বের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমান নীতিকে একটি আদর্শিক ও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপায়ন করার যে বলিষ্ঠ যুক্তি আর দাবী সে দিন উত্থাপিত হয়েছিল এবং ছাত্র সমাজের মধ্যে যে গণজাগরনের সৃষ্টি করেছিল আবদুল মালেকের নির্ভিক বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা তাতে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবি নামের পরজীবি ও তাদের অসৎ বংশ ধরদের পায়ের তলের মাটি সেদিন মরে গিয়েছিল তারা প্রচন্ডভাবে অন্তরে আঘাত পেয়েছিলেন এবং বিস্মিত হয়েছিলেন আবদুল মালেকের মতো অকুতভয় যুবকের উপস্থিতি লক্ষ্য করে। তাই তারা ইসলামের পুরেস খেলায় মেতে উঠে চোরাগলি আর প্রাণ হরনের নিকৃষ্ট রাস্তায় তারা ধাবিত হয়। আদর্শিক পরাজয় মেনে নিতে না পেরে তারা বাংলার সোনার ছেলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ও পরিচিত মুখ আবদুল মালেককে রেসকোর্সের ময়দানে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে হত্যা করে ইন্নালিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

www.pathagar.com

Junction And Role of Education

Edited

No definition of education and its aim is possible unless the nature of man or the significance of knowledge is first made clear. Man, according to Islam is composed of soul and body; the soul is rational and the body represents the animal dimension; he is at once spirit and matter, he is a unity as an individual and his individuality is referred to as the self; he is endowed with attributes bestowed by Allah. Man possesses spiritual and rational organs of cognition such as the heart and the intellect and faculties relating to physical, intellectual and spiritual vision, experience and consciousness. He is forgetful by mature and inclines towards injustice and ignorance. His most important gift is knowledge, which pertains to spiritual as well as intangible and tangible realities. Knowledge must guide him towards a high ultimate destiny in the Hereafter, which is determined by how he conducts himself in this world.

Islam represents a special body of knowledge granted to man by Allah, Who is the source of all knowledge. Knowledge is trust which must become with responsibility, justice and wisdom with reference to man and nature. In nature are found

www.pathagar.com

signs of knowledge which must be approached in reverential humility and with purity of purpose.

The meaning of education in its totality in the context of Islam is inherent in the connotations of the terms Tarbiyyah, Ta'lim and Ta'dib taken together. What each of these terms conveys concerning man and his society and environment in relation to Allah, is related to the others and together they represent the scope of education in Islam, both formal and non-formal.

1.1 Aim of Education

Islam offers man a complete code of life in the Qur'an and the Sunned which, followed wholeheartedly, lead man towards the realization of the greatest glory that Allah has reserved for him as Khalifatullah (Allah's vicegerent).

In order to adequately follow the code of Islam and attain consciousness of himself as Khalifatullah, man needs training from his childhood both at home and in society in which hi olives. This training should encompass his total personality, his spirit, intellect and rational self, imagination and bodily senses and should mot be of one part at the expense of others.

His belief in the code and practice in accordance with this faith is possible only when the training is so organized that all other aspects of his personality are dominated by its spiritual self which alone can receive and strengthen faith, develop his will power and lead him to good deeds and salvation.

The Western classification of knowledge, underlying the modern system of education prevalent in Muslim countries, is based on a secular concept which ignores the necessity of faith as the basis of action as required by Islam. It considers whatever training of feelings, imagination and reason natural sciences, social sciences and humanities can give as sufficient for the growth of human personality. Though all Muslin countries teach Islam as one of the many subjects, they have not as yet substituted Islamic concepts for non-Islamic concepts. Hence, it is imperative to re-classify knowledge and re-organize education.

In view of the above considerations, the following aims of education are enunciated :

www.pathagar.com

1. Education should aim at a balanced growth of personality through training of the spirit, intellect, rational self, feelings and bodily senses of man. The training umpired to a Muslim must be such that faith is infused in whole of his personality and creates in him an emotional attachment to Islam and enables him to follow the Qur'an and the Sunned and be governed by the Islamic system of values Willingly and joyfully so that he may proceed to the realization of his status as Khalifatullah to whom Allah has promised the authority of the universe.

2. Education should, Therefore, cater for the growth of man in all its aspects; spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic, both individually and collectively and motivate these aspects towards goodness and attainment of perfection. The ultimate aim of education in Islam is realization of individual's communal and human level.

3. The education system in the Muslim world must be so shaped that it facilitates social mobility. All barriers must be removed to provide equal opportunity to all Muslims to attain the highest qualification as per their intellect.

4. Education should promote in man the creative impulse to rule himself and the universe as a true servant of Allah, not by opposing and coming into conflict with nature nut, by understanding its laws and harnessing its forces for the growth of a personality that is in harmony with it.

5. Education, by precept and example, should instill piety and encourage self-purification and self-discipline as a means of penetrating into the mysteries of the universe and opening the heart to the fear and love of Allah.

1.2 Classification of Knowledge

In order to achieve the ultimate aims and objectives of education, knowledge may en classified into the following two categories.

a) Revealed (perennial) knowledge, based on the Divine Revelation presented in the Qur'an, the Sunned and all that can be derived from then, with special emphasis on Arabic language as a key to understanding both the Qur'an and Sunned.

b) Acquired knowledge, including social, natural and applied sciences, susceptible to quantitative growth an multiplication,

www.pathagar.com

limited variations and cross-cultural borrowings as long as consistency with the Tiara's as the source of values is maintained.

The means of receiving the revealed knowledge is through "Divine Revelation" as contained in the Qur'an an Hadith, whereas the source of acquired knowledge is man's imagination and his sense-experiences. In the latter case the curriculum has to be so designed that man may reach beyond sense-experiences and think conceptually, where instead of getting confined to senses and the external world, he may be able to proceed beyond them into the region of Higher Truth, closer to Allah.

The classification given above is both logical and psychological because the former is given knowledge based on faith and the latter is acquired by human faculties but enlightened by faith.

All knowledge belongs to Allah and is granted to mankind by Him. Some knowledge is revealed to man through His chosen people the prophets- and some is granted to man when he strives with his mind. The former category has the status of absolute truth and the latter of tentative truth, always to be judged with reference to the former.

Since the inception of Islam, this dual classification has been maintained in all educational institutions and in their curriculum designing so that by the time of Ibn Khaldun, the set pattern came to be known as naqlia (transmitted) and aqiya (intellectual) sciences.

In view of the vast expansion today of the range of intellectually acquired knowledge and tremendous development of human skills and techniques because of the technological advancement, a dissociation between faith and intellect and hence between revealed knowledge and acquired knowledge and acquired knowledge have occurred. The resultant disintegration of human personality is evident through prevalent conflicting attitudes and through serious, even bloody, conflicts between two groups of people-the believers and the seculars.

This conflict in the individual mind can be solved and the full efflorescence of man towards Khalifatullah is possible only through integration of faith and intellect and through a common religious approach to all kinds of knowledge.

This integration is possible only when the Islamic educational

www.pathagar.com

institutions are established in each branch of acquired knowledge and if an Islamic philosophy of sciences is evolved.

Integration of curriculum necessarily implies the integration of the two parallel systems of education prevalent in Muslim countries leading to the enrichment of both and not with any detrimental effect upon either.

The classification of knowledge into perennial and acquired categories is stated below:

Group 1

Perennial (revealed) :

a) Al-Qur'an
*Recitation (qira'ah)
*Memorization (hives)
*Interpretation (tamari)

b) Sunned

c) Syrah of the prophet (pubs), his Companions and their followers, covering the early history of Islam

d) Towhead

e) Usual-i-Fiqh and Fish

f) Qur'anic Arabic (phonology, syntax, semantics

Ancillary

a) Islamic metaphysics

b) comparative religions

c) Islamic culture

Group 11

Acquired

a) Imaginative (Arts) : Islamic arts and architecture, languages, literature,

b) Intellectual (Sciences) : Social studies (theoretical), philosophy, education, economics, political sciences. history, Islamic civilization (including Islamic ideas on politics, economics, social welfare, war and peace), geography, sociology, linguistics, psychology (with special reference to the Islamic concept as found in the Qur'an and Hadith and explained by early Muslim thinkers and Sufis), anthropology (as can be deduced from the Qur'an and Sunnah).

c) Natural Sciences (theoretical) : Philosophy of sciences,

www.pathagar.com

mathematics, statistics, physics, chemistry, life sciences, astronomy, space sciences, etc.

d) Applied Sciences : Engineering and technology (civil, mechanical etc), medicine (tibb, allopathic, homeopathic, veterinary),agriculture, forestry.

e) Practical : Commerce, administrative sciences (business administration, public administration etc), library sciences, home sciences, communicative sciences (mass communication etc).

All these branches of acquired knowledge should be taught from the Islamic perspective. Islamic educational institution should be established in all branches of social studies.

1.3 Social Role

Interrelationship between the education system and social, economic and political institutions largely determines the structure and functioning of an education system. The education system should be revamped to contribute maximally to the correction and improvement of the functioning of these institutions. At the same tine, an education system cannot be adequately reformed on Islamic lines without simultaneously reforming the corresponding social, economic and political institutions.

Islamic education is a life-long process of preparing an individual to order his own life in accordance with the injunctions of Islam and fully contribute to the recomatruction and development of his society for the implementation of these injunctions. In the broadest sense of the term, the process of education involves both formal education in schools and colleges of various levels and types, as well as non-formal education through such social institutions as the family, neighborhood, peer groups, the mosque, communication media like radio and TV, clubs and guilds, social and youth centers, recreational activities, professional organizations and workplaces. At some levels of perhaps throughout life, the influence of these institutions is far more pervasive and profound than the influence of formal educational institutions. If the school is teaching important values which are neglected by the family, neighborhood, radio and TV, the development of the student will be chaotic. The behavior and performance of these social institutions should, therefore, be corrected in a well-planned manner so that the environment they

www.pathagar.com

provide is geared to the objectives and functions of the educational institutions.

The family is considered to be the most important institution which makes a fundamental contribution to the physical, intellectual, social, emotional, spiritual and moral development of a child. Vigorous efforts should be made to develop and e3xpand female education on Islamic lines and lay proper emphasis in the curricula on Islamic values and injunctions concerning family life. There must be a core knowledge made obligatory for all Muslims at all levels of educate system-from the highest to the lowest.

What renders an education system Islamic or un-Islamic is making of failing to make the beliefs (   ) and injunctions (   ) of Islam as enunciated in the Qur'an and Sunni, the principal focus of all educational activity, This is the only criterion by which we can assess the extent of Islamization of the goals, objectives, curricula and instructional materials of an education system.

All knowledge, which helps Muslims to order their individual and social life in accordance with the injunctions of Islam, is desirable and essential. Unless the curricula of all subjects at all levels focus o Islamic beliefs and injunctions, just adding one subject of Islamiô or Dinyat to the curriculum cannot make the system Islamic. This systematic work has not yet been undertaken anywhere.

Proper institutions should be established and material and human resources made available to start a systematic and properly planned work on the reformulation of educational objectives and reconstruction of curricula, syllabi and textbooks without any delay. Objectives and curricula are not the only components of the educatio0n system; is teacher. planning of an Islamic teacher education programmer should, therefore. be given the higher priority. The greatest possible percentage of the gross national product (GBP) of every Muslin country should be specifically allocated to the educational endeavor.

The Westernized education system developed in the Muslim countries by the colonial rulers or their agents has seriously divided and disintegrated our societies. A smell elite on the one hand is educated to assume and monopolies positions of power and privilege and, as a

www.pathagar.com

result, the members of this elite group get completely alienated from the aspirations, needs and problems of the masses in general, On the other an overwhelming majority of the people are deprived of basic elementary education, oe of the most fundamental rights of all human beings. It is unfortunate that while Islam has championed the cause of knowledge and enlightenment in the world, the literacy rate many Muslim countries today is acyrally going down.

In all Muslim countries, vigorous and planned efforts should me made to provide free, conp0ulsory and universal education to all children so that they are able to read, write, understand and express fundamental teachings of Islam and other sciences and arts which may enable them to understand the nature of creation and man's place in the universe as the vicegerent of Allah. This task should be given the highest priority. Beyond these level, the opportunity to seek education should be equally available to all those who are able and willing irrespective of their class, color or economic status. For this purpose, an extensive scheme of scnbolerahips should be initiated. There is also a need to develop adequate programs for adult education.

The rampant poverty, deprivations, hunger, disease and illiteracy of the people in most Muslim countries are a shame to the past glory of Muslims and to the quality of life Islam espouses. The economic productivity of these countries has to be raised by employing modern technology if conditions are to be improved. The planning of economic development is an issue outside the domain of the formal education system and retches deliberate efforts on the part of Muslim governments, yet the development of human resources to meet the manpower needs of economic development is a central purpose of education. Secondary, technical, vocational, higher and professional education should, therefore, be planned in such a way that the manpower needs of development are met and employment opportunities are maximized.

The ever-widening gap between the rich and the poor, the consequent social ills and human degeneration run counter to the Islamic concept of social justice. Again, the issue of income distribution lies outside the domain of the formal education system and requires careful attention and effort on the part of Muslim governments. But, by

www.pathagar.com

universalizing elementary and secondary education and equalizing education opportunities for all, the education system can be made to function as an instrument of social mobility.

The Muslim Ummah, across the continents and different ethnic, linguistic and national entities, is still an indivisible unity. Our education systems should contribute to unity and consolidation of the Ummah and serve as a bulwark against any dissentions among the Muslims. These an be achieved partly by focusing on the unity of the Ummah in the curricula of various levels and types of education and by encouraging the exchange of students and teachers among Muslin countries. But real unity can only be achieved when Muslim governments actively word, co-ordinate and mutually support their efforts towards social reconstruction on Islamic lines,

The political institutions and the processes of political decsionmsking in the Muslim countries should be re-organized in accordance with the Islamic principle of popular representation shirr and accountability. The evaluation of the performance of the persons holding positions of trust, whether political, administrative of bureaucratic, should be institutionalized on the basis of an objective criteria. The education system can significantly contribute by focusing on these ideals in the curricula of various levels and types and organizing such activities which provide the students an opportunity to practice them. Only then will the process of education prepare the young generation to order their individual and collective lives in accordance with the injunctions of Islam.

1.4 Conceptual Role

The aim of Islamic education is the creation of a good and righteous man who worships Allah in the true sense of the term and builds up the structure of his life according to the Shari'ah (law) and employs it to subserve his faith.

The meaning of worship in Islam is both extensive and comprehensive; it is not restricted to the physical performance of rituals only but embraces all aspects oOf activity; faith, thought, feeling and work in conformity with what Allah says i9n the Qur'an : "I have created the Jinn and man only to worship Me; Say, 'O my lord of the Worlds Who hate no peer."

www.pathagar.com

Thus, the foundation of civilization on this earth; the exploitation of wealth, resources and energies Allah has hidden in its bowls; the search for sustenance; the measures by which man can rise to full recognition of the ways of Allah in theuniverse; the knowledge of the properties of matter; and the ways in which they can ye utilized in the service of faith and the dissemination of the essence of Islam and helping man to attain the ideals of righteous and prosperous life, all are considered forms of worship. With this Islamic concept of education in the most comprehensive sense, it appears that education must achieve two things; first, it must enable man to contemplate his Lord to understand Him so that he worships Him is full conviction of His Pennies, observe the rituals and abide by the Tiara's and the Divine injunctions; second, it must enable him to understand the ways of Allah in the universe, explore the reinforce His religion i the light of Qur`ans : "It is He who hatch brought you from the earth and made you inhabit and inherit it."

Thus, the sciences of the Tiara's meet other sciences such as medicine, engineering, psychology, sociology, etc. in that they are all Islamic sciences so long as they move within the framework of Islam. All these sciences are necessary in a reasonable degree for an ordinary Muslim, while in a much nor specialized form these are required and sought by scholars, mujtahideen and jurists of the Ummah.

The Islamic concept of science does not impose any restrictions on theoretical, empirical or applied sciences except for one limitation which pertains to the ultimate ends on the one hand and their actual effects, on the other. In a sense, from the Islamic point of view, science is a form of worship by which man is brought into closer contact with Allah; hence, it should not be abused to corrupt faith and morals and bring forth harem, corruption, injustice and aggression. consequently, any science which is in conflict with faith and does not serve its ends and requirements is in itself coffeepot, stands condemned an rejected and has no place in Islam.

Every education system embodies a philosophy which enumerates from a particular concept from which it cannot be isolated. Thus, We cannot have a philosophy or an education policy which is based on a

www.pathagar.com

concept not i consonance with the Islamic ideology . This is what happens when we apply the British, French, American or Russian philosophies of education because they are in conflict with the Islamic ideology and contradict it.

Islam imbeds a comprehensive concept which gives us a unique and distinctive education policy. All we have to do is to base our education on this philosophy. When we cone to the means by which this end con be achieved, there is no objection whatsoever to the full exploitation of every successful human experiment so long as it is not in conflict with the Islamic way of thinking and life.

The character of education at all stages and in all areas of knowledge should be Islamic so as to enable students to comprehend and meet challenges to their faith.

The aim of this type of education should be to preserve the Islamic heritage and resist the encroachment of alien culture.

1.5 Hallmarks of Islamic System

When we review the education systems overruling in the world, namely the European, American and Marxist systems in addition to mixtures of such systems and also review the traditional systems in some Muslim countries, we conclude that it is high time to formulate an alternative Muslim education system which should be desitgnek to serve as a defiance against ideological and behavioral deviation resulting from intellectual and ethical onslaughts.

The education policy in the Muslin countries should emphasis the creation of good men who believe in God and are earnest in their pursuit of life and the Hereafter in accordance with the Qur'anic injunctions. Here are some characteristics of an Islamic system :

1. An Islamic education system must articulate Islam's perception of the individual, society and the physical cosmos in its relation to the creator, Allah the Almighty.
2. The fundamentals of such a system should combine the following :
   a) Promotion of faith from the nursery and primary level to the university education.
   b) Islamic teachings and laws which mould the individual's social education, i.e the articles of faith.

www.pathagar.com

c) Islamic teachings relating to muamlat (social interaction).
d) Such Islamic ethical rulers of conduct which seek to build man's morals, i.e. al-tahzeeb (refinement).

3. The Qur'an, the Hadith, the examples set by the Prophet's life and the scientific and culture achievements of the early Muslims should form the springboard for the proposed system.
4. Such a system should encourage due respect to reason and intellect, promote study of science and harness it to the good of mankind.
5. The system should seek to promote the formulation of Islamic theories in the fields of economics, politics, sociology and philosophy in order ot foil the vacuum in the minds of Muslim youth in these seas so as to prevent intellectual invasion from outside.
6. The system should emphasize Islam's respect for freedom combined with its emphasis on discipline and social order.
7. Education could not be Islamic either kin planning or execution unless the community and the state adopt the Islamic system. Therefore, all countries in which Muslims form a majority should abide by the Tiara's and made their economic, political and social legislation in accordance with Islam, relying on the Qur'an and the Sunni.
8. The education system should be so designed that ass social and natural sciences as well as arts should have an Islamic core. Developments in these areas should be accelerated qualitatively and quantitatively within the Islamic frame of reference.
9. Once the proposed Islamic system is enforced, dualism existing in education in some Muslim countries should be reconsidered. But before working out a substitute that preserves the Islamic legacy, traditional Islamic institutions –madras's –should not be abolished.
10. Universities in Muslim countries should embark upon the training of scientists and technicians who world pioneer social and economic development. Such universities should have an Islamic frame of reference and try to produce Muslim medical practitioners, Muslim engineers, Muslim agronomists etc.
11. To realise the afore-mentioned aim, the Shri'ah faculties should occupy a pivotal role in the structure engineering and agronomy

www.pathagar.com

should be closely related to them.

12. A provisional body should be set up from amongst Muslim thinkers and educationists who are known for their knowledge, experience and sincerity to study existing education systems and draw up the broad lines of Islamic system of education.
13. Steps must be taken to implement the proposed system at all the four levels-from the kindergarten to the university in a gradual and integrated manner as soon as practicable.
14. A wide publicity campaign should be launched to review this system and highlight the shortcoming of the imported systems.
15. The proposed system should undertake the segregation of the sexes at all stages and should not permit co-education.
16. The initiation of the proposed Islamic system entails the following :
    a) To secure the approval of the governments concerned.
    b) To begin immediately the preparation of teachers along new lines as well as organize training activity for the present teachers.
    c) To prepare curricula for textbooks.
17. An international Islamic organization for education, culture and science at governmental level should be established for the consolidation and development of Islamic education with special focus on culture and civilization.

www.pathagar.com

আজ এই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সমাজে
এমন কতগুলো ম্যাকলের ব্রেইন চাইল্ড
এবং ব্রাউন ইংলিশ ম্যান তৈরি করছে
যাদের মুখ থেকে আমরা
ধর্মহীন শিক্ষার কথা শুনছি।

শহীদ আব্দুল মালেক

www.pathagar.com

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার'০৪

পঠিত প্রবন্ধমালা

ও

আলোচনা

www.pathagar.com

আমাদের সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্য

আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ

ভূমিকা

বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের প্রতিটি দেশ ও জাতির উপর বাইরের প্রবল ও সামগ্রিক প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে নয়া-উদারনৈতিকতা (neo-liberalism) তার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রবলভাবে আলোড়িত, পরিবর্তিত ও প্রভাবিত করছে। শেকড়-বিচ্যুতির যে আয়োজন সাম্প্রতিককালে মানব সমাজের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে তাতে ঐতিহ্যকেন্দ্রিক আলোচনাটি জরুরী হয়ে পড়েছে।
সংস্কৃতির লক্ষ্য স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার জীবন শেষে পরকালীন জীবনের তার জান্নাতে ফিরে যাওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে এই অর্জনে পূর্ণতা বা perfection এর প্রয়াসই সংস্কৃতি।

মানুষের ইতিহাস ও তার সংস্কৃতি সমান্তরালভাবে বেড়ে উঠেছে। 'ঐতিহ্য' বলতে মানুষের ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় সমূহকে বুঝায়। সংস্কৃতির বিকাশ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে অনেক বলার থাকলেও তুলনামূলক অধ্যয়নে মনে হয় মানুষ বিশ্ব ইতিহাসের এক ধ্রুব (Constant) এবং সংস্কৃতির তেমন কোন উন্নয়ন নেই। "Culture has no development and man is a constant of world history".[১]

সভ্যতার ক্রম বিকাশের ধারায় আমরা বর্তমানে ইলেকট্রনিক যুগ অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে আমরা পশ্চিমা প্রভাবে ব্যাপক দেউলিয়াত্বের শিকার। Samuel Huntington তাঁর Clash of Civilisation-এ যে অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন তা ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এই সর্বব্যাপ্ত দ্বন্দ্বের অন্যতম প্রধান হচ্ছে সাংস্কৃতিক লড়াই। এটিই নয়া ক্রুসেড। এই ক্রুসেডে আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের বাঁচার পথ, আত্মরক্ষার উপায় একটিই আর তা হচ্ছে সমসাময়িককালের সমস্যাসমূহ উপলব্ধি করা এবং তার আলোকে জাতীয় পুনর্গঠনের (re-construction) উদ্যোগ গ্রহণ।
বিষয়টির একাডেমিক মূল্যায়ন (academic examination), ব্যক্তি, সমষ্টি, জাতি

www.pathagar.com

ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দায়িত্ব স্থির করা ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়া নির্ধারণে সামান্য আলোকপাত বক্ষমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিবেচনা

সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞা দিয়েছেন সমাজ বিজ্ঞানী এইচ.জে. লাস্কি। তার ভাষায়- "Culture is what we are." "আমরা যা তা'ই আমাদের সংস্কৃতি।"

অপরদিকে E.B. Taylor এর সংজ্ঞামতে "Culture is that complex whole which includes knowledge, art, moral law, custom and other capabilities and habits acquired by man as a member of society."

বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী মরহুম আবুল মনছুর আহমদ "বাংলাদেশের কালচার" গ্রন্থে বলেছেন- "ব্যক্তির যেমন পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব, সমষ্টি বা জাতির তেমনি কালচার বা সংস্কৃতি"।

মূলতঃ মানুষ সমাজের একজন হিসেবে সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান অর্জন করে এবং তার লালন ও বৃদ্ধির মাধ্যমে সংস্কৃতিতে অবদান রাখে। সংস্কৃতি হলো "মানুষ হয়ে গড়ে উঠার আর্ট। অনবরত নিজেকে সৃষ্টি করা।"

মূলতঃ সভ্যতার বাহক সমাজের একজন হিসেবে মানুষ সংস্কৃতিকে যুগ যুগান্তর ধরে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

বসনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট, প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও সাহিত্যিক মরহুম ড. আলীয়া আলী ইজেতবেগেভিচ সংস্কৃতির উপাদান ও উৎস আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন- "ধর্মাচরণ, নাটক, কবিতা, খেলাধূলা, লোকজ সংস্কার, লোককথা, পুরাণ গাঁথা, নৈতিক ও নন্দন তত্ত্বীয় ব্যবস্থা, দর্শন, থিয়েটার, গ্যালারী, যাদুঘর, গ্রন্থাগার, রাজনীতি ও বিচার ব্যবস্থা যা মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল্য ও তার স্বাধীনতাকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করে এগুলোই মানব সংস্কৃতির অখন্ড ধারাচিত্র যার শুরু স্বর্গে - স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্যকার আদি যোগাযোগের সূত্রে।"[২]

সংস্কৃতি একটি ব্যাপক বিষয়। ঐতিহ্য তার একটি অংশ। সংস্কৃতির সংরক্ষণে ঐতিহ্যের অনুসরণ অপরিহার্য। ঐতিহ্য (tradition) কে সজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে- "A belief, custom or way of doing something that has existed for a long time among a particular group of people."[৩]

মানুষের কালগত বিবেচনা তিনটি। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। ঐতিহ্যের অবস্থান অতীতে তার সংরক্ষণ বর্তমানে এবং প্রয়োজন ভবিষ্যত সুরক্ষার জন্য। এসব প্রয়োজনকে সামনে রেখেই গড়ে উঠেছে মানুষের সমাজ, সভ্যতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মত বিষয়সমূহ।

www.pathagar.com

আমাদের পরিচয়

এক. আলোচনার সুবিধার্থে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করতে হবে কেবল মানুষ এবং একমাত্র মানুষই আলোচনার বিষয়। জ্ঞান, বিবেক ও ইচ্ছার স্বাধীনতাসহ আল্লাহ তায়ালা আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে এ দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীকে অন্যসব গ্রহ-নক্ষত্র থেকে আলাদাভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছেন যাতে এটি মানবের বাসযোগ্য হয়। এখানে মানুষের আগে তিনি জ্বীন জাতিকে প্রেরণ করেছিলেন। পৃথিবীর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে বিপর্যস্ত করা ও নিজেদের মাঝে রক্তারক্তি ও হানাহানির অভিযোগে জ্বীন জাতিকে ফেরেশতা পাঠিয়ে ধ্বংস করেন আল্লাহ। অত:পর বিশ্ব ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি ও প্রেরণের ঘোষণা দেন আল্লাহ। সীমিত জ্ঞান সম্পন্ন ফেরেশতারা এ ব্যাপারে একটি ভিন্ন মত ব্যক্ত করে। অত:পর আদমকে (আঃ) পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও নবী হিসেবে সকল প্রকার জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসহ আল্লাহ দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। মানুষের এই পরিচয় কোরআনের ভাষায়- খলিফাহ, প্রতিনিধি এবং দাস বা আবেদ। তাঁর উদ্দেশ্য খিলাফত ও ইবাদাত।[৪]

দুই. মানুষের জন্য আল্লাহ তাঁর বিধানের হুবহু আনুগত্যকে বাধ্যতামূলক করে দেন। বেহেশত থেকে আদম ও হাওয়া যেদিন দুনিয়ায় প্রেরিত হলেন সেদিন আল্লাহ পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন- !তোমরা পরস্পর দুশমন (শয়তান ও মানুষ) হিসেবে এখান থেকে নেমে পড়। ... অত:পর তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত অবতীর্ণ হবে, যারা সে হেদায়াত মেনে চলবে তাদের জন্য ভয় বা আশংকার কিছুই নেই।"[৫]

তিন. শয়তান তার চ্যালেঞ্জসহ কিয়ামত দিবস (Doomsday) পর্যন্ত মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য চেষ্টা করবে। তার উপকরণ সমূহ মানব স্বভাব বিরোধী ও আকর্ষণীয়। গর্ব ও অহংকার তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। আর আল্লার কাছে আত্মসমর্পন (Complete Surrender) হেদায়াতপ্রাপ্ত মানুষ মুসলমানের বড় গুণ। গর্ব ও অহংকারের উদ্ধত মস্তককে অদেখা স্রষ্টার সকল ইচ্ছা ও সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) সামনে লুটিয়ে দেয়া হেদায়াত পাওয়ার পূর্বশর্ত।

চার. মুসলিম হিসেবে আমরা শ্রেষ্ঠতম জাতি[৬]। আমাদের উত্থান সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা। পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হওয়ার মধ্য দিয়ে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে মুসলিম তার নামের সার্থকতা প্রমাণ করতে হবে।[৭] এজন্য মুসলিম উম্মাহর সদস্যদের সকল প্রান্তিকতা পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে।[৮] তাহলেই আমাদের জাতিগত পরিচয় উর্ধ্বে তুলে ধরা সম্ভব।

www.pathagar.com

পাঁচ. পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম মুসলিম ছিলেন। তাঁর প্রদর্শিত ও প্রতিষ্ঠিত সমাজ বিধানের আলোকে সমাজ ও সভ্যতার একটি কল্যাণধারা চালু হয়। কিন্তু শয়তানের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মাঝে মাঝেই কিছু লোক প্রতারিত ও পরাজিত হয়। এসব বিভ্রান্ত লোকের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ নবী ও রাসুলগণকে প্রেরণ করেন। ইব্রাহীম (আঃ) এমনি এক নবী। তিনি একটি খোদাহীন, মুর্তি-পূজক সমাজের একজন প্রভাবশালী লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করে একক রবের সন্ধান করে ফিরেন ও সন্ধান লাভ করেন। তিনিই আমাদের জাতির পিতা।[৯] ঘোরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত মানব সমাজের মুক্তির জন্য আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স.)। ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মলাভ করে। ৪০ বৎসর বয়সে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে নবুয়ত লাভ করেন তিনি। মাত্র ২৩ বৎসরে তিনি মানব সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব সাধন করে একদল মানুষকে সোনার মানুষে পরিণত করেন। বিগত প্রায় ১৫০০ বৎসরে পৃথিবী জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাহিত্য, সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে সত্য তাঁর আনীত, প্রতিষ্ঠিত ও অনুসারীদের অনুসৃত নীতির আলোকে গড়ে ওঠা আলোকিত সমাজের কাছাকাছিও তারা দাঁড়াতে পারেনি।[১০]

ছয়. বিগত ১৫০০ বৎসরের ইতিহাসে প্রায় ৮০০ বৎসর মুসলমানগণ পৃথিবী শাসন করে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সুশাসন, সুবিচার, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও উন্নতি, রাজনৈতিক সাফল্য ও স্বস্তি, সামাজিক নিরাপত্তাসহ মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে মুসলমানদের অর্জন ছিল ঈর্ষণীয়। খোলাফায়ে রাশেদার পর ইসলামী শাসনের অবসান ঘটলেও মুসলিম শাসকগণ যে ঐতিহ্যিক ধারা বজায় রাখেন তার কোন তুলনাও বর্তমান সময়ের কোন কল্যাণ রাষ্ট্রের সাথে চলেনা।

সাত. জ্ঞান-বিজ্ঞান, খিলাফত ও রাজদন্ড হারানো মুসলিম জাতি বিগত প্রায় তিনশত বৎসর পর্যন্ত হতদরিদ্র অবস্থায় পৃথিবীর দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আধা পৃথিবীর শাসক মুসলমানগণ মাঝখানে প্রায় দুইশত বৎসর উপনিবেশিক শাসনের নিগড়ে বন্দী থেকে বিগত ৬০ বৎসর ধরে নয়া স্বাধীনতা ভোগ করছে। ৫৭টি মুসলিম দেশ বিশ্বের দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন লাগোয়া ভূমির অধিকারী (Contigous land mass), তাদের রয়েছে ১২৫ কোটি জনসংখ্যা, ৬০% ভাগ খনিজ সম্পদ এবং প্রায় ৫০% ভাগ ধন সম্পদ।

আট. আমাদের সবকিছু থাকার পরও কেন মাত্র ৩০ লক্ষ ইহুদীর হাতে মুসলমানদের মার খেতে হচ্ছে এটি ভাববার বিষয়। কোন পৃথিবীতে সবচেয়ে সস্তা জিনিস মুসলমানের রক্ত, সবচেয়ে নিগৃহীত জাতি মুসলমান এবং সবচেয়ে উপেক্ষিত বিষয় মুসলমানদের দাবীসমূহ?

www.pathagar.com

সংস্কৃতির বিবর্তন ও পরিবর্তন

মানুষকে আল্লাহতায়ালা কতিপয় প্রয়োজন (needs) দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ব্যক্তি ও সামষ্টিক মানুষ এ প্রয়োজনগুলো পূরণের জন্য উদগ্রীব থাকেন। এসব প্রয়োজনের একটি প্রাধান্য পরম্পরা রয়েছে। এসব প্রয়োজনকে সামনে রেখেই মানুষ একটি সামগ্রিক সাংস্কৃতিক অবয়ব গড়ে তোলে। ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে মানুষের সমগ্র গুণাবলীর বিকাশ এই অবয়বের আলোকে স্বরূপ লাভ করে থাকে।

এক্ষেত্রে বহুল আলোচিত তত্ব আব্রাহাম মাসলো'র Need Hierarchy Theory.[১১] অপর তত্ত্বটি তাফসীর আল কবীরে[১২] বর্ণিত "পাঁচটি প্রয়োজনীয় আরোপিত গুণ যা একই ভাবে সার্বজনীন মানবীয় প্রয়োজনকে প্রতিনিধিত্ব করে। পাশাপাশি উপস্থাপন করলে নীচের চিত্রের রূপ লাভ করে।

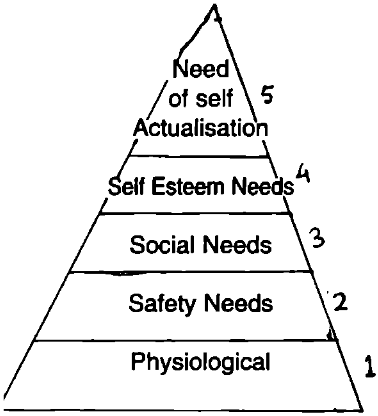

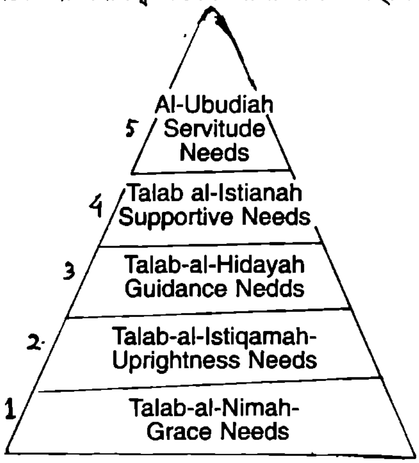

ছবি 'ক' তে মাসলোর তত্ত্বটি উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথমেই মানুষ তার জৈবিক প্রয়োজন সমূহ পূরণ করা চায় যা তাঁকে বাঁচতে সাহায্য করে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার পাঁচটি মৌলিক অধিকার এর অন্তর্ভূক্ত। এটি নিশ্চিত হলেই মানুষ চায় শারীরিক, স্বাস্থ্যগত, মানসিক নিরাপত্তা। এ প্রয়োজন পূরণ হলেই মানুষ চায় সামাজিকভাবে ভালবাসা, স্নেহ মমতা ও নিজের বলার মতো কিছু। এরপরই মানুষ চায় আত্ম মর্যাদা। সবার উপরে রয়েছে বৈষয়িক ও নৈতিকভাবে আত্মস্থ হওয়ার সুযোগ।

ছবি 'খ' তে কোরআন হাদীসের আলোকে মানুষের প্রয়োজন ও তা অর্জনের পর অবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে।

১। তালাব আল নিয়ামাহ বা সম্পদের প্রয়োজন যা আল্লার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ, দান ও কল্যাণকর বিষয়। শারীরিক, মানসিক, দৈহিক ও আবেগীয় বিষয়ের পূর্ণতার মাধ্যমে প্রাপ্ত সন্তোষ এর অন্তর্ভূক্ত। পুষ্টিকর খাবার, আলো-বাতাসসহ, যৌন তৃপ্তি, ভাল চাকুরী, স্বাস্থ্য, নিদ্রা ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক বিষয় (বস্তু ও সেবা)।

www.pathagar.com

২। তালাব আল ইসতিকামাহ বা জীবন সমস্যার মোকাবিলায় দাঁড়ানোর মত যোগ্যতা। ক্ষতিকর অবস্থা থেকে সুরক্ষার প্রয়োজন।

৩। তালাব আল হিদায়াহ বা পথ চলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন। মূল্যবোধ সমূহ যা সমাজ ও ব্যক্তি জীবনকে সাজায় তার প্রয়োজন।

৪। তালাব আল ইসতিয়ানাহ বা সহায়ক প্রয়োজন। এর মাঝে রয়েছে নিরাপত্তা, মর্যাদা, ভালবাসা ও স্নেহ।

৫। উবুদিয়াহ্ বা আল্লার দাসত্বের পরিপূর্ণ অনুভূতি। আত্ম উপলব্ধির উচ্চতায় পৌঁছার জন্য অভিজ্ঞান লাভ, পরহেজগারী ও সামাজিক মর্যাদা।

নয়া-উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষকেও যন্ত্রের মতো মনে করা হয়। এর বিভিন্ন অংশ যেনো আলাদা আলাদা ও স্থির। ধারণা করা হয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও জাতি কেবল অর্থনৈতিকভাবে চিন্তা করে যেখানে লভ্যাংশের আধিক্য, খরচের সাশ্রয় ও ভোক্তার তৃপ্তিই প্রধান।

নয়া-উদারনৈতিকতা বাদের উদ্ভব হয় স্বাধীনতাত্তোর কালে। এখানে সংস্কৃতি, সরকার, অর্থনীতি, আইন ও শিক্ষাকে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে নিম্নবর্ণিত উদারনীতিসমূহ দ্বারা প্রভাবিত করা হয়।

১. ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ ২. প্রয়োগবাদ ৩. যুক্তিবাদ ৪. আপেক্ষিকতাবাদ
৫. স্বেচ্ছাচার ৬. মূল্যবোধ মুক্ততা (value free)

সমাজের সর্বপর্যায়ে ধর্ম, মূল্যবোধ ও প্রথা বিরোধী, ঐতিহ্য-চেতনা বিরোধী একটি প্রবল ধারা পশ্চিম থেকে পূর্বে বিশেষ করে মুসলিম দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সমাজের উচ্চ পর্যায়ে কাজটি হয় উপনিবেশ-প্রভূদের রেখে যাওয়া শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও এর পরিচালকদের কারণে। দোভাষী, কেরানী ও সেবাদাস তৈরীর নিমিত্তে লর্ড ম্যাকলে বা লর্ড ক্রেমার প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল আমাদের উপর চেপে বসে। স্বাধীন মুসলিম জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মকে গড়ার মতো কোন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হওয়ায় পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ধাঁচে গড়ে ওঠা একদল পেশাজীবী, প্রতিযোগিতার মনোভাব সম্পন্ন, বস্তুবাদী, ব্যক্তি কেন্দ্রিক, অনুদার মানুষ তৈরী হয় যারা রোবটের মতো কার্যকর কিন্তু প্রাণহীন, দয়ামায়া শুন্য, মহৎ গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত।

সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের একটি বড় যোগ রয়েছে। ইসলামে আখলাক বা চরিত্রকে ব্যক্তিত্ব দ্বারাও প্রকাশ করা হয়। ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে সৎ গুণাবলী ও চরিত্রের যে প্রকাশ তা সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। ইসলামী সংস্কৃতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত আমল, আখলাক, আক্বিদা মানুষকে ক্রমাগতভাবে আত্মস্থ (self actualisation) হতে উদ্বুদ্ধ করে। আত্মশুদ্ধ মানুষে পরিণত করে।

ইসলামী ধারায় সাংস্কৃতির চূড়ান্ত লক্ষ্য 'উবুদিয়া' র চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হুররিয়া বা শৃঙ্খলামুক্ত স্বাধীন মানুষ তৈরী। এই শৃঙ্খল মোহ, মায়া, লোভ, হিংসা, ক্রোধ, কাম ও

www.pathagar.com

স্বার্থের শৃঙ্খল। এই মুক্তি শয়তানের পাতা ফাঁদ থেকে, অসংখ্য দুনিয়াবী হাতছানি থেকে, সর্বোপরি অসত্য ও অসুন্দর থেকে মুক্তি। মক্কা ও মদীনায় রাসুল (স.) ভয়, শংকা, লোভ, শঠতা ও দীনতামুক্ত 'এমনই একদল মানুষ তৈরী করেছিলেন। এজন্যই তাদের সংস্কৃতি গোটা আরব সাম্রাজ্য ও পারস্য-রোমের সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বিজয়ী হয়েছে।

সংস্কৃতির বিকাশে ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে বিদ্যমান ও পরিবর্তিত সংস্কৃতি দ্বারা। ৫টি বিবেচ্য বিষয় মানব ব্যক্তিত্বের কাঠামো গড়ে তোলে। এগুলো হলো-
N- Neurocism বা সংবেদনশীলতা, E- Extra-version বা সৃজনশীতা, O-Openness to experience বা অনুসন্ধিৎসা, A- Agreeableness বা উদারতা, C-Consciencetiousness বা প্রজ্ঞা। এটি Big five[১৩] বা NEOAC মডেল হিসেবে পরিচিত।

এই মডেল দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় পশ্চিমের তরুণরা অধিকতর উদার, অনুসন্ধিৎসু ও সৃজনশীল। অপরদিকে মুসলিম বিশ্বের তরুণরা সংবেদনশীল, প্রজ্ঞাবান ও সৃজনশীল।

সংস্কৃতির কাজ ছিল যান্ত্রিকতার পরিবর্তে মানসিকতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ। "যান্ত্রিকতার উর্ধ্বে উঠে তবেই মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জন করে। মনুষ্যত্বই পথ দেখিয়ে দেয়, দেখিয়ে দেয় কিভাবে প্রাণ প্রবাহের ধারাকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়।" "Where can I find Man? When will he understand himself? And plant the Tree of knowledge of Himself? When will he rid himself of the primal Curse? When will he recreate the creation - Man?"[১৪]

উদার নৈতিকতাবাদ, সেকুলারিজম, সমাজতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ সহ 'তাগুতী' মতবাদ সমূহ ক্রমশঃ মানুষের মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়েছে ও নিচ্ছে। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের তরুণ তরুণীদের মাঝে এর নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্যনীয়। এর একটি অন্যতম প্রধান কারণ আকাশ সংস্কৃতি ও মিডিয়া আগ্রাসন যার প্রধান বাহন সাটেলাইট টিভি, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট।

পুঁজিবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী ও প্রতিযোগিতার মনোভাব সম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থার ফলে যুব-তরুণ সমাজের ক্রমাগত অবনতি ও বিচ্যুতি হচ্ছে, যা আমাদের অভিভাবক সমাজ ও অন্যদের হতাশ করে তুলছে তা নিম্নরূপঃ
"১. পরিবার সমূহে ধর্মীয় সচেতনতার অভাব ২. সুস্থ ও পূর্ণ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব ৩. জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা না থাকা ৪. আত্ম মর্যাদাবোধের অভাব ৫. পিতা-মাতার স্নেহ-ভালবাসা ও পরামর্শের অভাব ৬. জৈবিক তাড়না তৃপ্তির প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহ ৭. প্রাচুর্য ও ভোগবিলাস ৮. নফসে লাওয়ামা বা আফসোসকারী

www.pathagar.com

আত্মার অনুপস্থিতি ৯. কু-প্রবৃত্তির প্রভাব ১০. আত্মম্ভরিতা, অহংকার ১১. ভাঙ্গা ঘর বা বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ ১২. অসচেতন মনের হিংসা, ক্রোধ ও বিপথগামিতা ১৩. অবহেলার সংসার ১৪. ইলেকট্রনিক মিডিয়া, যৌনতা ও পাশবিক তৃপ্তির প্রসার”.[১৫]
বর্তমানে পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্যতম প্রয়াস মুসলিম বিশ্বের তরুণ-তরুণীদের মাঝে তাদের সামাজিক বন্ধন ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধভাব তৈরী করা। পরিবার প্রতিষ্ঠান (Family Institution) টি মুসলমানদের ঐতিহ্যের অংশ। পশ্চিমারা এটিকে ধ্বংস করতে চায়।

অবশেষে আমরা ইসলামী ও উদারনৈতিকতাবাদী সমাজে বিরাজমান সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাটি একবার বিবেচনা করতে পারি :

সাংস্কৃতিক ফ্যাক্টরসমূহ	উদার নৈতিকতাবাদ	ইসলামী মতবাদ
বিশ্বাস	ধর্মনিরপেক্ষতা/ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন / ধর্ম অস্বীকার	আস্তিকতা / শিরকমুক্ত বিশ্বাস/ ধর্মপ্রাণ
মানুষের মর্যাদা	টিকে থাকার সংগ্রামে অগ্রসর। দুনিয়ার জীবনেই শেষ।	খিলাফাত। খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের অনুভূতি। পরকালীন জবাবদিহিতা।
মানুষের অর্জন চেষ্টা	Need Hierarchy- থেকে পাওয়া সূত্র মতে আত্ম উপলব্ধির পর্যায় উত্তরণ।	লোভ-কাম-ক্রোধ, হিংসা সহ শয়তানী পথ পরিহার। ইহসানের উচ্চমার্গে আরোহন প্রয়াস।
মিডিয়া	মিডিয়া মানুষকে রিপুতাড়িত করবে।	মানুষের চিন্তাকে পূনর্গঠিত করবে।

ঐহিত্যের সন্ধানে

“যে কোন প্রজন্মের জন্য দেশজ ঐতিহ্য ও শিকড় সন্ধান অপরিহার্য। যার মাধ্যমে নিজস্ব ইতিহাস, গৌরব, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, সামাজিক লোকাচার প্রভৃতির আত্মীকরণে তার মনোজগত ঋদ্ধ হয়। তখন সে দেশপ্রেম তাড়িত হয়ে নিজেকে বিকাশের অনুকূলে পুরাপুরি মেলে ধরতে পারে। এর অন্যথায় তার নৈতিকতা, মানবিকতা, স্বাদেশিকতা, সামাজিক ও অধ্যাত্ম দর্শন, জাতিগত ঐতিহ্য বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে হয়ে পড়ে মলিন, অনুজ্জ্বল। যেহেতু ঔপনিবেশিক শাসন ও পাশ্চাত্যের প্রভাবে আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি সেজন্য শেকড় সন্ধানের একটি প্রয়াস অপরিহার্য”।[১৮]
ঐতিহ্য গড়ে ওঠে জাতীয় সচেতনতার আলোকে।

www.pathagar.com

সমাজের সবচেয়ে ছোট ইউনিট পরিবার ও বড় ইউনিট রাষ্ট্র ও জাতি। প্রতিটি ইউনিট যখন ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় একটি ঘটনাকে অনুসরণ করতে থাকে তখন তা ঐতিহ্যে রূপান্তরিত হয়। ঐতিহ্য বিস্মৃতি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তাকে ফিরিয়ে আনার তাৎক্ষণিক প্রয়াস থাকলে এই বিস্মৃতি প্রাধান্য পেতে পারে না।

ঐতিহ্য গড়া ও তা সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন একদল শিকড় সন্ধানী মানুষ। Alex Hally যেমন The roots এ আফ্রিকার জঙ্গল থেকে আসা তার পূর্ব পুরুষদের শেকড় সন্ধান করেছেন তেমনি অনুসন্ধানী মানুষরাই বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠির শেকড় সন্ধান করে দেবেন। সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তারকারী দুই ধরনের ঐতিহ্য থাকতে পারে।

ক. ধর্মীয় ঐতিহ্য ও খ. স্থানিক ঐতিহ্য।

সংস্কৃতিতে এ দুটোরই অবারিত সুযোগ ও ব্যবস্থা থাকতে হয়। ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্বজনীন। স্থানিক ঐতিহ্যের যেসব বিষয় আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক নয় সেসব বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

পশ্চিমা সভ্যতা অনেক আগেই তাদের লেজ কেটে দিয়েছে। ঐতিহ্য বিস্মৃত জাতি হিসেবে তাদের অবস্থান শীর্ষে। অথবা তাদের ইতিহাসে তেমন কোন গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় নেই। রাজ্য রাজা-রাজন্যবর্গ বা হেরেক ঐতিহ্যের অংশ নয় যতক্ষণ না তা ঐ সমাজের সাধারণের মনে গর্ববোধের জন্ম দিবে। স্নেহ-মমতা-ভালবাসা ও যত্নশীলতার পরিবর্তে জন্ম নেয়া অস্থিরতা, পারিবারিক ভাঙ্গন, সিঙ্গেল ফ্যামেলি কনসেপ্ট, পারস্পরিক অবিশ্বাস ঐসব দেশের সংস্কৃতিকে দেওলিয়া করে রেখেছে। নিজেদের লেজ কাটা যাবার পর এখন তারা উদার ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারী ক্ষমতায়ন, বিশ্বায়ন ইত্যাদির আড়ালে মুখ লুকিয়ে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে।

মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে ঐতিহ্যভিত্তিক অনেক সাংস্কৃতিক বিষয়কে প্রাণ দেয়ার শ্রেষ্ঠ সময় এখন। পশ্চিম যেখানে থেমে গেছে সেখানেই আমাদের সূচনা করতে হবে যেভাবে একদিন রোম-পারস্যের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ইসলামী সংস্কৃতির ধারক-বাহকগণ জিব্রাল্টার থেকে জাভা পর্যন্ত তাদের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। তারা সর্বত্র তৌহিদের শিক্ষা ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতির শুদ্ধতা এনেছিলেন অপরদিকে যেখানেই জ্ঞান, সভ্যতা ও প্রযুক্তির ছড়ানো নুড়ি দেখেছেন সেখান থেকেই তা কুড়িয়ে এনেছেন।

ঐতিহ্যের আলোকে আমাদের সংস্কৃতি

আলোচনার সুবিধার্থে মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার মুসলিম সমাজকে উদাহরণ হিসেবে নেয়া হলো। তিনটি দেশই উপনিবেশমুক্ত স্বাধীন মুসলিম দেশ। অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো এসব দেশের সেক্যুলার সরকার ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান। সাংস্কৃতিকভাবে ইসলামকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার সকল হিংস্রতা থাকা সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান ইসলামী সচেতনতা, পুনর্জাগরণ আন্দোলন ও জনগণের ঐতিহ্য প্রিয়তা এসবকে আঁকড়ে ধরে রাখছে।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত জীবন

ইসলাম প্রতিটি মানুষের বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্ত্বাকে সম্মান করে। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের উদ্দেশ্য থাকে পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করা। প্রতিটি মুসলিম তাওহীদে বিশ্বাসী হয়। জন্মের পর পরই প্রতিটি মুসলিম শিশুর কানে তাওহীদের বাণী "আজান" শুনিয়ে দেয়া হয়। আত্মীয় স্বজন তাদের মুখে মুধু তুলে দেয়। ঐতিহ্যগতভাবে প্রত্যেক মুসলিম শৈশবে মক্তবে যায়। কোরআন, প্রয়োজনীয় দোয়া, নামাজ ইত্যাদি সেখানেই সে শিখে। প্রতিটি মুসলিম নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাতের ব্যক্তিগত আমল ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হয়। এসব মৌলিক ইবাদাতকে অস্বীকার করার প্রবণতা সাধারণ্যে লক্ষ্য করা যায়না। মুসলিমগণ ব্যক্তিগতভাবেই দান, সদকায় অভ্যস্ত হন। অধিকাংশ মুসলিম ব্যক্তিগত জীবনে লজ্জাশীল, শ্রদ্ধাশীল ও আদব প্রবণ।

ব্যক্তি জীবনে প্রত্যেকই কথা ও কাজের মিল রক্ষার চেষ্টা করেন। মোনাফেকীর অভিধায় কেউ অভিষিক্ত হতে চাননা। সাধারণতঃ মানুষ অপরাধ প্রবণ নন বরং অপরাধবোধ সম্পন্ন। মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার মুসলিম সমাজে এটাই স্বাভাবিক চিত্র। তুলনামূলকভাবে মালয়েশিয়ায় ইতিবাচক দিক বেশী। এর প্রধান কারণ সেখানে ঐতিহ্য প্রবণতা বেশী। বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক মিশ্রণ থাকার পরও কেবল ঐতিহ্য সচেতনতা প্রত্যেক মালয় মুসলমানকে এগিয়ে রেখেছে।

মালয়েশিয়ায় সাধারণতঃ বিয়ের আগেই মুসলিম ছেলেমেয়েরা হজ্ব পর্ব সেরে নেয়। এটি তাদের নতুন ঐতিহ্য। সরকার হজ্ব ব্যাংক থেকে তাদের সহযোগিতা করে। বাংলাদেশে পশ্চিমের প্রভাব প্রবল অথচ ঐতিহ্য সংরক্ষণের সরকারী আয়োজন নেই। যা আছে তা বেসরকারী আন্দোলন মাত্র।

পারিবারিক জীবন

ইসলাম পারিবারিক বন্ধন, আত্মীয়তা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, স্নেহ ইত্যাদিকে উৎসাহিত করেছে। রাসুল বলেছেন- "বিয়ে আমার সুন্নাত, যে এটিকে ঘৃণা করবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়"। বিয়ের সামাজিক চুক্তির মধ্যে দিয়ে একজন আরেকজনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণে অংশীদারিত্বের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন। পারিবারিক জীবনে সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন কাছাকাছি থাকে। ইসলামের সোনালী ঐতিহ্য পরিবার প্রথাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে রেখেছে। আল্লাহর নবী এও বলেছেন- " যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়"। ইসলামের স্বর্ণযুগে পরিবার ছিল ইসলামী সমাজের মিনি সংস্করণ। ব্যক্তিগত যত্ন থেকে শুরু করে যুদ্ধের ময়দানে জীবন বাজী রাখা পর্যন্ত প্রতিটি কাজে পরিবারের সদস্যগণ পরস্পরকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করতেন। ইসলামের আলোকে গড়ে উঠা পারিবারিক জীবনে পিতামাতা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সন্তান বড়

www.pathagar.com

হলেও পিতামাতার বাধ্য থাকতে হয়। পিতামাতা বুড়ো হয়ে গেলে সন্তানগণ তাদেরকে সেভাবে যত্ন নেন যেভাবে তারা শৈশবে তাদের যত্ন নিয়েছেন। পশ্চিমের এই ঐতিহ্য নেই। বয়স ১৮ হয়ে গেলেই ছেলে-মেয়েরা ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে যাচ্ছেতাই করে বেড়ায়। মা-বাবা কিছু বললে তাদেরকে জেলের ভাত খাওয়ায়। অপরদিকে বুড়োরা ওল্ড হোমে মানবেতর জীবন যাপন করে।

পারিবারিক জীবন

ইসলামের পারিবারিক প্রথার সমালোচনার করে পশ্চিমারা প্রায়ই চার বিবাহের অনুমতি, তালাকের প্রসঙ্গ টানে। অথচ একাধিক বিয়ের যে শর্ত রাসুল দিয়েছেন তা তাদের জানা নেই। তাদের এও জানা নেই তালাক ইসলামের সবচেয়ে অপছন্দনীয় বৈধ কাজ। ঐতিহ্য সন্ধানী হলে তারা জানতে পারতো এগুলো সামাজিক ও পারিবারিক রক্ষাকবচ। পশ্চিম এগুলোর সমালোচনা করে যা ছড়িয়ে দিতে চায় তা পুঁতিগন্ধময়। বিবাহ বর্হিভূত যৌন সম্পর্ক, লিভিং টুগেদার, পরকীয়া পশ্চিমে জন্ম নেয়া উপসর্গ যা মানব জীবনকে সাংস্কৃতিক প্রাগ্রসরতার নামে শেষ করে ফেলছে।

ইসলামের পারিবারিক প্রথা দেহজ ও কামজ সম্পর্কের অনেক উর্ধ্বে এক বিরাট মানবিক ও নৈতিক বন্ধন যেখানে মনের বন্ধনই প্রধান।

ঐতিহ্যিকভাবে এখনো বাংলাদেশ, মালয়েশিয়ার মুসলমানগণ মদ্যপান, বিয়ে পূর্ব শারীরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করতেও অভ্যস্ত নয়। এসবের প্রতি আসক্তিতো দুরের কথা।

সামাজিক জীবন

ইসলামী ঐতিহ্যের আলোকে মুসলমানগণ সারা বিশ্বের যেখানেই থাকুক না কেন পরস্পরের ভাই। ভ্রাতৃত্ব তাদের সম্পর্কের ভিত্তি।[১৭] তাদের পরস্পরের দায়িত্ব হচ্ছে সৎকাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা, হক্বের উপর থাকার আহবান জানানো।[১৮] এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের পাঁচটি অধিকার রয়েছে- ১. সালামের জবাব দেয়া ২. অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া ৩. হাঁচির জবাব দেয়া ৪. জানাজায় শরিক হওয়া ও ৫. দাওয়াত দিলে কবুল করা। কী অপূর্ব সামাজিক বিধান! সোনালী যুগের সাহাবীদের ঐতিহ্যের পথ বেয়ে মুসলমানগণ আজো দল, মত, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে এ কাজগুলো করে থাকে।

পশ্চিমের মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব দুষ্ট উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শহুরে সমাজের একটি অংশ এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়লেও বাংলাদেশের প্রায় সকল মুসলমানই সালামে অভ্যস্ত। মালয়েশিয়ায় এটি ঐতিহ্য এবং প্রথাও। উভয় দেশেই সালামের পাশাপাশি বুক বা হাত মিলানোর রেওয়াজ আছে তবে তা নারী-পুরুষে নয় কেবলমাত্র সমজাতীয়দের মাঝে।

ইসলামী বিধান অনুযায়ী নামাজ জামায়াতে পড়ার নির্দেশ রয়েছে। মুসলমানগণ যেখানেই সংঘবদ্ধ হন সেখানেই মসজিদ গড়ে তোলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে

www.pathagar.com

আদায়ের মধ্য দিয়ে মুসলমানগণ পারস্পরিক মিলনের সুযোগ পান। সেখানে তারা পরস্পরের খোঁজ খবর নেন। অনুপস্থিত লোকজনে কুশলাদি জানেন। নামাজ মূলতঃ ইসলামী সমাজের একটি প্রতিবিম্ব। নামাজের মাধ্যমে একটি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও চর্চা গড়ে ওঠে।[১৯]

ইসলামে যে সমাজ চায় তা পারস্পরিক ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, দয়া, দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতার সমাজ। সেখানে ঠাট্টা, বিদ্রুপ, উপনামে ডাকা, অপবাদ দেয়া, গীবত, দোষারূপ করা ইত্যাদিকে সামাজিক ব্যাধি ও সামাজিক সম্প্রীতি নষ্টের কারণ হিসেবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[২০]

এই সমাজে প্রতিবেশীর হক্ সম্পর্কে এক অপূর্ব ঐতিহ্য গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে খেলে মুসলমানিত্ব থাকবেনা বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিবেশীদের ব্যাপারে এতবেশী তাগিদ দেয়া হয়েছে সাহাবীরা ভাবছিলেন নাজানি রাসুল (স.) প্রতিবেশীদেরকে ওয়ারিশ হিসেবে ঘোষণা করেন। পাপ-পঙ্কিলতা ও ক্লেদমুক্ত এমন এক সমাজের ঐতিহ্য গড়ে তোলা হয়েছে যা অন্যরা কল্পনা করতেও সাহস পায়না।

মালয়েশিয়ায় মসজিদ কেন্দ্রিক প্রচুর সামাজিক কাজ পরিচালিত হয়। মসজিদ কেবল নামাজের কেন্দ্র নয় বিয়ে-শাদী, বিচার-আচার ইত্যাদিকে সামনে রেখে "মসজিদে নববী'র একটি উত্তরাধিকারও। বাংলাদেশে এ প্রবণতা গড়ে উঠেনি। তবে মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ পুনর্গঠনের সংস্কৃতি এখানে শুরু হতে পারে। একটি ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন এভাবেই সম্ভব।

রাষ্ট্রীয় জীবন

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইসলামী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা হচ্ছেনা বলেই মুসলিম দুনিয়ার এত সমস্যা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারা যাবেন তাদের কাজ চারটি। নামাজ কায়েক করা, যাকাত আদায় করা, সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা।[২১] ইসলামী রাষ্ট্র এক্ষেত্রে সব সময়ই যত্নবান ছিলো। এমনকি দুর্গত দিনের মুসলিম শাসকগণও এ চারটি বিষয়ে যত্নবান ছিলেন।

জনকল্যাণ, সুশাসন, সুবিচার ও রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষায় মুসলিম শাসকদের সুনাম সবাই করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক শাসক হিসেবে নয় সেবক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। যুদ্ধ বিগ্রহ ও পররাজ্য দখলের কোন খারাপ নজির, মুসলিম শাসকদের নেই বরং তারা ছিলেন নির্যাতিত জনপদে ত্রাণকর্তা।

রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম ব্যাপক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়। মূলতঃ মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতির পরিবর্তনটাই প্রধান।

www.pathagar.com

হালাকু খাঁ বাগদাদ দখল করেছিল মুসলিম শাসকদের পরাজিত করে। কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসরের মাঝেই ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক অর্জনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তিনি মুসলমান হন। বর্তমানে একটি মুসলিম রাষ্ট্রও এ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি, পারছেনও না।

বিশ্বায়ন

গ্লোবাল ভিলেজ, বিশ্ব পল্লী ও বিশ্বায়ন সংক্রান্ত এক গোলক ধাঁধয় পড়ে গেছে আধুনিক কালের মানুষ বিশেষ করে মুসলমানগণ। বিশ্বায়নের নামে পশ্চিমা নগ্ন সংস্কৃতি, দামী দামী যুদ্ধাস্ত্র, উপায়-উপকরণ সমূহের একটি বিরাট বাজার তৈরী করা হচ্ছে। ডবল স্টান্ডার্ড নির্ভর পশ্চিমা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে আমাদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান ও জাতিসত্ত্বাকে হুমকি দিচ্ছে।

বিশ্বায়ন মূলতঃ ধনাঢ্য সমাজের বাজার দখল ও স্থায়ীকরণের একটি মুখরোচক বুলি। 'বিশ্বায়ন' আন্তর্জাতিকতার লেবেল আঁটা একটি বহুজাতিক কোম্পানীর মত। 'ইসলাম' এ রকম কোন শ্লোগান দেয়না কিন্তু আন্তর্জাতিকতাকে সবসময় উৎসাহিত করে। বহুজাতিক, বহুমাত্রিক ও বহু কালচারাকে হজম করার এক অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে ইসলামের। বিশেষ করে কালচারের ক্ষেত্রে ইসলাম স্থান-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে থেকে কতিপয় নীতিমালা দেয়া যা সহসা পরিবর্তনের আশংকা নেই। পোষাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে অপরিবর্তনীয় নীতিমালা দিয়েছে ইসলাম। পোষাক বা খাওয়ার নির্দিষ্ট নিয়ম, প্রথা, আকার প্রকার নিয়ে কথা বলেনি। 'কমনসেট' ঠিক করে দিয়েছি বাকী বিষয়গুলো 'স্থানিক ঐতিহ্য' থেকে গ্রহণ করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার আয়োজন

এক. ব্যক্তি, দল, রাষ্ট্র ও জাতি হিসেবে মুসলমানদের আজ হারানো সম্বিত ফিরে পেতে হবে। গোড়ায় ফিরে আসতে হবে সকলকে। বিশ্বাসের মূলে পানি সিঞ্চন ছাড়া সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান রক্ষা সম্ভব নয়। নাস্তিক্যবাদ ও সেক্যুলারিজমকে পরাজিত করে তৌহিদের ঝান্ডা উড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

দুই. সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন কোন একক বিষয় নয়। মুসলিম দুনিয়ার সর্বত্র ইসলামের সোনালী যুগের মতো পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে 'ফরিজায়ে একামতে দ্বীনের' প্রয়োজন উপলব্ধি করে 'ইসলামী হুকুমত' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে।

তিন. গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে এখনো মানুষ ঐতিহ্য প্রিয়। প্রাত্যহিক আচার-আচরণ, সালাম-শুভেচ্ছা, লেন-দেন, গ্রহণ-বর্জনের জন্য ইসলামী ঐতিহ্যকে সামনে রেখেই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। জনসমক্ষে, গণমাধ্যমে (পত্রিকা, রেডিও, টিভি) ও জনমতকে উপেক্ষা করে শরিয়ত বিরোধী কোন প্রচারণা করতে দেয়া যবে না। ঐতিহ্য বিরোধী কর্মকান্ডের যথার্থ প্রতিবাদ করতে হবে।

www.pathagar.com

চার. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান প্রদান, মূল্যবোধের উজ্জীবন ও নতুন প্রজন্মকে সচেতন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। উপনিবেশিক আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা, সিলেবাস, পাঠ্যবই ও শিক্ষণ পদ্ধতি দ্বারা স্বাধীন দেশের উপযোগী যোগ্য জনশক্তি তৈরী সম্ভব নয়।

পাঁচ. সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় উপযুক্ত জনশক্তি (Professional) তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সৌখিন সাংস্কৃতিক কর্মী (amatur cultural worker) দ্বারা মিডিয়ার বিভিন্ন শাখায় সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দূরতম সম্ভাবনাও নেই। তাদের পক্ষে মান সম্মত product তৈরী ও এর প্রচারণা সম্ভব নয়। এখন প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি হলেও সে তুলনায় প্রযোজক ও Performer and performance এবং নেই। এ ব্যাপারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ছয়. ঐতিহ্য নির্ভর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও ইসলামী দিবস সমূহকে সামনে রেখে। এসব কর্মসূচী করতে হবে গণমুখী ব্যবস্থাপনায়। জারী, সারি, ভাওয়াইয়া গণসংগীত, গণ নাটক, পথ নাটক, গণ র‌্যালী জাতীয় কর্মসূচী হাতে নিতে হবে।

সাত. সাংস্কৃতিক কর্মীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতার জন্য প্রতিটি বড় শহরে একটি সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স থাকা বাঞ্ছনীয় যেখানে হলরুম, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অফিস কক্ষ, টিশপ বইয়ের দোকান ইত্যাদি থাকবে। সেখানে এক টুকুরো আড্ডার জায়গাও থাকলে ভাল হয়। সৃজনশীলতার জন্য এধরনের আড্ডার ঐতিহ্য রয়েছে আমাদের।

তথ্য সূত্র

১. Dr. Alija Ali IjetBegovice, Islam Between East and West; page-154, American Trust Publication, 3rd Edition, 1993.

২. প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা- ৪৫

৩. Oxford Advanced learners Dictionary, A.S. Horney, 6th Edition, page- 1379.

৪. সূরা বাকারা, ৪র্থ রুকু।

৫. প্রাগুপ্ত।

৬. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৯।

৭. সূরা বাকারা-২০৮।

৮. সুরা বাকারা-১৪৩।

৯. সুরা হুজ্জ- ৭৮।

১০. Michael H. Hart, The 100, Golden Books Centre SDN BHD, K.L. Malaysia, 2000, Page-40.

১১. Abraham Maslow, Motivation and personality, Harper & Row, NY, 1954; 'A Theory of Human Motivation", psychological Review, vol.1,

www.pathagar.com

PP-370-396.
১২. Al-Fakhr al-Razi, Tafsir al-kabir, vol. 1 part-1 : 288-289.
১৩. Digman, 1990, Mccrae Costa, 1996.
১৪. George Kaiser, 'Gas'.
১৫. Dr. Hanafi Hj. Mohd, Nor, Social Construction and its impact on the youth, proceedings of WAMY's Ninth International Conference, Riyadh, K.S.A.
১৬. মাইন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাপ্রোচ, একশন এইড বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০০১, পৃষ্ঠা-১৬৬।
১৭. সূরা হুজুরাত, আয়াত-৯।
১৮. সূরা আলে ইমরান- ১০৪, ১১০; সূরা আল আছর।
১৯. নামাজ আমাদের কী শিখায়, এডভোকেট শেখ আনসার আলী।
২০. সূরা হুজুরাত, আয়াত-১০-১২।
২১. সূরা হাজ্জ-৪১।

লেখক ঃ সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

ইসলামের আপোসহীন উপস্থাপনাই সকল প্রকারের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা সায়্যিদিল মুরসালিন, ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন। ওয়া আ'লাল্লাজিনাত্তাবাউহুম বি-ইহ্ছানিন ইলা ইয়াওমিদ্দিন।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কর্তৃক আয়োজিত 'আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য' বিষয়ের সেমিনারের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি, বিশেষ অথিতি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, সুধীমন্ডলী, প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের উপরে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার এই অনুষ্ঠানে আমি আমাকে যোগ্য ব্যক্তি বা বক্তা মনে করি না। তবে এ ধরনের অনুষ্ঠানে দাওয়াত পেলে আমি বলার চেয়ে শোনাকে বেশি গুরুত্ব দেই, যাতেকরে বিজ্ঞ প্রবন্ধ উপস্থাপক ও আলোচকবৃন্দের আলোচনা থেকে নিজেকে কিছুটা আলোকিত করতে সক্ষম হই। ইসলামী ছাত্র শিবিরের পক্ষ থেকে প্রতি বছরই আগষ্ট মাসে আমাদের প্রিয় সাথী শহীদ আবদুল মালেকের স্মৃতিকে সামনে রেখে শিক্ষা সেমিনার করা হয়। এবার শিক্ষার সাথে সংস্কৃতির বিষয়টি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবতঃ বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি ও বিশ্বমানের প্রভাবে আমাদের সংস্কৃতির উপরে আগ্রাসনের একটি ভয়াবহ রূপকে সামনে রেখেই এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

সুধীমন্ডলী,
আজকের এই সেমিনারে একটি সুন্দর, বস্তুনিষ্ট ও তথ্যবহুল প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত! যদিও এই প্রবন্ধটি দু'দিন আগে আমার অফিসে পৌছানো হয়েছে কিন্তু যে সময়ে আমার হাতে এসেছে সে সময় থেকে নিয়ে এখানে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে পড়ে দেখা সম্ভব হয়নি।

আমি প্রবন্ধের উপর মন্তব্য করতে চাই না। আমি মনে করি, প্রবন্ধ উপস্থাপকগণ নিজ নিজ বিবেক-বুদ্ধি, পড়াশোনা এবং চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে প্রবন্ধ তৈরি করছেন। প্রবন্ধ

www.pathagar.com

মূলতঃ প্রস্তাবনা নয় যে, এখানে কোন যোগ-বিয়োগ করতে হবে। যতটুকু এসেছে আমি মনে করি অত্যন্ত চমৎকার। আরো লেখকদের এ বিষয়ে অবদান রাখার জন্য এগিয়ে আসা উচিত। সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের কোন সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আমি যাব না। আমি সাদামাটা ভাষায় যেটা বুঝি, তাহলো 'সংস্কৃতি' বলতে মানুষের গোটা জীবনচরণকেই বুঝায়। এক ধরনের মানুষের জীবনাচরণ থেকে আরেক ধরনের মানুষের জীবনাচরণের মধ্যে যে পার্থক্য মূলতঃ স্টোই সংস্কৃতি হিসেবে বিবেচিত হওয়ার মতো বিষয়; মানুষের জীবনাচরণের মধ্যে যে পার্থক্য আমরা দেখতে পাই তার ভিত্তি হলো মানুষের বিশ্বাস। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে মানুষের মনে লালিত-পালিত চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মানুষের জীবনাচরণ পরিচালিত হয়। আমি খুবই সাদামাটা উদাহরণ এভাবে দিয়ে থাকি, দ'টি গাছের বীজকে যদি আমরা সামনে রাখি একটি নিম গাছের বীজ, আর একটি আম গাছের বীজ। নিম গাছের বীজ আর আম গাছের বীজের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকার কারণে নিম গাছের শিকড় থেকে শুরু করে এর পাতা, এর ফল সবটাই আম গাছের মূল, শিকড়, পাতা,ফুল ও ফল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মানুষের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসকে একটি গাছের বীজের সাথেই তুলনা করার মতো। যার বিশ্বাস এই দুনিয়াকেন্দ্রিক, ইহজগৎকে কেন্দ্র করেই যার বিশ্বাসটা পরিচালিত হয়, জীবন ও জগৎকে সে একভাবে গ্রহন করে। আর যার বিশ্বাস, এই দুনিয়া বা ইহলৌকিক জীবনটাই শেষ কথা নয়, এরপরেও একটা জীবন আছে, তার চিন্ত া-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা এবং জীবনাচারণ শুধুমাত্র ইহজাগতিকতায় বিশ্বাসী ব্যক্তির থেকে পার্থক্য হতে বাধ্য।

অতএব মানুষের মধ্যে এই বিপরীত বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমরা চিন্তা-চেতনায় পার্থক্য দেখতে পাই, আচরণে পার্থক্য দেখতে পাই। এটা দুনিয়ার সৃষ্টি থেকে শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে। আমরা আমাদের বাংলাদেশের বিশেষ করে এখানকার সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতি যদি লক্ষ্য করি, তবে এখানেও সেই পার্থক্য দেখতে পাই।

একটু পর্যালোচনার দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে, এখানে লৌকিক জীবনকে কেন্দ্র করে যারা সাহিত্যচর্চা করছে, সংস্কৃতিচর্চা করছে, তাদের লেখনীয় ধারা আর যারা পারলৌকিক জীবনকে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করছে তাদের চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিরাজমান। আমি আজকে কারো নাম নিতে চাই না। ওটা অন্য এক সময় দেখা যাবে। ইসলামী সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি হলো ঈমানী চেতনা। তাওহীদ, রিসালাত এবং আখেরাতের বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষের যে জীবনাচরণ গড়ে ওঠে এবং পরিচালিত হয় সেটাই ইসলামী সংস্কৃতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাওহীদ বিশ্বাস রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসকে তথাকথিত প্রগতিশীল লোকেরা সংকীর্ণতা নামে অভিহিত করতে চায়। এতে নাকি সংস্কৃতিচর্চার গন্ডি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তাদের মতে সাহিত্যিক হতে হলে সংস্কৃতিচর্চা করতে হলে দৃষ্টি খুব উদার হতে হবে, তার মধ্যে কুপমুন্ডুকতা থাকতে পারবে না। সংকীর্ণতা থাকতে পারবে না,

www.pathagar.com

তা না হলে চিন্তার বিকাশ ঠিকমত হয় না। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে যদি আমরা দেখি তাহলে এ সত্য আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত হবে যে , ইহলৌকিক চিন্তার মধ্যে যারা সীমাবদ্ধ তারাই বরং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়, তারাই কুপমুন্ডুকতার শিকার। আল্লামা ইকবালের কবিতার দু'টি চরণ থেকে এ বিষয়টা পরিষ্কার হয়। আল্লামা ইকবাল লিখেছেন ঃ

"কানাআত না কর দুনিয়া কী রং ও বু পর,
সেতারু সে আগে জাঁহা আওর ভী হায়।

অর্থাৎ এই দুনিয়ার বাহ্যিকতা চাকচিক্য , সাদ-গন্ধকে নিয়েই তৃপ্ত হয়ো না। নক্ষত্র ছাড়িয়েও আরো বিশাল জগৎ রয়েছে। এটা মূলতঃ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ঈমানী চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। এটা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো উদার করে, আরো প্রসারিত করে এবং সকল গন্ডির সীমা ছাড়িয়ে গোটা বিশ্বকে আলিঙ্গন করার মতো একটা মানসিকতার জন্ম দেয়। তিনি আরেকটি কবিতায় নামায সম্পর্কে দুই চরণে চমৎকার কথা বলেছেন ঃ

"ইয়ে এক সিজদা যিসএকা তু গ্যাঁরা সমঝোতা হ্যায়,
লাখো সিজদা সে দেতা হায় বান্দায়ে মুমিনকো নাজাত।"

অর্থাৎ একটি সিজদা এক আল্লাহর কাছে মাথানত করাকে তুমি অনেক কঠিন মনে কর, অথচ এই এক সিজদা লক্ষ লক্ষ সিজদা থেকে মুক্তি দেয়, নাজাত দেয়।

ঈমানী তথা তাওহীদি চিন্তাচেতনার মূল কথা হলো এক আল্লাহর Sovereignty (সার্বভৌমত্ব) মেনে নেওয়া। এরই অনিবার্য দাবী হল গোটা মানবজাতির ঐক্যকে ভ্রাতৃত্বকে মেনে নেওয়া। সত্যিকার অর্থে যে তাওহীদ বিশ্বাসী, সে আল্লাহর গোটা সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ-এই ধ্যানধারণা তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর গোটা সৃষ্টিই মানুষের জন্যঃ গোটা পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু তোমাদের অধীনস্থ করে দেওয়া হয়েছে- এই বিশ্বাসে যে বলীয়ান, সূর্যকে সে বড় মনে করে তাকে সে সিজদা করতে পারে না। কোন বৃক্ষকে বড় মনে করে সিজদা দিতে পারে না। কোন মানুষকেও বড় মনে করে তার কাছে সে মাথা নত করতে পারে না। এতএব এক আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগী বাস্তবে গোটা মানুষকে সকল প্রকারের গোলামী-বন্দেগী থেকে নাজাত দেয়। এজন্য একজন সাহসী মুসলিম ইসলামের দাওয়াতের মূল বিষয়ে বলেছিলেন যে,

দাওয়াত দানের মাধ্যমে আমাদের কাজ হলো মানুষকে মানুষের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে আল্লার গোলামীর দিকে নিয়ে যাওয়া। এতএব ইসলামের মৌল বিশ্বাসই ইসলামের ভিত্তি, ইসলামের সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তি। এটাকে সংকীর্ণভাবে বিবেচনার কোন সুযোগ নেই। বরং উদারতা বলতে যা বুঝায় তার ভিত্তি এটাই। ব্যাপকতা বলতে যা বুঝায় তার ভিত্তিও এটা। বিশ্বজনীন সার্বজনীন আদর্শ বলতে যা বুঝায়, তারও ভিত্তি

www.pathagar.com

এই বিশ্বাসই। তাওহীদের ভিত্তিতে মানুষকে যদি চলতে হয়, তাহলে রিসালাত হলো তার মাধ্যম। রিসালাতের একটি দিক হল আল্লাহর কাছ থেকে আসমানী কিতাব এসেছে, গ্রন্থ এসেছে, আর সেই গ্রন্থকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য রাসূল এসেছেন। তাঁরা আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছেন। আল্লাহর মর্জি মোতাবেক আল্লাহর এই পৃথিবীকে সাজাবার এবং পরিচালনার বাস্তব শিক্ষা দানের জন্য তাঁরা এসেছেন।

আখেরাত বিশ্বাস এই দুনিয়ার জীবনকে পরিচ্ছন্নভাবে পরিচালনার জন্য নিয়ামক শক্তি। এজন্যে আখেরাত বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা 'ইয়াক্বীন' শব্দটা যুক্ত করে দিয়েছেন ঃ

অর্থাৎ "তারা আখেরাতের প্রতি একীন রাখে"।
কারণ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর কিতাবের প্রতি বিশ্বাস ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস অকার্যকর হয়ে যায় যদি আখিরাতের প্রতি ইয়াক্বীন না থাকে। আখেরাত কেন্দ্রীক চিন্তা চেতনা ছাড়া মানুষ আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে না, আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। ইসলামী শিক্ষার দুটি দিক। একটি হলো 'হককুল্লাহ' বা আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন করা।

আরেকটি হলো 'হক্কুল ইবাদ' বা আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা। এই দায়িত্ব পালনের উৎস হলো তাওহীদ, রিসালাত এবং আখেরাতকেন্দ্রীক চিন্তা এবং চেতনা। এই চিন্তা-চেতনায় যারা পরিপুষ্ট হয় তাদের সাহিত্যচর্চা তাদের সংস্কৃতিচর্চা সংকীর্ণ হওয়ার কথা নয়। বরং তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় দেশকাল স্থান-কাল পাত্র নির্বিশেষে গোটা দুনিয়ার মানুষের প্রতি। এখানে সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য দুটো কথা এসেছে। আমি বিশেষজ্ঞ নই, বুদ্ধিজীবীও নই তাই আমি এসব সংজ্ঞায় যেতে চাই না। কিন্তু আমি মনে করি, ইসলামের দৃষ্টিতে সংস্কৃতিটা বিশ্বজনীন সার্বজনীন আর ঐতিহ্যটা আঞ্চলিক ব্যাপার স্থানীয়ও হতে পারে। ইসলামের দাওয়াতটাই সার্বজনীন। দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহপাকের বক্তব্য হলো ঃ

অর্থঃ হে আহলি কিতাব। এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের। তা হচ্ছে আমরা আল্লাহ ছাড়া কারোর বন্দেগী ও দাসত্ব করবো না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও নিজের রব হিসেবে গ্রহণ করবো না। যদি তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে পরিষ্কার বলে দাও-তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা অবশ্যি মুসলিম (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যকারী)। সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪

এখানে সাদা কালোর মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়নি। ধনী-গরীবের কোন পার্থক্য করা হয়নি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কোন পার্থক্য করা হয়নি। আরব-আজমের কোন পার্থক্য

www.pathagar.com

করা হয়নি। নারী ও পুরুষের মধ্যেও কোন পার্থক্য করা হয়নি। সকল মানুষের কাছে আহ্বানটা তুলে ধরতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তোমরা যদি আসো, আমরা এবং তোমরা মিলে সকলে যদি একটি কথার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাই, তাহলে সকলের স্বার্থ সমানভাবে সংরক্ষিত হবে।

আজকে মুক্তবাজার অর্থনীতির শ্লোগান, ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের সনদের যে দাবী, তাতে ধনী দেশের স্বার্থই সংরক্ষিত হচ্ছে, গরীব দেশ বঞ্চিত হচ্ছে। এটা দুর্বৃত্তায়ন ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই মনে হয় না। আল্লাহু সুবানাহু তায়ালা মানবজাতিকে যে আহ্বান জানাতে বলছেন, যে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বলছেন, তা এমন যে, তার ফলে সকল পক্ষই লাভবান হবে। সেটা হলো ঃ

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্যে থেকে আমরা একে অন্যকে প্রভু বানাবো না।"

আসলে যেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত নেই, আল্লাহর গোলামীর উপর ভিত্তি করে যে সমাজ চলে না, সেই সমাজে যতই গণতন্ত্রের চর্চা করা হোক, যতই মৌলিক মানবাধিকারে শ্লোগান উচ্চারিত হোক, সেখানে মূলতঃ গুটিকয়েক মানুষ প্রভুর আসনে সমাসীন হয় আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদের গোলামী করতে বাধ্য হয়। এইগোলামী কোন দেশের হতে পারে, কোন ধনী গোষ্ঠীর হতে পারে, কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির হতে পারে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় সত্যিকার অর্থে আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগী কবুল করা।

সুধীমন্ডলী,
সংস্কৃতিকে একটি আলাদা সাবজেক্ট মনে করা হয়, এজন্য আলাদা অনুষ্ঠান করা হয়। আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে মনে করি, সংস্কৃতি আমাদের জীবন-জিন্দেগীর কোন একটি কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। সংস্কৃতির প্রভাব রাজনীতিতেও আছে এবং থাকতে হবে। সংস্কৃতির প্রভাব অর্থনীতিতে আছে ছিল এবং থাকবে। আমাদের সামাজিকতাসহ মানুষের বিচরণ যত জায়গায়, যত ক্ষেত্রে, যত দিকে, যত বিভাগে সব জায়গাতেই সংস্কৃতির বিচরণ। যারা ইহলৌকিক জীবন দর্শনে বিশ্বাসী, এইসব জায়গায় তাদের আচরণ একরকম। আর পারলৌকিক জীবনে যারা বিশ্বাসী , আল্লাহ প্রদত্ত নবী-রাসূল (সা) প্রদর্শিত আদর্শে যারা বিশ্বাসী, তাদের এই বিশ্বাস তাদের আচরণে অবশ্যই একটা বৈশিষ্টের বিকাশ ঘটবে। তাদের সবকিছুতে একবারে ঘর-সংসার, পরিবার-পরিজনদের সাথে উঠা-বসা নিয়ে শুরু করে সব জায়গায় এমনকি খাওয়া-দাওয়া, পেশাব-পায়খানা পর্যন্ত সর্বত্রই এ বিশ্বাসের বিকাশ ঘটবে। আমরা বর্তমানে যে অবস্থানে আছি, সীমিতভাবে আমরা মুসলিমরা ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য চর্চার চেষ্টা করছি। কিন্তু বাস্তবে আমাদের গোটা ব্যবহারিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির ছাপ প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে।

www.pathagar.com

ছোট্ট একটা উদাহরণ দেই। যখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাই, আমাদের সমাজের হোমরা-চোমড়াদের সাথে খেতে বসি তখন আমার লজ্জা লাগে। একই টেবিলে বসছি, আমি ছাড়া সবাই বাম হাত দিয়ে খাচ্ছে। জিনিসটা খুবই ছোট্ট, কিন্তু এর মধ্যে হীনমন্যতার একটা পরিচয় আছে। এর মধ্যে বিজাতীয় সংস্কৃতির কাছে একেবারে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের একটি বিষয় এসে যায়। এ বিষয়টা শুধু এখানেই নয়, পেশাব-পায়খানা থেকে শুরু করে যেখানে যান সর্বত্রই কিন্তু একই অবস্থা। এটার সূচনা কোথেকে হয়েছে আমাদের বিজ্ঞ প্রবন্ধ উপস্থাপক সেদিকে ইংগিত দিয়েছেন। আলোচক হিসেবে কামারুজ্জামান সাহেবও কিছুটা ইংগিত দিয়ে গেছেন। একসময় গোটা বিশ্বব্যাপী ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার একটা প্রভাব পড়েছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে নেহেরুর একটা লেখায় বোধহয় স্বীকৃতি আছে Culturally তিনি নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবী করছেন। মুসলমারদের শাসন যখন এখানে ছিল সেই শাসনটাকে Ideal Islamic শাসন আমরা কখনোই বলবো না। কিন্তু তারপরেও কথায় বলে নদী মরে গেলেও রেখা থাকে। সেই রেখাটা নিয়েই মুসলিম শাসকগণ এখানে শাসন করেছেন। তার কিছু প্রভাব অমুসলিমদের উপরও পড়েছে। এখন উপনিবেশ শাসন নাই, কিন্তু বিশ্বায়নের মোড়কে নয়া উপনিবেশবাদের জাল বিস্তারের একটি আয়োজন চলছে। স্বাধীন মুসলিম দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যারা নিয়ামক তারা এর কাছে অনেকটা নিঃশর্ত আত্মসর্পণ করে বসে আছে। এই পেক্ষাপটে দাড়িয়েই ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে আমরা আলোচনা করছি। এ সময় যদি আমাদের সত্যিকার অর্থেই সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে হেফাজত করতে হয়, আমি বিনয়ের সাথে বলবো হেফাজতের চিন্তাটা খুবই দুর্বল চিন্তা এবং এই চিন্তার সাথেও আমি দৃঢ়ভাবে দ্বিমত পোষণ করি যে, আমাদের সবাই মিলে ইসলামকে, ইসলামের সংস্কৃতিকে হেফাজত করতে হবে। একথা ঠিক নয় শুধু মুসলমানদের হেফাজতের জন্য ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে হবে একথাটিও ঠিক নয়। ইসলামের অবর্তমানে মুসলমানরাই শুধু ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি বরং গোটা বিশ্বব্যাপী মানবতা মনুষ্যত্বের ধ্বংস নেমেছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় সাবেক বিচারপতি আব্দুর রউফ সাহেব যে কথাটা বলেছেন আমি সেটাকে অন্যভাবে ঘরিয়ে বলি। সভ্যতার সাথে অসভ্যতার লড়াই নয়, আমি বলি-"মানবতা ও মনুষ্যত্বের সাথে পশুত্ব এবং পাশবিকতার লড়াই"। যারা ইসলামকে বাদ দিয়ে দুনিয়াটা পরিচালনার চেষ্টা করছে, মূলতঃ তারা মানবতা ও মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে পশুত্ব ও পাশবিকতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। আজকে গোটা বিশ্বের নির্যাতিত- নিপীড়িত এবং ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত মানবসভ্যতাকে , মানবতা ও মনুষ্যত্বকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ইসলামের দিকে ডাকতে হবে এবং তাদেরকে ইসলামের দিকেই আসতে হবে। আমরা ইসলামকে হেফাজত করব তা নয় বরং আমরা যদি ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে চাই তাহলে ইসলামকে অবলম্বন

www.pathagar.com

হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অনেকেই ইসলাম হেফাজতের কথা বলেন। আমার কাছে এটা খুবই অবমাননাসূচক কথা মনে হয়। আসল ব্যাপার হলো, আমাদের হেফাজতের জন্য, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, বিশ্বমানবতার রক্ষার জন্য এবং বিশ্বমানবতা ও মনুষ্যত্বের পুনরুজ্জীবনের জন্যই আমাদেরকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে হবে। জনাবে মুহাম্মদ (সা) মানব জাতিকে সতর্ক সাবধান করেছেন যে, প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা , প্রচলিত জীবনব্যবস্থা আঁকড়ে ধরে থাকলে দুনিয়ায় তাদের চরম অশান্তি ও ভোগান্তি হবে। সেইসাথে আখেরাতে ও মহাশাস্তি অপেক্ষা করছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)- এর দাওয়াতের একটি দিক হলো মানব জাতিকে সতর্ক করা, সাবধান করা, গায়রুল্লাহর দাসত্ব, গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব মানার পরিণাম, পরিণতি দুনিয়ায় কি, আখেরাতে কি, এ সম্পর্কে সতর্ক করা, সাবধান করা, এবং এ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে এক আল্লাহর গোলামী ও দাসত্ব কবুলের আহ্বান জানানো। আজকে আধুনিকতার নামে, প্রগতিশীলতার নামে এবং বিশ্বায়নসহ আরো অনেক অনেক চটকদার শ্লোগানের নামে দুনিয়াবাসী যেটা প্রত্যক্ষ করছে, ইসলামের দৃষ্টিতে তা আধুনিক জাহেলিয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়।

কালকেও একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম সেখানে বিদেশীদের সাথেও প্রাইভেট আলোচনায় কথাগুলো উঠে আসলো। আসলে এখন আর তথাকথিত মানবাধিকারের শ্লোগানটা তাদের মুখে মানায় না। আমাদের অনেক বিদেশী বন্ধু যাদেরকে আমরা প্রগতিশীত মনে করি, তাদের মুখ থেকেও একথাটা বেরিয়ে এসেছে অনেকটা তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে। যারা মানবাধিকারে চ্যাম্পিয়ান আজকে তারাই মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে, মানবাধিকার লুন্ঠিত হচ্ছে তাদেরই হাতে। যারা গণতন্ত্রের প্রবক্তা আজকে তারাই গণতন্ত্রকে পদদলিত করছে। মানবতা মনুষ্যত্বের নামে জিগির তুলে আজকে তাদের হাতেই মানবতা, মনুষ্যত্ব ভূলুন্ঠিত হচ্ছে। আজ তাই মুসলমানদেরকে ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপনে সাহসী হতে হবে। আজকে পশ্চাদপদতার জন্য নারীর অনাগ্রসরতার জন্য ধর্মকে বিশেষ করে ইসলামকে দায়ী করা হচ্ছে। আজকে সময় এসেছে সকল ভয়-ভীতি পরিহার করে দুনিয়াবাসীর সামনে তুলে ধরা যে,সকল অশান্তির মূল কারণ ইসলাম থেকে দূরে অবস্থান, আল্লাহর আইন থেকে দূরে অবস্থান। নারীসমাজের দুর্গতির জন্য আল্লাহর বিধান থেকে দূরে অবস্থান করাটাই দায়ী। আজকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এ সবকিছুর জন্যও দায়ী আল্লাহর বিধান থেকে দূরে অবস্থান। এতএব এ অবস্থা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো, বিশ্ববাসীকে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে, এক আল্লাহর গোলামী-বন্দেগী গ্রহণ করতে হবে। এখানে কিছু কথাবার্তা আসছে আকাশ সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। আমি এগুলোর ব্যাপারে মন্তব্য করতে চাই না। যদি আমরা সত্যিকার অর্থে মুসলিম উম্মাহকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, অন্তত উম্মতের একটি সক্রিয় অংশকে

www.pathagar.com

দায়ী ইলাল্লাহর ভূমিকায় আনতে পারি, দাওয়াত উপস্থাপনে সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারি তাহলে আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে বাঁচার জন্যে আলাদা কোন সীমানা প্রাচীরের দরকার হবে না।

আমাদের বিশ্বাস, আমাদের একীন এবং এই বিশ্বাস ও একীনের ভিত্তিতে বলছি, ইসলামের আপোসহীন উপস্থাপনাই সকল প্রকারের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে, আমাদের রক্ষা করতে পারে। অতএব Airtificially অন্য কোন দিকে যেয়ে আমাদের লাভ নেই। তারপরেও একটু কথা আমি বলতে চাই। আপনারা জানেন এই সরকারের পক্ষথেকে একসময় ডজনখানেক টেলিভিশনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কিন্তু বেশি দিন টিকানো যায়নি। দেশের ভিতর থেকে বাইরে থেকে কারা কিভাবে চাপ প্রয়োগ করলো, এই সিদ্ধান্ত বহাল রাখা গেল না। কেন গেল না? কারা চাপ দিলো? চাপের মোকাবেলায় আমরা চাপ দিতে পারলাম না কেন? এই বিষয়টা একটু আত্মবিশ্লষণের দাবী রাখে। জনগণের চাহিদা ও চিন্তা-চেতনায় ইসলামের মূল আদর্শের ছাপ-প্রভার আমরা কতটা ফেলতে সক্ষম হয়েছি? আমার মনে হয় আত্ম-বিশ্লেষণ করলে, আত্ম-সমালোচনা করলে এখান থেকে বিষয়টা আমাদের কাছে বেড়িয়ে আসবে । এরপরেও আমাদের অনেক প্রগতিশীল বন্ধু বলেন, মালশিয়া এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, আমরা পারি না কেন? কারণ তারা আকাশ সংস্কৃতি থেকে তাদের মিডিয়াকে হেফাজত করেছে। সিঙ্গাপুর তাদের মিডিয়াকে আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে হেফাজত করেছে। আমরা পারি না কেন? আসল ব্যাপার হল এটা করতে গেলে গেলে আমাদের প্রগতি নষ্ট হয়ে যায়, আমাদের আধুনিকতা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সিঙ্গাপুরের চেয়ে তো আমরা বেশি আধুনিকতা দাবী করতে পারি না। এটা আমি কথার কথা হিসেবে বলছি। আসল কথা হলো যাদের কাছে রাষ্ট্র প্রশাসনের চাবিকাঠি তাদের মন-মগজে যদি আমরা পরিবর্তন আনতে না পানি, তাহলে শুধু বিক্ষোপ করে, শ্লোগাণ দিয়ে আমরা তেমন কিছু করতে পারবো না। এই ব্যাপারে আমরা ইসলামী ছাত্রশিবিরের কাছে প্রত্যাশা করি এইসব জায়গায় ঈমানদার লোকদের আসার,বসার, উপস্থাপনের বিষয়টি তাদের কর্মকান্ডের সাফল্যের উপর নির্ভর করছে। পরিশেষে বলতে চাই, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিবেকের যে তাগিদ নিয়ে ইসলামী ছাত্রশিবির এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, তা বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য ইসলামী ছাত্র শিবিরের উপর একটা বড় দায়িত্ব আছে। দেশ, জাতি, মুসলিম উম্মাহ এটা আশা করে। আমি আশা করব যে, ইসলামী ছাত্রশিবির উম্মাহর বিশেষ করে বাংলাদেশের এই প্রয়োজন পূরণে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।
আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

আলোচক : সেমিনারের প্রধান অতিথি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর,
গণপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আমাদের মিশনারী বৈশিষ্ট্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলাল সায়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন।

ইসলামী শিক্ষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই আলোচনাসভার সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি, প্রধান অতিথি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত আমীর মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, এখানে উপস্থিত সাবেক প্রধান নির্বাচন কামিশনার বিচারপতি আব্দুর রউফ, সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, উপস্থিত সুধীবৃন্দ এবং ছাত্রযুবক বন্ধুগণ আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্।

আমাদের সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্য নামে আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ যে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেছেন এটি তৈরি করতে তিনি পরিশ্রম করেছেন, খেটেছেন, এজন্য আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে সংস্কৃতি তো এমন একটি বিষয় যেটাকে খুব সহজে বলা যায় এভাবে যে, সংস্কৃতি বৃক্ষের মূল বা কাণ্ড নয়, সংস্কৃতি হচ্ছে এর শাখা, পত্র-পল্লব। এর মূল অন্য জিনিস। বহিরাঙ্গনে বাইরে বা বাহ্যিকভাবে আমরা যেটা দেখি সেটাই সংস্কৃতি। অর্থাৎ সংস্কৃতির সংজ্ঞা তালাশ করতে গেলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে এই দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে। মানুষের সাথে এই দুনিয়ার জীবনের সম্পর্ক কি এবং মানব সৃষ্টি উদ্দেশ্য কি?

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মজীদে পরিষ্কার করে বলেছেন ঃ

অর্থ ঃ মানুষ এবং জিন জাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি আমার বন্দেগীর জন্য। (সূরা যারিয়াহ-৫৬)

'আল্লহ্‌র বন্দেগী' হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধিনিষেধ এবং হুকুম মেনে চলে জীবন নির্বাহের নাম। সংস্কৃতির সন্ধান করতে হলে মানবজীবনের লক্ষ্য কি এটা বুঝতে হবে এবং মানুষের চরিত্র গঠনের বুনিয়াদী আক্বীদা, ধ্যান-ধারণা কেমন, নৈতিক প্রশিক্ষণ মানুষকে দিতে চায় বা মানুষের মধ্যে কি গুণাবলী সৃষ্টি করতে চায় সেটার হিসেব-নিকাশ করতে হবে এবং কি ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সে সমাজে কার কি মর্যাদা ও অধিকার এবং সেটা কিভাবে সুনিশ্চিত ও সংরক্ষিত হবে এগুলোর বিষয়ে আলোকপাত করতে হবে।

আমাদের লেখক তার প্রবন্ধেরসূচনায় উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের বিরুদ্ধে একটা ক্রুসেড শুরু হয়ে গেছে এবং এই ক্রুসেড থেকে বাঁচার পথ আত্মরক্ষার উপায় জাতীয় পূণর্গঠন। ব্যক্তি, সমষ্টি, জাতি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দায়িত্ব ও পূনর্গঠন সম্পর্কে তিনি নিবন্ধের সূচনায় উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে যেটাকে এই বক্ষমান উদ্দেশ্য হিসেবে

www.pathagar.com

উল্লেখ করেছেন আমার মনে হয় সেদিকে জাস্টিস বা সুবিচার করতে পারেননি। তারপরও আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতে চাই যে সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী আমরা মুসলমানরা এবং গোটা বিশ্ববাসী হয়ে গিয়েছে- এর থেকে বাঁচার কি উপায়? আসলে একটা Civilization এবং Cultural কমপিটিশন শুরু হয়ে গেছে যার মুখোমুখী আমরা হয়ে গিয়েছি। এর থেকে বাঁচার উপায় কি হতে পারে আমি সেদিকে কিছু সংযোজন করবো তাঁর এই নিবন্ধের সাথে।

আমি দৃঢ়বাবে বিশ্বাস করি যে, এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হলে আমাদেরকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা চর্চা এবং ইসলামের যে দাওয়াত সেটা মুসলিম উম্মাহর প্রাণশক্তি, মুসলিম উম্মাহর যে মিশনারী বৈশিষ্ট্য, আমাদের যে দাওয়াতী চরিত্র এটার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে।

সারা বিশ্বের ছয়শত কোটি মানুষের মধ্যে আমরা একশ' চল্লিশ কোটি। আমরা আমাদের মুসলিম সমাজে, নিজেদের সমাজে, নিজেদের দেশ এবং রাষ্ট্রসমূহে ইসলামের পুনরুজ্জীবন, ইসলামের দাওয়াতের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে না পারার কারণে Rest of the world বাইরের জগতে আমরা একটা মিশনারী, বিপ্লবী আন্তর্জাতিক দাওয়াতী জাতি যাদেরকে কুরআন মজীদে সর্বোত্তম জাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, সে জাতি বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে সেটার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে।

দ্বিতীয় হচ্ছে যে, আমাদের মধ্যে জনসচেতনতা, মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এই সচেতনতা হচ্ছে মানুষকে তার মহান স্রষ্টার প্রতি যে দায়িত্ব এবং মানুষকে যে আল্লাহ্ তা'য়ালা খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন সে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যত্নবান হতে উৎসাহিত করতে হবে এবং মানুষকে দুনিয়ার কল্যানের পাশাপাশি আখেরাতের আহ্বান করতে হবে, সেদিকে এগিয়ে আনতে হবে।

তৃতীয় হচ্ছে, শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির শক্তি অর্জন করতে হবে। শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তির শক্তি অর্জন করা ছাড়া আমরা বর্তমান পরিস্থিতি থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করতে পারবো না। খুবই অল্পসংখ্যক লোক পরিকল্পিত, সুসংগটিত এবং সমন্বিত উদ্যোগের কারণে তারা আজকে সারাবিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে। কোটি কোটি মানুষ এবং বিশ্বের দুইশতাধিক রাষ্ট্রের মাথার উপর বসে ছুরি ঘোরাচ্ছে। এই পরিকল্পিত উদ্যোগ এবং সমন্বিত প্রয়াস Never ability আমাদের আছে, কিন্তু আমরা আমাদের সেই সক্ষমতা বা Capability-কে কাজে লাগাতে পারি নাই। আমরা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির শক্তি অর্জন করতে পারি নাই। আর যতটুকুই অর্জন করেছি ততটুকু আমরা ব্যবহার করতে পারি নাই।

আকাশ সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রবন্ধকার উল্লেখ করেছেন Sky has no boundary. Sky has no address কিন্তু যুদ্ধটা এখন আকাশে চলছে শুধু স্যাটেলাইট কালচারের কারণে বা মহাকাশভিত্তিক Technology' র উন্নয়নের কারণে। শুধু তাই নয়, বাস্তব

www.pathagar.com

যুদ্ধও এখন আকাশযুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত এবং আকাশযুদ্ধ যারা Dominate করতে পারবে তারাই বাস্তব মায়দানে অর্থাৎ Physical war-এ তারাই বিজয়ী হবে। এখন যুদ্ধের বলতে কার্যকর শক্তি বলতে আকাশ যুদ্ধের যার আছে সেই সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী এবং কার্যকর শক্তির অধিকারী। কাজেই এই দুই ক্ষেত্রেই যে Infromation technology এটা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। সস্তা শ্লোগান দিয়ে কিংবা পশ্চিমা জগতকে গালিগালাজ করে অথবা ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে খুব কাঠোর এবং কড়া কড়া বক্তব্য রেখে এ সমস্যা সমাধান করা যাবে না। আজকে Internet, Website এবং computer technology-কে কাজে লাগিয়ে সারাবিশ্বে তাদের বক্তব্য, তাদের রাজনীতি, তাদের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা, তাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে পশ্চিমা শক্তি এগিয়ে নিচ্ছে অথবা Secular matrialistic Force Secular-পন্থী এবং বস্তুবাদী শক্তি এগুলোর যে সর্বোত্তম ব্যবাহার করছে আমরা ইসলামপন্থীরা, আমরা মুসলমানরা সামগ্রিকভাবে এই Infromation technology-তে প্রবেশ করতে পারি নাই। এখন এটার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপকভাবে Internet, Website group create করা দরকার এবং Internet, Website group create-এর মাধ্যমে ওখানকার যে যুদ্ধটা চলছে প্রতিদিন সে যুদ্ধটা করা দরকার। ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা চালাচ্ছে, তার মোকাবেলায় আমাদের আয়োজন নেই। কাজেই সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-আলোচনার চাইতে আজকে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ঐ Information technology-কে ব্যবহার করা যে Information technology আমাদেরকে ঘায়েল করছে। এরপরে প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যে সর্বোত্তম ব্যবহার আমরা করতে পারছি না। এই জগতে আমরা এতটাই পিছিয়ে আছি যে, আমদের নাম উল্লেখ করার মতো নয়। আন্তর্জাতিক বলয়ে তো নয়ই, তাদের প্রিন্ট মিডিয়াকে মোকাবেলা করার মতো একটি মোটামুটি উন্নত মানের দৈনিক বা সপ্তাহিক পত্রিকাও আমাদের সরা দুনিয়ায় নেই। আর তারা যেগুলো প্রচার করছে তাদের লক্ষ লক্ষ কপি সার্কুলেশন। তাদেরটা আমরা কি দিয়ে মোকাবেলা করবো? এটা করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেয়া দরকার।

আমাদের নিজ দেশের কথা যদি ভাবি, এই আমাদের দেশে আমাদের কৃষ্টি-কালচার এবং ঐতিহ্যের পক্ষে দাঁড়াবে, লিখবে, কলম ধারণ করবে এমনসব লোকদের সংখ্যা যেমন কম তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার লোকবল, তেমনি নেই। এবং তারা যতটুকুই আছেন তারা সংঘবদ্ধ এবং সংগঠিত সমন্বিত কোন উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছেন না। এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংঘবদ্ধ সংগঠিত কলামিস্ট, লেখক, বিদ্ধিজীবি সাংবাদিকদের গ্রুপ তৈরি করা দরকার, পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া দরকার এবং এই মিডিয়ার সর্বোচ্চ ব্যবহার করা দরকার।

এরপর এটার মোকাবেলা করতে গেলে, চ্যালেঞ্জ মেকাবিলা করতে গেলে আমাদের মুসলিম যুবসমাজের মাজে World view দরকার। তাদের ভিশনকে অনেক বড়

www.pathagar.com

করতে হবে এবং আগামী দিনে তারাই বিশ্বের নেতৃত্ব দিবে। এই নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাদেরকে তৈরি হতে হবে এই ভিশন, এই উচ্চাকাঙ্খা, এই Ambition আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য মুসলিম যুবমানসকে তৈরি আমরা সৃষ্টি করতে পারি তাহলে আমাদের কাজ কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে যাবে, আমরা বোধ হয় সেক্ষেত্রেও খুব বেশি সফলতা দেখাতে পারিনি।

এরপর Nation state সম্পর্কে আমি বলবো, বর্তমান দুনিয়ায় Nation state হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী Powerful Mitionary সমস্ত শক্তি-ক্ষমতা Nation state প্রয়োগ করে। বর্তমান দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক এবং Global Politics-এ main factor এখন Nation state-এর Government যদি আমাদের সৎপন্থী, হকপন্থী, নেকপন্থীদের হাতে না থাকে তাহলে আমরা যতই চিৎকার করি, এই বিশ্ব পরিস্থিতি এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবেলা করতে আমরা ব্যর্থ হবো। এজন্য Nation state হচ্ছে Political Power House. সাতান্নটা মুসলিম state আমাদের কাছে আছে, কিন্তু এগুলোকে ইসলামের জন্য Political Power House হিসেবে ব্যবহার করা' আমাদের নিজস্ব Political system introduce করার মাধ্যমে অর্জন করা, আমাদের জনগণকে, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকে, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে, আমাদের সুশীল সমাজ এবং বুদ্ধিজীবীদেরকে ঐভাবে সমন্বিত করার উদ্যোগ নিতে হবে যাতে আমরা Political Power বিভিন্ন দেশে Achieve করতে পারি। বর্তমান দুনিয়া এই Nation state-এর ক্ষমতা প্রয়োগের দুনিয়া। যে যত বড় শক্তিশালী state তার শক্তি, প্রভাব, প্রতিপত্তি তত বেশি। এটাকে Ignore করার কোন উপায় নেই।

এরপরে কথা হচ্ছে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের Unity যেকোন মূল্যে জাতীয় পর্যায়ে, আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে Unity is a must, Unity is a strength. Unity'র কোন বিকল্প নেই। আমাদের ছাড় দিয়ে হলেও যেকোন মূল্যে আমাদের এই Unity গড়ে তুলতে হবে।

এরপর আছে ইসলামের সার্বজনীন এপ্রোচ, আমি লেখককে ধন্যবাদ জানাই তার প্রবন্ধে অত্যন্ত চমৎকার একটি Sentence তিনি লিখেছেন যে, বহুজাতিক, বহুমাত্রিক বহুকালচারকে- তিনি লিখেছেন 'হজম করার' না ঐটিতে গ্রহণ করার অসাধারণ ক্ষমতা ইসলামের আছে। ইসলাম একটি প্রোলারিসটিক সোসাইটি সমর্থন করে, একটি Multi religious Society সমর্থন করে, একটি Multi ratials সমর্থন করে, একটি Multi Cultur- সমর্থন করে এবং Multi Cultural, Multi religious, Multi ratials জনমণ্ডলীকে নিয়ে ইসলাম তার রাষ্ট্রক্ষমতা, তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

এই যে ইসলামের সার্বজনীন এপ্রোচ, ইসলাম শুধমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়, ইসলাম সকল মানুষের কল্যাণের জন্য, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, কৃষ্টি-কালচার সাদাকলো দলমত

www.pathagar.com

নির্বিশেষে সকলের কল্যানের জন্য ইসলামের World view সেই ইসলামের সার্বজনীন দৃষ্টিকোণ আমরা অনেক সময় সংকীর্ণভাবে Place করে ফেলি। এই এপ্রোচ আমাদের ওলামায়ে কেরাম থেকে শুরু করে সবার ক্ষেত্রেই হওয়া প্রয়োজন। আমরা ইসলামের বক্তব্য দিতে গিয়ে ইসলামের Positive এপ্রোচটাকে অনেক সময় সামনে না এনে নেতিবাচক জিনিসকে সামনে আনার ফলে আমরা অনেকটা Misunderstanding এবং ভুল বোঝাবুঝির শিকার হচ্ছি। এর থেকে বাঁচতে হবে। এরপরে কথা হচ্ছে, আজকে বিশ্বব্যাপি বিশেষ করে সমৃদ্ধ পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোতে যে ব্যক্তি, পরিবার এবং সামাজিক জীবনে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, সে বিষয়ে ইতিমধ্যে তারা নিজেরাই ক্যাম্পেইন করছে তাদের Political Campaign-এ, তাদের বড় বড় জাতীয় প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনগুলোতে। সেইক্ষেত্রে আমাদের অত্যন্ত এ্যাগ্রেসিভ দাওয়াতী কার্যক্রম বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে দিতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজকে বর্তমান নৈতিক অবক্ষয়, বিপর্যয়, ড্রাগ এ্যাডিশন, মানসিক বৈকল্য এগুলো থেকে রক্ষা করতে হলে ইসলামের যে সুন্দর জীবনব্যবস্থা এদিকে ফিরে আসতে হবে এই যে দাওয়াত এটাকে অত্যন্ত শক্তিশালী করতে হবে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। আপনারা জানেন আবশ্যই, ইউরোপ এবং আমেরিকায় ইসলাম এই কারণে Fasted Growing Religion এবং এখন Second largest religion হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। ইসলামের নিজস্ব শক্তির গুণেই করছে। কাজেই এই কথাগুলোর বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম যেগুলো লেখক যদি সংযোজিত এবং সমন্বিত করেন তাহলে তার প্রবন্ধটা মনে হয় আরো সমৃদ্ধ হতে পারে।

আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

আলোচক : এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এবং সম্পাদক, সপ্তাহিক সোনার বাংলা

বর্ণগত, জাতিগত, গোষ্ঠীগত কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রতিপত্তির ধারণা ইসলামে নেই

আব্দুল মান্নান তালিব

নাহ্‌মাহদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারিম।

সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আস্‌সলামু আলাইকুম। ইসলামী ছাত্রশিবির শিক্ষাদিবস উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই

www.pathagar.com

আলোচনাসভায় ইসলামী সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে যে প্রথম সেশনে রেখেছেন এতে এর গুরুত্বটা বিশেষ করে অনুধাবন করেছেন। এজন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর শিক্ষকবৃন্দ এদের মাধ্যমেই সারা দুনিয়ায় আজকে যেভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতি কব্জা করে এটারতো কোন তুলনা হয় না। দুই তিনশ' বছর আগে ইসলাম যখন বিশ্ব শাসন করেছে তা-ও প্রায় একহাজার বছর ইসলামও তখন এই ধরনের কোন প্রচেষ্টা চালায়নি। সংস্কৃতি তথা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্বে এই ধরনের একটা পরিবর্তন আনার। ইসলামী ছাত্রশিবির যে গুরুত্বটা অনুধাবন করেছে এজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ। আসলের ইসলামী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ আজকে আসছে এই কারণে যে, সত্যিকারভাবে ইসলামী সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য এখন একটি সংকটের মুখোমুখি হয়ে গেছে। মুসলিম বিশ্বে আমরা নিজেরাই মনে হচ্ছে যে ইসলাম দ্বারা শাসিত না হয়ে অন্য ইজমের দ্বারা শাসিত হচ্ছি। আমাদের শিক্ষিত সমাজ এবং সাধারন মানুষ, শিক্ষিত সমাজের প্রশ্নই আসেনা। তারতো বলতে গেলে পাশ্চাতী ভাবধারার সন্তান, সাধারন মানুষ যারা লেখাপড়া শিখেনি তাদের উপরও সাংস্কৃতিক মিডিয়ার দ্বারা যেমন সিনেমা, রডিও, টেলিভিশন বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং অন্য একটা সংস্কৃতি আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে। কিন্তু এই বিষয়টা চিন্তার বিষয় যে, ইসলামী সংস্কৃতির একটা ধারাাবাহিকতা আছে, আমাদের একটা ইতিহাস আছে, আমাদের একটা ঐতিহ্য আছে। এটা এমন বিষয় নয় যে এটাকে সহজে ফেলে দেয়া যায়। ইসলাম একটা আদর্শ, একটা বিশ্বাসের নাম। বর্ণগত, জাতিগত, গোষ্ঠীগত বা জোটগত কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রতিপত্তির ধারণা ইসলামে নাই। এবেং এরই ভিত্তিতে সারাবিশ্বে ইসলাম একটা মিল্লাতে সূচনা করেছে। অন্য ধর্ম আর ইসলামের মধ্যে পার্থক্য এখানে। অন্যান্য ধর্ম যেখানে তার অঞ্চল ও গোষ্ঠীগত যে ধারণা যে ঐতিহ্য তার ভিত্তিতে একটা সংকীর্ণ সাংস্কৃতিক পরিবেশ তারা তৈরি করেছে। সেক্ষেত্রে ইসলাম বিশ্বব্যাপী একটা আদর্শ এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটা জাতি গঠন করে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি করেছে। এই আদর্শ এবং বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্থানীয় যে আচার-ব্যবহার ও পরিবেশগত যে বিষয়গুলো যাচাই করে গ্রহণযোগ্য যা আছে তা গ্রহণ করেছে, যেগুলো সংস্কারযোগ্য সেগুলো সংস্কার করে গ্রহণ করেছে। আর যেগুলো গ্রহণযোগ্য নয় সেগুলো পরিত্যাগ করেছে। এটি হচ্ছে আমাদের চৌদ্দশত বছরের ধারাবাহিকতা।

ইসলামী সংস্কৃতির এবং ইসলামী সমাজের যিনি সূচনা করেছেন আমরা যদি সেখান থেকে এর ইতিহাসটা শুরু করি তাহলে আমরা দেখবো আমাদের নবী (সা) যে ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিবেশ গঠন করেছেন তাকে তিনি বলেছেন ঃ "বুয়িস্তু মুয়াল্লেমান" অর্থাৎ আমাকে শিক্ষক করে পাঠানো হয়েছে। আসলে তিনি হলেন আমদের শিক্ষক। 'শিক্ষক হিসেবে যে তিনি বিষয়টি শিক্ষা দিবেন যদি তার সবচাইতে ভাল মডেলটি না থাকে

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে তা থেকে আমরা যা গ্রহণ করবো, খুব বেশি ভাল হবার সম্ভাবনা নাই। তাই মুহাম্মদ (সা) সবচেয়ে ভালো মডেলের সমাজ তৈরি করেছিলেন এবং এই সমাজের ধারাবাহিকতা থেকেই আমরা এতদূর আসতে পেরেছি। অন্যান্য জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনা দেখি। যদি আমরা তাদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করি দেখতে পাবো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ আজ পর্যন্ত এক জায়গায় নেই। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি গোড়া থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তার মধ্যে পরিবর্তন খুব বেশি হয় নি। কারণ আর কি, অন্যান্য জাতির মধ্যে আছে রক্ষণশীলতা আর আমাদের মধ্যে আছে ইজতিহাদপ্রিয়তা। যে কোন পরিবর্তনকে আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে গ্রহণ করতে প্রস্তত। কিন্তু অন্যান্য জাতির যে আশা-আকাঙ্খা, বিশ্বাস তার মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই। রক্ষণশীলতার ফলে যখনই অন্য কোন বিষয় সামনে আসছে তারা তাদের রক্ষণশীলতা ভেদ করে নিজস্ব আচার-বিচার ভেঙ্গে দিয়ে অন্য কিছু একটা গ্রহণ করেছে। এজন্য সারা বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক যে পরিমণ্ডল আজ তৈরি হয়েছে তা ইসলামী সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে তারা Advance। আজকের বিশ্বে আমাদের যে সমস্যা তা হচ্ছে আজকে যারা বিশ্ব পরিচালনা করছে তারা বিগত দু'তিনশ বছর থেকেই বিশ্বশাসনের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা এর আগে এক হাজার বছর পর্যন্ত বিশ্ব শাসন করছি। আর তারা দু'তিনশ বছর এগিয়ে আসায় আমরা দেখছি যে, তিন ধরনের চিন্তা এবং তিনটি জাতি। ইহুদী, খ্রিস্টান এবং মুশরিক তিন জাতি একযোগে তারা এগিয়ে আসছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তারা একটা গুহা রচনা করেছে। এক হাজার বছরে বিশ্বে যে পরিবর্তন হয় নি এই গত দু'তিনশ' বছরে সেক্ষেত্রে বেশি পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমরা দেখছি তারা এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছে যে পরিবেশ মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। মানুষের মানবিকতা এবং মানবিক যে গুণাবলী পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এরকম একটি পরিবেশ তারা নিয়ে আসছে। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলাম যে ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ এ পর্যন্ত কায়েম রেখেছে এবং কায়েম রাখতে পারে সেটাকে তারা তা বিধ্বস্ত করতে চায়।

আলোচক : পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ

প্রতিটি যুবক যদি ইসলামী মূল্যবোধের চেতনায় গড়ে উঠে, তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা যাবে

নুরুল ইসলাম বুলবুল

ইসলামী শিক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কর্তৃক আয়োজিত আজকের সাংস্কৃতিক বিষয়ক জাতীয় সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত আমীর ও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান

www.pathagar.com

নিজামী, সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ, আলোচকবৃন্দ, সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, প্রাণপ্রিয় ছাত্রবন্ধুরা, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

'আমদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য' এই প্রবন্ধটি তরুণ বুদ্ধিজীবী আমাদের শ্রদ্ধাভাজন নেতা জনাব আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ্ অত্যন্ত তথ্যবহুল এবং সমৃদ্ধ করে তিনি এখানে উপস্থাপন করেছেন। আসলে 'আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য' এটি একটি ব্যাপক বিষয়। এই ব্যাপক বিষয়কে স্বল্প পরিসরে তুলে ধরার কাজটি তিনি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের সংস্কৃতি হচ্ছে আমাদের জীবনব্যবস্থা আর আমাদের জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। সুতরাং আমাদের আলোচনা ইসলামী সংস্কৃতির উপরেই হওয়ার কথা। সেই বিষয়গুলোই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে যথার্থভাবেই।

এখানে বিভিন্ন সংযোজনের কথা বলা হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে এখানে আরো দু'টি দিক যদি সংযোজিত হতো- চলমান অপসংস্কৃতি আমাদের জনপথকে কিভাবে বিষিয়ে তুলেছে, জনগণের মধ্যে এই অপসংস্কৃতির কালো ছোবলের ফলে যে নগ্ন প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই তা এখানে তুলে ধরা হয় নি । তা হয়তো বা সময়ের স্বল্পতা বা প্রবন্ধকে ছোট রাখার চিন্তা থেকেই তা হয় নি।

তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে যে, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে হবে। এই জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি প্রয়োজন। আমদের যে প্রস্তুতি সেটি তুলনা করার মতো কোনো প্রস্তুতি নয়। শুধু বাংলাদেশেই নয়, World wide এর মাধ্যমে এবং Website-এর মাধ্যমে যেভাবে একজন ছাত্রের চরিত্রকে, যুবসমাজের চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে, Internet open করলেই অজস্র বিজ্ঞাপন এসে হাজির হচ্ছে এবং এই বিজ্ঞাপনগুলোর মাধ্যমে যুবকদের যৌনচেতনাকে জাগ্রত করার মাধ্যমে অপকর্মের দিকে ধাবিত করার যাবতীয় উপকরণ এখানে আছে। বিগত দিনে আমরা জানতাম সিনেমা হলে যাওয়ার কথা– বাবা-মা জানতে পারলে সিনেমা হলে যাওয়া বন্ধ। নীল ছবির কাছে কেউ যেতে সাহস পেতো না লোকলজ্জার কারণে, লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকেই হয়তো এই সমস্ত ছবিগুলো দেখতো। কিন্তু আজকে Internet-এর Browsing-এর মাধ্যমে অভিভাবকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে স্কুল পড়ুয়া, কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে নিজেদের চরিত্রকে ধ্বংস করছে। এ দিকে যদি আমরা দৃষ্টি না দেই তাহলে উপরের প্রলেপ আমরা যাই দেই না কেন ভিতরে ভিতরে আমাদের নতুন প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যে আয়োজন সেই আয়োজনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই।

সম্মানিত উপস্থিতি, ২য় বিষয়টি আমি বলতে চাই তাহলো মানুষের ইসলামী মূল্যবোধ ও চেতনাকে শাণিত করতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজন মানুষের মূল্যবোধ ও চেতনাকে জাগ্রত করা। আমি মনে করি ইসলামী ছাত্রশিবির যুবসমাজের মধ্যে তাদের তৎপরতাকে যতবেশি শক্তিশালী করবে সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে

www.pathagar.com

এ দেশে ততবেশি জনশক্তি তৈরি হবে। নতুনকেও এদিকে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এজন্য স্কুল পর্যায়ে শিশুদের মধ্যে কার্যক্রম এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। প্রতিটি যুবক যদি চলমান অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রকৃত চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে গড়ে উঠতে পারে, ইসলামিক মূল্যবোধের চেতনায় গড়ে উঠতে পারে তাহলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাত থেকে ভবিষ্যত প্রজন্মকে আমরা রক্ষা করতে পারবো। দেশ এবং জাতিকে আমরা রক্ষা করতে পারবো। এখানে প্রবন্ধে বলা হয়েছে শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য সেটি অবশ্যই প্রয়োজন।

তৃতীয় বিয়ষটি হলো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মুখোশকে উম্মোচন করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে দিতে হবে। তাদের এই সংস্কৃতির যে নগ্নচিত্র এই চিত্রটি মানুষের কাছে পরিস্কার করার মাধ্যমে তা থেকে দুরে রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে। লেখক এখানে সুন্দরভাবে বলেছেন যে, তাদের অপকর্মকে এবং দুর্বলতাকে ঢেকে দেওয়ার জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিশ্বায়ন এই তিনটি শক্তিকে পুঁজি করে আধুনিক পাশ্চাত্য মুসলিম শক্তি সংস্কৃতি এবং মুসলিম চেতনাকে নষ্ট করার ঘৃন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত–তা প্রকাশ করে দিতে হবে। বস্তুবাদী তথা ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের কারণেই আজকে–খাও দাও ফুর্তি কর দুনিয়াটা মস্ত বড়; নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক–এই যে চেতনা, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ থেকে শুরু করে সমাজতন্ত্র থেকে যে সমস্ত মতবাদের জন্ম হয়েছে এই সমস্ত মতবাদগুলোর নেগেটিভ বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের জনশক্তিকে এবং জনগণকে সচেতন করতে হবে।

পরিবার হচ্ছে সংস্কৃতিচর্চা এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের একটি ভিত্তিস্তর। সুতরাং পরিবারের শিক্ষাকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সাংস্কৃতিক সীমানাকে পাহারা দেওয়ার জন্য যারা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, তাদের পৃষ্ঠপোষকতাই শুধু নয়, তাদের সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, পরামর্শ এবং তাদের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সামগ্রিক আয়োজনের মাধ্যমে আমাদের সাংস্কৃতিক সীমানাকে শক্তিশালী করতে হবে, তেমনটি কামরুজ্জামান ভাই বলেছেন। আরো দৃঢ়তার সাথে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ভুমিকা পালনের উপযোগী করতে হবে। পাশাপাশি এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, এটিকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে পরিণত করতে হবে। ইসলামী ছাত্রশিবির গত বছর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ বছরও সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটানোর জন্য সেমিনার আয়োজন করেছে। আগামী দিন এই আন্দোলনটিকে শুধু শিবিরের আন্দোলন নয়। আমাদের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ, আমাদের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা এবং আমাদের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, আমাদের সংস্কৃতিকে, আমাদের ঐতিহ্যকে লালন করে প্রকৃত ঈমানদার হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উপযোগী হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তিকে গড়ে তোলা চেতনাকে শাণিত করার জন্য সামগ্রিকভাবে এদেশের জনগণকে এই আন্দোলনের সাথে একীভূত করতে হবে। এটিকে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে রূপদান

www.pathagar.com

করতে হবে। এই বিষয়গুলোকেও যদি প্রবন্ধের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তাহলে আরো সুন্দর হবে বলে আমি মনে করি।

প্রবন্ধকারসহ সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

আলোচক : সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

আমাদের সংস্কৃতিকে শুদ্ধতম করার জন্য ঐতিহ্যকেও গুরুত্বের সাথে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে

মজিবুর রহমান মনজু

আলাহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন।

আজকের এই সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি, বিশ্বের সত্যাবলম্বী কবিদের নেতা কবি আল মাহমুদ, সম্মানিত প্রধান অতিথি বাংলাদেশের গণমানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা জনাব মতিউর রহমান নিজামী, বরেণ্য আলোচকবৃন্দ বিশেষ করে এদেশের সত্যপ্রিয় মানুষের প্রিয় নেতা এবং প্রিয় কণ্ঠস্বর বিচারপতি জনাব আব্দুর রউফ, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, সাংবাদিক বন্ধুগণ ও বিজ্ঞ অতিথিবৃন্দ, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যে, প্রতিবছরই ইসলামী ছাত্রশিবির শিক্ষাদিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। এবার শিক্ষা সেমিনারের পাশাপাশি সংস্কৃতিকেও তারা অন্তর্ভূক্ত করেছে এবং সংস্কৃতিও শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি অপরটি ছাড়া চলতে পারে না এ বিষয়টি প্রতীয়মান করার জন্যে তারা এর সূচনা করেছে। এজন্য আমি তাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

আজকে আমাদের নতুন প্রজন্মের উদীয়মান বুদ্ধিজীবি জনাব আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ যে প্রবন্ধ আমদের সামনে পেশ করেছেন, সত্যিই একটি উচু মানের প্রবন্ধ। প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকে তিনি তুলে এনেছেন আমাদের সামনে। প্রবন্ধটি আগাগোড়া পড়ে আমার অনুভূতি হয়েছে যে, এখানে সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে তাত্ত্বিকভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যদিও আমরা জানি এসমস্ত বিষয়ে সংজ্ঞায়িত করা বেশ জটিল এবং এর মধ্যে ভিন্নমত থাকতে পারে। সেজন্য আমি তত্ত্বগত বিষয়ে বিশ্লেষণে যাচ্ছি না। 'আমাদের' বলতে তিনি মুসলমান জাতি এবং মানুষকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যেহেতু

www.pathagar.com

সুপারিশ করতে গিয়ে আমদের দেশীয় সংস্কৃতির কথা এসেছে, আমাদের ঐতিহ্যের কথা এসেছে সেহেতু এই 'আমাদের' পরিচয় দিতে গিয়ে ধারাবাহিকভাবে আমাদের এই বাংলাদেশের জনপদের কথা তুলে আনলে আমার মনে হয় 'আমাদের' পরিচয়টি সম্পূর্নতা এবং পূর্ণাঙ্গতা পেত। আমি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করবো, যদি এটা সংযোজন করা যায় তাহলে সুন্দর হয়। আসলে সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য এ দু'টিকে পৃথক করা খুবই কষ্টকর। কারণ একই শব্দকে অনেকে বিভিন্ন কাজে প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন কারো সাথে কথা হচ্ছে, আপনি বললেন, ভাই আপনি এই কাজটি কেন করলেন, তখন কেউ বললেন, এটা আমাদের কালচার, কেউ বললেন যে, এটা আমাদের ঐতিহ্য। অর্থাৎ একই বিষয়কে কেউ বলছেন এটা আমাদের ঐতিহ্য, কেউ বলছেন এটা আমাদের সংস্কৃতি।
কখনো সংস্কৃতি হয়ে যাচ্ছে একটি কাজ আবার কখনো একটি বিষয় আমাদের ঐতিহ্যে পরিণত হচ্ছে। প্রবন্ধকার অবশ্য এটাকে সুন্দরভাবে স্পর্শ করেছেন। অর্থাৎ একটি চর্চা কোন পর্যায়ে গিয়ে ঐতিহ্যের মান পাচ্ছে, কোন পর্যায়ে গিয়ে এই চর্চাটি আমাদের সংস্কৃতিতে পরিণত হচ্ছে। আমরা সবাই জানি রাসূল (সা)-এর সময় ইসলামের অগ্রসরতার একটি প্রধান বাধা ছিল কাস্টম অর্থাৎ ঐতিহ্য। কাফেররা অনায়াসে বলেছে, মুহাম্মদ, তুমি বলছো! এটাতো আমাদের ঐতিহ্য আমরা এথেকে কিভাবে ফিরে যাবো? আমাদের বাপ করেছে, দাদা করেছে, আমরা আমাদের পূর্বসূরীকে দেখেছি তারা এটি করে এসেছে, তুমি এটা থেকে আমাদের ফিরিয়ে আনতে চাও? এবং রাসূল (সা) এই Bad tradition থেকে কিভাবে একটি সুন্দর সংস্কৃতিতে তাদেরকে ফিরিয়ে এনে সমন্বিত করেছিলেন এটি কিন্তু আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা মাঝে মাঝে দেখি কিছু কিছু বিষয় বিতর্কের অবতারনা করে। যেমন দেখা যায় আমাদের গ্রামে ঐতিহ্য আছে যে মুরব্বীজনদের পায়ে ধরে সালাম করো। আপনারা সবাই জানেন কিন্তু অনেকে এটাকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। কিন্তু রাসূল (সা) এজাতীয় কাস্টম-এর ব্যাপারে, ঐতিহ্যের ব্যাপারে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আমি জানি না এটার ঐতিহ্যগত বা সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে জায়েয এবং নাজায়েয-এর বিষয় কতটুকু স্পর্শ করবে। তবে আমার মনে হয় এটা সত্য যে, রাসূল (সা) যে ঐতিহ্য আমাদের ঈমান এবং বিশ্বাসকে বাধাগ্রস্থ করছে না সেটাকে আঘাত করেননি; কিংবা সেই ঐতিহ্যে তিনি হাত দেননি, এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধকার অনেক কথা তুলে এনেছেন। 'আমাদের' বলতে যেহেতু অনেক কথা এসে যায়, আমাদের এখানেও স্পর্শ করে, সেজন্য আমি বলছি- যেমন বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়ের একটা ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, বেদেদের বিয়ে কিভাবে হয়। তাদের বিয়ের সিস্টেম হচ্ছে বর এসে একটি ঘরের চালের উপরে বসে থাকবে, কনে একটা কাপড় তার দিকে নিক্ষেপ করে বলবে যে, তুমি কেন উপরে বসে আছো? আসো তোমার সাথে আমার বিয়ে হবে কথা হয়েছে। বর বলবে না, আমি ভয় পাচ্ছি, আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তখন কনে বলবে যে, আমি তোমাকে খাওয়াবো, তোমার কোন চিন্তা করতে হবে না। তুমি ঘরে থাকবে, আসো। অর্থাৎ এটা একটা ঐতিহ্য, যদি না-ও খাওয়ায় এই অনুষ্ঠান পর্বটি এভাবে সারতে হয়। এখন এই ঐতিহ্যের মূল্য কি হবে? এই ঐতিহ্যকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করবো বা প্রিরিফাইজড

www.pathagar.com

করবো বা লেখক যেটাকে বলেছেন যে, এটাকে সংস্কার করবো, এই কথাগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করতে পারলে ভালো হয় যেহেতু প্রতিনিয়ত ছোটখাটো ঐতিহ্যের সাথে আমরা যুদ্ধ করছি। আমাদের সংস্কৃতিকে শুদ্ধতম করতে হলে তাই আমার একটি সুপারিশ, রাসূল (সা) যেভাবে ঐতিহ্যকে অন্তর্ভূক্ত করে একটি শক্তিশালী সংস্কৃতি, শক্তিশালী জীবনাদর্শ, শক্তিশালী পথ প্রদর্শনের সূচনা করেছিলেন। আমরাও এই বিশ্বায়নের এই যুগে সমস্ত কিছুকে Accomodate করে আমাদেরকে সেইপথ অবলম্বন করতে হবে। সকলকে ধন্যবাদ। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।

আলোচক : সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

সংস্কৃতি মানুষের বিশ্বাসের প্রতিফলন

মুহাম্মদ জাহিদুল রহমান

সংস্কৃতি মানুষের বিশ্বাসের প্রতিফলন বা মানুষের জীবনই সংস্কৃতি। আর বিনোদন জীবনের অংশ। কিন্তু আমরা বিনোদনের মাধ্যমেই সংস্কৃতির গভীরতম অর্থের সাথে পরিচিত হয়েছি। মনুষত্ব হারালে মানুষ যেমন পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয় তেমনি শালীনতা ছাড়া সংস্কৃতি হয় মানুষের জীবনবোধের এক বিকৃত রুচির উপস্থাপনা। ইসলামী ছাত্রশিবির দেশব্যাপী আজ বিশ্বাসী সংস্কৃতি লালন ও বিকাশ সাধনের চেষ্টায় রত। যার অংশ হিসেবে আজকের এ সেমিনার। নেতিবাচক উপস্থাপনা ইসলামী সংস্কৃতির অংশ নয়। আমি প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ জানাই এ জন্য যে তিনি Positively ও কোন Negative approach করেন নি। সংস্কৃতির ব্যাপকতর অর্থে বিষয়টি আমাদের গোটা জীবনকে ছেয়ে থাকুক–এই আমাদের প্রত্যাশা।

আলোচক : কেন্দ্রীয় দাওয়াতী কার্যক্রম সম্পাদক,বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আকাশ-সংস্কৃতির প্রভাব

সালেহ্ উদ্দিন জহুরী

আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় আকাশ-সংস্কৃতি কি ঘটাচ্ছে? শিরোনামের দিকে নজর দিলে তাই মনে হয়। নৈতিকতাভিত্তিক যে চরিত্র গঠনের আবেদন আমরা জানাই, যে আন্দোলন করি, যে অনুশীলন আমরা সাধ্যমত করছি, এই চরিত্রের সঙ্গে আকাশ সংস্কৃতি কি সাংঘর্ষিক, না সহযোগী, আগে এ প্রশ্নের একটা উত্তর আমাদের জানা দরকার।

প্রধানত তিন ধরনের চরিত্র হয়ে থাকে। ১) প্রথম শ্রেণীর চরিত্র ভাঙতে পারে কোন ঝড়ো হাওয়ায় বা দুর্ঘটনায়, কিন্তু কখনো মচকাবে না, নত হবে না। আঘাতে আঘাতে তাদের জীবন গর্জে উঠে প্রতিনিয়ত, কখনো কখনো হতাশাও আসে, কিন্তু কোন সময় ম্রিয়মাণ হয় না। ২) দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র হাফটাইট হাফ ঢিলা, এ চরিত্রকে মুনাফিক চরিত্র বলা যায়। তাদের চরিত্রের কাটা এদিকেও আছে, ওদিকেও আছে, যেদিকে হাওয়া সেদিকে তারা, রূপকথার মৎস্যকন্যা (Marmaid) বলতে পারেন, মাছ ও নারীর ভাগাভাগি দেহ। ৩) তিন নম্বরের চরিত্র প্রথম চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথম চরিত্রের এই মানুষ যাকে অনৈতিকতা বলে, ওরা ওটাকেই নৈতিকতা বলে, যা প্রথম শ্রেণীর কাছে অপসংস্কৃতি, ওটাই ওদের কাছে সংস্কৃতি। আকাশ-সংস্কৃতির সাথে শেষোক্ত দলের সখ্যতা, মিল-মহব্বত অত্যন্ত প্রগাঢ়।

সুতরাং বলা যায়, আকাশ সংস্কৃতি প্রথম শ্রেণীর চরিত্রবানের জন্য সর্বক্ষণের ঘর্ষণ পাথর, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্রের জন্য সর্বক্ষণের উদ্দীপনা বিশেষ। তাদের ক্ষয় হওয়ার মত কিছু নেই, আকাশ-সংস্কৃতি যা তাদের দেয়, তারা মনে করে 'বিনোদন'। এই তিন শ্রেণী চরিত্রকে সামনে রেখে আকাশ-সংস্কৃতির আলোচনা করা যায়।

আকাশ সংস্কৃতি কি? আকাশে তো কোন সংস্কৃতি পয়দা হয় না। তবে হ্যাঁ, আকাশ পথে সব সংস্কৃতির বেসাতি চলে, আমদানি-রপ্তানি হয়, ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাই টোটেল সওদাকে আমরা বলতে পারি আকাশ-সংস্কৃতি। আপনি আমি এটাকে সংস্কৃতি বলি আর নাই বলি, বাজারে এটাই সংস্কৃতি নামে পরিচিত। আকাশ থেকে এ পর্যন্ত একটি তারকাও খসে পড়েনি, তবুও সিনেমা জগতে, ফুটবল জগতে, ক্রিকেট জগতে অর্থাৎ খেলার জগতে এমনকি পরীক্ষার ফলাফল সীটে হাজার হাজার তারকার ভিড়। এসবের

www.pathagar.com

কোন কোনটির পিছনেও আকাশ-সংস্কৃতির ভূমিকা রয়েছে। আজকাল তো অনেকে স্টার বা তারকা হিসেবে শুধু থাকতে চান না, মেগাস্টার হওয়ার কসরৎ করে যাচ্ছেন, কেউ কেউ হয়েও গেছেন ইতোমধ্যে।

আকাশ-সংস্কৃতির কারবারটা জানতে হলে কি আকাশ ঘুরে আসতে হয়? সরেজমিনে চাক্ষুষভাবে তদন্ত করে দেখার জন্য কি আকাশে যেতে হবে? না, তা সম্ভব নয়। সাত আসমান। প্রথম আসমানের ঠিকানাও জানি না। যদিও আকাশের ঠিকানায় চিঠি দেয়ার গানের সুরে ভেসে আসে কখনো কখনো কানে। আকাশের ঠিকানা আমরা জানি না, বিজ্ঞানীরাও জানেন না। নোবেল বিজয়ী ড. আবদুস সালাম এক প্রশ্নের উত্তরে তাই বলেছিলেন। যাহোক, আকাশের ঠিকানা জানা না জানার প্রশ্ন পরের কথা, দুনিয়া থেকে যদি আখেরাতের সওদা আহরণ করা যায়, তাহলে জমিনে বাস করে আকাশের খবর কেন জানা যাবে না?

আকাশের আলোচনায় আসার আগে দুনিয়ার কিছু খবরাখবর আমাদের জানা দরকার। আকাশে উড়াল দেয়ার জন্য যে যানই আমরা ব্যবহার করে থাকি না কেন, রানওয়ে তো থাকতে হবে। এই রানওয়ে কোথায়? তাও আমরা জানি না। তাছাড়া দুনিয়ার কিছু কথা আছে। আকাশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে আমাদের নিয়্যাত ও আত্মপরিচয় কি, সে সম্পর্কে কিছু বলার ও জানার আছে। আল্লাহপাক আমাদের কেন দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তা জানা থাকা দরকার। এসব না জানলে, মনোবল সেভাবে গড়তে না পারলে এবং আকাশ-শত্রুদের সংগে লড়াই করার ঈমানী হিম্মত নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে না পারলে আকাশ-সংস্কৃতির ভাইরাসরা আমাদের চারদিকে ঘিরে ফেলবে। এখনই ঘেরাও-এর মধ্যে আছি। এজন্য দুনিয়ার জিন্দেগীর দায়-দায়িত্বের কিছু কথা স্মরণে এনে হিম্মত বাড়াতে হবে। এজন্য আসুন, এই দুনিয়াতে আমাদের আগমন ও জিন্দেগীযাপন আর প্রস্থান সম্পর্কে যৎকিঞ্চিত জেনে নেই। নিজেকে চিনলে, নিজেকে জানলে আল্লাহকে চেনা যায়, জানা যায়। অতঃপর দেখা যাবে আকাশের ঠিকানা পাওয়া যায় কিনা, আগে দুনিয়া, আগে আত্মপরিচয় অতঃপর আকাশের ঠিকানা ও আকাশ সংস্কৃতি। লড়াইয়ের সীমানা ও ভিত্তি তো দুনিয়ার জমিন।

মাটি ও পানির দুনিয়ার ওপরে আছে আকাশ মহাকাশ। পৃথিবী নামক গ্রহের অবস্থানই তো আকাশে, মহাশূন্যে, মহাকাশে। আমরা দুনিয়াতে বাস করি। এই দুনিয়াতে আমাদের প্রেরণ করেছেন রাব্বুল আলামীন। আমাদের তৈরি ও প্রেরণ কি স্রষ্টার নিছক খেয়ালমাত্র? না, তা নয়। খেলাচ্ছলে বা নিছক খেয়ালে আল্লাহ কিছুই করেন না, যদিও একক ক্ষমতা শুধু তারই আছে, হও বললেই হয়ে যায়, সেটা ধ্বংসের ক্ষেত্রেই হোক বা সৃষ্টির ক্ষেত্রেই হোক। এমন শক্তিধর সর্বশক্তিমান যিনি, তার তো খলিফা প্রেরণের প্রয়োজন নেই, তবুও তিনি মানবজাতিকে তার খলিফা হিসেবে প্রেরণ করেছেন মানবজাতির মধ্যে জবাবদিহিতা এবং প্রশাসনিক একটা সিস্টেম গড়ে তোলার জন্য।

www.pathagar.com

খলিফাদের কেন সৃষ্টি করেছেন? তার সাফ কথা, জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি আমার এবাদতের জন্য। এবাদত কি? এবাদত হচ্ছে এই, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে তার দেয়া জীবন বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করা। কিভাবে জীবনযাপন করতে হবে এজন্য আল্লাহ পাক হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য নবী- রাসূল পাঠিয়েছেন প্রত্যেক কওমের কাছে প্রতি জনপদে। অনেকে তার আদেশ-নিষেধ শুনছে আবার অনেকে শুনেনি। প্রেরিত গাইডকে নির্যাতন করেছে, গাইড বুকও ধ্বংস করেছে। তাই তাদের এখন নৈতিক কোন বোধই নেই। যা ছিল তা অবক্ষয়ে অবক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে। যে নৈতিকবোধ তারা নানাভাবে প্রদর্শন করে নিজেদের নীতিবান বলে বিশ্ববাসীর কাছে জাহির করছে, তা কৃত্রিম, নিজেদের মনগড়া নৈতিকতা। তারা-কাপড় পরিধান করেও থাকে দিগম্বর। সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় পরিধান করে বটে, সুন্দর সুন্দর সংলাপে শ্রোতাকে তারা মুগ্ধ করেও থাকে, কিন্তু এসব থেকে উৎপন্ন এবং পরিবেশিত উপহারে নারকীয় কীট কিলবিল করে। কারণ নৈতিকতার কুদরতী সীমানা আর মানুষের তৈরি সীমানার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। কুদরতী হুদদের কোন তোয়াক্কা তারা করেনি। ফলে শয়তানের সঙ্গে মিতালি করে এমন এক নৈতিকতা সৃষ্টি করে রেখেছে, যা অনৈতিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। নানা দিকে অবক্ষয়ের ঢল ও ধস। এমন এক পর্যায়ে অবক্ষয়ের সর্বশেষ স্তরে এবং সময়ের এই সন্ধিক্ষণে রাসূলে করিম (সা) এর আবির্ভাব ঘটে।

তার মূল মিশন কি ছিল এ সম্পর্কে নানাজনের নানা কথা আছে এবং থাকতে পারে। ব্যাখ্যাও আছে নানা প্রকার। তাৎক্ষণিকভাবে যদি কয়েকজন ঈমানদারকে আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, রাসূলে করিম (সা)-এর কি মিশন ছিল এ দুনিয়াতে আগমনের? একজন বলবেন তাওহিদ ও রেসালতের প্রতিষ্ঠা, আর একজন বলবেন নকল ইলাহদের উৎখাত করে এক আল্লাহর ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠা, আর একজন বলবেন গুমরাহির রাস্তা থেকে মানবজাতিকে সৎপথে আনা, অন্যজন বলবেন লক্ষ্যহীন ঠিকানাবিহীন এবং বিগত নবী রাসূলদের শিক্ষা আদর্শকে ভুলে যাওয়া মানবজাতির বংশধরদের বিস্মৃত সবক স্মরণ করিয়ে দেয়া আর সে শিক্ষা ও আদর্শের নবতর নিয়ামতকে বরণ করার তাগিদ দেয়া, উৎসাহিত করা ও সহায়তা করা, কেউ বলবেন সর্বক্ষেত্রে যে অবক্ষয় নেমেছিল তা প্রতিহত বা রোধ করে সংস্কৃতিবান মিল্লাত গঠনের জন্য মহানবী (সা) এর আবির্ভাব ঘটেছিল। তার মিশনের অন্যতম কর্মসূচি ছিল একটি সংস্কৃতিবান জাতি গঠন করা। আমি মনে করি সকলের সকল কথা আসলে এক কথা। সকলের সকল কথার মর্মকথা একই। শব্দের পার্থক্য, বাক্যের পার্থক্য, ব্যাখ্যার পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সবই তাওহিদ রেসালাতভিত্তিক।

এজন্য যখন শুনি 'নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়' এই তিনটি শব্দের বাক্য, তখন চৌহদ্দি ঠিক করে নিতে আমার কষ্ট হয়, প্রায় ক্ষেত্রেই চৌহদ্দি ঠিক করতে পারি না। যখন কোন মোমিন মুসলমানের কণ্ঠ থেকে একথা শুনি বা তার কলম থেকে নির্গত বাক্য পড়ি এবং জানি যে তিনি চাপাবাজ মুসলমান নন, আমলী মুসলমান, তখন চৌহদ্দি নির্ণয়ে ভুল হয়

www.pathagar.com

না। তিনি কি বলতে চান, বুঝতে চান এবং বুঝাতে চান, স্পষ্ট বুঝা যায়। একই কথা যদি একজন নাস্তিক, সেক্যুলারিস্ট, মুরতাদ এমনকি মুনাফিক মুসলমানের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় বা কলম থেকে নির্গত হয়, তখন বুঝতে আর বাকি থাকে না তাদের এই উক্তির লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি। কথা একই, কিন্তু লক্ষ্য ভিন্ন। কথায় বলে ডাক্তারের ছুরি কাঁচি রোগীকে রক্ষার বা নিরাময়ের জন্য ব্যবহার হয় আর হাইজ্যাকার আর পকেটমারের ছুরি কাঁচি হাইজ্যাকিং আর পকেটমারার কাজে ব্যবহার হয়। পুলিশের বন্দুক ও পিস্তল সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হয় আর সন্ত্রাসীদের হাতের বন্দুক ও পিস্তল খুন ডাকাতি ও হাঙ্গামা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। আসল কথা, ব্যবহারের নিয়্যাত তথা লক্ষ্য উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা।

সুতরাং বলা যায় নাস্তিক, মুরতাদ আর সেক্যুলারিস্টদের 'মূল্যবোধ, নৈতিকতা আর অবক্ষয়ের' সংজ্ঞা ব্যাখ্যার সংগে তাওহিদে বিশ্বাসীদের সংজ্ঞা ব্যাখ্যার মিল নেই। এই তো সেদিন এক নাস্তিক (মুসলিম নামযুক্ত) বন্যার ওপর মন্তব্য করতে বলায় তিনি বললেন বন্যা যত ভয়াবহ ও ক্ষতিকর তার চেয়ে মৌলবাদীরা অর্থাৎ ইসলামীপন্থীরা আরো বেশি ভয়াবহ ও ক্ষতিকর। বন্যার পানির চেয়ে তারা বেশি। এমন ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধ কি আর অবক্ষয়ই বা কি সে সম্পর্কে জানা বুঝার বাকি নেই। কোন্ পথে চললে কোন ঠিকানায় আমাকে পৌছাবে, কোন্ পথের বাঁকে বাঁকে এবং মোড়ে মোড়ে কে কে আছে এবং কেন আছে তাও জানা হয়ে গেছে। অতএব নাস্তিকের নৈতিকতা ও সংস্কৃতি আমার জন্য অনৈতিকতা ও অপসংস্কৃতি হওয়ার সেন্ট পার্সেন্ট আশংকা। এজন্য নাস্তিক আর সেক্যুলরিস্টরা যখন বলে 'অনৈতিকতা ও অপসংস্কৃতির মুকাবিলা করতে হবে', তখন আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে তারা ইসলামপন্থী অর্থাৎ তওহিদপন্থীদের মুকাবিলার কথাই বলছে এবং সেই সতর্কবাদী উচ্চারণ করছে।

আলোচনার মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে ঘাটে ঘাটে যে সব বাধা আছে তা এক এক করে ডিংগাতে বা অতিক্রম করতে হবে। বাধা এবং ভুলবোঝাবুঝির আরো কয়েকটি ধাপ বা ঝোপ জঙ্গল সাফ করতে হবে, তবেই না আলোচনার মূল অংগন নজরে পড়বে। আগেই বলেছি, আকাশ-সংস্কৃতি জানার জন্য যদি আকাশেই উড়তে হয়, তাহলে আকাশে ওড়ার জন্য জমিনে যে রানওয়ে আছে তা কোথায় আমাদের জানতে হবে। 'আকাশ সংস্কৃতি' খুব লম্বা-চওড়া বিষয় নয়, তবে এর আগে অর্থাৎ আকাশ সংস্কৃতির সংগে লড়াইয়ের আগে জেনে নিতে হবে আমরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত কিনা, আমরা যে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করবো তা লড়াই উপযোগী কিনা আর এ লড়াইয়ের ব্যাপারে আমাদের ধ্যান-ধারণা পরিষ্কার কিনা, তা জানা দরকার, বুঝা দরকার। ধারণাটা পরিষ্কার করা হয় না বলে আমাদের অনেকে আবেগী লোক জোশও জেদের বশবর্তী হয়ে পাল্টা কিছু করতে চান এবং কিছু কিছু করেও দেখেছেন, না ওকুল পেয়েছে না একুল পেয়েছেন। কিছুই পাওয়া যায়নি। ওরা ফ্যাশন শো করে, আমরাও করে দেখি না আমাদের মত করে। করে দেখা গেলো বাজার পাওয়া গেল না। মহিলাদের রূপ প্রদর্শনই যখন ইসলামে নিষিদ্ধ, তখন ফ্যাশন দেশটা কিভাবে বাজার পায়? নিতান্ত সাংঘর্ষিক। ফ্যাশন শো ইসলাম বিলাসিতা

www.pathagar.com

মনে করে, তাও আবার নারীর ফ্যাশন, মানে পুরুষকে প্রদর্শন। এভাবে উদাহরণ দিলে অনেক দেয়া যায়। মিসরে একবার জামাল আব্দুল নাসেরের সময় 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' নামে নৃত্য সৃষ্টি করা যায় কিনা এমন এক কসরত শুরু হয়েছিল, কিন্তু শুরুতেই এ প্রচেষ্টা শেষ হয়। সন্ত্রাসের পাল্টা সন্ত্রাস, বোমাবাজির পরিবর্তে বোমাবাজি, ছিনতাই, অপহরণ আর খুনের বদলা ছিনতাই অপহরণ আর খুন, গালির বদলে গালি, ইসলাম তা কখনো সমর্থন করে না। যেহেতু ইসলাম সমর্থন করে না তাই আমি আপনিও তা করি না। তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য ন্যায়ের অস্ত্রের বহুমুখী ব্যবহারের এস্তেমাল ইসলাম সমর্থন করে। এতটুকুই শুধু বলা যায়, এর অধিক বলার বা ব্যাখ্যার অবকাশ এখানে নেই। ক্রুসেডের ডাক দিলেও আমরা জেহাদের ডাক দিতে পারছি না নানাবিধ কারণে।

কৃষ্টি সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অপরিচ্ছন্ন ধারণা, অস্পষ্টতা আর ভুল বোঝাবুঝি প্রচুর। কয়েকটি উদাহরণ আগে দিয়েছি। ওদের এই আছে, ঐ আছে, হরেক রকম সংস্কৃতির উপকরণ আছে, তাদের মুকাবিলার আমাদের কিছু থাকা দরকার। বিশ্বাস করুন, এমন প্রশ্নও কোন এক অতি আবেগী মুসলমান আমাকে করেছেন। যাকে যেমন বুঝ দেয়া যায় তাকে তেমন বুঝ দিয়েছি। কিন্তু কোন এক নাছোড়বান্দাহকে চোখ বুঝে এই জবাব দিলাম, ওদের সমাজে জারজ সন্তান কিলবিল করছে, লাখ লাখ সমকামীদের মিছিল হয়, আমরাও কি আমাদের সমাজে জারজ সন্তানের আর সমকামীদের উৎপাদন চাই? সেই কালচারের পৃষ্ঠপোষকতা চাই? প্রশ্নকর্তা চুপ হয়ে.গেলেন, উচ্চস্বরে লাহাওলাও উচ্চারণ করলেন। অন্যের বাবা দেখতে যত সুন্দর হোক, তাকে আমি বাবা বলি না, সাফ বিভাজন। আমার সংস্কৃতি আমার, অন্যের নয়, আমার ঈমানের বলয়ের বিপরীত বলয়ের সংস্কৃতি কখনো আমার নয়। তাই সংক্ষেপে হলেও কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পার্থক্য আমাদের আগে জানতে হবে নতুবা ওদের আকাশ থেকে সংস্কৃতির যে ক্লাস্টার বোমা পড়বে, তা রুখতে পারবো না। আমি এখানে আমার ঈমানী বলয়ের বিপরীত বলয়ের বিশ্ববরেণ্য কোন কোন মনীষী বা পণ্ডিতের সংজ্ঞা ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দিচ্ছি না। এ কারণে দিচ্ছি না যে, রসুনের সব কোষের এই মিলন স্থান একই স্থানে। আমার কৃষ্টি বা কালচার বা সংস্কৃতির কি বুঝে তারা? যাদের ঈমান আমল তাতে নেই। মুরিস বুকাইলী দরবেশ বাদশাহ ফয়সালকে জানিয়েছিলেন আমি ইতিবাচক নিয়তেই বলছি, ইসলামের ওপর গবেষণা করবো। কুরআনের ওপর গবেষণা করবো। স্বল্পভাষী বাদশাহ ফয়সাল স্মিথ হাসি দিয়ে বলেছিলেন, খুব ভাল, তাই যদি করতে চান, তাহলে আগে পবিত্র কুরআনকে কুরআনের ভাষায় পাঠ করতে শিখুন, অর্থ বুঝুন, আরবি ভাষা শিখুন। মুরিস বুকাইলী সে উপদেশমত পবিত্র কুরআন স্টাডি করেছিলেন এবং ইসলামকে বুঝেছিলেন। এরই ফলে অমর কয়েকটি গ্রন্থ বিশ্ববাসীকে তিনি উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং সে পর্যায়ের কোন মনীষী যদি আমাদের ঈমানের সীমানায় এসে কালচার সংস্কৃতির সংজ্ঞা দেন, তাহলে গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করা যায়। ডঃ আহমদ শরীফও বহু মন্দ কথার ফাঁকে ফাঁকে দু'দশটা ভাল কথাও বলেছেন, কিন্তু আমরা তার ভাল কথাকেও

www.pathagar.com

গ্রহণ করতে পারি না, কারণ, তাতে তাকে কোন না কোনভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়ে যায়। মূলের সংগে নিবিড় সংযুক্তি না থাকলে দু'দশটা মূল্যবান কথারও কোন মূল্য থাকে না, মূল্যবান কথারও কোন মূল্যায়ন হয় না। যাহোক, নিজেদের পরিচয়ের স্বচ্ছতা থাকতে হবে। তাহলে আকাশ-সংস্কৃতির কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ তা বাছাই করা যাবে। আপনার আমার কাছে যদি ঈমানের চালনী না থাকে, ঈমানের নজর না থাকে, ঈমানের মনটা না থাকে তাহলে আকাশ-সংস্কৃতির ভালমন্দ কিছুই পরখ করা যাবে না। যে দেহে রোগ প্রতিরোধ শক্তি প্রবল সে দেহে সহজে কোন রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারে না।

আকাশ-সংস্কৃতির যত ভয়ঙ্কর ভাইরাস আছে, এসব সংস্কৃতির অনিষ্টকারিতার প্রতিরোধে আমাদের সংস্কৃতি অক্ষম, যদি নিজস্ব সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে সে চেষ্টা সাধনা থাকে।

একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, কালচার আর সংস্কৃতি এক নয়, যা কালচার তা সংস্কৃতি নাও হতে পারে। হাঁটার কালচার নরেন্দ্র মিত্রের আর আব্দুর রহীমের এক কিন্তু দু'জনের প্রার্থনা ও এবাদতের কালচার ও সংস্কৃতি এক নয়। দু'জনের পথ চলার কালচার এক, পা ফেলছেন এক নিয়মে তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, সন্ধ্যায় আযানের ধ্বনি ভেসে আসলো, মন্দিরে কাঁসার ঘণ্টা বাজলো। নরেন্দ্র মিত্র বামের রাস্তায় গিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন আর আবদুর রহিম গিয়ে ডানের রাস্তায় একটু আগ বাড়িয়ে ঢুকলেন মসজিদে। এতক্ষণ দু'জনের হাঁটার কালচার এক হলেও প্রার্থনা ও এবাদতের ক্ষেত্রে দুজনের কালচার সংস্কৃতিতে রূপান্তর ঘটে। মুসলমানের সব কালচারে ও সংস্কৃতির প্রভাব থাকে। ধান থেকে চাল, চাল থেকে ভাত তৈরির কালচার সকলেরই এক, এমনকি খেতে বসেও একভাবে, কিন্তু মুসলমান খাবার মুখে নেয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে, সামনের আহার্য বস্তু মনে করে রাজ্জাকের দেয়া রিজিক, নিয়ামত। এগ্রিকালচারের দ্বারা উৎপাদিত ফসল সকল ধর্মের লোকের কাছে আসে একইভাবে কিন্তু ভোগের বেলায় ভোগ হয়ে যায় সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত। এক কথায় মুসলমানরা সকল কালচারকে তাদের ঈমানী সংস্কারের আগুনে কালচারে যা খাদ থাকে তা পুড়ে ছাই হয়ে যা থাকে তা ঈমানী কষ্টিপাথরে বাছাই করে যা গ্রহণ করে থাকে তা মুসলমানদের সংস্কৃতি। সকল ধর্ম যেমন এক নয়, সকল ধর্মাবলম্বীদের সংস্কৃতিও এক নয়। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের কাছে সংস্কৃতি নির্ণয়ের কষ্টিপাথরও নেই। আর নেই বলেই যা চকমক করে ঝকমক করে, তাকেই সংস্কৃতির সোনা বলে, যেমন আশ্চর্য কিছু দেখলেই পূজায় লেগে যায়, গাছ বাঁশ সাপ, পাথর, সূর্যকে এমনকি বটগাছকেও অলৌকিকতায় মণ্ডিত করে পূজা করে। বর্তমানে আকাশ-সংস্কৃতির বড্ড জোর। বিশ্বের প্রত্যেক দেশ এই সংস্কৃতির হাওয়ায় ভাসছে। তরুণরা আবেগে থর থর করে কাঁপছে। আকাশ-সংস্কৃতির সওদা সিডি ও ক্যাসেট আকারে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দোকানে ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। এসব সওদার মূল্য অতি কম কিন্তু মুগ্ধ করার, সম্মোহিত করার আছর থাকে বেশি। ঘরে ঘরে টিভি ও অন্যান্য অস্ত্র প্রবেশ করেছে। পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন চ্যানেলের নাম প্রোগ্রাম রোজ ছাপা হয়। দিনরাতের প্রতিটি মুহূর্তে চিত্তকে বিনোদিত করার ব্যবস্থা আছে। বিনোদনের কি

www.pathagar.com

কি আইটেম আপনার চাই। হাতের কাছে রিমোট কন্ট্রোল মেশিন আছে। বোতাম টিপতে থাকুন একটা পর একটা। তাতে ভালও পাবেন মন্দও পাবেন। ভালমন্দ সংজ্ঞার ব্যাখ্যা আপনার কাছে। দিগম্বর নৃত্য থেকে শুরু করে যা চাইবেন তা পাবেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শুনে যদি রাত শেষ করতে চান তাও মওজুদ আছে। আপনার রুচি অভিরুচি আপনার কাছে।

যীনা শব্দ উচ্চারণ করলে শব্দটি যেভাবে আপনার আমার সামনে পূর্ণ অবয়বে আসে, তাই যথেষ্ট, ব্যাখ্যায় গেলে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকটা শব্দের মধ্যেই ব্যাখ্যা লুকিয়ে আছে। অনেক শব্দের ব্যাখ্যা করা যায় না। যেমন মনে করুন, দুর্বৃত্তরা এক নারীর সম্ভ্রম লুটেছে। এইটুকু যথেষ্ট। কিভাবে যেমন করে লুটেছে তা কুৎসিত। তেমনিভাবে পশ্চিমাদের বিভিন্ন ফ্যাক্টবিতে সংস্কৃতি নামের বিভিন্ন অপসংস্কৃতি তৈরি করে বিশ্বময় রপ্তানি. করছে, কেউ কেউ আমদানিও করছেন। যত অশ্লীলতা আছে, কুৎসিতদের জন্য কুৎসিত বিনোদন আছে সবই সরবরাহ করছে সরাসরি এবং সিডিতে বন্দি করেও। অনিবার্য কারণে আমি এসবের ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। ব্যাখ্যা করতে গেলে রঙ, রস, পদ্ধতি প্রক্রিয়ারও ব্যাখ্যা করতে হয়, তা কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ইউসুফ (আ) এর পিছন দিক থেকে মহিলা জামা টেনে ধরেছিল। পবিত্র কুরআন এতটুকু বলেছে। ব্যাখ্যায় যায়নি। আক্কেলমন্দরা মহিলার মটিভ বুঝে নিতে কষ্ট হয়নি।

পশ্চিমাদের ফ্যাকরীগুলোতে আকাশ-সংস্কৃতির বিভিন্ন আইটেম তৈরি করে। গত শতাব্দীর আশির দশকে যখন লাতিন আমেরিকার ওপর চাপিয়ে দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে তখন লাতিন আমেরিকার প্রত্যেক দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল, কিন্তু তাদের কাছে সংস্কৃতি যাচাই বাছাইয়ের যন্ত্র না থাকায় এক পর্যায়ে উত্তেজনা থেমে যায়। ঠাণ্ডা হয়ে যায়, এখন লাতিন আমেরিকা খুশির বন্যায় সাঁতার কাটছে। আমাদের দেশেও যখন পশ্চিমা অপসংস্কৃতির এ বন্যার গলিজ পানি ঢুকতে থাকে তখন দেখা গেল শহর-বন্দরের প্রত্যেক অলিগলিতে ভিডিও ক্লাব ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়েছে। বেশকিছু দিন ধরে পাকড়াও চললো তারপর কি যেন একটা সমঝোতা হয়ে গেল। এখন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বলা হচ্ছে রাতের কোন প্রহরে কি দেখা যায় বোতামে টিপ দেয়া মাত্র। কিছুদিন আগেও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত হলো যে, দেশের যুবসমাজ ও কিশোর কিশোরীরা উৎসন্নে যাচ্ছে, কিছু একটা করা দরকার। আপত্তিকর পরিবেশনায় বদঅভ্যস্ত চ্যানেলগুলো বন্ধের পদক্ষেপ নিলেন এবং করলেনও তাই। মাত্র কয়েকদিন সিদ্ধান্তটা কার্যকর রাখতে পারলেন না। অপারেটররা কোঅপারেট করেনি, প্রেসার গ্রুপ প্রেসার দিয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য করে। সরকার সবই আবার খুলে দেন মাত্র দু'একটি ছাড়া। ভারতের চ্যানেলে বাংলাদেশের চ্যানেল দেখায় না। ভারতের আকাশ বাংলাদেশের চ্যানেলগুলোর জন্য বন্ধ অথচ ভারতের কোন কোন চ্যানেলের একটি নাটকও কখন সম্প্রচার করা হবে তা বাংলাদেশের সময়সহ বিজ্ঞাপনে প্রচার করে।

www.pathagar.com

আকাশ-সংস্কৃতি আমাদের নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটাচ্ছে কিভাবে, ব্যাখ্যার বোধহয় কোন প্রয়োজন নেই। নগ্নতা যৌনতা ছাড়া তো তাদের কাছে কিছুই নেই। এই দুয়ের প্রমাণ তো যতভাবে পারে ঘটাচ্ছে তারা তত আকাশের বাজার দখল করতে সক্ষম হয়েছে। আমি ইচ্ছা করেই এই বর্ণনায় গেলাম না। অপসংস্কৃতির প্লাবনের মধ্যেও কোন কোন মুসলিম দেশ সেন্সর করে আকাশের এ সওদা গ্রহণ করে বা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ প্রত্যেক দেশের কাছে এই আন্তর্জাতিক নেটওয়াকের লোকেল কন্ট্রোলিং ব্যবস্থা আছে। যা আপত্তিকর বলে মনে করা হবে তা প্রদর্শন না করার হুকুম শক্তভাবে দেয়া যায়। ভারত যেমন করে পারছে, যেমন করে ইরান ও সউদী আরব পারছে। আমরা কেন পারবো না?

নগ্নতার বিরুদ্ধে একটা ঘৃণাবোধ সৃষ্টির জাতীয় আন্দোলন অপরিহার্য। ছাত্র সমাজের মধ্যে এই জাগরণ যদি আসে, তাহলে আন্দোলনটা সফল হয়। নৈতিক বোধ, শক্তি, শিক্ষা ও অনুশীলন ছাড়া এই ভাইরাস বন্ধ করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে এই ভাইরাস প্রতিরোধের একটা সুবিধাজনক অবস্থান আছে। সেটা হলো এই অপসংস্কৃতি কেউ মনে প্রাণে পছন্দ করে না। আল্লাহ রসূলের না পছন্দের আর পছন্দের দিকটি যতবেশি প্রচারে আসবে, শিক্ষায় আসবে, আমলে অনুশীলনে আসবে এই আসমানী বালা- মুসিবত থেকে বাঁচার ব্যবস্থা হবে, নতুবা পরিত্রাণ নেই। হ্যাঁ, আশার কথা, খুব দুর্বল হলেও বিপরীত একটা স্রোত, একটা হাওয়া সৃষ্টির আভাস পাওয়া যাচ্ছে, আশা শুধু এই, সরকার এই জাতিকে কতটুকু হেফাজত করতে পারেন তা শুধু দেখার অপেক্ষায় আমরা থাকলাম।

প্রবন্ধকার : বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিষ্ট

www.pathagar.com

আমরা অপসংস্কৃতি প্রতিহত করতে পারি জিহাদ, জ্ঞান, বুদ্ধি ও তর্কের মাধ্যমে

আল মাহমুদ

পৃথিবীতে আমরা যেখানে অবস্থান করি, তার নিচেও আকাশ উপরেও আকাশ। এর কোন শেষ নেই, অনন্ত আকাশ। এখানে প্রযুক্তিগত সুবিধা আমাদের হাতে নেই। অর্থাৎ মুসলমানদের হাতে নেই। এর বিকল্প কি হতে পারে তা অবশ্যই মুসলিম চিন্তাবিদরা ভাবছেন। এটা যে শুধু মুসলমানদের জন্য খারাপ, এটা ভাবার কোন কারণ নেই। এটা খ্রীস্টানদের জন্যও খারাপ। তারাও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাদের বৃদ্ধরা ঘরে থাকতে পারছে না, আশ্রয়কেন্দ্রে থাকছে। তাদের সমাজও তো ভেঙ্গে যাচ্ছে। তারাও তো শান্তিতে থাকতে চায়। যেটা ভালো তারও সেটাই গ্রহণ করতে চায়, যেটা খারাপ সেটা চায় না। কারণ মানুষ আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে তারা সর্বাবস্থায় শয়তানের সাথে লড়াই করবে, আকাশে, পৃথিবীতে, জলে, স্থলে সবখানে। এ লড়াই শুধু আমাদের ঘাড়েই পড়েছে, এটা ভাবার কোন কারণ নেই। এটা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ঘাড়েও পড়েছে। আমরা শয়তানের অনুপ্রেরণায় পৃথিবীকে ধ্বংশ হতে দিতে পারি না। এই ধরণের আলোচনা ইউরোপ, আমেরিকা সব জায়গায় শুরু হয়েছে।

আমরা প্রায় সময়ই একটা শব্দ উচ্চারণ করি। 'অপসংস্কৃতি'। কিন্তু কি হলে এটা অপসংস্কৃতি হয় এটার ব্যাখ্যা আমরা দেই না। আমরা যেটাকে অপসংস্কৃতি বলি অনেকের কাছে সেটাই সংস্কৃতি। বরং আমরা বলতে পারি যে এটা আমাদের সংস্কৃতি নয়। এ সংস্কৃতি আমাদের ছেলে মেয়েদের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু আমাদের এত শক্তি নেই যে, আমরা এটা গায়ের জোরে বন্ধ করে দেবো। আমরা অপসংস্কৃতি প্রতিহত করতে পারি জিহাদ, জ্ঞান, বুদ্ধি ও তর্কের মাধ্যমে। মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও ইসলামী নেতৃত্ব ও সংগঠনগুলো এ ব্যাপারে কাজ করে গেছেন, কি করতে হবে বলে গেছেন। মাওলানা মওদুদী (রহঃ) এ ব্যপারে অসাধারণ কাজ করে গেছেন। ইখওয়ানুল মুসলেমুন এজন্য অনেক কাজ করেছে যা অনেক এগিয়ে নিয়েছে একাজ।

বর্তমানে যুব সমাজ অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকার। এ থেকে মুক্তির জন্য তিনি ছাত্র সামজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি ছাত্রদেরকে পড়ার দিকে মানযোগ দিতে পরামর্শ দিয়েছেন এবং দেশের মাটিকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ, পরাধীন জাতি ন্যূনতম শালীনতটুকুও বজায় রাখতে পারে না।

www.pathagar.com

তাই সবার উচিত দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো। কারণ এই পতাকা। এই স্বধীনতা, থাকলে আমাদের সব আন্দোলন সফলতা লাভ করবে। ইসলামী বিপ্লব সফল হবে ইনশাল্লাহ্।
যে সময়টুকু তারা অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকার হয়ে অপচয় করে তার থেকে মুক্তির একটি ভালো উপায় হচ্ছে জ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহী হওয়া, পড়ায় ফিরিয়ে আনা। ইসলামী ছাত্র শিবির এ আন্দোলন দৃঢ় করে তুলতে আগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। এটা অন্যকে বলে নয়, নিজে করে দেখানোর মাধ্যমে। জগৎটাকে জানতে হবে। দেশের মাটিকে রক্ষা করতে হবে। যেটা না থাকলে কোন কাজ করা যায় না।

আলোচক : সেমিনারের সভাপতি, বিশিষ্ট কবি ও বুদ্ধিজীবী

আমাদের যদি কালচারের ক্ষেত্রে এবং সর্বক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনতে হয় তাহলে আমাদের যোগ্য লোক তৈরি করতে হবে

শাহ্ আব্দুল হান্নান

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।
মাননীয় সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট সকল সিনিয়র ব্যক্তিবর্গ Including নেতৃবৃন্দ এবং উপস্থিত সামনে যে সমস্ত আমার বয়সের লোকেরা আছেন এবং শিবিরের কর্মীরা–সবাইকে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্।

আমি আমার ছোট ভাই চৌধুরী মাহমুদুল হাসানের মতো ইমোশনাল বক্তব্য দিতে পারবো না। এরকম Powerful ডেলিভারি আমার নাই।

আমি প্রথম বলবো যে আমাদের ইসলামিক কালচার বা সংস্কৃতি এটার বর্ডার দু'টি। এই দু'টি বর্ডারের মধ্যে ইসলামিক কালচার একটা হচ্ছে তাওহীদ। ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি তাওহীদ বা আল্লাহ্‌কে মানা যেটা কুরআনুল কারীম আমাদের শিখিয়েছে। সেটা হচ্চে ইসলামী সংস্কৃতির পজেটিভ ভিত্তি। নেগেটিভ সাইট হচ্ছে যে, অশ্লীলতা অগ্রহনযোগ্য। আরেকটু বাড়িয়ে বলি, অশ্লীলতা শিরক্, এইগুলো অগ্রহণযোগ্য। তাওহীদ বললে আর শিরক্ না বললেও চলে। এই দুইটি সীমার মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতিকে Buildup করতে হবে। আমি শুরুতেই স্বীকার করে নিচ্ছি যে, ইসলামী সংস্কৃতির অনেক রূপ থাকতে পারে। ইসলামী সংস্কৃতির একটা রূপ বাংলাদেশে হতে পারে এবং হয়েছে। Infact

www.pathagar.com

এটি থাকতে পারে সে কথা আলাদা। কিন্তু এটার একটি বাংলাদেশী সংস্করণ আছে। এটার একটা ইন্দোনেশিয়ান সংস্করণ হতে পারে। এর একটা মালয়েশিয়ান সংস্করণ হতে পারে এবং হয়েছে ও হবে। কিন্তু এ দু'টি বর্ডার মানতে হবে, একটা তাওহীদের বর্ডার আর একটা অশ্লীলতার মুক্তির বর্ডার।

দ্বিতীয় কথা, আমাদের সংস্কৃতির সংঘাতের যে কথাটা যেমন পার্লামেন্ট মেম্বার সাহেব বললেন, আমার প্রিয় ভাই ভারতের সংস্কৃতির যে ব্যাপারটি তিনি বললেন, দু'টি সংঘাত আমাদের মধ্যে কাজ করছে এটা সত্য। এটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট নানাভাবে। একটা হচ্ছে ওয়েস্টের সঙ্গে আমাদের সংঘাত। এটা হাটিংটং বলেছেন স্পষ্ট করে আগে এটা অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু আমরা স্বীকার করি একটা সংঘাত আছে ইসলামের সঙ্গে ওয়েস্টের। ওয়েস্টের যে সংস্কৃতি বা জীবনবোধ বা জীবনধারা তিনটার ভিত্তি আমি দেখতে পাচ্ছি। ভালো দিকগুলো আমি এ মুহূর্তে বলছিনা। আমি ছোট্ট একটা প্রবন্ধে যেটা আমি ইন্টারনেটে দিয়েছি তাতে বলেছি যে, তাদের তিনটা অবসেশন (Obsession) বা তিনটা রোগ আছে। একটা Materialism. এতে গ্রীট বা ভোগ বেশি করতে হবে। এই গ্রীট বা ভোগবাদ (Matrialisms)-এর একটি অর্থ হচ্ছে নাস্তিকতা। Matrialisms-এর আরেকটি দিক হচ্ছে যেটা বেশির ভাগ লোকে ফলো করে সেটা হচ্চে বেশি ভোগ করা এবং এই যে উপনিবেশবাদ (Colonialism) হয়েছিল তার কারণ কি? এই লোভ (gree)-এর জন্যই England সারা দুনিয়া থেকে সম্পদ হরণ করে নিয়ে ভোগ করতে চেয়েছে। ফ্রান্স কেন কলোনী করল? তারা দুনিয়াকে লুণ্ঠন করে নিজে ভোগ করতে চেয়েছে। কলোনিয়েলিজম (Colonialism)-এর পিছনে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা কিন্তু দেখবো স্বার্থপরতা ও ভোগবাদ যেটাকে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

তাদের যে সভ্যতা এবং সংস্কৃতি তার ভিত্তি হলো একদিকে Materialism, আরেকদিকে যৌনতার অবসেশন (Obsession)। নগ্নতা নিয়ে একটা অবসেশন। তাদের ফিল্মে, তাদের নাটকে, তাদের নাচে, তাদের গানে, তাদের বীচে, তাদের এন্টারটেইনমেন্টে, তাদের ট্যুরিজমে আপনি একটা নগ্নতার বিকাশ দেখবেন। এটা একটা প্রবলেম তাদের।

তৃতীয়টা হচ্ছে অবসেশন অব ফ্রিডম, সীমাহীন স্বাধীনতা। তারা ব্যবসাকে রেগুলেট করবেন, Politics-কে রেগুলেট করবেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনকে একদম রেগুলেট হতে দেবেন না। Personal life and social life-কে তারা রেগুলেটেড হতে দিবেন না। যারফলে সেখানে সমকামিতা (Homosexuality) পুরুষে পুরুষে, নারীতে নারীতে বিবাহ তারা বন্ধ করতে পারছে না। অবসেশন একটা রোগ। Psychological disease Freedom-এর সীমা তারা মানতে রাজি নয়। Freedom হয়েছে license. ওয়েস্টকে আমরা বলেছি যে Single sex হচ্ছে কেন? এটা রেগুলেটেড করা যাচ্ছে না। তাদের সমস্যা বাড়লো কিভাবে? যেনা এত বাড়লো কিভাবে? তার মূল কারণ Personal life-

www.pathagar.com

কে তারা রেগুলেট করতে পারছে না।

হিন্দু সভ্যতার সঙ্গেও আমাদের একটা পার্থক্য আছে। I don't believe in বিদ্বেষ এবং সেইভাবে বলছি যে হিন্দু ধর্মের সাথে আমাদের পার্থক্য আছে। হিন্দু ধর্মের যে জাতিভেদপ্রথা সেটা আমদের মধ্যে নাই। ফলে আমাদের সঙ্গে তাদের একটা সংঘাত আছে। কিন্তু আমি Clear করতে চাই, এই সংঘাত মানে এই নয় যে আমরা মারামারি করবো। এই সংঘাত মানে এই নয় আমরা কাটাকাটি করবো। আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করবো। আমরা আমাদের জীবনধারাকে রক্ষা করবো। আমাদের সংস্কৃতিক একটা সংঘাত আছে এই সংঘাত একটা বাস্তবতা। এটাকে আমার মানতে হবে এবং আমার দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতিকে Protect করা, রক্ষা করা, Develop করা। সঙ্গে সঙ্গে অন্যের সঙ্গে যতটা সম্ভব শান্তিপূর্ণভাবে বাস করা এবং রাসূল (সা)-এর জীবনী যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী সংস্কৃতির বিভিন্নতা স্বীকার করতে হবে। আমরা যদি মদিনার Society দেখি যেটা রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিষ্ঠা করলেন তাতে Infact কি করলেন। তিনি ইহুদীদেরকে Total অটোনমি (autonomy) দিলেন। একটা সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিলেন। সেই জাতিকে বললেন যে, তোমরা তোমাদের ধর্ম মানবে, তোমাদের কালচার মানবে, তোমাদের Language মানবে, তোমাদের বিচার, আচার তোমরা করবে, তোমাদের Law মোতাবেক তোমরা চলবে, এত অটোনমি রাসূলুল্লাহ (সা) দিলেন যার থেকে অধিক অটোনমি দুনিয়াতে কল্পনা করা যায় না। We have to realise the point এবং আলটিমেটলি যখন ওসমানী খেলাফত হলো তারা ইস্ট ইউরোপ তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করল, তখন রাসূল (সা)-এর কথাটাকে তারা Language দিল। তারা বললো মিল্লিয়াত সিস্টেম। মিল্লাতকে তারা মিল্লিয়াত বলে।

মিল্লাত সিস্টেম করলেন মানে সব জাতিগোষ্ঠী আলাদা আলাদা মিল্লাত। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা মিল্লাত তার নিজের নিয়ম মোতাবেক চলবে। কালচার মোতাবেক চলবে। সুতরাং আমি বলি যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ যদি সামনে রাখি তাহলে এটা প্রমাণ করে যে, Islam has recognized cultural autonomy of each group of people. Non Muslim comunity-কে সে স্বাধীনতা দিতে হবে, সেই অধিকার

দিতে হবে এবং এটা হচ্ছে এর সত্যিকারের

তাৎপর্য। এটা হচ্ছে এর সত্যিকার তাৎপর্য।

এটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে এবং এ প্রসঙ্গে এটুকু বলবো যে, ইসলামী সংস্কৃতির প্রশ্নেও আমি একটু আগেই বলেছি তার বিভিন্ন সংস্করণ হতে পারে, বিভিন্ন রূপ হতে পারে। এমনকি আলেমদের মাঝে তর্ক হতে পারে, স্কলারদের মাঝে মতবিরোধও হতে পারে, আল্লামা ইউছুফ কারজাভীর সঙ্গে অন্য বড় স্কলারদের বিরোধ হতে পারে। এই

www.pathagar.com

মতবিরোধকে আমাদের স্বীকার করতে হবে, মর্যাদা দিতে হবে। ইসলাম শুরু থেকেই Pluralism বা বিভিন্ন মত মেনে আসছে। এই যে ইসলামে বিভিন্ন মাযহাব Develop হলো What is this? It is nothing but Pluralism. উমাইয়া রাজতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির জন্য Political Pluralism ইসলামে Develop করে নাই। না হলে Political Pluralism ইসলামে Devlop করতো। কিন্তু সেটা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু যেহেতু অন্যক্ষেত্রে তারা তত হস্তক্ষেপ করে নাই তার ফলে Law and thought, and culture, and চিন্তা and writing, and scholarship-এ তাদের মধ্যে বিভিন্ন স্বাধীনতা Devlop করেছিল।

শিবিরের ছেলেদের আমি বলবো, শিবিরের নেতৃবৃন্দকে বলবো, open minded লোক তৈরি করা, Scholarly লোক তৈরি করা, সকল লেখকের বই পড়া, সকল গ্রেট ইসলামী লেখকের বই পড়া তোমাদের দায়িত্ব। দুনিয়াতে যদি আমাদের জিততে হয়, তাহলে আমাদের অনেক অনেক দক্ষ ও যোগ্যলোক তৈরি করতে হবে। অবশ্য ব্যালেন্সড হতে হবে, আনব্যালেন্স লোক দিয়ে কোন কাজ হয় না।

এ কথাটা বলার পরে Next যে কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি, অবশ্যই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ইসলামভিত্তিক হতে হবে। আমি এখানে বাংলাদেশের কথায় ফিরে আসছি।এখন এ কতাগুলোর বিষয়ে পরে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে যে, আমি বোধ হয় কোন মিক্স কালচার চাচ্ছি কি না। আমি মনে করি বাংলাদশের জাতীয় সংস্কৃতি ইসলামভিত্তিক হতে হবে এ কারনে যে আমরা বাংলাদেশে মেজরিটি। তার Reflection আমাদের জাতীয় টিভিতে হতে হবে, হওয়া উচিৎ। হয়নি এটা আমাদের বেদনা এবং দুঃখ। আমি এ প্রসঙ্গে শিবিরকে অনুরোধ করি, To met the primeminister and request যে, আপনি খারাপ টিভি চ্যানেলগুলো বন্ধ করে দিন। যদিও এটা একটা অনুরোধ, আমি জানি Prime Minister will give high consideration. আমার ব্যক্তিগত মত, আমরা অনেক সময় চেষ্টা না করেই বলি , হবে না, এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি সঠিক মনে করি না। চেষ্টা করার পর না হলে আমি মনে করবো, আল্লাহ্ আমি চেষ্টা করেছি। I have done my duty. Shibir is not small organization. It is the biggest student organization of this country. এটা সবাই জানে, আজ যে কথাটা একটু আগে বললাম, আমাদের যদি কালচারের ক্ষেত্রে এবং সর্বক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনতে হয় তাহলে আমাদের যোগ্য লোক তৈরি করতে হবে। তাহলেই আলটিমেটলি সব ইসলামের কন্ট্রোলে আসবে। কেন? দু'টি কারণে। সারা দুনিয়া বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ করে প্রাইভেট সেক্টর, Not the public sector. Public sector-এ খুব সামান্য জিনিস থাকে। প্রাইভেট সেক্টর আজকাল প্রায় সব নিয়ন্ত্রন করে। সামনে আরো বেশি হবে। যদি আমরা লক্ষ লক্ষ যোগ্য লোক তৈরি করি এবং তারা সব জায়গাতে পৌছে যায়, তাহলে আলটিমেটলি Islam

www.pathagar.com

will be the strongest force in the society. এটা Normal Natural. এটার জন্য কোন আইন লাগে না। আমরা রাষ্ট্রের মাধ্যমে অনেক কিছু করাতে চাই। কিন্তু আমরা রাষ্ট্রের জন্য বসে থাকতে চাই না। আমরা যদি সর্বক্ষেত্রে in the field of every field in politic, in law, in জার্নালিজম, in মিডিয়া in every field-এ যদি আমরা যোগ্য লোক তৈরি করতে পারি, বিজনেস অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। যদি আলটিমেটলি আমরা যোগ্য লোক, আল্লাহ্ওয়ালা লোক তৈরি করতে

পারি। ঐ যে আল্লাহ্ বলেছেন যারা

ঈমানদার তারা সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্কে ভালবাসে। এটা হলো আমাদের লক্ষ্য। একটা বিষয় আমাদেরকে একটি গোপন Matrialism-এ খেয়ে ফেলতেছে। আমি তাদের থেকে তোমাদের বাঁচাতে অনুরোধ করি। আমাদের পুরানো লোকদের বাঁচাতে অনুরোধ করি, শিবিরের নতুন ছেলেদের বাঁচতে অনুরোধ করি। এবং ঐ কথা মনে রাখতে হবে

সূরা বাক্বারাতে আল্লাহ্ যে কথা বলেছেন

যারা বিশ্বাসী তারা সবচেয়ে বেশি ভালবাসে কাকে? আল্লাহ্কে ভালবাসে। তাহলে আমি তোমাদেরকে একথা বলার পর আরও কয়েকটা কথা আমার রয়েছে যেগুলো আমাকে বলতে হবে। সংস্কৃতি কি বা কি নয় এ নিয়ে আমি কোন আলোচনাই করব না, কোন বিতর্কেই যাব না। এই ক্ষেত্রে আমার একটাই বক্তব্য এই বিষয়ে স্কলারদের সকল মতামত তোমাদের পড়ে নিতে হবে, that all. কোন মতে ignore করা যাবে না। স্কলারগণ যা কিছু লিখেছেন, সংস্কৃতির উপর, কালচারের উপর বিভিন্ন মতামত ইসলামী স্কলাররা যা লিখেছেন তা তোমাদের পড়ে নিতে হবে। আজকের বিষয় যেটা 'নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়'। আমি মনে করি যে মিডিয়ার অনেক দিক আছে, সেটা যদি অস্বীকার করি তাহলে ভুল করব। আমরা বিশ্বের খবর এর মাধ্যমে জানতে পারছি, দুনিয়ার অসংখ্য তথ্য এর মাধ্যমে জানতে পারছি আমরা জ্ঞানের অনেক কিছু জানতে পারছি এতে কোন সন্দেহ নেই। We can not think we can go back. ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া থাকবে না এ রকম কথা আমরা ভাবতে পারি না। এটা যদি ভাবি তাহলে আমরা ঐ যে উট পাখি হব। আমরা বোকার স্বর্গে বাস করব। এগুলো কোন প্রয়োজন নেই। যেটা প্রয়োজন সেটা হলো এই মিডিয়াকে আমাদের কন্ট্রোল করা, দখল করা। অন্যায়ভাবে নয়, ন্যায়ভাবে দখল করা, তার কর্তৃত্বে আসা, Dominate করা, এটা হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন। আমদের সমস্য হচ্ছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যে অবদান তা খুব মন্দ। আমাদের দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিডিয়া একা আমাদের কালচারকে ওয়স্টোনাইজ করছে। এর কোন প্রয়োজন নাই। আমি একটা আর্টিকেল লিখেছি যা দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে। বেসরকারি টিভি মালিকদের প্রতি আবেদন। তাতে আমি দু'টি কথা বলেছি। একটা বলেছি যে, বাংলাদেশের কালচারকে আপনার ওয়েস্টানাইজ করার কি কোন প্রয়োজন

www.pathagar.com

আছে? এটা কি আপনার দায়িত্ব? নিজের কালচারকে গড়ে তোলেন অ্যামেরিকা কি বাংলাদেশের কালচার ফলো করে? তারা কি রবীন্দ্র সংগীত গায়? তাদের টিভিতে তারা ইংরেজি অনুবাদ করে তা শুনায় নাকি? অ্যামেরিকা ইউরোপ আর ফ্রান্স অথবা ইংল্যান্ড তারা কি বাঙ্গালী সংস্কৃতি বা বাঙ্গালী গান বা বাংলাদেশের গান গায়? কিন্তু আমাদের কাছে তো ওদের সংস্কৃতিটা মেইন ফ্যাক্টর হয়ে গেছে। It is not necessary. আমি বেসরকারী টিভি মালিকদের কাছে আবেদন করেছি যে, আপনারা মেহেরবাণী করে শুনুন ওয়েস্টার্নি এই ভ্যালেন্টাইন ডে তার ইতিহাস অনেকেই তোমরা জানো যেটা আমি বিভিন্ন সময় লিখেছি। এই কালচারকে ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজন কি আপনাদের? এবং দ্বিতীয়ত বলেছি, অশ্লীলতা যে বিজ্ঞাপনে পারটিকুলারলি Provocative ক্রমেই হচ্ছে। বিজ্ঞাপনে ক্রমেই প্রাইভেট চ্যানেলগুলো Provocative হচ্ছে। আমি তাদের আবেদন করেছি যে "There is a competition. যে বেশি Provocative বিজ্ঞাপন দিলে, বেশি খোলামেলা বিজ্ঞাপন দিলে আমরা বেশি বিজ্ঞাপন পাব। এ থেকে বাঁচতে হলে আপনাদের একটা সমিতি করতে হবে। সমিতি করে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা এ নীতিগুলো মেনে চলব Privately, তাহলে তো আর Competition-এর পাল্লায় পড়বেন না। নীতি হতে হবে যে Provocative বিজ্ঞাপনে অর্থাৎ নগ্ন অশ্লীল বিজ্ঞাপন আমরা প্রচার করবো না। এবং এটা আমি Request করি। তবে শিবিরকে বেশি Request করা উচিৎ নয়, কারণ Shibir has so many function. শিবিরের এত কাজ যে নতুন কাজ দেয়া ঠিক না, তারপরেও বলছি যদি তিনটা চারটা বেসরকারী টিভি চ্যানেলের সঙ্গে তোমরা দেখা করতে পারো, অনুরোধ করতে পারো যে, আপনারা একটা সীমারেখা টেনে নেন যে এর বেশি আমরা Aggresive জিজ্ঞাপন ছড়াবেন না। এই দুইটি কথা আমি ওদেরকে লিখেছিলাম। আমি আজকেও বলছি যে আমাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়া কালচারের ক্ষেত্রে তারা ভাল ভূমিকা নিতে পারছে না। খারাপ তা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করা দরকার। যদি টেকনিক্যালি সম্ভব হয় আরেকটা কথা আলোচনায় সতর্কতা দরকার। আমি আলোচনায় দেখেছি যে ইহুদীদের বিরুদ্ধে আমরা অনেক বক্তব্য রেখেছি। আমাদের বুঝতে হবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময় ইহুদীদের তিনি সব রাইট দিয়েছিলেন। তারপরে তাদেরই কারণে সংঘাত হয়। কিন্তু তারপরে তেরশ' বছর ইহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের কোন সংঘাত ছিল না। তারা ইসলামিক রাষ্ট্রেই সবচেয়ে বেশি শান্তি ও নিরাপদে ছিল। খ্রিস্টান রাষ্ট্রে বিপদে পড়লে তারা ইসলামী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিতো। মরক্কোতেও আশ্রয় নিয়েছে। নর্থ আফ্রিকাতে আশ্রয় নিয়েছে। এই ছিল অবস্থা এই যুগের ইহুদীরা ১৯৩০-এর দিকে এসে তারা ইসরাইল রাষ্ট্র জোর করে বানাতে গিয়ে এই প্রোবলেমটা সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে 'আহলে কিতাব' বলেছেন, অন্য মুশরিকদের চেয়ে এদের অবস্থান উচ্চে দিয়েছেন। বিশ্বের ৩০/৪০ ভাগ ইয়াহুদী ইসরাইল রাষ্ট্রের অন্যায়কে সমর্থন করে না। সুতরাং ইহুদীচক্র এই ধরনের বক্তব্য আমাদের বলা ঠিক না। আমরা বলবো এই যে , প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যারা

www.pathagar.com

এসব করছে তারা অন্যায় করছে। কিন্তু যারা এগুলোয় জড়িত নয় আমরা তাদের নিন্দা করছি না। আমরা যদি Clear না করি, We shall give bad training and bad signal to the world. তারা মনে করবে এরাতো সব খুব Aggressive লোক।

জহুরী সাহেবের প্রবন্ধ প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, অলটারনেটিভ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আমরা যেন অস্বীকার না করি যে বিশ্বের সামনে কতগুলো Development ঘটে গেছে। যেমন ফিল্মে এসে গেছে, আগে ছিল না। এন্টারটেইনমেন্ট একটা বিরাট জিনিস ঘটে গেছে দুনিয়ায়। এটা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। You have to give alternative. Good alternative. নাটকের ক্ষেত্রে, ফিল্মের ক্ষেত্রে, গানের ক্ষেত্রে বিকল্প দিতে হবে, যেমন আমরা দিয়েছি ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে , ইন্সুরেন্স-এর ক্ষেত্রে, ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে। ইসলামিক State-এর Concept-এর ক্ষেত্রে আমরা যেমন দিয়েছি। এটা আমাদের দিতে হবে। আমাদের Alternative দিতে হবে। আমরা Alternative দিচ্ছি কেন, এটা বুঝতে হবে।

শেষ কথা, আমাদের ব্যর্থতাকে অন্যের ঘাড়ে চাপানো উচিৎ নয়। বিশ্বব্যাপী জনগণের সরকার বা গণতন্ত্র করা দরকার ছিল মুসলমানদের। কিন্তু তা না করে করেছে ইউরোপ। এখন আমরা যদি সেটা নেই তো এটা কি দোষ হল? আমি মনে করি এটা আমাদের ব্যর্থতা যে, Democrative system-টা আমরা আগে Develop করতে পারি নাই। এটা ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট করেছে। এটা আমাদের bad luck. যেখানেই সম্ভব আমাদের alternative দিতে হবে। সাধারাণ মানুষ এত কথা বোঝেনা। সাধারণ মানুষকে alternative দিতে হবে। তাদের রক্ষা করার জন্য, Protect করার জন্য। আমি শিবিরকে ধন্যবাদ এবং Salute জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আলোচক : চেয়ারম্যান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ঘৃণাভরে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে

শাহ্‌জাহান চৌধুরী এম.পি

আলহামদুলিল্লাহ্‌, আলহামদুলিল্লাহি ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযী নাযতাফা, আম্মাবা'দ।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কর্তৃক আয়োজিত আজকের সেমিনারের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি, বাংলাদেশের প্রভাবশালী কবি জনাব আল মাহমুদ, ইসলামী ব্যাংকিং ও

www.pathagar.com

প্রশাসনিক বলয়ের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব সম্মানিত বড় ভাই জনাব শাহ্ আবদুল হান্নান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান শিক্ষক জনাব ডঃ চৌধুরী মাহমুদ হাসান, সম্মানিত প্রবন্ধ উপস্থাপক জনাব সালাহ উদ্দিন আহমদ জহুরী, শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ, সুধীবৃন্দ ও আমার প্রিয় উপস্থিত ভাইসব, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

আমি মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করছি এজন্য যে, ইসলামী ছাত্রশিবির আয়োজিত সেমিনারের অত্যন্ত সময়োপযোগী বিষয়ের উপরে প্রবন্ধ ও তার উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শোনার সুযোগ লাভ করতে পেরেছি। প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, 'নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব' এই বিষয়ের উপর যিনি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন জনাব জহুরী সাহেবকে। প্রবন্ধটি অধ্যয়ন করার সুযোগ আমার না হলেও মোটামুটিভাবে পড়ে এবং আজকের জন্য অত্যন্ত সময় উপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।

প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধে আমাদের দেশের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে আকাশ সংস্কৃতির যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার একটি চিত্রও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এবং যারা আলোচক তাঁরাও অত্যন্ত মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। আসলে আমাদের দেশের নৈতিক মূল্যবোধের যে অবক্ষয়, ছাত্রশিবিরের এই সেমিনারে বুঝিয়ে বলার কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না। কেননা, একজন প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রকে যখন দেখি স্কুলে না গিয়ে চায়ের দোকানে বসে বসে স্যাটেলাইট টিভি দেখছে শুধু তাই নয় গ্রামেগঞ্জে এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলে যুবক থেকে শুরু করে বয়স্ক বৃদ্ধ পর্যন্ত আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে যে পরিমাণ খারাপ হয়েছে এ ব্যাপারে আমরা সবাই কমবেশি ভালভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি।

আমরা আগে গ্রামে-গঞ্জে দেখতাম আমাদের মুরব্বীরা ভোর বেলায় উঠে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। দাদা-নানারা ভোরে ফজরের নামায আদায় করে আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা সুর করে কুরআন তেলাওয়াত করতেন তা পথে-ঘাটে সব জায়গায় আমরা শুনতে পেতাম। শহরে কিছুটা কম হলেও গ্রামে-গঞ্জে আমাদের এই সংস্কৃতি খুব প্রবলভাবে চালু ছিল। কিন্তু আজকে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের কারণে সকাল বেলায় চায়ের দোকানে বয়স্ক লোকেরা ভিড় করে টিভি দেখে। আকাশ সংস্কৃতি আমাদের আবহমান গ্রাম আমাদের প্রিয় ভাই শহীদ আবদুল মালেক সংস্কৃতির এই গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে এদেশের ছাত্র ও যুবকদের বাঁচাতে যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং শিবিরের এই প্রচেষ্টা ও দাওয়াতে যে সমস্ত ছাত্র-যুবকেরা সাড়া দিয়েছে তারাই শুধুমাত্র দাওয়াত যারা গ্রহণ করেছে তারাই একমাত্র গোষ্ঠী বা দল যারা আকাশ সংস্কৃতির থাবা থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পেরেছে। বাস্তব জীবনে এসে কিন্তু আমাদের অনেকেই এই

www.pathagar.com

সংস্কৃতির সাথে সমঝোতা করতে দেখি। এক সময় নিজেরা যেটা অপসংস্কৃতি বলে ঘৃণা করতাম বাস্তব জীবনে এসে নিজের চরিত্রের সাথে সেই অপসংস্কৃতির সাথে সমঝোতা রক্ষা করে চলি, যাকে প্রবন্ধকার 'মুনাফিকের আচরণ' বা 'জাহেলী প্রথা' বলেছেন।

প্রবন্ধকার সূরা বাক্বারার আলিফ-লাম-মীম থেকে শুরু শেষ আয়াত পর্যন্ত যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে চরিত্রের কথাই বলেছেন। আমাদের সাইফুল্লাহ মানসুর ও ডঃ চৌধুরী মাহমুদ হাসান বলেছেন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে এবং আমরা যারা ইসলামী আন্দোলনকে ভালবাসি তাদেরকে এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এটা আমাদের প্রয়োজন আছে। আমাদেরকে আন্দোলনের সূচনা করতে হবে, চিন্তার জগতে একটা ঝড় তুলতে হবে। তার সাথে সাথে সারাদেশে ইসলামী ছাত্রশিবিরসহ আমরা যদি ঘৃণাভরে এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সমাজে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারি, তাহলে আমি মনে করি যে সরকার বাধ্য হবে আকাশ সংস্কৃতির মধ্যে একটা ব্লক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। এই জন্য ইসলামী ছাত্রশিবিরকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যেটা আমাদের প্রবন্ধকার তার প্রবন্ধে বলেছেন। যদিও এ ব্যাপারে বর্তমান চারদলীয় জোট সরকারের পক্ষ থেকে একবার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে তিন দিন কিছু আপত্তিকর স্যাটিলাইট টিভি চ্যানেল বন্ধ ছিল, তিন দিন পরেই সেই আইনকে প্রত্যাহার করে আবার আকাশ সীমানা খুলে দেয়া হয়েছে। আমি বেশি বক্তব্য রাখবো না, কারণ আজকে অপসংস্কৃতির সয়লাব ও তার ছোবল সম্পর্কে সবাই কমবেশি অবগত। আসলে কি করবেন? সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, আপনারা জানেন যে আমরা আইয়্যামে জাহেলিয়াতের পরে যে আরব রাজ্য বিশেষ করে দুবাইতে আমাদের মুসলমানেরা এতদিন পরও চড়কি খেলা বা উটের পেছনে ছোট শিশু বেঁধে দিয়ে যে দৌড় খেলা হয় এত বছর পরও এই অসংস্কৃতি মুসলমানেরা ত্যাগ করতে পারেনি।

আমি বলবো আজকে শুধু আকাশ সংস্কৃতিই নয়, আমাদের দেশে প্রগতিবাদীদের স্লোগান, তারা যে লেখালেখি শুরু করছে, সেদিকে আমাদের একটু নজর দেয়া দরকার। আমাদের ঈমানী চেতনা ও মুসলমান যুবকদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য পরিকল্পিত ও সুক্ষ্মভাবে নাটকে, সাহিত্যে এবং কবিতায় লেখনীর মাধ্যমে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী ও সংগঠনগুলো ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। যার কারণে আজকে সিনেমা হলের পাশে যে উলঙ্গ নারীর পোস্টার দেখতে পাওয়া যায়, আমার মনে হয় না কোন সভ্য দেশে সচেতন ও রুচিবান কোন মানুষ এ রকম পোস্টার লাগাতে পারে।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রামে-গঞ্জে, শহরে, হাটে-বাজারে এই সমস্ত উলঙ্গ নারীর পোস্টারগুলো লাগানো হচ্ছে। অথচ এর বিরুদ্ধে আমাদের আলেম সমাজ, ইমামগণ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান কেউ সোচ্চার নই। যদিও ছাত্রশিবির দলীয় ও সাংগঠনিকভাবে তাদের জনশক্তিকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার করে যাচ্ছে। পুরো মুসলিম উম্মাহ্‌কে সোচ্চার করার জন্য আজকে কারো কোন পদক্ষেপ নেই।

www.pathagar.com

প্রবন্ধকার আমাদের দেশের আকাশ সংস্কৃতি ও বর্তমান চলচ্চিত্রের প্রভাব এবং এর থেকে বাঁচার জন্য আমাদের করণীয় বিষয়গুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন। আমাদের এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। সংস্কৃতি কিংবা অপসংস্কৃতির ধারা যে আজকেই শুরু হয়েছে এ রকম নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক ডঃ চৌধুরী মাহমুদ হাসান সাহেব বলেছেন গ্রীক, রোমান, পারস্যে তাদের তৎকালীন সময়ে যে সংস্কৃতি ছিল ত-ও তখন ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রচলন করে মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল।

প্রিয় ভাইসব, আমি আজকে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি এবং প্রবন্ধকারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আজকে নৈতিক মূল্যবোধের যে অবক্ষয় তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পেরেছি। বিশেষ করে আমি বলবো আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ, ক্রিস্টিয়ান জগৎ, ইউরোপিয়ান জগৎ ও ইহুদী জগৎ ঐক্য করেছে। ভারত তার সৃষ্টির শুরু থেকে আমাদের উপর যে সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়েছে তা মুসলমানদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা জন্যই। আকাশ সংস্কৃতির মধ্যে বিশেষ করে ইন্ডিয়ান সংস্কৃতি এবং তাদের চ্যানেলগুলোর যে অবস্থা, যেহেতু ১৯৭১ সালে তাদের থেকে অনেক কিছু আমাদের দেশে আমদানি করা হয়েছে, তার কারণে আমার মনে হয় ডাকাতি, রাহাজানী, খুন, অস্ত্র এইসব কিছুও আমদানি হয়েছে।

আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না। আমাকে দাওয়াত দেয়ার জন্য ইসলামি ছাত্রশিবিরকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

আলোচক : জাতীয় সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-১৪

এই ধ্বংসের হাত থেকে যদি মানবজাতিকে রক্ষা করতে হয় তাহলে একমাত্র জীবনাদর্শ হচ্ছে ইসলাম

প্রফেসর ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার জন্য এবং লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি। আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি, কবি আল মাহমুদ। আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শাহ আব্দুল হান্নান সাহেব, অত্যান্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব শাহজাহান চৌধুরী মাননীয় সংসদ সদস্য। মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্দীপ্ত আমার ভাইয়েরা আসসালামু আলাইকুম।

www.pathagar.com

আজকের এই দিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই তাদেরকে যারা বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম পূনর্জাগরণের জন্য কাজ করেছিলেন। সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (রহ), সাইখ হাসান আল বান্না (রহ) শহীদ, সাইয়্যেদ কুতুব (রহ), বদিউজ্জামান নুসরী (রহ) এবং অগনিত ইসলামী আন্দোলনের ব্যক্তিত্ব যারা বিগত এক শাতাব্দী পর্যন্ত আমাদেরকে আমাদের চিন্তা-চেতনায়, জীবনে-মরনে ইসলাম একটি পূণাঙ্গ জীবন বিধান এ বিশ্বাস জন্মানোর জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা এখানে উপনিত হয়েছি। আরও আমি স্মরণ করছি যার উদ্দেশ্যে আজকের এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ইসলামী আন্দোলনের নিষ্ঠাবান ব্রিলিয়ান্ট তরুণ শহীদ আব্দুল মালেক ভাইকে যাকে চোখে দেখার সুযোগ আমার হয় নি। উনি আমার কিছুটা সিনিয়র ছিলেন। এবং উনি যখন শাহাদাতবরণ করেন তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয় নি কিন্তু তার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমার যাবার সুযোগ হয়েছিলো। প্রতিবাদ অনুষ্ঠানে এবং আমি মনে করি শহীদ আব্দুল মালেক ভাই যিনি শাহাদাতবরণ করেছেন ১৫ আগষ্ট and that is a memorable day in the history of the muslim of this country. ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছে ১৫ আগষ্ট আমাদের মানুষের জন্য মুসলমানের জন্য ইসলামী চেতনার জন্য একটি বিরাট যুগান্তকারী দিন।

উপস্থিত শিরিরের আমার প্রিয় ভাইযেরা ! যে টপিকের উপর আলোচনা করা হয়েছে এই বক্তব্যটা তার নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আকাশ সাংস্কৃতির পুরোটা পড়ার আমার সুযোগ হয়েছে এবং যে আরটিকেলটা আমাকে দেয়া হয়েছে আমি তার পুরো বিষয় বস্তুর সাথে সম্পূর্ণ একমত। যেহেতু আমি নিজে লেখক নই, একজন গবেষক এবং একজন বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্র। সাধারনত সাহিত্য লেথায় আমার হাত নেই। অতএব তার মূল্যায়ন করার সুযোগ আমার কাছে নেই। তবে অনেকগুলো পয়েন্ট তিনি উল্লেখ করেছেন যেগুলো আমাদের জানা প্রয়োজন এবং যে জিনিসটি মূলত বলতে চাই, আজকের এই অনুষ্ঠানে এসে সেটা বলা হয়েছে যে, আকাশ সাংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতি কি জিনিস। সাংস্কৃতি কিভাবে মানুষকে পরিবর্তন করে সেটার উপর তাত্ত্বিক আলোচনা করার সুয়োগ আমাদের নেই। যেটা আমাদের মূল জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ। এবং বিশ্বব্যাপি যেটার অভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে নৈতিকতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের। এই নৈতিক মূল্যবোধকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হযেছে। অতএব সাধারণভাবে নৈতিকতা একটা যেটা বিশ্বব্যাপি সমাদৃত হয়েছে। সব দেশে সব যুগে সব কালে সেটা এখনও বিদ্যামান। মিথ্যা কথা না বলা, অন্যের অধিকার সংরক্ষন করা, সমরে সজাগ থাকা, মানুষের বিপদে এগিয়ে আসা, সদা সত্য কথা বলা, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, there are of the values. যেগুলো মহা মূল্যবোধ বলা হয় সেগুলো। এটা কিন্তু বিশ্বব্যাপি মানুষ স্বীকৃতি দিয়েছে। এই অঞ্চলে বিশেষ করে বাংলাদেশে সম্পূর্ণ মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে। আমি অনেক জায়গায় বক্তব্যে এ কথা বলেছি পৃথিবীতে যত ভালো জিনিস আছে ভালো কাজ আছে তা সবগুলো ইসলাম থেকে এসেছে। এমন কোন ভালো জিনিস কেউ উল্লেখ করতে পারে

www.pathagar.com

না যা কোরাআনে উল্লেখ করা হই নি, যেটা মোহাম্মদ (সঃ) আমাদের করে দেখান নি, এমন কোন ভালো কাজ ভালো কথা আছে বলে কেউ আমাকে বললে খুশি হব। কেউ তার প্রয়োজনে একটা উদ্ভাবন করেছে অতএব সব কিছুই ইসলাম দিয়েছে। সব কিছু মোহাম্মদ (সঃ) পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করেছেন। অতএব সেটা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে না, এ সমস্যা হচ্ছে আমাদের আঞ্চলিক সমস্যা। আমাদের মধ্যে morality-র অভাব রয়েছে। নৈতিক অবক্ষয় হয়েছে there are lot of reasons for this. বিশেষ করে বাংলাদেশ, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে আমরা এটা অনেক বেশি লক্ষ্য করছি। কারণ একটা পরিবর্তনের মাধ্যমে যখন একটা দেশ স্বাধীন হয় সংগত কারণে তার একটা প্রভাব পড়ে। এবং পরবর্তি পর্যায়ে unfortunately by political leaders রা আমাদের মাঝে সেই নৈতিক মূল্যবোধকে জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। Because of the failure of the political leaderships. Its the failure of politicians mainly. কারণ যারা জাতিকে নেতৃত্ব দেয় তাদের মধ্যে যদি মূল্যবোধ না থাকে, তাদের মধ্যে যদি দেশ প্রেম না থাকে, তাদের মধ্যে যদি ন্যায় নিষ্ঠা না থাকে, তবে একটা জাতিকে তাদের পক্ষে গাইড দেওয়া সম্ভব নয়। It is the main reason of failure of moral values. যেটা আমাদের সম্ভব হয়নি। কিন্তু যেটা নিয়ে আমাদের মূল বিষয় সেটা হচ্ছে ডিস সাংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে। এখনতো অবশ্য কেবল এর সংস্কৃতি এসেছে। এখন আমার ছাত্র বন্ধুরা জানে যে submarine cable and internet connection comming through the lines. অতএব উপর থেকে সংস্কৃতি আসছে নিচের থেকে সংস্কৃতি আসছে। Printing media electronic media this is the communication, between man to man, country to country, place to place এবং এই যে আমদের মাধ্যম এই মাধ্যম গুলিকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছে। আমাদেরকে প্রকাশনা মাধ্যম গ্রহণ করতে হয়েছে। ইলেকট্রকিন মিডিয়া গ্রহণ করতে হয়েছে। আমাদের চলচ্চিত্র ও গ্রহণ করতে হয়েছে। আমাদেরকে আজকে ডিশ সংস্কৃতি বলেন this is the high sofisticated technology, you can accepted এগুলো বাস্তবতা। কিন্তু সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে হচ্ছে সমস্যা। অতএব এ বিষয়ে আমি আমার তরুণ বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বলছি। এবং এটা কত ভয়াবহ হতে পারে কত মারাত্মক হতে পারে তা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। আজকের এই সংস্কৃতি মানে আমিতো বলেছি যে, values moral values শুধু পুরুষ ও একটা মেয়ের সম্পর্কের ব্যাপার। মানে পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব এই নৈতিকতার অধ্যায়টা বাদ দিলে অন্যান্য সব মূল্যবোধের দিক থেকে পাশ্চাত্য আমাদের থেকে মুসলিম দেশগুলোর থেকে অনেক বেশি এগিয়ে আছে। এবং আজকে তারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তার মেইন কারণ এটাই যে তারা অনেক মোরাল ভেলুর দিক থেকে অনেক বেশি অগ্রসর। অতএব কেউ যখন কোন জাতির নেতৃত্ব দেয় বুঝতে হবে তাদের মধ্যে এসব গুণাবলী রয়েছে। এতএব এ সমস্ত গুণ তাদের মধ্যে আছে। তাদের রাজনৈতিক নেতারা

www.pathagar.com

প্রতারক নয়। তাদের রাজনৈতিক নেতারা শুধু Greed এর পিছনে ঘোরে না। লোভের পিছনে ঘোরে না, তাদের স্বদেশপ্রেম প্রশ্নাতীত। এটা আপনি আমেরিকানদের বলেন, ইংল্যান্ডদের বলেন, বুশকে বলেন, ব্লেয়ারকে বলেন, তাদের সব লোক তারা–দেশের সাথে গাদ্দারী করে না। দেশ বিক্রি করে না।

দেশের স্বার্থে অনেক অন্যায় কাজ তারা করে। কিন্তু দেশের মানুষের সাথে তারা প্রতারণা করে না। আনফরচুনেটলি মুসলিম লিডারগুলি All over the world with few exception যে তারা তাদের জাতির সংগে তাদের মানুষের সংগে তাদের ধর্মের সংগে তারা অনেক বেশী প্রতারণা করছে। এটা হচ্ছে আমাদের একটা বড় সমস্যা। সমস্ত মুসলিম দেশগুলিকে আমরা যদি দেখি আমাদের দেশকে দেখি আমার কাছে লজ্জা লাগে। আমি ইদানিং দু একদিন ধরে ভাবছিলাম যে লজ্জা নামে একটি বই লিখি। যদিও আমি কোন লেখক নই। আবার লজ্জা একজন লিখেছেন যার নাম উচ্চারণ করতেই আমার লজ্জাবোধ হয়, আনফরচুনেটলি আমি ভাবছি বেশ। দুএকদিন থেকে যে, একটা বই লিখি। সেখানে লেখতে চাই সবদিকেই আমার লজ্জা লাগে। আমরা যখন দেখি একটা সিডির দোকান একটা ভিডিও বা ভিসিডির সে সমস্ত দোকান, সকালে যে সমস্ত গান-বাজনা হয়! অথচ সকালে খুব সুন্দরও কুরআন তেলোয়াত দিয়ে শুরু করা যায়। কুরআনের ক্যাসেট সুদাইসির গলা এবং তার সাথে আবার Translation মানে অগ্রসর হয়েছে, আল হামদুলিল্লাহ। তারা মনে করেছে যে শুধু Recition করলে হবে না You can understand the meaning of the question এটা আমরা মনে করব যে কিছু দিক ইসলামের দিকে এগিয়ে আসছে।

তার পরবর্তী প্রত্যেকটা গান এই কুরআনের যা Recitation করা হলো কুরআনের প্রত্যেকটা বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। এটা আমার জন্য লজ্জা।

আমার লজ্জা লাগে যখন আমাদের বুদ্ধিজীবীরা আমাদের সহকর্মীরা মুসলিম নামধারী সহকর্মীরা ইসলামকে নিয়ে কটাক্ষ করে ইসলামকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ Rational রিলিওজিয়ান। যদি ডিবেট করতে হয় তবে আমাদের সাথে ডিবেট করতে আসতে পারে We are capable face them to speech. ধর্মের নামাবলী গায়ে দিয়ে ধর্মের বিরুদ্ধে লেখা এটা আমার জন্য লজ্জাকর। কিন্তু আমি কোন হিন্দু সাহিত্যিক হিন্দু বুদ্ধিজীবীকে বাংলাদেশের ১০% হিন্দু আছে তাদেরকে আমি খুব কম দেখেছি আমার নজরে পড়ে নি যে তারা ধর্মকে গালাগালি করেছে। কেউ বড় বড় বিজ্ঞানী, অনেক বড় বড় সাহিত্যিক আছে তাদের মধ্যে কেউ কোন বই লিখেনি যে আমরা পূজা করব কেন একটা মূর্তি বানিয়ে গলায় মালা পড়াব কেন What is the scientific reson …….. nobody do it.

www.pathagar.com

যাদের যৌক্তিক কোন ভিত্তি নেই বিশ্বাস আছে। বিশ্বাসটা বড় জিনিস আমি তাদের বিশ্বাসের উপর সম্মান রেখেই বলতে চাচ্ছি। আর-Islam is the most rational Din it is a complete comprehensive code of life. সবকালে সবযুগে যে ধর্ম জীবন ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে সেটি হচ্ছে ইসলাম। আজকের যুগে প্রমাণ করেছে ইসলাম। এটা একটা রাজনৈতিক শক্তি। ইসলাম দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব। ইসলাম দিয়ে বিপ্লব করা সম্ভব। পৃথিবীর আর কোন ধর্ম নেই যে ধর্ম দিয়ে বিপ্লব করা সম্ভব। মুসলমানেরা দেখিয়েছে জীবন কিভাবে দিতে হয় জীবন দিয়ে কিভাবে একটি দেশকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠা করতে হয়। ইরান একটি প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ।

আজকে মুকতাদা আল সদর যে যুদ্ধ করেছে সে যুদ্ধ করেছে আমাদেরকে প্রেরণা যুগিয়েছে। ফিলিস্তিনের যুবকরা যে যুদ্ধ করছে হামাসের নেতৃত্বে সেটা আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ড. আব্দুল আজিজ রানতিসি, শেখ আহমদ ইয়াসিন তারা হাসিমুখে তাদের জীবনকে ইসলামের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন। তাদের এই ত্যাগ তাদের এই সংগ্রাম ব্যর্থ হবে না। ঐ একটা ইসলামী গান তোমাদেরও এখানে প্রায় বার বার শুনি আজকে হলে ভাল লাগত,

"কোন একদিন এদেশের আকাশে কলেমার পতাকা উড়বে .. ..।"

এটা আমরা বিশ্বাস করি। আমি অনেক বক্তব্যে আগেও বলেছি- ইসলাম প্রতিষ্ঠা করানো এমন একটি স্বপ্ন যে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল। পৃথিবীর মানুষ অনেক স্বপ্ন দেখেছে, যে স্বপ্ন ছাড়া কিছুই না সেই স্বপ্ন যদি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে থাকে, পৃথিবীবাসীর যদি চাঁদে যাওয়া সম্ভব হয়ে থাকে, মঙ্গল গ্রহে যাওয়া সম্ভব হয়ে থাকে, আরো গ্রহ উপগ্রহে যাওয়া যদি সম্ভব হয়ে থাকে, এগুলো আজ থেকে ১০০ বছর আগে মানুষ কল্পনাও করতে পারে নাই। এ রকম অবাস্তব স্বপ্নকে যদি মানুষ বাস্তবায়ন করে থাকে তাহলে যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মুহাম্মদ (সঃ) যে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছেন তা সাহাবারা প্রায় ৩০ বছর পর্যন্ত যে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছেন তাহলে সে স্বপ্ন আমরা দেখতে পারি, সে স্বপ্ন বাস্ত বতার স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্ন অবশ্যই একদিন ইনশাআল্লাহ প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি একথাটা বলতে চেয়েছি যে আমাদের সব মুসলিম কান্ট্রিগুলোতে Including our country আমাদের স্বভাব হয়েছে এরকম ইসলামকে আমরা করেছি একটা আনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম। সকালে নামাজ পড়া হলো কুরআন পড়া হলো তারপর সারাটা দিন ইসলামের সাথে কুরাআনের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের বিচার ব্যবস্থায় আমাদের প্রশাসন আমাদের কোথাও ইসলামকে খুজে পাই না। কিন্তু আমরা সবাই মুসলমান প্রচুর সংখ্যক লোক জুমার দিন মসজিদে নামাজ পড়ছেন। লক্ষ লক্ষ লোক বাংলাদেশে নামাজ পড়ে। ২ লক্ষের উপরে মসজিদ তাহলে কিভাবে পরিবর্তন করা ছাড়া আমরা অপসংস্কৃতি বন্ধ করতে পারবো।

তিন ধরনের লোক আছে সব জায়গায়। এক ধরনের লোক হচ্ছে সত্যের জন্য সংগ্রাম

www.pathagar.com

করতে পারে, অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে পারে এবং অসত্যের কষাঘাতে তারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত সংগ্রাম করে টিকে থাকতে পারে। এটা হচ্ছে ক্লাস ওয়ান ক্যাটাগরীর লোক।

আর কিছু লোক আছে যারা মাঝামাঝি অবস্থান করে। সুবিধাবাদী অবস্থান তাদের। তারা যেদিকে বাতাস যেদিকে বৃষ্টি সেদিকে ছাতি ধরে।

আর তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে তারা এটি পছন্দই করে না। আমরা মাঝামাঝিতে আছি। বাংলাদেশের মুসলমানেরা মাঝামাঝিতে আছে। সংগ্রাম করে আমরা টিকে থাকতে পারবো না। অপসংস্কৃতির যে সয়লাব অপসংস্কৃতির যে প্লাবন সে প্লাবন থেকে আমাদেরকে বাঁচাতে পারব বলে আমার সন্দেহ। আমি বলছি পৃথিবীরতে তিনটি বড় অশুভ শক্তি রয়েছে একটি হচ্ছে সন্ত্রাস, একটি হচ্ছে Corruption একটি হচ্ছে অপসংস্কৃতি অর্থাৎ অশ্লীলতা। আমি এই ম্যাসেজটা যেখানে গিয়েছি সেখানে দিয়েছি। মানুষ বুঝতে পারে পৃথিবীতে সবচেয়ে ছোট শয়তানটা হচ্ছে সন্ত্রাস। এটা very much localifed তারচেয়ে বড় শয়তান হচ্ছে অথবা প্লাবন হচেছ Corruption এবং সবচেয়ে বড় প্লাবন যেটা Devastating সেটা হচ্ছে অপসংস্কৃতি। যে কথা আজকে বলা হচ্ছে এটা ডিশের মাধ্যমে আসুক অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আসুক অথবা প্রিন্টিং মিডিয়ার মাধ্যমে আসুক। আনফরচুনেটলি এর মুল লক্ষ্য হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে আমাদের নারীদেরকে আমাদের বোনদেরকে আমাদের মেয়েদের থেকে তাদের naked করে ফেলা Vary simple. যারা বিদেশে গিয়েছেন, বিদেশে দেখেছেন simple একটা জিনিস। যখন বলা হয় যে তোমরা কাপড় চোপড় খুল তখন বুঝতে পারব এটা হচ্ছে আধুনিকতা in the name of modernization. In the name of progressivism.. তাদের একটা মাত্র শিক্ষা মেয়েদেরকে কর্মক্ষেত্রে দেও, মেয়েদেরকে আস্তে আস্তে কাপড় ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা কর। তাই পুরুষরা মজা করতে পারে, পুরুষরা enjoy করতে পারে এবং এর পেছনে কিন্তু পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক বিকার কাজ করছে। কিন্তু মেয়েরা সেটা বুঝতে পারছে না। অতএব এই অপসংস্কৃতি এই অশ্লীলতা এটাকে অপসংস্কৃতি বললেও তো এর ব্যাখ্যা হয় না। এটা একটা নগ্ন সভ্যতা যেটার মূল বুনিয়াদ হচ্ছে সবচেয়ে আনকালচারড লোক থেকে শুরু হয়েছে। কারণ নগ্ন সভ্যতা আজকাল নতুন সভ্যতা নয়, নগ্ন সভ্যতা তো আমরা আবিস্কার করি নি। গ্রীক civilization থেকে হোক, রোমান civilization থেকে হোক, বৃটিশদের পরবর্তী পর্যায়ে তাদেরও মুল সংস্কৃতি হচ্ছে এটা এবং ঐ একটি জিনিসেই আজকে আমাদেরও সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি করতে পারে সেটা হচ্ছে এটাই যে The vary fibers of our family life will be histroies. এ জিনিসটা আমি শেষে বলতে চাই very fibers --আমাদের পারিবরিক বন্ধন ধ্বংস হয়ে যাবে। কিছু দিন আগে B.B.C. তে একটা প্রোগ্রাম দেখছিলাম সেখানে জাপানে মহিলাদের উপরে একটা পরিসংখ্যান তারা নিয়েছে

www.pathagar.com

এবং একটা আলোচনা করেছে সেখানে লবি কমেন্ট করেছিল, জাপানের অধিকাংশ সংখ্যক মহিলারাই চায় তাদের আর বিবাহ বন্ধন সিস্টেম যেন না থাকে। They want change in the marriage life or the marriage system of the mothers. This is the opinion of the majorities of the Japanese women. The new generations and this is the all over the world.

অতএব বিবাহ থাকবে না, ম্যারিজ থাকবে না কোন বন্ধন থাকবে না। ফ্রিডম। যার যা খুশি তার সাথে ঘুরবে। Family system থাকবে না। Family system না থাকলে কোন মেয়ে বাচ্চা নিবে না, এটা very simple জিনিস। এতে যেগুলো অফস্প্রিন হবে সেগুলো পিতৃহীন হবে। এগুলো বিজ্ঞানের ছাত্র যারা তারা ভাল বুঝবে। পিতৃহীন হবে তার পিতাকে আমি আইডেনটিফাই করতে পারবো না। মাকে আমি আইডেনটিফাই করতে পারব। অতএব এই পিতৃহীন সমাজ, এই পিতৃহীন অফস্প্রিন সমাজ তাদেরকে কিভাবে আমরা মানুষ করে তুলব। Its not possible. অতএব এই ধ্বংসের হাত থেকে যদি মানবজাতিকে রক্ষা করতে হয়। এই মানবতাকে রক্ষা করতে হয় তাহলে একমাত্র জীবনাদর্শ হচ্ছে ইসলাম এবং পৃথিবীতে সব জায়গায় ঘুরে দেখুন, ঘূরে দেখে সেখানে ইসলাম যতটুকু গভীরভাবে আছে সেখানেই শুধুমাত্র এই ভয়াবহ Devastating Flood থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে পারছে। যেখানে ইসলাম আছে সেখানে ড্রেসের ব্যাপারে তারা কড়াকড়ি। এবং হিজাবের উপর ফ্রান্সের মুসলমানেরা আন্দোলন করেছে। আমি অষ্ট্রেলিয়ায় দেখেছি স্কুল আছে হিজাব বাধ্যতামূলক। Nobody say anything. তারা হিজাব পরে সেদেশের স্কুলে হিজাব পরতে পারে বাংলাদেশের মুসলমানেরা হিজাব পরলে বলে মৌলবাদী। This is what is hapanned. অতএব বিদেশী যারা মুসলমান তারা রিয়ালইজ করতে পারছে যে অশ্লীলতা থেকে তাদের ছেলে মেয়েদের বাঁচানো সম্ভব নয়।

তাই তারা ইসলামের দিকে ফিরে আসছে। ইসলামের উপর এ্যাকটিভিটি বেশী হচ্ছে কিন্তু আনফরচুনেটলি আমরা মুসলিম কান্ট্রিগুলোতে এই ব্যাপারে কোন চিন্তাই করছি না। অতএব আমি শেষে একটা অনুরোধ করতে চাই আমার অনুরোধ এবং উপলব্ধি দিয়ে খুব একটা কাজ হবে বলে আমি মনে করি না আমি অনেক জায়গায় বক্তৃতায় বলেছি আসলে সেমিনার সিম্পোজিয়াম দিয়ে অপসংস্কৃতি বন্ধ করা যায় না। অপসংস্কৃতি বন্ধ করার জন্য একটা সাসটেনন করতে হবে এটা সাসটেনবল প্রসেস। It's needs a continuous process. তাই I will request Islami Chatra Shibir. আমি মনে করি তাদের পক্ষে সম্ভব যে অপস্কৃতিরোধ রোধ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা পর্যায়ক্রমে। শুধু সেমিনার একটা করলাম বছরান্তে দু'দিন ব্যাপী, তাতে চলবে না। সবাই বুঝল অপসংস্কৃতি খারাপ । এটা বন্ধ করার জন্য পর্যায়ক্রমে আমাদের কাজে

www.pathagar.com

লাগতে হবে। আমাদের সরকারের কাছে, বিভিন্ন অথরিটির কাছে অনুরোধ করতে হবে যে আপনারা অশ্লীলতা ছড়াতে পারবেন না। এটা আমাদের দেশে আইনগত বৈধ নয়। আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ আমাদের পার্কের পরিবেশ এইগুলিতে লক্ষ্য করলেতো মনে হয় না বাংলাদেশ একটা মুসলিম কান্ট্রি। সেজন্য আমি বলছিলাম যে কথাটা সেটা হচ্ছে আমরা মুসলমান হলাম নামের মুসলমান।

মুসলিম আমরা ইসলাম আমাদের জন্য নয়। তাই আজকে আমি শিবির নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করব আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য তাকে অনুরোধ করব সরকারকে বুঝানোর চেষ্টা করুন। এত ডিশ চ্যানেল আমাদের প্রয়োজন নেই। আমি কয়েকদিন আগে সাংহাই গিয়েছি। সাংহাই is one of the largest city in the world. একটা কম্যুনিষ্ট কান্ট্রি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির চেয়ে কাপড় চোপর খারাপ। আমি ফোরস্টার হোটেলে ছিলাম। একটা খারাপ চ্যানেল নাই, সিংগাপুরে গিয়ে দেখেন, মালয়েশিয়া গিয়ে দেখেন। অস্ট্রেলিয়া গিয়ে দেখেন, বাংলাদেশে ৬০টা চ্যানেল থাকার কোন জাস্টিফিকেশন আছে বলে মনে হয না। এটা So many রাবিশ। এখন আমাদের নেতাদের বললে আমাদের মন্ত্রীদের বললে বলে যে এটাত হাই লেবেলের ব্যাপার স্যাপার। আমি সেদিন নোমান সাহেবকে বললাম উনি ফরচুনেটলি মামা হয় আমার। বলেন যে না কোন সমস্যা করে না তো এটা বি. এন. পির সময় গত সরকারের সময় দিয়েছে। ডিশ আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। আমরা বলছি ডিশ থাকবে They should be control. ঠিক আছে ৬০ টা ডিশ নিয়ে করেন আপনি ৫০০০ হাজার টাকা ফিশ দিতে হবে আপনাকে। আপনি পয়সা বেশি করেন তাহলে অটোমেটলি কন্ট্রোল হয়ে যাবে। অথবা ১২ টা ডিশ চ্যানেল দেন They lot of Good চ্যানেল যেমন জিওগ্রাফিক চ্যানেল, বি.বি.সি. দেখেন, সি. এন. এন দেখেন। Lot of Good things there. অনেক ইংলিশ ছবিও ভাল। কিন্তু অনেক ইন্ডিয়ান ছবি অনেক বাইরের ছবি এত খারাপ যেগুলো দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু এগুলো আমরা বন্ধ করতে পারছি না। বক্তৃতা দিয়ে বন্ধ করা যাবে না। অতএব আমি অনুরোধ করব সিস্টেমেটিকভাবে আমরা যদি চেষ্টা করি সরকারকে বুঝাই আমাদের দেশ যদি বাঁচাতে হয় মুসলামনদের যদি বাঁচাতে হয়। আমাদের পারিবারিক জীবন যদি বাঁচাতে হয়। আগামী ভবিষ্যতকে বাঁচাতে হয় তাহলে অপসংস্কৃতি থেকে রক্ষা পেতে হবে। আমি অনেক জায়গায় বলেছি আজকেও বলছি মাথায় কাপড় দেয়ার ব্যাপারে আমাদের মেয়েরা লজ্জাবোধ করছে, কিন্তু একসময় ওয়েস্ট থেকে শ্লোগান হবে যে মাথায় কাপড় দেয়া ভালো জিনিস। পৃথিবীব্যাপী শ্লোগান হবে একটি হিজাব ডে ঘোষণা করা হোক। তখন আমাদের মেয়েরা হিজাব পরবে কারণ আমাদের লোকেরা অনুকরণ অনুসরণ করতে অভ্যস্থ। আমাদের মধ্যে স্বকীয়তা নেই। স্বাধীন চিন্তা আমাদের মধ্যে নেই। আমার আদর্শ শ্রেষ্ঠ আদর্শ, সেটাকে আমি ভুলে যেতে পারি না। এই হীনমন্যতা থেকে আমাদের উদ্ধার করতে হবে। আমাদের আইডেনটিটি ক্রাইসেস থেকে over come করতে হবে। আমরা মুসলিম, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

জাতি আমরা। আমাদের আমল, আমাদের আখলাক, আমাদের চরিত্র সাক্ষ্য দিতে হবে যে আমরা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি শুধুমুখে বললে হবে না।
এজন্য আজকে আমাদের লিডারশীপের অধপতন এবং এ লিডাররা তাও জানে না। মুসলিম বিশ্বের নেতারা চায় না মুসলমানেরা invited হোক। অতএব একটা টোটাল change ছাড়া একটা রাজনৈতিক বিপ্লব ছাড়া একটা total Islamic system ছাড়া আমরা এ সমস্ত অপসংস্কৃতি থেকে মুক্তি পাব না। এটা আমরা বিশ্বাস করি না। ওটা না আসা পর্যন্ত আমাদের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। যতটুকু সম্ভব আমাদের যুব শ্রেণীকে অপসংস্কৃতির হাত থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এই আহবান রেখে আমাকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য শিবিরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

আলোচক : অধ্যাপক, ফার্মেসি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পৌত্তলিক সংস্কৃতির ছোবল থেকে মুক্তির জন্য ব্যাপক দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে যুব সমাজের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন ঘটাতে হবে

এ.টি.এম. আজহারুল ইসলাম

আলহামদুলিল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা সায়্যিদিল মুরসালিন, ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি, বিজ্ঞ প্রবন্ধকার, আমাদের সকলের পরিচিত জনাব সালেহ উদ্দিন আহমদ জহুরী, আলোচকবৃন্দ, সুধীমণ্ডলী, ছাত্রবন্ধুগণ, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজকের সেমিনারের যে বিষয় 'নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব' এটা আমাকে পূর্বেই দেয়া হয়েছে, পড়ার চেষ্টা করেছি। বিষয়ের উপর অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় সহজ করেই প্রবন্ধকার আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ইতিমধ্যেই এর উপরই বেশ কয়েকজন ভাই মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন,

www.pathagar.com

পুনরাবৃত্তি করা খুব মুশকিল। যে বিষয় নির্ধারন করা হয়েছে 'নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব' এ বিষয়ে বলতে হয় নিঃসন্দেহে আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের দেশে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের জনগোষ্ঠীর একটা অংশের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় শুধু আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবেই হচ্ছে ঠিক নয়, এর বাইরেও আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে। যে দেশে একজন সন্তান তার পিতার বুকে পিস্তল ধরে তার ফেন্সিডিল খাওয়ার টাকা না পেয়ে পিতাকে হত্যা করতে পারে! অথবা একজন ভাই তার আরেকজন ভাইকে ১২ থেকে ১৪ টুকরা করে হত্যা করতে পারে! অথবা একজন ভাই রাতের অন্ধকারে আরেকজন ভাইকে হত্যা করতে পারে, এর সবটাই কিন্তু আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে নয়। সামগ্রিকভাবে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের একটা অবক্ষয় হয়েছে।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, ইসলামী ছাত্রশিবির যথার্থ সময়েই আজকের এ বিষয় উপস্থাপন করেছে। এই বিষয় আমাদের সামনে উপস্থাপন করার মধ্যে দিয়ে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে আলোচনা করার এখানে কোন অবকাশ এবং সুযোগ নেই। আমরা 'সংস্কৃতি বলতে সবাই বুঝি শুধু নাচ-গান, থিয়েটার, নাটক নয়। আমার বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডই আমার সংস্কৃতি। বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই তার সংস্কৃতি আবর্তিত হয়। যিনি শুধু দুনিয়ার মধ্যে তার জীবনবোধকে সীমাবদ্ধ রাখেন তার এক সংস্কৃতি। আর যিনি দুনিয়ার জীবন পার হয়ে অনন্ত জীবন সম্পর্কে বিশ্বাস রাখেন তার এক সংস্কৃতি হয়। দুই সংস্কৃতি এক নয়। অতএব বর্তমান দুনিয়ার মধ্যে যার জীবন সীমাবদ্ধ তাদের কাছে 'নৈতিক মূল্যবোধ' আশা করাটা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। এবং আজকের এ দুনিয়াতে যে সংস্কৃতি আমাদের সারাবিশ্বে আকাশ পথে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, মূলতঃ তারা এই গোষ্ঠী। অতএব তাদের এই কর্মকাণ্ড স্বার্থকভাবেই তারা করার চেষ্টা করছে। আর আমরা যে বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে সংস্কৃতিকে লালন পালন এবং ধারণ করি , আমরা শুধু তার বিরুদ্ধে গালমন্দ করে ক্ষান্ত হতে চাই। কিন্তু কার্যকর কোন পদক্ষেপ বা ভূমিকা আমরা গ্রহণ করতে চাই না। অবশ্য লেখক ইতিবাচকভাবেই কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছেন।

যারা আজকে আমাদের আকাশপথে আমাদের দেশেই নয় সারাবিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে এই সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে আমাদের শুধু নৈতিক মূল্যবোধই নয়, আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিতকে আজকে তারা ভেংগে চুরমার করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ সাইফুল্লাহ মানসুর বলেছেন যে, এই সংস্কৃতি আকাশ পথে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে তারা সারা বিশ্বকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। মুসলমানরা আজ মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কে অথবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যতটুকু না জানে, আজকে সেই শক্তিটি মুসলমানদের ইতিহাস অথবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারচেয়ে বেশি জানে। এই জন্য বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে তরুণ ও

www.pathagar.com

যুবকদের মধ্যে যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি হয়েছে যার ভিত্তিতে দেশে দেশে ইসলামী বিপ্লবের একটা আকাঙ্খা জাগ্রত হয়েছে জনগনের মধ্যে সেই আকাঙ্খিত জনগণের জাগ্রত চেতনাটিকে ধূলিসাৎ করার জন্যেও আকাশ সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে তাদের এই চেতনাকে ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করার একটা অপকৌশলের অপচেষ্টা চলছে। তাই আকাশ সংস্কৃতি নামক অপসংস্কৃতি আমাদের নৈতিক ভিত্তিই ধসিয়ে দিচ্ছে না, আমাদের আসল যে মূল্যবোধ মূল ঈমানী চেতনা সেই ইসলামের ভিতকেও তারা আজকে নাড়া দিয়েছে। আর এই শক্তি নিঃসন্দেহে ইহুদিচক্র। কয়েকটি ঘটনা আমি আপনাদের সামনে আনতে পারি। বিল মাহের নামক একজন আমেরিকান অভিনেতা যিনি রম্য অনুষ্ঠান উপস্থাপক। যার উপস্থাপনা প্রায় ৮০টি দেশ দেখতো ও উপভোগ করতো। ২০০২ সালের আগষ্ট মাস, আফগানিস্তানে মার্কিনিদের বর্বর হামলার চিত্র তিনি এই টেলিভিশনে দেখাচ্ছিলেন। তিনি টেলিভিশন দেখিয়ে বাড়িতে গিয়েছেন, এরপর আজ পর্যন্ত তাকে টেলিভিশনে দেখা যায়নি। কারণ তিনি যে কোম্পানীর মাধ্যমে চাকরি করে এই টেলিভিশন আফগানিস্তানে মার্কিনিদের হামলার বর্বর চিত্র দেখাচ্ছিলেন, সেই কোম্পানীর একচ্ছত্র মালিক ছিল ইহুদীগোষ্ঠী। তিনি আরো শত চেষ্টা করার পরও চাকরি ফিরে পাননি। তাহলে বুঝা যায় বর্তমান আকাশ সংস্কৃতি হোক আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া হোক সকল ক্ষেত্রেই একচ্ছত্র অধিকারী মালিক আজকে ইহুদীগোষ্ঠী।

২০০০ সাল। অস্কার পুরস্কার অনুষ্ঠান চলছে। অস্কার পুরস্কার পায় যারা চলচ্চিত্রে নামিদামি তারাই। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক তিনি পুরস্কার ঘোষণা হবার আগেই ইহুদীদের নিয়ে একটি ছোট রম্য গল্প বলছিলেন। এই গল্প বলার ফাকেই দেখা গেল সারা দুনিয়ার টিভি চ্যানেল বন্ধ হয়ে গেল। এবং কয়েক মিনিট বন্ধ থাকার পর আবার চালু হয়ে গেল অস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। কিন্তু সেই উপস্থাপককে আর দেখা গেল যায়নি। পরবর্তীতে সেই উপস্থাপক তার চাকুরি ফিরে পাননি।

আমরা দেখতে পাই আবু বক্কর ছিদ্দিক নামে একজন লেবাননের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার যে দুবাইতে চাকরি করতেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইহুদীচক্র কিভাবে কাজ করছে তার তথ্য সংগ্রহ করে তার বন্ধুর কাছে পাঠাতেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে। কিন্তু দেখা যায় যখন পাঠায় তখন ইন্টারনেটে একটি ঘাপলা সৃষ্টি হয়ে যায়। সে মনে করেছে প্রথম দিকে হয়তো কোন সমস্যা হচ্ছে কিন্তু বারবার চেষ্টা করার পর দেখে যে একই অবস্থা হচ্ছে। তখন সে বুঝতে পারে যে, নিঃসন্দেহে এই ইহুদী গোষ্ঠীর কাজ যারা তাদের কর্মকাণ্ড বিশ্ববাসীকে জানতে দিতে চায় না। এই কথার মাধ্যমে বলতে চাই যে আকাশ সংস্কৃতির মাধ্যমে শুধু আমাদের দেশেই নয় বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর যুবকসমাজের চরিত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি বলছিলাম চরিত্রের পাশাপাশি আমাদের আদর্শ ইসলামকে ধ্বংস করার একটা ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলার কথা মুখে বলা যত সহজ বাস্তবে করা তত কঠিন। আজকে পুরো টিভি ও মিডিয়া জগতের একচ্ছত্র মালিক ইহুদীরা । শতকরা আশি ভাগ রেডিও টেলিভিশন

www.pathagar.com

চ্যানেলের মালিক হচ্ছে ইহুদীচক্র, আর মাত্র বিশ ভাগ হচ্ছে খ্রিস্টানচক্র। মুসলমানদের কোন অবস্থান নেই বললেই চলে। আজকে সংবাদপত্রের মাধ্যমেও দেখা যায় আমাদের সংবাদ বিকৃত করা হচ্ছে। অথবা সংবাদের মাধ্যমে বিশ্বাস করে, ইসলামী আন্দোলন যারা করে তাদের সম্পর্কে ভীতিকর একটি সংবাদ পরিবেশের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে তাদের সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে। এই সংবাদপত্রের পঁচাত্তর ভাগের মালিক হচ্ছে ইগুদীগোষ্ঠী, ইহুদীচক্র।

সম্মানিত ভাইয়েরা, এই ইহুদীচক্র আজকে একশ ত্রিশটি ওয়েবসাইট সৃষ্টির মাধ্যমে নওমুসলিম এবং দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের মধ্যে বিকৃতভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করে, ইসলাম থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার মানে একদিকে আকাশ সংস্কৃতির মাধ্যমে আমাদের যুবসমাজকে, আমাদের সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অপরদিকে ইসলামকে যারা ভালবাসে তারা যাতে প্রকৃত ইসলামকে বুঝতে না পারে, জানতে না পারে, এ জন্য ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে ইসলাম সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। আজকে তাই এই একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে জোরপূর্বকভাবে যারা দুনিয়ার এই মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রন করে তারা তাদের পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়কে নিজেদের গোলাম বানাতে চায়, ঠিক এই মুহূর্তে ইসলামী ছাত্রশিবিরের এই সেমিনার আমি মনে করি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী আজকে আমদের ভালো করে বুঝতে হবে কেন ইহুদীচক্র তাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আমদের বিরুদ্ধে এই তথ্যসন্ত্রাস অথবা তথ্যযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। তারা একটি হাদীস ভালো করেই জানে যে, যদিও মুসলমানরা জানে না, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছিলেন, পৃথিবীতে পাঁচটি যুগ, পাঁচটি স্তর, পাঁচটি সময় আসবে। যথা- নবুয়তের যুগ, খেলাফতের যুগ, রাজতন্ত্রের যুগ, স্বৈরতন্ত্রের যুগ, এরপরে খেলাফত আলা মিনহাজিজন নবুয়্যাত। আমাদের নবী চলে গেলে নবুয়তের যুগ শেষ হয়েছে। দুনিয়ায় চলছে স্বৈরতন্ত্র। স্বৈরতন্ত্রের মাধ্যমে আজকে দেশে দেশে মানুষের উপর শোষণ , জুলম, নির্যাতন করা হচ্ছে। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন স্বৈরতন্ত্রের যুগ শেষ হয়ে দুনিয়াতে কায়েম হবে খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়াত। আমরা তার আলামত দেখতে পাচ্ছি। আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করে মনে করেছিল মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখতে পারবে। ইরাক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের ঘুমন্ত মুসলমানেরা বুশ সরকারের আক্রমণে জাগ্রত হয়েছে। তারা ঘুম থেকে জেগে দেখে তার চোখের সামনে বিষাক্ত সাপ ছোবল মারার জন্য ফণা তুলে আছে। এজন্য আজকে সেখানকার মুসলমান যারা বাঁচতে চায় এ বিষাক্ত সাপের ছোবল থেকে রক্ষা পেতে, তারা আজকে সংগঠিত হচ্ছে, ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। এভাবে মধ্যপ্রাচ্যের যুবক থেকে আরম্ভ করে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে আজকে ইসলামী জনশক্তির মধ্যে একটি প্রেরণা জেগেছে। এই প্রেরণা দেখে ইহুদীচক্র মনে করেছে যে, ইসলামী দুনিয়াতে মুসলিম বিশ্বে আজকে যেভাবে তরুণ যুবকেরা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে হয়তোবা রাসূলের (সা)এর ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী আমরা চাই আর না চাই

www.pathagar.com

একবিংশ শতাব্দির কোন একসময় দেশে দেশে ইসলামী বিপ্লব সফল হবে ইনশাআল্লাহ্। সেই ইসলামী বিপ্লবের সফলতাকে নস্যাত করার লক্ষ্যে আজকে সকল মিডিয়া ইহুদীচক্র দখল করে তাদের মাধ্যমে আজকে একদিকে আমাদের নৈতিকতার ধস নামানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতেকরে ইসলামের দিকে ফিরে আসতে না পারি। অপরদিকে যারা ইসলামের মধ্যে আছে তারা যাতে ইসলামকে বিকৃতভাবে বুঝতে পারে, ইসলাম সম্বন্ধে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায় সেই দ্বিমুখীনীতির মাধ্যমে আজকে মুসলিম সমাজকে তারা ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টা করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আজকে আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। সেই সাথে আমরা যদি আল্লাহ্র রাসূলের সেই নীতি অনুসরন করি অর্থাৎ আল্লাহ্র রাসূল (সা) যখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে মক্কায় কাজ শুরু করেছিলেন তখন পৌত্তলিক সংস্কৃতি ছিল আল্লাহ্র কাবা ঘরে। পৌত্তলিক সংস্কৃতি বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান গ্রহণ করে পৌত্তলিক মুর্তি ভাঙ্গার চেষ্টা করেন নাই। মানুষের মন থেকে পৌত্তলিক সংস্কৃতিক দূর করে মানুষের মনে ঈমানী শক্তিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে দশ বছরের ব্যবধানে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে মক্কা থেকে আরম্ব করে অর্ধ পৃথিবী ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজকে আকাশ সংস্কৃতির এই প্রভাব থেকে আমাদের মুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ্র রাসূলের (সা) সেই পথ অনুযায়ী আমাদের ব্যাপক দাওয়াতী কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের চিন্তাচেতনায় পরিবর্তন ঘটাতে হবে, মানুষের মন-মস্তিষ্কে পরিবর্তন ঘটাতে হবে বিশেষ করে যুবসমাজকে ইসলামের আলোকে আলোকিত করতে হবে। ঠিক তার পাশাপাশি যে সবাই আজকে বলেছেন আমাদের কতগুলো কাজ করতে হবে সেটার সমন্বয় যদি করতে পারি, আমাদের বিশ্বাস ইহুদীচক্রের পক্ষ থেকে যতই ষড়যন্ত্র হোক না কেন সকল ষড়যন্ত্র বানচাল করে আগামীদিনে এই শতাব্দীতে দুনিয়ার দিকে দিকে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের মধ্য দিয়ে অপসংস্কৃতির কবর রচনা করতে পারবো সে সংস্কৃতি কায়েম হলে মানুষ সুস্থভাবে, সুন্দরভাবে বসবাস উপযোগী পৃথিবী পেতে পারে সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশের এই জমিনে ইসলামী ছাত্রশিবির সুস্থ্ সংস্কৃতি চর্চার আন্দোলন শুরু করুক, যুবসমাজের মধ্যে ইসলামী চেতনা জাগ্রত করার একটা মহাবিপ্লব সৃষ্টি করুক, যার মধ্য দিয়েই আমাদের বাংলাদেশে সুন্দর সুখী সমৃদ্ধশালী একটি সুস্থ্ সমাজ প্রতিষ্ঠা হতে পারে এই হোক আজকে আমাদের শপথ।

আমি প্রবন্ধকারকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে ইসলামী ছাত্রশিবির বর্তমান সময়ে যুগোপযোগী এই সেমিনারের আয়োজন করার কারণে তাদেরকেও ধান্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ্।

আলোচক : এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী জেনারেল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সংস্কৃতি আকাশে উৎপন্ন হয় না, মাটি থেকেই হয়

অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

আউযুবিল্লাহি মিনাশশাইত্বানির রাজিম। 'নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আকাশ সংস্কৃতি' এই বিষয়ের উপরে আজ জাতীয় সেমিনারের মাননীয় সভাপতি, সম্মানিত প্রধান অতিথি, আলোচকবৃন্দ, সুধীমন্ডলী আস্‌সালামু আলাইকুম।

প্রথমে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি যে, আমরা অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এবং আমি বিশ্বাস করি মহান রাব্বুল আলমিন এই আলোচনার মাধ্যমে আমাদেরকে একটি দিকনির্দেশনার সুযোগ এনে দিবেন।

সময় যেহেতু খুবই কম সেহেতু আমি শুরুতেই এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে যে কথাটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে এই প্রবন্ধকার অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় আলেচিত বিষয়গুলো লিখেছেন এবং প্রবন্ধটিও আমি আগেই পেয়েছি এবং যখন হাতে পেয়েছি একবারই এই প্রবন্ধটি পড়ার সুযোগ হয়েছে। প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনায় পাঠককে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং লেখক এই প্রবন্ধটিকে একটি পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন; এই জন্য প্রবন্ধকারকে আবারও ধন্যবাদ জানাই।

প্রবন্ধকার মূল্যবোধের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং একথাটি আলোচনা হয়েছে যে, আমরা যেটিকে 'মূল্যবোধ' বলি 'অপসংস্কৃতি' বলি আবার এই সমাজের একদল লোক আছে যারা এটিকে তাদের সংস্কৃতি বলে বিশ্বাস করে, আমরা মঙ্গল প্রদীপকে অপসংস্কৃতি বলি, কিন্তু কেউ কেউ মঙ্গল প্রদীপকে তাদের সংস্কৃতির মূল বিষয় বলে চিহ্নিত করে। সমাজের এই বিভাজনটি আজ প্রবন্ধকার তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি আমরা যারা এই আলোচনায় যুক্ত হয়েছি তাদের বিশ্বাস এবং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রবন্ধকার তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে মানুষের মানবিক এবং পশু সত্তার একটি বিভাজন তিনি দিয়েছেন। মানুষ যদি তার বিবেককে কাজে লাগায় তাহলে প্রকৃত অর্থে তার মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ লাভ করতে পারে আর যদি তার পশুসত্তার বিকশিত হয় তাহলে তার সকল কর্মকাণ্ড সেভাবেই হবে। পাশাপাশি বলেছেন রোগ প্রতিরোধের কথা যে, আমরা যদি আমদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে তীব্র করতে পারি তাহলে কোন রকম অসুস্থতা বা কোন ভাইরাস আমাদের আক্রান্ত করতে পারবে না। আমরা যদি ঈমানের আলোয় আলোকিত হতে পারি তাহলে এই আকাশ সংস্কৃতি আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। এই বিষয়গুলো চমৎকারভাবে এসেছে। আমি মনে করি এই বিষয়গুলো প্রবন্ধে আসা খুবই সঙ্গত ছিল। আমি যে বিষয়টি এর সাথে যুক্ত করতে চাই সেটি হচ্ছে যে, আজকে এই নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বা আকাশ সংস্কৃতির

www.pathagar.com

প্রভাবে যে বিপর্যয় হচ্ছে তার কয়েকটি পরিচয় তুলে ধরতে চাই। প্রথমত হচ্ছে যে, আমরা একটা মিশ্র সংস্কৃতি লালন করতে শিখেছি। আমাদের অতীত সংস্কৃতির ঐতিহ্য রয়েছে সেই ঐতিহ্যকে পাশ্চাত্যের এই মিডিয়ার প্রভাবের ফলে আমরা একটি মিশ্র সংস্কৃতি ধারণ করছি। আমরা বাজারে গেলে দেখি, মার্কেটে গেলে দেখি মা হয়তো বোরখা পরছে কিন্তু মেয়েকে প্যান্টশার্ট পরিয়েছে। মা-ও জানে না যে তার পরিবার গঠন করতে হবে। মা চায় তার ছেলে কুরআন শরীফ পড়ুক কিন্তু তার পিতা হয়তো ঘুষের ব্যবসা করছে। এভাবে একটি মিশ্রণ আমাদের পরিবারকে ছেয়ে বসেছে। এই বিভ্রান্তিতে আমরা প্রতিনিয়ত বিচলিত।

এরপর যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্চে আমাদের জীবনধারার বদলিয়ে দিয়েছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম এখনো মনে পড়ে আমার আব্বা প্রতিদিন সকালে একঘণ্টা করে কুরআন শরীফ পড়াতেন। আমরা রাতে ৮-৯ টার সময় ঘুমিয়ে যেতাম। এখন আপনি দেখবেন রাত ১/২টার সময়ও প্রত্যেকটি ঘরে বাতি জ্বলছে। বাতি জ্বলার মানে হচ্ছে তরা এখন আকাশ সংস্কৃতি চর্চায় ব্যস্ত। আজকে অনুষ্ঠানের মেহমান শ্রদ্ধেয় শাহ্ আব্দুল হান্নান চাচা একটা স্লোগান শিখিয়েছেন সময় বাঁচান টিভি কম দেখবেন। এই স্লোগানটা সারাদেশে ছড়িয়ে দেন। যেই টেলিভিশন আমরা দেখি যতই আমরা বলিনা কেন, এখান থেকে ভাল জিনিস আমরা খুব কমই নিয়ে থাকি। আমরা টিভি দেখে আমাদের ঘুমকে নষ্ট করি, ফজরের নামাযকে নষ্ট করি, আমাদের ব্রেনগুলোকে আমরা জ্যাম করে ফেলি, পরের দিন কাজ করার জন্য সাবলিল একটা মানুষের দরকার সে মানুষটি আজ হারিয়ে যাচ্ছে। এরপর যেটা হচ্ছে সেটা আমাদের পাঠাভ্যাস কমে যাচ্ছে। আজকে স্যাটেলাইট মিডিয়ার কারণে পড়ার অভ্যাস দিনদিন হারিয়ে ফেলেছি। আমরা আমাদের ইতিহাস ভুলে যাচ্ছি। পড়ার অভ্যাস কমে যাওয়ার কারণে আমাদের ঐতিহ্যকে ভুলে যাচ্ছি। বাচ্চারা আগে যে রকম মাঠে যেয়ে খেলতো এখন আপনারা দেখবেন সারাদিন সে কার্টুন দেখে। সে ফুটবল খেলে মাঠে গিয়ে নয়, কম্পিউটারে স্ক্রীনে ফুটবল খেলে। কম্পিউটারের স্ক্রীনে ফুটবল খেলার কারণে এই বাচ্চারা যে ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। এভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে।

এর কারণ যদি অনুসন্ধান করতে হয় আপনাদেরকে আমি আবার বলবো যে, এর মূলে রয়েছে ইহুদী চক্রান্ত। ইহুদীরা একমাত্র জাতি যারা তাদের নিজেদের সম্পর্কে সচেতন, ছোট একটি ইহুদী ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন সে তার নেশন সম্পর্কে জানে। কেন ইসরাইলে যুদ্ধ হচ্ছে তার কারণ সম্পর্কে জানে, লন্ডনে ছোট ছোট বাচ্চারা সেখানে তাদের ওয়ার্কসপে যায়, তাদের বড় বড় যে গার্জিয়ান যারা তাদের যে হুঙ্কার আছে তাদের সেভাবে গড়ে তোলে, কিন্তু আজকে আমাদের জেনারেশন সেটা জানে না। ইহুদীরা যা চাচ্ছে তা হচ্ছে ঃ ১) মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে দেয়া। যেহেতু

www.pathagar.com

আমরা বিভিন্ন দেশে এ তৎপরতা লক্ষ্য করছি। ২) মানুষকে ভোগবাদী বানিয়ে দেওয়া। একটা ইয়াং জেনারেশন তিন ঘণ্টা যে একটা ছবি দেখে তার কর্মক্ষমতা থাকতে পারে না। সে তখন কোন সৃজনশীল চিন্তা করতে পারে না। সুতারাং পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রে কি করছে লেখক সুন্দরভাবে তা তুলে ধরেছেন।

সংস্কৃতি আকাশে উৎপন্ন হয় না, মাটি থেকেই হয়। হলিউডে যে ছবিটা তৈরি হয় সেই ছবিটাই কিন্তু uplink-এর মাধ্যমে স্যাটেলাইটে চলে যাচ্ছে। রিসিভার থেকে সেটা সারা দুনিয়ায় ছড়িয় যাচ্ছে। এখন ছবিটা তৈরি করছে কারা ইহুদীরা তৈরি করছে। প্রাশ্চাত্য দুনিয়া ছবির সিডি তৈরি করে সেটা আপনি দেখেন, মধ্যপ্রাচ্যে দেখে ফ্রি। বাংলাদেশ এই সাবকন্টিনেন্টে, আপনি রাস্তা-ঘাটে ছবির সিডি অল্প দামে কিনতে পারবেন। ওদের কিন্তু এই বিজনেস করার দরকার নেই। ওরা যদি চায় ভিসিবির দাম ৫০০ টাকা করে ফেলতে পারতো। কিন্তু সেটা করে না, কেন করে না? তোমরা ভিসিবি দেখ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিভিশন দেখ, আমরা আমাদের এই দুনিয়াটাকে আমাদের কব্জার মধ্যে নিয়ে আসবো। তোমরা বুদ হয়ে পড়ে থাকবে বিনোদনের নামে অশ্লীলতার মধ্যে আর আমরা সারা দুনিয়াকে শাসন করবো।

কয়েকদিন আগে আপনারা দেখেছেন যে, চীন থেকে একটা স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠিয়েছিল। তখন জাতিসংঘ থেকে বলা হয়েছিল মহাশূন্য কোন একক দেশের নয়। একথা কেন বলা হয়েছে? আমরা পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন নাসার পারমিশন দেয়নি। টোটাল মহাশূন্য আমেরিকার হাতে। আজকে আমরা আমাদের যে টেলিভিশন যেমন কোন কোন চ্যানেল এটিএন যেমন থাইল্যান্ড থেকে নিয়েছে, বিটিভি যেমন এশিয়া স্যাট থেকে টাইম নিয়েছে এগুলো কারা চালাচ্ছে, ইহুদীরা চালাচ্ছে। কন্ট্রোল ইহুদীদের হাতে। তারা যদি নবগুলো বন্ধ করে দেয়, আমাদের আকাশ সংস্কৃতির আলোচনা এখানে অবান্তর হয়ে যাবে। তাদের সব অনুষ্ঠানগুলো আমরা দেখতে বাধ্য হবো। এই বিষয়গুলো আমাদের সামনে থাকতে হবে।

এরপর লেখক যে কথা বলেছেন সেই কথাটির সাথে আমি একমত। যেমন একটি কথা বলেছেন চমৎকারভাবে যে অনুষ্ঠান অপসংস্কৃতি দেখি আমরা সেই সংস্কৃতিতে বিলীন হয়ে যাব না। ওরা যেটা করছে আমরা তাই করবো না। এটাই হচ্ছে যৌক্তিক এবং বাস্তব উদাহরণ দিয়েছেন।

আমাদের যেটা করতে হবে তা হলো আমরা ভিন্ন কিছু করব। ওরা পহেলা বৈশাখে র‍্যালি করে আমরাও যদি পহেলা বৈশাখে নতুন একটি র‍্যালি করি যে র‍্যালি জনপ্রিয় হবে না। আমাদের ভিন্ন কিছু করতে হবে। ওরা প্রদর্শনী করে নারী মূর্তি নিয়ে। আমরা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী শুরু করেছি। এবং সেই ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী আজকে সফল হয়েছে। ওরা যদি পহেলা বৈশাখে উৎসব করে আমরা রমজানকে ধরে ফেলবো। পুরো রমজানকে আমরা এমনভাবে সাজিয়ে তুলবো ওদের কিছুই করার থাকবে না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে।

www.pathagar.com

মুসলমানদের অনেক সম্পদ আছে। এই সম্পদগুলো চিন্তা-ভাবনা করে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

লেখক একটি কথা বলেছেন যে, তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য-ন্যায়ের বহুমুখী ব্যবহার ইসলাম সমর্থন করে। অবশ্যই করে এতটুকুই শুধু বলা যায়। অধিক বলার বা ব্যাখ্যার অবকাশ এখানে নেই। এখানে বলা দরকার আছে, কারণ হচ্ছে আমরা কি করব? আমাদের এই অপসংস্কৃতির মোকাবেলা আমরা কিভাবে করব? সেটার একটি দিক নির্দেশনা আমি মনে করি যে এই প্রবন্ধ আসলে আরও পূর্ণতা আসতো। এবং সম্মানিত আলোচকবৃন্দ সে কতা বলবেন। আমি কয়েকটি কথা বলছি আমাদের করণীয় সম্পর্কে সেটি হচ্ছে অপসংস্কৃতির কোন কোন দিক থেকে আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন হচ্ছে সেগুলো জানতে হবে। যেমন স্যাটেলাইট-এর কথা আসছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হচ্ছে ইন্টারনেট, কম্পিউটার । ইনআরনেটের মাধ্যমে আপনি আপনার বাসার মধ্যে বসে সারাদুনিয়ায় চলে যাচ্ছেন। আপনি ওয়েবসাইটে সব জায়গায় চলে যাচ্ছেন। এখন আপনি যদি ওয়েবসাইট সম্পর্কে না জানেন আপনার ছেলে সারাদিন কম্পিউটারে বসে থাকবে, আপনি মনে করবেন খুব জ্ঞান হচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি কম্পিউটার জানেন তহিলে আপনার ছেলে ইউনিভার্সিটিতে চলে যায় তখন কম্পিউার শেখা থাকলে আপনার ছেলে কোথায় বিচরন করছে ইসলামী ওয়েবসাইটে নাকি অন্যান্য ওয়েবসাইটে আপনি যদি সেটা না-ই জানেন কোনদিন আপনি রিকগনিশন করতে পারবেন না। সুতরাং আমাদের এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে এখন যে বন্যায় ত্রাণ আমরা বিতরণ করি। মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। আমরা সবাই চাঁদা তুলে ত্রাণ বিতরণ করছি। কিন্তু এর থেকেও যে বর্বর ও মাহামারি আজকে আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন সেটার জন্য কি আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি? গত কিছুদিন আগে ইস্ট লন্ডনে একটি মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে তারা ১১০ কোটি টাকার একটি বড় কমপ্লেক্স করেছে। আমি সেখানে ভাইদের বলেছি, আপনি ইসলামী সেন্টার করেছেন কিন্তু ইসলামী মিডিয়ার জন্য সারা ওর্য়াল্ড থেকে কলেকশন করেন। সারা ওয়ার্ল্ড থেকে থিংকারদের নেন। সবার প্রোগ্রামে আদান প্রদান হোক। এবং একটা চ্যানেল যদি আপনারা চালু করেন যেখানে বাংলা ভাষা দুই ঘণ্টা হতে পারে, আরবীতে দুই ঘণ্টা হতে পারে, উর্দুতে দুই ঘণ্টা হতে পারে, বিভিন্ন ভাষায় যদি অনুষ্ঠান ব্রডকাস্ট হয় সেটা একটা আশার আলো হতে পারে। এই আয়োজনগুলো আমাদের অবশ্যই করতে হবে।

এরপর যে কথাটি লেখক বলেছেন যে, ওদের অপসংস্কৃতির বেসাতি পুরো রাস্তা-ঘাটে ছড়িয়ে গেছে। আজকে আলহামদুলিল্লাহ্ সারা ওয়ার্ল্ডে ইসলামিক মিডিয়া ব্যাপক হারে কাজ করছে। লন্ডনে আপনারা জানেন ক্যাটিস্টিভেন্ড সে মাউন্টিনা ফ্লাইট করেছে। আমেরিকায় সাউন্ডভিশন কাজ করছে। মালয়েশিয়ায় রায়হান কাজ করছে। তারপর মালয়েশিয়া টিভিতে কাজ করছে। বিভিন্নভাবে দেখা যাচ্ছে ইসলামী প্রোডাকশন হচ্ছে। এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা ঘরে ছড়িয়ে দেন। এক্ষেত্রে আমি দেখেছি আমাদের উদ্যোক্তাদের অভাব আছে। আমাদের পরিবারে যদি আমি ২০টা ভিসিডি রেখে দিই এবং সান্তানদের বলি তুমি এটা দেখ তাহলে সে কিন্তু অলটারনেটিভ পাচ্ছে। এভাবে

www.pathagar.com

আমরা যদি আমাদের বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর প্রোডক্টি তৈরি করি এগুলো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে আমি মনে করি বিকল্প একটা কিছু হতে পারে। কার্টুন বাচ্চাদের করা যেতে পারে। ডকুমেন্টারী করা যেতে পারে। তবে সবক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের মডার্ন প্রেজেন্টেশনের কোন বিকল্প নেই। আজকে ইজতিহাদ করবেন আলেমরা, সেক্ষেত্রে তারা অবশ্যই করবেন। কিন্তু নিজের বিবেকইতো সবেচেয়ে বড় মানদণ্ড। এই বিষয়টি আসলে কি বলছে। শুধু একটা ডকুমেন্টারীর জন্যই যে জিনিসটা ডিমান্ড করে সেটা আমাকে করতে হবে। একটু সুন্দর অনুষ্ঠানে যতটুকু দরকার, যতটুকু চায় ততটুকু আমাকে করতে হবে। সেইক্ষেত্রে আপনার বিবেককে আপনি সাক্ষী বানিয়ে আপনি এগিয়ে যান। আমি মনে করি সেটা আপনার জন্য কল্যাণকর হবে।
এরপর লেখক যেটা বলেছেন সরকারের করণীয় সম্পর্কে, অবশ্যই সরকারের অনেক দায়দায়িত্ব আছে। সমাজ গঠনের, রাষ্ট্র গঠনের সরকারের দায়িত্ব আছে। এবং আপনারা জানেন যে এই সকার একটি উদ্যোগ নিয়েছেন। আজকে ভিডিওর ক্ষেত্রে কোন নীতিমালা নেই। আপনি দেশের বাইরে যান ক্যাবলগুলো একটা নীতিমালায় চলে। প্রত্যেকের স্যাটেলাইট দিয়ে তার নিজের বাসায় পছন্দ অনুযায়ী চ্যানেল রিসিভ করছে। আমাদের দেশের ক্যাবলগুলো বিভিন্ন অপারেটেরের মাধ্যমে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই অপারেটরদের কন্ট্রোল করা খুব সহজ। তাদের নীতিমালা করে দিতে হবে যে যেসব চ্যানেলগুলো খারাপ সংস্কৃতি সম্প্রচার করছে তাদের বন্ধ করতে হবে। এই বিষয়গুলো সরকার করতে পারে এবং এটা করা সরকারের অবশ্যই দায়িত্ব। এবং এই উদ্যোগটাই আমরা সরকারের কাছে প্রত্যাশা করি। পাশাপাশি আমরা যারা এখানে বসা আছি, আমরা কি শুধু শুনেই যাব? আমাদের কি কোন কিছুই করণীয় নেই? অবশ্যই করণীয় আছে। যেসব ক্যাবল অপরেটর আছেন যারা খারাপ চ্যানেল প্রচার করেন, আপনারা তাদেরকে নিষেধ করেন। আপনি এটা দিবেন না। আমি ঢাকা শহরে খোঁজ নিয়ে দেখেছি কিছু কিছু এলাকায় খারাপ চ্যানেল প্রচারিত হয় না। কিছু কিছু এলাকায় প্রচার হয়। আপনারা প্রতিবাদ করবেন। দেখবেন বন্ধ হয়ে যাবে। এই বিষয়টি আপনাদের দায়িত্ব।

সবশেষে উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই। শিবিরের একটি দায়িত্ব আছে, যেটি লেখক বলেছেন তার সাথে আমি সুর মিলিয়ে বলতে চাই, "নগ্নতার বিরুদ্ধে একটা ঘৃণাবোধ সৃষ্টির একটা জাতীয় আন্দোলন অপরিহার্য।

ছাত্র সমাজের মধ্যে এ জাগরণ যদি আসে তাহলে আন্দোলনটা সফল হবে।

আলোচক : অধ্যাপক, আবুজার গিফারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী

www.pathagar.com

অশ্লীল সংস্কৃতি বর্জনের মাধ্যমেই চরিত্র সংশোধন করা সম্ভব

জনাব আবুল কাশেম মিঠুন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আস্‌সালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত প্রবন্ধকার উপস্থিত আলোচকবৃন্দ এবং সম্মানিত উপস্থিতি, আজকের এই অনুষ্ঠান ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান। এবং আমি মূলত সাংস্কৃতিক জগতের লোক আমি তিলে তিলে অনুভব করি সংস্কৃতির এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম দিক আছে যেগুলো মানুষের মননশীলতাকে নিয়ন্ত্রন করে। আজকের সেমিনারের এই যে প্রবন্ধ এর শিরোনাম হচ্ছে"নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আকাশ সংস্কৃতি"। শিরোনামটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুগম্ভীর, কিন্তু এই গুরুগম্ভীর শিরোনামের প্রেক্ষিতে যে প্রবন্ধ রচনা করা হয়েছে শ্রদ্ধেয় লেখক প্রবন্ধকার তিনি কিন্তু তার এ লেখার মধ্যে গুরুগম্ভীরতাকে ডিঙ্গিয়ে একটি রসবোধ সৃষ্টি করেছেন। এই প্রবন্ধটি আলোচনা করার আগে বলতে চাই যে মানুষ যা পছন্দ করে যা তার মনের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় তাকে সে ভালবাসে। এই প্রবন্ধটি আমি কয়েকবার পড়েছি। এই প্রবন্ধটি আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার মনে হয়েছে যে প্রত্যেকটি কথা আমার কথা। প্রবন্ধকার প্রবন্ধের প্রথম দিকে মানুষের তিনটা চরিত্রের কথা তুলে ধরেছেন, মানুষের এই তিন ধরনের চরিত্র অত্যন্ত নির্ভুল একটা মাপকাঠি পবিত্র কুরআন শরীফে সূরা বাকারাতে ১ম থেকে কতগুলো আয়াত ১নং চরিত্রকে বর্ণনা করে, এরপর ৩নং চরিত্রটা সূরা বাকারার মধ্যেই -

তারা কখনো ঈমান আনবেনা তুমি সতর্ক কর আর নাই কর। তাদের ক্বলবে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। তাদের দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন, তাদের শ্রবন শক্তির উপর সীলমোহর করে দিয়েছেন, এরপর আছে মোনাফিকদের চরিত্রের বর্ণনা-থকে ধারাবাহিকভাবে এই তিনটা চরিত্রের বর্ণনা আছে বলেই এই প্রবন্ধকারের তিনটা চরিত্র অত্যন্ত নির্ভুল হয়েছে। এ প্রথম চরিত্রে যারা নৈতিকতা মনে করে তিন নম্বর চরিত্রকে অনৈতিকতা মনে করে, পরবর্তীতে আছে প্রবন্ধের মধ্যে তারা যখন বলে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়তে হবে তারা আসলে ইসলামী মূল্যবোধের বিরুদ্ধেই কথা বলে। আর মাঝখানে রয়েগেছে একটা মোনাফিক শ্রেণী যারা তারা খাটি মুসলমানদের কাছেও এসে বলে আমরা তোমাদের দলে আবার ওদের কাছে গিয়েও বলে আমরা তোমাদের দলে। এই তিনটা চরিত্রের উপরে নির্ভর করে প্রবন্ধটা সমাপ্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে কতগুলো দিকনির্দেশনা আছে। সমস্যা সমাধানের কিছু ইঙ্গিত দেয়া আছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা আছে সেটা হচ্ছে এই ওদের সাংস্কৃতির বদলে আমরা একটা সংস্কৃতি দেব। সেটা কি ওরা ফ্যাশন শো করে আমরা ফ্যাশন শো করবো ওরা সুন্দরী

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতা করে আমরাও তাই করবো। প্রবন্ধকার এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং একজন খাটি মুসলমানকে তা প্রত্যাখ্যান করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। যখন নবী করীম (স:) এর সময় সাহাবীরা বেকার দেশ ত্যাগ করে এসেছেন পেশাগত কোন দিক নাই কি করলে দুটা পয়সা আসবে সে পথ বন্ধ ঠিক সেই সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ পেশা ছিলমদ উৎপাদন তার পাত্র তৈরী করা এই পেশার সঙ্গে বহু লোক জড়িত ছিল। আল্লাহপাক কিন্তু কোন Substitute পেশা তৈরী না করেই বললেন যে মদ নিষিদ্ধ। এবং সাহাবা কেরাম(রা:) নেতৃ আদেশ মেনে নিল। আর যারা কিছুটা গিলে ফেলেছিল তারাও গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করে ফেলে দিল। এই যে নেতৃ আদেশ মেনে নেওয়া এটা আমাদের মুসলমানদের মধ্যে থেকে উঠে গেছে। নেতৃ আদেশ সর্বাবস্থায় সব সময় মেনে নেওয়াই মুসলমানদের কর্তব্য। এটা নাই বলে আমাদের মাঝে সাংস্কৃতিক বিশৃংঙ্খলা এসেছে। আমাদের সাংস্কৃতিক প্রবন্ধের মাঝে আরেকটা দিকনির্দেশনা আছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা সেটা হচ্ছে অপসংস্কৃতির দিকে ধাবিত হতে গেলে এই পৃথিবী থেকেই তার ভিত রচনা করতে হবে। আকাশে উঠতে গেলে, কোন যানে উঠতে গেলে তার জন্য রানওয়ে দরকার। সেই রানওয়েটা কি? প্রবন্ধকার একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে তাওহীদ এবং রেসালাত। যার ভিত্তিমূল তার চিন্তাধারা অন্তরাত্মার ভিত্তিমূল তাওহীদ এবং রেসালাত, সে আকাশ জগতের খবর অত্যন্ত স্বচ্ছভাবেই পাবে। প্রবন্ধের মধ্যে আরেকটা দিকনির্দেশনা আছে। এটা আমি লেখক হিসাবে আমরা যখন চলচ্চিত্রের সিন দেখতাম তখন নারীর সম্প্রমহানীর জন্যে আমরা প্রতীক সিন ব্যবহার করতাম। যে একটা বাঘ হরিনীর উপর লাফ দিত। এ ধরনের আমরা ব্যাখ্যায় যেতাম না। কিন্তু এখন প্রবন্ধকার পাশ্চ্যাত্যের কথা বলেছেন। আর আমাদের এ বাংলাদেশের যারা অপসংস্কৃতি চর্চা করেন তাদের ঘরে ঘরে এই চর্চা চব্বিশ ঘন্টাই চলে। এই সমস্ত জিনিসকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ক্যামেরার ল্যান্স এর মধ্যে থেকে জনগণের সামনে আদর্শের যোগান দেয়া হয়। আমাদের মুসলমান এবং মুসলমানদের ইসলামী চেতনাকে প্রতি মূহুর্তে আঘাত করছে। অতএব যারা লেখক যারা ইসলামী নাটক, চলচ্চিত্র এবং এধরনের কিছু লিখবেন তাদের জন্যে এটাই দিকনির্দেশনা যে আমরা ওদের গালির জবাবে গালি দিবনা, যেটা প্রবন্ধে উল্লেখ আছে ওরা যেটা অশ্লীলতাকে ব্যাখ্যা করছে আমরা সেটা ব্যাখ্যা করবো না। আমরা তৌহিদী এবং রেসালাতের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপারটাকে বিচার করবো। এটাই আমার মনের কথা যে আমাদের সাংস্কৃতিকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখা উচিৎ। আমাদেরই কোন ভাই অনেক সময় বলেন ওদের মতোই আমরা নাটক করি ঠিক আছে আমরা পর্দার মধ্যে করি, নায়িকাকে একটু মাথায় ঘোমটা দিয়ে দেই ব্যস তাতে ইসলামী হয়ে গেল কিন্তু এটা ইসলাম না। ইসলামকে বুঝতে হলে ছোটবেলা থেকে আমরা আমাদের কান দিয়ে চোখ দিয়ে আমাদের পবিত্র ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জগতকে দেখে আসছি। এই জাহেলিয়াত জগতকে হৃদপিন্ডের অন্তরাত্মা থেকে মুছে

www.pathagar.com

ফেলতে হবে। অন্তরাত্মার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে রাসূল (সঃ) এর সময়কার সেই ইসলামী জীবন। পরবর্তীকালে সাহাবা (রাঃ) এর জীবন। চোখ বুঝে সেই ইসলামী পরিবার ইসলামী মানুষদের তাদের কার্যক্রম যদি আমরা অনুধাবন করি তাহলে বুঝতে পারব ইসলামী সংস্কৃতিটা কি? আর যদি আমরা জাহেলিয়াত সংস্কৃতি মনের মধ্যে লালন করে চিন্তা করি যে এরকম ইসলামী কিছু আনব আমাদের দ্বারা সম্ভব হবেনা। মন মস্তিস্ক থেকে জাহেলিয়াত চিন্তাধারা দূর করে দিতে হবে। তবে প্রবন্ধে শুধুমাত্র সরকারকে প্রবন্ধকার অনুরোধ করেছেন আশা করি আছি আমরা সবাই যে সরকার এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করবেন। এই সংস্কৃতি যাতে আকাশ পথেই বন্ধ করা হয় অশ্লীলতাকে বন্ধ করা হয়। কিন্তু এ প্রসংঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটা কথা হচ্ছে যে এই অশ্লীল সংস্কৃতি নৈতিক অবক্ষয়ের সংস্কৃতি কিন্তু আমরাই পৃষ্ঠপোষকতা করছি। কিভাবে চ্যানেলে যে সমস্ত অশ্লীলতার প্রসার সেগুলো স্পন্সর করে আমাদের দেশেরই বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। তারা ঔষধের কোম্পানি হতে পারে, কেউ পোশাকের কোম্পানি হতে পারে। চানাচুরের কোম্পানি হতে পারে। আপনারা দেখলে দেখবেন যে এখন অমুক অনুষ্ঠান হচ্ছে স্পন্সর করছে অমুক অমুক কোম্পানি। আমরা যদি এসমস্ত কোম্পানির পন্যগুলো বর্জন করতে পারি, তাহলে স্বভাবতই ওরা গরীব হয়ে যাবে। ওদের ইন্ডাস্ট্রিবন্ধ হয়ে যাবে। ওরা তখন এসমস্ত অনুষ্ঠান স্পন্সর করতে পারবেনা। আমাদের পয়সা নিয়েই ওরা বিষ তৈরী করে। ওরা আমাদের খাওয়াচ্ছে। এটা আমাদের বুঝতে হবে। টেলিভিশন মূলত বিজ্ঞাপন নির্ভর মাধ্যম। এবং বিজ্ঞাপন দিচ্ছে আমাদেরই বুকে বসে আমাদের কোম্পানিগুলো। আর আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মুখে আমরা ভাত তুলে দিতে পারিনা। এই সমস্ত পত্র পত্রিকা ইসলামের বিরুদ্ধে একটু খানি ক্লু পেলেই উজাড় করে লেখে। নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এখানেই যে তারা অন্যায়কে ন্যায় মনে করে। এ প্রসংঙ্গে রাসূল (সঃ) এর একটা হাদীস আছে আমি তা বাক্য বিন্যাস করে বলতে পারবনা তবে তার ভাবধারাটা এরকম মানুষ যখন একবার অন্যায় করে তখন তার একটা অনুতপ্তভাব আসে, দ্বিতীয়বার করলে ওটা একটু কমে যায়, তৃতীয়বারে ঐ অন্যায়কে ন্যায় মনে হয়, ঠিক যেমন নাস্তিক হুমায়ন আজাদের পরিবার বলছে নজরুলের পাশে তাকে কবর দিতে হবে এরা এটাকে ন্যায় মনে করছে। কেননা অন্যায় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতে করতে ওরা অন্যায়কে ন্যায় মনে করতে শুরু করেছে। ত ন্যায়বোধ অন্যায়বোধ মনের মধ্যে জাগ্রত করতে গেলে আরো কিছু পথ আছে যে পথে ফল লাভ করেছি ব্যক্তিগতভাবে। আমি ২৬টা বছর চলচ্চিত্রের জাহেলিয়াতের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম, আল্লাহর কাছে হাজার শুকর এর আগেও আমি কুরআন শরীফের তাফসীর পড়েছি। আমার র‍্যাকশন হয়নি কিন্তু যখন আমি ইসলামী সাহিত্য ও তাফহীমুল কুরআন পড়া শুরু করলাম তখন বুঝলাম যে ইসলাম এটাকেই বলে। এবং এইভাবে চললে একজন মানুষ পরকালের

www.pathagar.com

পুরস্কারের আশায় চলতে পারে। ইসলামী সাহিত্য বেশী বেশী করে পড়লেই নিজের অন্তরকে পরিস্কার করা যাবে জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় একজন মুসলিম কিন্তু সৈনিক যে শুধু ঘরে বসে যাবে আর চাকুরী করবে তা নয় তাকে সৈনিকের মত প্রতি মুহূর্তে লড়াই করতে হবে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে। জীবন যায় যাক আল্লাহর দেয়া জীবন আল্লাহর জন্যইত যাবে। অতএব এই সমস্ত অশ্লীল অনৈতিক সংস্কৃতিকে যদি আমরা বর্জন করতে পারি, তাহলে আমরা সাহসী হয়ে উঠব। মুসলমান যতদিন সাহসী ছিল ততদিন সারা বিশ্ব তারা জয় করেছে, ততদিন তাদের মাঝে অশ্লীলতা ছিলনা। যখন তাদের মধ্যে অশ্লীলতা আসা শুরু করল তখন তারা রাজ্য হারাতে শুরু করলো। অশ্লীলতা আমাদেরকে কাপুরুষ করে তোলে, আরাম বিলাসিতা করে তোলে এই অশ্লীল সংস্কৃতি আমরা বর্জন করব। আমাদের সংস্কৃতির মধ্যেই যতেষ্ঠ আনন্দ আছে, ফুর্তি আছে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন আমরা সেভাবেই চলবো এবং এই যে প্রবন্ধটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এরমধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর দিকনির্দেশনা আছে। আমরা এটাকে পড়ব বুঝব এবং এই নীতির আলোকে আমরা আমাদের সংস্কৃতি লালন করবো এবং জাহেলিয়াত সংস্কৃতিকে আমরা কখনো কোন ভাবেই পৃষ্ঠপোষকতা করবো না। যারা এগুলো লালন করে, ইউরোপের দিকে তাকিয়ে দেখেন সেখানকার নিগ্রোরা কিন্তু অশ্লীল নাচগান করে। ইংরেজরা তেমন বেশী করে না আমাদের দেশেও যারা করে তাদের মধ্যে সৃজনশীলতা নাই। অশ্লীল সাংস্কৃতি বর্জনের মাধ্যমেই চরিত্র সংশোধন করে একমাত্র আবিস্কার করার দিকে সৃজনশীলতা আসতে পারে,অশ্লীল সংস্কৃতিকে লালন করে নয়। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

আলোচক : উপপরিচালক, বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্র

www.pathagar.com

দক্ষ জাতি গঠনে প্রয়োজন কর্মমুখী শিক্ষা

আবদুল কাদের মোল্লা

শিক্ষার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে চীনদেশে অতি প্রাচীন একটি উপদেশ বাক্য চালু আছে। কথাগুলো সাত্যিই অত্যন্ত বাস্তব। "তুমি যদি এক বছরের পরিকল্পনা করে থাক তাহলে শস্যদানা রোপন করো, যদি দশ বছরের পরিকল্পনা করে থাকে তাহলে বৃক্ষরোপন কর, আর তুমি যদি শত বা হাজার বছরের পরিকল্পনা নিয়ে থাক তাহলে মানুষ রোপন কর" প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল শিক্ষাবিদই মানুষ রোপন করা অর্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকেই বুঝিয়েছেন।

আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

আমাদের শিক্ষার মূল রচয়িতা বৃটিশ শাসন আমলের লর্ড ম্যাকালে। এস. নূরুল্লাহ্ এবং নায়েক লিখিত শিক্ষার ইতিহাসে বৃটিশ রচিত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সেই শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট থেকেই যা উদ্ধৃত করা হয়েছে তার সার-সংক্ষেপ হলো যে, এমন একটি শিক্ষিতগোষ্ঠী তৈরী করা, যারা রক্তে মাংসে ও ভাষায় ভারতীয় হলেও চিন্তা চেতনা, জীবনবোধ এবং কাজে কর্মে হবে বৃটিশ জাতির মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত। আমাদের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা ঐ চিন্তারই ফসল। দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া তারা পাশ্চাত্যের মূল্যমান ও সকল ব্যাপারে তাদের চিন্তা-চেতনাকেই মানদন্ড হিসাবে ধরে নিয়েছে।

আমরা দুই-দুইবার স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় ডজনখানেক কমিশন ও কমিটি গঠন করে শিক্ষা ক্ষেত্রে তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারি নাই। ঐ মূল চিন্তার সাথে কিছুটা জোড়াতালি দিয়ে হাস্যস্পদ অবস্থায় চলছি। ধর্মীয় শিক্ষার অবস্থা আরো মারাত্মক। বিভিন্ন রকমে শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষিত ধর্মীয় ব্যক্তিরা ইসলামী জ্ঞানের মূলসূত্র কুরআন ও হাদীসের চাইতে ফিকাহ শাস্ত্র এবং আকাবেরীনদের প্রাধান্য বেশী দেয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই তা অবাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। কিছু সংস্কার হলেও এক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন।

www.pathagar.com

শিক্ষা ও নৈতিকতা

নীতি-নৈতিকতা বা শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রয়োজন সম্পর্কে আমার দীর্ঘ কোন আলোচনার ইচ্ছা নাই। কেননা এ ব্যাপার আমার পূর্বে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবু জাফর সাহেব মূল আলোচনা পেশ করেছেন। তবে কর্মময় জীবন গড়ার ক্ষেত্রে যেহেতু আদর্শ বা কমিটমেন্ট এবং দেশপ্রেম ও জাতিসত্ত্বার সম্মানবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি কথা না বললেই নয়। বহুকাল আগে চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস বলেছিলেন" Education without thinking is meaningless and thinking without education is dangerous. বিলেতি শিক্ষাবিদ Stanly Hull বলেন "If you teach your children the three R`S i.e Reading. writing and arithmetic and leave the fourth `R` (Religion), you will get a fifth `R` (Rascality)
মহাকবি Milton শিক্ষা সম্পর্কে বলেন, Harmonious development of body, mind & soul." কুরআনের ভাষায় নবীদের কাজ হলো ঃ
يتلوا عليهم ايته ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم (البقرة ١٢٩)

তিনি কিতাবের আয়াত (অর্থাৎ ভালমন্দ চেনাজানার জ্ঞান) শিক্ষা দেন, আর শিক্ষা দেন জীবনযাপনের কৌশল আত্মশুদ্ধি। উপরোক্ত তিনটি সংজ্ঞার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। চিন্তা বা দর্শন সঠিক হয় না কোন আদর্শিক বিশ্বাস ছাড়া, আর দেহ-মন এবং আত্মার সমন্বিত উন্নতি সাধন হয় না ধর্মীয় শিক্ষায় ছাড়া। ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া যে বর্বরতাই শুধু পাওয়া যায় তার বাস্তব শিক্ষা আমরাই। সুকুমারবৃত্তির উন্মেষ ও লালন এবং কর্মময় কল্যাণমুখী জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না শিক্ষার্থীরা।

কর্মে উৎসাহদানকারী শিক্ষা এবং আমাদের বর্তমান শিক্ষার অবস্থা

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অধিকাংশ বিভাগই কর্মহীন বেকার তৈরীর কারখানা। শিক্ষিত হওয়া মানেই এক ধরনের ভুয়া আত্মসম্মান, কোথাও একটা অহংকারের মনোভাব যেন আমাদেরকে পেয়ে বসেছে। ডাবল সেক্রেটারীয়েট টেবিল, পিয়ন, পাইক পেয়াদা'সহ বেল টিপলেই attendant হাজির এমন একটা মনোভাব যেন ভার্সিটি ফেরত সকলের। অথচ এরা একবারও চিন্তা করে না যে, দেশের শতকরা ৫০% লোকও যদি উচ্চ শিক্ষা লাভ করে, তাদের জন্য গোটা বাংলাদেশকে অফিস-আদালত বানানো সম্ভব নয়। আর এই অনুৎপাদনশীল খাতে কোন উন্নত দেশই এমনটি করে না।

আমাদের প্রযুক্তিগত শিক্ষায় যারা শিক্ষিত তাদের প্রায় সকলের মানসিকতাও এমনি ধরনের। ইঞ্জিনিয়ার বা প্রকৌশলীরা নিজ হাতে কাজ করতে লাজ্জাবোধ করেন। অফিসের প্রশাসকের মতই তাদের মনোভাব। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজগুলো বহু একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পরও ঐ সব প্রতিষ্ঠান চাল-ডাল,মাছ, তরিতরকারী কেন বাইরে থেকে কিনে খেতে হয় আমার বুঝে আসে না।

www.pathagar.com

ধান,পাট,মাছ,গরু-ছাগল,পুল, কালভার্ট, দালান-কোঠা, ফ্লাইওভার, ওভারব্রিজের উপর যদি তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জনই এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হয় তাহলে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কতটুকু তা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন অথবা মতিঝিল কর্মশায়াল এলাকার মত মাত্র দুই এক বিঘা জমির উপর একটি বহুতল বিশিষ্ট ভবনই যথেষ্ট। জাতির দুর্ভাগ্য হল এসব ব্যাপারে কেউ কথা বলতে চাই না। কারণ কিছু বললেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সেটাকে কাজে লাগিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করবে, অথবা বিনা কজে দলীয় পরিচয়ে সুযোগ সুবিধার আশায় যারা ক্ষমতার কাছাকাছি ঘুরাফিরা করে, তারাও প্রতিপক্ষের সাথে যোগদান করবে। পরিচালকদের এই হীনমন্যতা আর ভীরুতা নিয়ে একটি দেশ কোনক্রমেই অগ্রসর হতে পারে না।

সকলের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত শ্লোগান একটি বড় ধরনের সমস্যা

উচ্চ শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উম্মুক্ত করতে হবে কথাটা শুনতে খুব ভালই শুনায়। তথাকথিত মানবাধিকারপন্থীরা এ ব্যাপারে সুড়সুড়ি দেয়ার ব্যাপারে পারঙ্গম। কিন্তু আমার চিন্তায়ও ধরে না যে মধ্যম মাপের অর্থাৎ বর্তমান পদ্ধতিতে'**A**' নীচে যাদের পরীক্ষার ফলাফল বা মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যারা Morn or Idiot তাদেরকে ছাগলের গলায় রশি বাঁধার মত করে মাষ্টার ডিগ্রী পর্যন্ত টেনে নিয়ে সকল শ্রেণীতে তৃতীয় বিভাগ অর্জন করিয়ে তার নিজের, পরিবারের বা জাতির কি লাভ? বিদ্যা বুদ্ধিতে গন্ডমুর্খ থেকে শুধু উচ্চতর একটা ডিগ্রী অর্জন করে শেষ পর্যন্ত উচ্চতর ডিগ্রী গোপন রেখে এস. এস. সি বা এইচ. এসসি. পাশ ছাত্রদের সাথে চাকুরীর জন্য পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হওয়ার মধ্যে কি গৌরব বা মর্যদা-তাও এসব ভদ্রলোক এবং তাদের পরিবারের লোকেরা বুঝতে চান না।

মেডিকেল কলেজগুলো থেকে যারা সাফল্যের সাথে বের হয়ে আসেন, তাদের মধ্যে কতজন সত্যিকার অর্থে সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করেন? আরো একটু এগিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ আছে যে তাঁরা কতজন সত্যিকার অর্থে ডাক্তারী বিদ্যাটা রপ্ত করেছেন? রাজনীতি, দলাদলি, গ্রুপিং শিক্ষকদের সাথে লবী বা ক্ষেত্র বিশেষ মস্তানী করে ডিগ্রী হাসিল করলেই কি জাতির জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর ডাক্তারী বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া যায়? আমার জানামতে রাজধানী শহরেই বেশ কিছু ডাক্তার আছেন, যাদের আয় রোজগারের বিষয়টা একটা অংশ আসে বিভিন্ন নামকরা ক্লিনিকের কমিশন থেকে। অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা -নিরীক্ষার দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে বিশেষ কোন ক্লিনিক বা ডায়াগোনেস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে তারা এই অপকর্মটি করে থাকেন। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মাত্র এক মাস এ ব্যাপারে গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে চাইলে তা পারবেন। মাত্র কয়েকদিন আগে বগুড়ার জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের আকস্মিক পরিদর্শনের যে খবরটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তা পড়লেই অনেকে বাস্তব চিত্রটি অনুধাবন করতে পারবেন।

টেকনিক্যাল, পেশাগত এবং সেবামূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত লেককদের একটা বিরাট অংশের যদি

www.pathagar.com

এই হয় তাহলে যাদেরকে কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়ানো আর শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয় তাদের শিক্ষা ও বাস্তবতার মধ্যে ফাঁক-ফোকর কতটা তা সহজেই অনুমেয়।

দেশ ও জাতির স্বার্থে উচ্চশিক্ষা সীমিতকরণ

বেশ কিছু দেশ ঘুরে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, যে সমস্ত দেশ অতি দ্রুত অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে অপরকে সহযোগিতা করছে, অন্য দেশে বিনিয়োগ করছে, অন্যদেশ থেকে শ্রমিক নিয়ে তাদের দেশের অগ্রগতিতে কাজে লাগাচ্ছে, তারা কেউই সাধারণ শিক্ষার উপর এতটা গুরুত্ব দেয়নি। বরং কর্মমুখী প্রযুক্তি, বৃত্তিমূলক ও পেশাগত বিভিন্ন শিক্ষার দিকেই গুরুত্ব দিয়েছে এবং অতি দ্রুত তার ফলও পেয়েছে। যেমন জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, চীন,থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম প্রভৃতি। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী ভারতও কর্মমুখী শিক্ষার উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে তাদের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

ঐ সব দেশে উচ্চতর শিক্ষার জন্য তারাই বাছাইকৃত হয়ে থাকে, যার জ্ঞান-গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান কাজে সেবা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমাদের ছোট্ট আয়তনের দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে কর্মমুখী শিক্ষা দিয়ে আয় রোজগার বাড়াতে না পারলে ভবিষ্যতে মহাবিপদ। অদক্ষ এবং আধাদক্ষ শ্রমিক রপ্তানি করে আমরা যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি, দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ করতে পারলে এর পরিমাণ কমপক্ষে কয়েকগুণ বেশী হতে পারতো। আর দেরী না করে পাছে লোকে কিছু বলে এ ধরনের হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অতি দ্রুত এ ব্যাপারে সাহসী সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।

ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি

১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করার জন্য অন্যতম কারণ। সমাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক উত্তেজনায় সে সময় অর্থনীতি ধবংস হয়েছে পাইকারী জাতীয়করণের কারণে, আর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস হয়েছে শিক্ষকরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার কারণে। অকৃত্রিম দেশপ্রেম অথবা শত বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একটা দেশ গণতন্ত্রায়ণ বা এধরনের প্রক্রিয়ায় যেখানে পৌঁছেছে, একটি শিশুরাষ্ট্রে ঐ জাতীয় পদক্ষেপ নিয়ে আমরা নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করে এখন শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার কাফফারা দিচ্ছি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে খোলাখুলিভাবে কেউ কিছু বলার সাহস করছে না। ভাইস চ্যান্সেলার,প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার,ডীন, পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় চেয়ারম্যান জুনিয়র শিক্ষকদের দ্বারা অলংকৃত করার ফল হাড়ে হাড়ে বুঝার পরও আমরা হক কথাটা বলতে পারছি না।

ছাত্র রাজনীতি শিক্ষার পরিবেশের জন্য আরেকটা অভিশাপ। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের

www.pathagar.com

বাতিল চান, ছাত্র রাজনীতির নামে গুন্ডামী বন্ধ হোক-এটা চান। কিন্তু অগ্রসর হয়ে কোন সরকারই এ কাজটা করতে পারছেন না। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, এ ব্যাপারে গণভোট নিলে জনগণের শতকরা কমপক্ষে আশি জন শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে মত দিবেন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের যৌথ ভোট হলে তাদের শতকরা ৭০/৭৫ ভাগ লোক এ ব্যাপারে সমর্থন জানাবে। কোন সরকার সাহস করে এ কাজটা করতে পারলে ভূক্তভোগী জনগণ, অভিভাবক, বিবেকবান শিক্ষক ও ছাত্রজীবনে যারা কিছু না শিখে গুন্ডামী বা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ডিগ্রী অর্জন করে এখন কোথাও যায়গা পাচ্ছেন না, তাদের কাছে সেই সরকার হবে সবচাইতে জনপ্রিয়।

সবকিছুরই মাথায় পচন ধরে আগে

শুধু মাছ নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের মাথায়ও পঁচন ধরে প্রথম। তার পর আস্তে তা নীচের দিকে ছড়ায় ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের অসুশীল ব্যক্তিদের মাথা ঠিক হয়ে গেলে একাজ মোটই কঠিন নয়। রাজনীতিতে বিরাট অংশ নিয়ন্ত্রণ করে কালোবাজারী ও মাফিয়া চক্র এবং গডফাদাররা। এরা সরকার, শিল্প কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসহ অধিকাংশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে চলেছে। গোটা জাতি বিশেষ করে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধাররা কালেভদ্রে কথাটি উচ্চারণ করলেও কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিতে রাজী নয়। কারণ যারা জাতিকে প্রতিদিন উপদেশবাক্য শুনান, তাদেরও এরমধ্যে স্বার্থ নিহিত। দেশ গঠনের জন্য বড় কোন কাজে হাত দেয়ার আগে এদেরকে শায়েস্তা করতে না পারলে কোন পদক্ষেপই সফল হবে না।

কর্মমুখী শিক্ষার জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরী

এক ঃ শিক্ষার্থীরা সকলে যাতে জাতীয় আদর্শ ইসলাম ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি অটল কমিটমেন্ট অর্জন করতে পারে, সেই ধরনের কারিকুলাম-সিলেবাস ও পাঠ্য বই তৈরীর পদক্ষেপ নেয়া। কিন্তু আমরা চারদলীয় জোটের পক্ষ থেকে যে শিক্ষা কমিটি তৈরী করেছি, শিক্ষার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তাদের প্রণীত রিপোর্টে একটি বাক্যেও এর উল্লেখ নেই। এমনটি সমাজ যে নৈতিকতার দুর্ভিক্ষে ভুগছে তার জন্য নৈতিক মান উন্নয়নের কোন কথাও নেই। এত বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের কাছে কেন গুরুত্ব পেল না- এটা রীতিমত দুশ্চিন্তার বিষয়।

দুই ঃ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার স্তর কমপক্ষে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা উচিত। কারণ বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে নিজেদের খাপ-খাইয়ে নেয়ায় জন্য এবং জাতিসত্তার প্রতি কমিটমেন্টর জন্য মৌলিক আদর্শের শিক্ষা বুঝতে হলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করা একান্ত জরুরী।

তিন ঃ অবিলম্বে ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ বাতিল এবং ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা। পরীক্ষামূলকভাবে হলেও কমপক্ষে ১৫ বছরের জন্য শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা উচিত। এ ব্যাপারে পার্লামেন্টে আইন পাশ করার পর সহজে যাতে কেউ পরিবর্তন না

www.pathagar.com

করতে পারে এ জন্য গণভোট পর্যন্ত অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

চার ঃ জাতির প্রশাসনিক উচ্চতর পদ, জ্ঞান-গবেষণা, শিক্ষা ক্ষেত্রে দক্ষ শিক্ষক তৈরীর জন্য যত সংখ্যায় প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশী লোক বিশেষ করে মধ্যমানের (Average) নিচের লোকদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দরজা খোলা রাখার কোন যুক্তি নেই। এ ব্যাপারে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। জাতীয় অর্থের অপচয় করে শুধু অর্থহীন ডিগ্রীর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না।

পাঁচ ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজে শিক্ষা অর্জন করতে গিয়ে যারা ঝরে পড়েন (drop-out) এমন ধরনের (IQ) সম্পন্ন ছেলেদের জন্য নানা ধরনের বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষা, কৃষিকাজ, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালনের জন্য স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। একটি আমাদের দেশীয় কাঁচামাল দ্বারা নানা ধরনের হস্ত শিল্পের কাজ শিক্ষা দেয়া এবং এ ধরনের শিল্প স্থাপনের কাজ খুবই সহজ। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলোতে এর চাহিদা ব্যাপক। ইউরোপ-আমেরিকা শুধু হস্ত শিল্পের তৈরী পণ্য বিক্রি করে বাংলাদেশ বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর ব্যাপক সহযোগিতা প্রয়োজন।

ছয় ঃ ইতোমধ্যেই বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সরকারের যুব মন্ত্রণালয়ের কিছু উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। ভালমত তদারক করতে পারলে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতে অপচয় কমিয়ে এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও ভর্তুকি প্রদান করলে কর্মমুখী শিক্ষায় বিশেষভাবে যুব সম্প্রদায় উৎসাহ পাবে। দেশে বেকারত্বের অভিশাপ অনেকটা কমে আসবে বলে আশা করা যায়।

সাত ঃ গ্লোবাইজেশনের অভিশাপ থেকে বাঁচতে হলে কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অতি দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশ্বায়নের শ্লোগানটি শুনতে ভাল লাগলেও ভাল এর মূল উদ্দেশ্য হলো গরীব ও সামরিকভাবে দুর্বল দেশগুলোকে স্থায়ী বাজারে পরিণত করে শক্তিধর দেশগুলো আমাদেরকে অর্থনৈতিক গোলাম বানিয়ে রাখতে চায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা ষড়যন্ত্রের শিকার হব নাকি বিশ্বায়নের অংশ হিসেবে ভূমিকা পালন করব। প্রথমটাতে গোলামী আর দ্বিতীয়টাতে অংশীদার।

আট ঃ আমদানি ও বা রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতি মোটেই টেকসই অর্থনীতি নয়-- একথাটা আমাদের অর্থনীতিবিদ এবং অর্থবিষয়ক মন্ত্রাণালয়কে বুঝতে হবে। এককেন্দ্রিক শক্তিধরের কারণে বিশ্বে সংঘাত- সংঘর্ষ আরো বাড়বে। সম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদীগোষ্ঠীর সদস্যরা পরিকল্পিতভাবেই এটা বাড়িয়ে তুলবে। ফলে নিজ দেশে তৈরী পণ্য নিজদেশেই ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে কেনাবেচার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের কর্মমুখী শিক্ষার কারিকুলাম, সিলেবাস, বইপত্র রচনা, শিল্পকারখানা স্থাপন-- এ সব ব্যাপারে সমন্বয় রেখেই পদক্ষেপ নিতে হবে।

www.pathagar.com

নয় ঃ কোন এক বিষয়ের চাহিদা দেখে হঠাৎ জাতির দৃষ্টি একমাত্র সেদিকেই নিবদ্ধ করা ঠিক নয়। যেমন কম্পিউটার সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকের জ্ঞানের মূল্য এখন সবদিকেই বেশী। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এ ব্যাপারটা শুধু আমরা নয়, অন্য দেশও বুঝে। তাই মাত্র কয়েক বছরের পরেই হয়তো এ বিদ্যার কদর কমতে থাকবে। কারণ চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশী হলে অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই দাম কমে যাবে। তাই কর্মমুখী শিক্ষায় আগামী দিনে কোন বিষয়ে চাহিদা বাড়তে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পরিকল্পনা নিতে হবে।

দশ ঃ কর্মমুখী তাত্ত্বিক শিক্ষার সাথে অবশ্য বাস্তব বা Practical (ব্যবহারিক) কাজ কর্ম থাকতে হবে। যাতে কাজ করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা অনীহাবোধ বা লজ্জা না করে। যেমন ডাক্তারদের ইন্টারনীশিপের মতো প্রকৌশীলীদেরও বাস্তব ময়দানে নিজ হাতে কাজ করেই চূড়ান্ত ডিগ্রীর সনদপত্র পাওয়ার জন্য শর্ত করা উচিত। এমনি ধরনের চিন্তা অন্যান্য কর্মমুখী শিক্ষায়ও প্রয়োগের চিন্তা-ভাবনা থাকা দরকার।

এগার ঃ কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে যে অতি উন্নত মানের টেকনোলজিক্যাল শিক্ষাকে কাজে লাগানোর মত অর্থনৈতিক সামর্থ আমাদের নেই। তদুপরি বিশাল জনশক্তির একটি বড় অংশ বেকার হয়ে পড়ার আশংকা। এ জন্য (Highly Technological) দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে (Labour Intensive) কর্মমুখী শিক্ষা এবং শিল্পের দিকে আমাদের নজর দেয়া দরকার।

সাহসী পদক্ষেপ নিতে তেমন কোন বাধা নেই

এ ব্যাপারে সাধারণ জনগণ বিশেষ করে শিক্ষার্থী এবং আমাদের নূতন প্রজন্মকে মটিভেট ও আগ্রহী করে তোলার দায়িত্ব পালনে আমাদের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ার বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। সম্ভবতঃ জাতীয় প্রচার মাধ্যম এত অপ্রয়োজনীয় এবং এত নিম্নমানের অনুষ্ঠান আর কোন দেশে প্রচার করে না। আমার স্বচক্ষে দেখা উন্নত দেশগুলোর কমপক্ষে ১০/১২ টা দেশের অভিজ্ঞতা নিয়েই মন্তব্যটা করছি। সরকারের উচিত যতসব নোংরা ও বিদ্বেষমূলক এবং অর্থহীন অনুষ্ঠান বন্ধ করে জাতি গঠনে ভূমিকা পালন করার জন্য জাতীয় প্রচার মাধ্যমেকে নির্দেশ দেয়া। কথায় বলে প্রচারেই প্রসার।

আমাদের অঙ্গীকার হোক

আসুন আমরা জাতিগতভাবে কয়েকটি অঙ্গীকার করি--

এক. জাতিকে গুরুত্বপূর্ণ ও করণীয় বিষয়ে দলমত-নির্বিশেষে পদক্ষেপ গ্রহণে সকলে একমত হয়ে যাই।

দুই. জাতিকে মিস্টার, সাহেব বা বাবু না বানিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মী বানাই।

তিন. ভিক্ষুকের হাতকে দানের হাতে পরিণত করার জন্য একটি সম্মানজনক জাতি

www.pathagar.com

গঠনের উদ্দেশ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করি।

চার. ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি এমনকি সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য অথবা ক্ষমতায় থাকার জন্য ষড়যন্ত্রের পথ পরিহার করে সরল-সহজ এবং পরিচ্ছন্ন পথ ও কৌশল অবলম্বন করি।

পাঁচ. অন্ধ বিদ্বেষ বা অন্ধপ্রেম দুটোই সঠিক সিদ্ধান্তের পথে মন নিয়ে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করি।

ছয়. আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা এবং সংবিধানে লিখিত জাতীয় আদর্শের ব্যাপারে কারো সাথে কোন কিছুর বিনিময়েই আপোষ না করি।

উপসংহার

উপরোক্ত অঙ্গীকার এবং তা পূরণ করার এখনই সময়। আমাদের স্বার্থ, হিংসা-বিদ্বেষ বা ক্ষমতার লোভের কারণে যদি উপরোক্ত কাজগুলো করতে ব্যর্থ হই তাহলে আগামী প্রজন্ম আমাদের কবরের উপর লাথি মারবে আর আনাগতকাল ধরে অভিশাপ বর্ষণ করবে। আর যদি সফল হই তাহলে পাব অব্যাহত দোয়া এবং মহান আল্লাহর কাছে অফুরন্ত পুরষ্কার।

প্রবন্ধকার : সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

উচ্চ শিক্ষার সাথে বিজ্ঞান কিংবা ইসলামী শিক্ষার কোন বিরোধ নেই

ড. এম ওসমান ফারুক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। দু'দিন ব্যাপী এই সেমিনারের দ্বিতীয় দিবসের শেষ অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ইউসুফ আলী, প্রবন্ধ উপস্থাপক জনাব আবদুল কাদের মোল্লা এবং মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট শিক্ষাবিদবৃন্দ, ইসলামী চিন্তাবিদবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ, ছাত্রবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম।

অত্যন্ত সুন্দর সুশৃঙ্খল একটি সমাবেশে আজ আমি উপস্থিত হতে পেরেছি সেজন্য আন্তরিকভাবে সবাইকে মোবারকবাদ জানাই এবং এজন্য মোবারকবাদ জানাই যে, সমাবেশে সাধারণত এত বলিষ্ঠকণ্ঠ আমি কখনো পাইনি। আমি দেরীতে এসেছি বলে ক্ষমা চাওয়াটা অত্যন্ত ফরয আমার জন্য এবং দেরীতে আসার কারণ হলো আজকে আমার ঢাকায় থাকার কথা নয়, দুপুরের পর আমার এলাকায় চলে যাওয়ার কথা। ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারী জেনারেল মাসুদ মানুষকে এত নরম করে আনতে পারেন যে তার কথার ফলে আজকে আমার যাত্রার সময় ৫টা পর্যন্ত করেছি। আজকে আমি আপনাদের মাঝে আসতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। গতকাল জনাব কাদের মোল্লা সাহেবের প্রবন্ধটি আমাকে দেয়া হয়েছিল সেটি আমি পড়েছি এবং আজকেও পড়েছি। অত্যন্ত সময়োপযোগী কতগুলো বিষয় নিয়ে আপনারা গত দু'দিন আলোচনা করেছেন। আজকে সকালে আলোচনা করেছেন "নৈতিকতা নির্ভর ও বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা" আর দ্বিতীয় অধিবেশনে আলোচনা করেছেন "দক্ষ জাতি গঠনে প্রয়োজন কর্মমুখী শিক্ষা।" এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সময়োপযোগী বিষয়। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট হয়ে গেল কি না গেল তাতে কিছু আসে যায় না। শিক্ষানীতি শিক্ষা কমিশনের চলমান বিষয়, কোন কিছুই পাথরে খোদাই করে লিখা থাকে না। আজকে আপনারা যে সেমিনার করেছেন আগামীকাল হয়তো কেউ করবে, পরশু করবে এদের যে মতামত হবে সেগুলো নিশ্চয় জাতীয় শিক্ষানীতিতে কোন না কোনভাবে সেটি প্রতিফলিত হবে।

www.pathagar.com

আমি কয়েকটি কথা বলেই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিব। সব সময় আমরা বলে থাকি দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টির কথা কিন্তু এটার সংজ্ঞা কেউ কোন সময় দেয়না। দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টি কি, সুশিক্ষার কথা আমরা বলি কিন্তু সুশিক্ষার সংজ্ঞা কেউ দেয় না। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের জাতীয় অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেভাবে শিক্ষা ও সুশিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করি সেটি একটি সমন্বিত কার্যক্রম। প্রথমত আমরা যে সময় আমাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাই বা মাদরাসায় পাঠাই। এখানে মাদরাসা অর্থ কিন্তু কোরআন শিক্ষার স্কুল নয়, মাদরাসা আরবী শব্দ এর অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু আমাদের পশ্চিমাদের সামনে মাদরাসা শব্দ শুনলেই তাদের শিহরণ জাগে, বলে যে ধর্মশিক্ষার মৌলবাদী শিক্ষার আস্তানা। তখন আমি তাদের বলি স্কুলের বাংলা যেমন বিদ্যালয় তেমনি বিদ্যালয়ের আরবী হচ্ছে মাদরাসা।

আমি সমরখন্দ গিয়েছিলাম। সেখানে সব বড় বড় প্রতিষ্ঠান যেখানে আগের সময়ের বড় বড় মুসলমান মনীষীর সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সবগুলোর সামনেই মাদরাসা লিখা। কোনটাতেই লিখা নাই ইউনিভার্সিটি।

উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রকেও তারা মাদরাসা বলে সে হিসেবে আমি বলছি আপনার সন্তানকে মাদরাসায় পাঠান। কিন্ডারগার্ডেনে পাঠান। যেখানেই পাঠান কতগুলো উদ্দেশ্য আমাদের মধ্যে থাকতে হবে। প্রথম উদ্দেশ্য হলো কিছু বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা প্রয়োজন হয়। ইংরেজী বলেন বাংলা বলেন, ফারসী বলেন আরবী বলেন অংক বলেন, জ্যামিতি বলেন এ জাতীয় মৌলিক কতগুলো বিষয়ে দক্ষতা প্রয়োজন। এবং আজকে যদি আপনি ইবতেদায়ী বা দাখিল পর্যায়ে সিলেবাস দেখেন সেখানে শুধু কুরআন সুন্নাহ নিয়ে লেখাপড়া নয় সেখানে অংক ইংরেজী বাংলা এবং এখন কম্পিউটার সায়েন্স পর্যন্ত গড়িয়েছে তার অর্থ হলো যে ধারাতেই আপনি থাকেন না কেন কিছু বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা আপনার প্রয়োজন। অংকে ফেল করলে চলবে না, কুরআন সুন্নাহ তে A+ পেলেন অংকে ফেল করলেন তাহলে দক্ষতা হলো না। তেমনি ভাবে অংকে A+ পেলেন আর কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে বা ধর্ম সম্বন্ধে ফেল করলেন তাহলে দক্ষতা হলো না।

দুই নম্বর হলো শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নৈতিকতাবোধ সামাজিক মূল্যবোধ, মানবিক মূল্যবোধ যা কিছু কল্যাণকর সেগুলোর মাধ্যমেই সন্তানদের মাঝে সেটা প্রোথিত করতে হবে। সে মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। নৈতিকতাবোধ বলেন, মানবিকবোধ বলেন যেটা আমি সবসময় বলি Citizenship quality একজন ভালো নাগরিক সুনাগরিক হওয়ার জন্য যা প্রয়োজন সে গুণগুলো এই শিক্ষার মাধ্যমে দিতে হবে। সেটা মাদরাসা হোক, প্রাইমারী হোক, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি যাই হোক সে গুণাবলীগুলি দিতে হবে।

আর ৩ নম্বর হলো আমাকে ভীষণ দক্ষতা দিলেন আমাকে সব মানবিক গুনাবলী দিলেন কিন্তু কর্মমুখী যে কথাটি আজকের দ্বিতীয় অধিবেশনে আঃ কাদের মোল্লা সাহেবের

www.pathagar.com

প্রবন্ধে ছিল। সে কর্মমুখী শিক্ষা দিলেন না তাহলে কিন্তু বাকী দুটো ফেল মারলো। আমার নৈতিকতাবোধ থাকবে আমার অংক, বাংলা, ইংরেজী, ফারসী আমি সব জানবো কিন্তু এ দুনিয়াতে এ জীবনে খেটে খাওয়ার জন্য, বাচাঁর জন্য, জীবন রক্ষার জন্য, যে শিক্ষা দরকার এই জ্ঞানটা আমাকে দিলেন না, তাহলে কিছু লাভ হলো না।

আবার তেমনিভাবে আপনি আমাকে বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা দিলেন, আমাকে কাজ করার সমস্ত ক্ষমতা দিলেন, ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার বানানোর সমস্ত ক্ষমতা দিলেন কিন্তু একটি সত্যিকারের মানুষের যে সমস্ত গুণাবলী থাকা দরকার সেগুলো আমাকে দিলেন না, তাহলেও শিক্ষা উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেল। এবং তাই আমরা বলি, ইসলামী শিক্ষা বলেন যত অন্যান্য শিক্ষাই বলেন না কেন সবকিছুর মূলে এই তিনটা উদ্দেশ্য আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এবং তিনটা উদ্দেশ্য যদি আমরা সমন্বয় করতে না পারি, তখন শিক্ষা কর্মমুখী হিসাবে বেকার হয়ে যায়, অকার্যকর হয়ে যায় অথবা সুনাগরিক সৃষ্টির ব্যাপারে বেকার হয়ে যায়। এই যে সন্ত্রাসের কথা বললেন, একটু আগেই বললেন, সমন্বয়ের অভাবে এগুলো চলে আসে। শিক্ষিত বেকাররাই কিন্তু সবচেয়ে বেশী সন্ত্রাস করে, কারণ তাকে আমরা জীবনমুখী কোন শিক্ষা দেই না। আর যতই অংক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি পড়ান, যদি ঐ দুটা না থাকে তাহলে শিক্ষা অকার্যকর। কাজেই আমি অত্যন্ত সহজসরলভাবে মনে করি যে, দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টির অর্থ, এই তিন গুণের সমন্বয়ে কেমন করে আমরা সুনাগরিক হিসাবে আমাদের সন্তানদের গড়ে তুলতে পারি। এবং শিক্ষা সম্পর্কে যতগুলো আলোচনা হয়েছে আপনি ঘুরিয়ে পেচিয়ে দেখবেন কিন্তু হয় একটার ঘাটতি হয় দুটার ঘাটতি অথবা সবগুলোর ঘাটতি। আমি একটি কথা অনেকেই আছেন এখানে আমার বন্ধু মোস্তাফিজুর রহমান আছেন আমার কাছে একটা ছোট্ট বই আছে সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে যতগুলো Convocation হয়েছে সে Convocation এ উপাচার্যদের ভাইস চ্যান্সেলরদের বক্তৃতার সারাংশ। সেই ১৯২২ সালে ২৩ সালে যে Convocation হয়েছিল সেই Convocation ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন তখন বললেন যে আমাদের সুশিক্ষার প্রয়োজন, quality education প্রয়োজন আমাদের জীবনমুখী শিক্ষা প্রয়োজন। তারপর প্রত্যেক Convocation বক্তৃতায় তাই এবং অষ্টম উপাচার্য আমার পিতা পর্যন্ত সেই বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। Quality of education দরকার এবং শিক্ষাকে জীবনমুখী করা দরকার এবং আজকে আমি শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে একথা বলছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একথা বলেছেন, আপনারাও একথা বলছেন। তার অর্থ হলো যে শিক্ষার এই যে তিনটা দিক আমি বললাম, এইগুলোর সমন্বয় আমরা ঠিকমত করতে পারি নাই। যে কারণে শিক্ষিত বেকার হচ্ছে বা শিক্ষিত সন্ত্রাসী হচ্ছে এবং শিক্ষিতভাবে Honest ভাবে রুজি রোজগার করতে গেলে সে জীবন ধারণ করতে পারছে না এবং যারা Dishonest রুজি রোজগার করতেছে তারা আমাদের মাথার উপর দিয়ে চরকি ঘুরিয়ে চলছে।

www.pathagar.com

কাজেই আমাদের যে শিক্ষার কথাই বলি না কেন আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ যে ছেলেটাকে মাদরাসায় দিলাম, যে ছেলেটা কামিল ফাজিল পড়বে বা দাখিল পাশ করে বেরোবার এ সমস্ত গুণাবলী তার মাঝে থাকতে হবে। তেমনিভাবে যে ছেলেটি প্রাইমারী করবে, সেকেন্ডারী করবে, ইউনিভার্সিটি পড়বে তার মাঝেও এই প্রত্যেকটা গুণাবলী থাকার প্রয়োজন রয়ে গেছে। অনেক দেশে দু'ধারার শিক্ষা নাই। বৃটিশ আমলে দু'ধ-ারার শিক্ষা প্রচলিত হয়েছে আলিয়া মাদরাসা স্থাপনের মাধ্যমে এবং আলিয়া মাদরাসাতে যদি যান তাহলে সেখানে দেখবেন প্রথম ২৬/২৭ জন সুপার তারা ইংরেজ সাহেব ছিলেন একজনও মুসলমান ছিলেন না।

এই দু'ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু দুধারার শিক্ষা ব্যবস্থা থাকার কোন প্রয়োজন নাই। অনেক প্রগতিশীলরা বলে আমি বলি যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সামাজিকতার অঙ্গ হয়ে গেছে। দু'ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা যদি থাকে আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ উভয়-এর মধ্যে যেন কোন গুণগত বৈষম্য না থাকে। যে তিনটা উদ্দেশ্য আমরা চাই মাদরাসা ছেলেদের মধ্যে থাকবে এবং সাধারণ শিক্ষার ছেলেদের মধ্যেও থাকবে। এবং এই সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু আমরা সেটার উপর জোর দিচ্ছি আমরা মাদরাসা শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছি। যদিও সব ব্যাপারে যতটুকু আগানো প্রয়োজন আমরা আগাতে পারি নাই। এবতেদায়ী পর্যায়ে বই দেয়া অগ্রসর হওয়া এই দেশে কোনদিন কেউ চিন্তা করে নাই। বলতো মাদরাসার ইবতেদায়ী পড়ে থাক ওরা যা শিখে শিখুক কিছু আসে যায় না। আমরা শুধু প্রাইমারী দেখব। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেটা মানেন নাই। উনাকে এক সেকেন্ড বলার পর উনি বলেছেন এবতেদায়ী কত টাকা লাগবে? রাফলি আমি হিসাব করে বললাম ৫/৬ কোটি টাকা তখন তিনি বললেন এগিয়ে যাও। সে টাকা দিয়ে তিনি এবতেদায়ীতে বিনামূল্যে পুস্তক দিয়েছেন।

আপনারা ফাজিল কামিলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে কথা বলেছেন। ফাজিল কামিল দেরী হচ্ছে আমাদের করতে কিন্তু এ সরকারই প্রথম যারা মন্ত্রীপরিষদে এ ব্যাপারে আলাপ করেছে এবং একটি কমিটি করেছে কেমন করে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমানের করা যায়। এবং কমিটির অনেক সভা হয়ে গেছে এবং এই সভার প্রেক্ষিতে আরেকটি সভা। এখন শুধু প্রশ্ন হচ্ছে এটি কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিকে ডিগ্রী হবে, না একটা আলাদা এফিলেয়েটিং ইউনিভার্সিটি করা হবে। সেই বিষটা শুধু আলোচিত হচ্ছে। আমি আপনাদেরকে আশ্বাস দিতে পারি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ অতি শীঘ্রই আমরা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো। এবং সে সিদ্ধান্ত হবে, কারণ কামিল ফাজিলের আমি যে সিলেবাস দেখেছি- আমি দেখলাম সে সিলেবাসে আপনারা বঙ্কিমচন্দ্র পড়তাছেন শরৎচন্দ্র পড়তাছেন রবীন্দ্রনাথ পড়তেছেন, কায়কোবাদ পড়তেছেন সবই পড়তাছেন যা পড়তে হয় তাই পড়তেছেন, তাহলে বেশকমটা কি বলে যে বেশকম হল, ভালো শিক্ষক নাই, তাহলে ভাল শিক্ষক যদি না

www.pathagar.com

থাকে তাহলে ত সেই ভালো চাবুক আনতে হবে। ভালো চাবুক হলো শিক্ষক প্রশিক্ষণ করা। এই যে মাদরাসা প্রশিক্ষণ ইউনিভার্সিটির জন্য আমরা এত জোর দিচ্ছি। এই কারণ মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করার প্রয়োজন রয়ে গেছে। এবং প্রশিক্ষিত এই নিয়তে করার প্রয়োজন যে তারা যেন মনে না করেন মাদরাসার অর্থ হলো শুধুমাত্র কুরআন সুন্নাহ এগুলো পড়িয়ে দেয়া। বরং এখন এ মাদ্রাসায় দুনিয়া বিয়য়েও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এবং অত্যন্ত আনন্দিত এখানে ছাত্রশিবিরের সবাই ছেলেপেলে আছে। এখানে যারা ইসলামী চিন্তাবিদ আছেন আমি যে সময় যে কোন মাদরাসাতে যাই তারা কিন্তু এই বলে যে স্যার আমাদের কম্পিউটার কোর্স খুলে দেন। এস, এস, সি ভোকেশনাল খুলে দেন, দরজি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কোর্স খুলে দেন। বি এম খুলে দেন তারা আর বলে না এখন কম্পিউটারের সাথে আমার কোন যোগাযোগ নাই। আমার কুরান বা ছিপারা পড়লেই যথেষ্ট এই কথা বাংলাদেশের কোন মাদরাসার ছেলে বলে না। সেই দিক আমরা মনে করি আমরা এমন একটা যুগসন্ধিক্ষণে আছি যেখানে আমরা উভয় ধারার শিক্ষাকে সম্পূর্ণ বৈষম্য মুক্ত করতে পারবো, গুণগত দিক থেকে এবং সরকারি অনুদানে। আবার কিছু সমস্যা আছে, যেমন দাখিল পর্যায়ে সমস্যা আছে যেটা আমি সবসময় বলি সেখানে মাত্র তের-চৌদ্দজন শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী থাকেন। ৩/৪ জন ছাত্র পাশ করে। আজকে দাখিল পর্যায়ে মাদরাসার একজন শিক্ষক ছাত্রের পেছনে বাংলাদেশ সরকারের বছরে সাড়ে সাত হাজার টাকা খরচ হয়। অথচ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে দেড় হাজার টাকা খরচ হয়। সে খরচ বেশী হয় বলে আমরা ত বন্ধ করে দেইনি। আমরা চাই মাদরাসাগুলোর শিক্ষার গুণগত মান উন্নত হোক । শুধু ধর্ম শিক্ষার ব্যাপারে না, সব শিক্ষার ব্যাপারেই এগুলো উন্নত হোক। আর উচ্চ শিক্ষার সাথে বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে কোন বিরোধ নাই। ইসলামী শিক্ষার সাথে অতীতে বড় বড় বিজ্ঞানী সব মুসলমানই ছিল।

পরবর্তীতে আমাদের নিজেদের ভয়ের জন্য ইসলামী উম্মায় যে সমস্ত সমস্যা আছে সে কারণে আমরা পিছিয়ে পড়ছি কিন্তু আগের আল বেরুনী থেকে শুরু করে সব কিন্তু অংক জ্যামিতি সবকিছু ইসলামী ছিল। কাজেই উচ্চ শিক্ষার সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নাই, বিজ্ঞান শিক্ষার সাথেও ইসলামের কোন বিরোধ নাই। অনেকে বলতেন বিজ্ঞান শিখলে নাস্তিক হয়ে যায়, বিজ্ঞান শিখলে নাস্তিক হয় না। সমস্ত মুসলমান যারা ছিলেন আরকি, তারা বড় বড় পাকিস্তানের আঃ সালাম। বিশাল বড় মাপের বিজ্ঞানী ছিলেন- উনি নাস্তিক ছিলেন না। উনি আমার বন্ধু ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন।

কাজেই বিজ্ঞান পড়লে ইসলাম ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে আর ইসলাম ধর্ম পালন করলে বিজ্ঞান পড়া যাবে না, উচ্চ শিক্ষা করা যাবে না এটা ঠিক নয়। আমাদের কিছু কিছু বিষয়ে চিন্তা করা দরকার , এই যে কাদের মোল্লা সাহেবের প্রবন্ধে বলা হয়েছে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে যাওয়া এটা ADBসহ অনেকের একটা সুপারিশ আছে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নেওয়া প্রয়োজন। আমরা একবার চিন্তা করেছিলাম কিন্তু বিভিন্ন কারণে যদি

www.pathagar.com

অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা হয় তাহলে অবকাঠামোগত শিক্ষাকগত এর একটা ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে সেটা আমাদের সামলে উঠা যাবে না কিন্তু এর সাথে আরেকটা জিনিস আপনারা অভয় দিলে আমি বলতে পারি। আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন যে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত যে ছেলেটি পড়ে তার যেমন ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজন রয়ে গেছে অন্যান্য বিষয় শিক্ষারও প্রয়োজন রয়ে গেছে। এবং একই ধরনের শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। যে মাদরাসাতে পড়বে তার যতটুকু ধর্মজ্ঞান থাকবে যে সাধারণ শিক্ষা প্রাইমারীতে পড়বে তারও ততটুকু ধর্মজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এবং যে মাদরাসাতে পড়বে তার ততটুকু অংক ইংরেজীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যেটা সাধারণ শিক্ষায় থাকে প্রাথমিক পর্যায়ে। সেটা যদি হয় তাহলে আমাদের ইবতেদায়ী আর প্রাইমারী দুটা আলাদা রাখার কি দরকার আছে। অনেকে বলে যে আমাদের যদি একই উদ্দেশ্য থাকে আমরা একত্র করে আমাদের প্রত্যেকটা সন্তান একই রকম করে ধর্ম শিক্ষা করুক, একই লেবেলে ধর্ম শিক্ষা করে বেরিয়ে আসুক।

কেন এই ফারাকটা হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাতে ধর্ম শিক্ষার ভিত্তিটা এই পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্তই। এরপরই আস্তে আস্তে লাফাঙ্গা হয়ে যায় এদিক সেদিক চলে যায় তখন তারপরে তারা দাখিলে চলে যাক তারা আলিমে চলে যাক, বিভিন্ন জায়গায় চলে যাক। এইগুলো আমাদের চিন্তা করতে হবে অষ্টমশ্রেণীর সাথে। আমাদের এই চিন্তা করার প্রয়োজন রয়ে গেছে। যেন আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেকটা নাগরিককে একই রকম শিক্ষা দিতে পারি। পরবর্তীতে সে আলেম হতে চায় বা অন্য কিছু হতে চায়, যাক দাখিল পর্যায়ে যাক। কেউ সাধারণ যেতে চায় যাক কিন্তু ব্যাসিক মূল ভিত্তিটা আমরা যেন করতে পারি। এই চিন্তাগুলো কিন্তু আমাদের করার প্রয়োজন রয়েছে। আমি ফাজিল কামিলের কথা বলেছি। তা'মীরুল মিল্লাত মাদ্রাসার ফলাফলে আমি গর্বিতভাবে আপনাকে অভিনন্দন জানাই যে আপনার প্রতিষ্ঠানের যে এতগুলো ফলাফল ভাল হয়েছে। এ বৎসর মাদরাসার সাধারণ ফলাফল অন্যান্য বছরের চেয়ে ভালো হয়েছে। অনেক ভালো হয়েছে আল্লাহ্‌র রহমতে, অনেক ভালো হয়েছে। যদি ভালো না হত, যারা মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের কণ্ঠটা আরেকটু জোরদার হত, সেটা হয় নাই এবং আমি আশা করি যে আগামীতে এই জিনিসটি আরো উন্নত হবে। কাদের মোল্লা সাহেবের প্রবন্ধটা আমি পড়েছি। আমি দুঃসাহসিকতা বলবো না, অত্যন্ত সাহসীকতার সাথে তিনি কতগুলো কথা বলেছেন। উচ্চ শিক্ষা সীমিত করানের কথা তিনি বলেছেন, অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ কথা, কেননা উচ্চ শিক্ষা সীমিত করার অর্থে তিনি এই বলেছেন যে কর্মমুখী শিক্ষা Vocational এই দিকে যাওয়া হোক ছাত্র শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করার কথা বলেছেন। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ বন্ধ করার কথা বলেছেন অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে। তিনি কথাগুলো বলেছেন যেগুলো অনেকের মনের কথা কিন্তু বলতে পারে না, সেজন্য তাকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আজকে আমি যেহেতু আমার সময়ের একটু অভাব আছে সেজন্য আমি আর বক্তব্য বাড়াবো না। শেষে একটা কথা বলা হয়েছে যে শিক্ষাব্যবস্থা কিছু কিছু নাম বলা হয়েছে যে এ ধরনের লোক সৃষ্টি করে অপসৃষ্টি বলতে পারেন যাই- বলেন সেই শিক্ষাব্যবস্থার মূল্য কি তা আমি ভাই এতটা নিরাশাবন্দী হয় নাই এ কারণে যে শিক্ষাব্যবস্থা কিছু অনভিপ্রেত সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেছে সে শিক্ষাব্যবস্থা মুস্তাফিজ রহমান সাহেবের মত শিক্ষিত লোক তৈরি করেছে। সে শিক্ষাব্যবস্থা মাওলানা নিজামী সাহেবকেও বের করেছে, আপনাকেও বের করেছে। কাজেই শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢালাওভাবে গালিগালাজ না করে এরা শুধু ঐ জাতিয় লোক বের করে আমাদের এটাও দেখতে হবে ঐ জাতিয় লোক কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্র দুই চারজন বের হয় এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে হাজার দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই শিক্ষাব্যবস্থা দেশপ্রেমিক ন্যায় সম্মত মানবিক গুণাবলী দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তুলেছে। আমার বাবা ডঃ ওসমান গণি সাহেব গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, সকালে উনার কুরআন তিলাওয়াত শুনে আমার ঘুম ভাঙ্গতো বাসায়। উনিতো বিলেতে পি,এইচ,ডি করেছিলেন, মাদরাসাতে যান নাই কিন্তু চরমভাবে ধার্মিক লোক ছিলেন। কাজেই এটাও মনমানসিকতার প্রশ্ন। আপনি যে শিক্ষাব্যবস্থায় থাকেন সেই শিক্ষাব্যবস্থায় আপনার নিজের মন মানসিকতা ঐ যে মানবিক মূল্যবোধ কেমনভাবে গড়ে তুললেন সেটার উপর নির্ভর করে। কাজেই আসুন আমি এই একটা আবেদন রাখবো যে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন আনা, আমরা অনেকভাবে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছি। বেসরকারী, সরকারী, মাদরাসা এবং সাধারণ শিক্ষা এগুলোর বৈষম্য দূর করা। যেন আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাদের সন্তানেরা যাতে দক্ষ মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে, যারা শুধু এদেশে না বিদেশের সাথেও প্রতিযোগিতা করতে পারবে। এই উদ্দেশ্য কিছু ক্ষেত্রে আমরা হয়তো এতটা জোরে অগ্রসর হতে পারছি না। কিছুটা সময় সাপেক্ষ। কিন্তু ইনশাআল্লাহ্ আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে, সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের যে এজেন্ডা আছে সেটা অনেক সিনসিয়ার এজেন্ডা। আমি ছাত্রশিবিরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এ জন্য যে তাদের যত অনুষ্ঠানে আমি গেছি প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান এমন সুশৃঙ্খল হচ্ছে দেখে। একজন মানুষ নড়েনা চড়েনা, অন্য জায়গায় গেলে এটা পাওয়া যায় না। সেখানে পিঠ চুলকানো কান চুলকানো, বাইরে যাওয়া, পানি খাওয়া, কাশি দেওয়া সারাক্ষণ চলতেই থাকে। এই যে শৃঙ্খলাবোধ আপনারা নিয়ে আসছেন, আপনাদের ছাত্রশিবিরের কর্মকান্ডের মাঝখানে, আমি আশা করি অন্যান্যরা এই শৃঙ্খলাবোধটি গ্রহণ করতে পারবে এবং সবাই আমরা শৃঙ্খলার সাথে আত্মবিশ্বাসের সাথে একটি জাতি হিসাবে আমরা গড়ে উঠতে পারবো। কাজেই আসেন আমরা সবাই আমাদের কুরআন নাযিলের যে বাণী 'ইক্বরা' সেই 'ইক্বরা'কে আমরা সঠিক অর্থে এটাকে মূল্যায়ন করি এবং বৃহত্তর আঙ্গিকে শিক্ষা জ্ঞান আহরণকে আমরা গুরুত্ব দেই। এবং এটা আমার আব্বা সবসময় বলতেন যে একটি দুয়া কুরআন মজীদের অত্যন্ত সুন্দর দুয়া সেটি হলো- 'রাব্বি যিদনী ইলমা' প্রভু তুমি আমাকে জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। জ্ঞান কোনদিন শেষ হয় না। ছাত্র হয়ে বেরিয়ে গেলেও জ্ঞান আহরণ করা যায়। কাজেই আমি আশা করি আমাদের সবার মনে এইটুকু থাকবে যে 'রাব্বি যিদনী ইলমা' আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

আলোচক : সেমিনারে প্রধান অতিথি ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষাকে সীমিত রাখা ঠিক হবে না। নবীন প্রজন্মকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের বেছে নেয়ার সুযোগ দিতে হবে

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউছুফ আলী

আউযবিল্লাহ হিমিনাশ শাইতোয়ানির রাযিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।
আজকের এই শিক্ষা সেমিনারের প্রধান অতিথি, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধকার জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লা, প্রিয় সহকর্মী প্রফেসর নজরুল ইসলাম, মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ও আমার সামনে উপবিষ্ট ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা ও কর্মীবৃন্দ এবং অন্যান্য সুধীমণ্ডলী- আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।

আজকের এ সেমিনারে আমার এটি দ্বিতীয় বক্তব্য। বোধহয় আমি কিছু না বললেই ভাল হতো। কিন্তু প্রবন্ধকার আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেব কিছু কথা উপস্থাপন করেছেন যেটির পক্ষে-বিপক্ষে কিছু কথা বলা প্রয়োজন বলে আমি মনে করছি। প্রথমতঃ তিনি কর্মমুখী শিক্ষার উপযোগীতা সম্পর্কে ভালই বলেছেন। আমি নিজেও উদাত্তকণ্ঠে স্বীকার করছি কর্মমুখী শিক্ষা ছাড়া একজন মানব তার জ্ঞান ও মেধার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয় না, এমন কি তাঁর বেচে থাকা ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মিটাতে সক্ষম হয় না। কিন্তু অকর্মমুখী শিক্ষা Third World Country গুলির প্রকট সমস্যা। দুঃখের কথা, লজ্জার কথা যে, ভারতে, বাংলাদেশে , পাকিস্তানে, তথা তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্রই কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারছে না। জানি না কবে অকর্মমুখী শিক্ষার এ প্রসার থেমে যাবে। জওহর লাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন Vice-Chancellor নামটা মনে নাই, তিনি একটি বই লিখেছেন। ঐ বই য়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, ছেলে মেয়েরা চাকুরী পাচ্ছে না, মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, সুতরাং পড়া লেখা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া তারা করবে কি? যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন মেয়ে পড়ুক, যতদিন ছেলে চাকুরী পাচ্ছে না, ততদিন ছেলে পড়তে থাকুক। এইভাবে অপরিকল্পিত, অপ্রয়োজনীয় লেখা-পড়া ইন্ডিয়াতে চলছে, বাংলাদেশেও চলছে, পাকিস্তানেও চলছে। অপরিকল্পিত শিক্ষা একজন দক্ষ কর্মী গড়তে পারে না, কেবল অহমিকাই বাড়ায়। উচ্চশিক্ষিত একজন ছেলে বা মেয়ে সাধারণ কোন কাজ করার স্পৃহা হারিয়ে ফেলে। এরূপ কাজ তাঁদের নিস্পৃহ করে তোলে। এতে কাজের ক্ষতি হয়, জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। কিন্তু এরূপ অপরিকল্পিত, অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা বন্ধ করার কৌশল উদ্ভাবন না করে আগেইতো আমরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ বন্ধ করতে পারছি না। এটাই মূল সমস্যা। কাজেই কাদের মোল্লা সাহেবের সাথে আমি একমত হলেও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার আগে উচ্চশিক্ষা বন্ধ করার পরিকল্পনা নিতে পারা যাবে না। আগে কর্মসংস্থানের পথ খুলে দিতে হবে। আমাদের নেতা-নেত্রীদের সে ভাবেই চিন্তা করতে হবে। Technical এবং Vocational প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলিতে যথোপযুক্ত

www.pathagar.com

গ্রহণের ব্যবস্থা করে এবং তদনুযায়ী কর্মসংস্থানের দিক উন্মোচন করে দিলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা আগ্রহী হবে না। তারা Technical প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মে নিয়োজিত হবার চেষ্টা করবে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের এভাবেই কর্মে যোগদান উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষা কেবল কর্মসংস্থানের জন্য নয়। মানুষের মেধার বিকাশের জন্য উচ্চ শিক্ষা। যেমন ডঃ নজরুল ইসলাম বলেছেন, তাহলে তাজমহল নির্মাণের প্রয়োজন ছিল না, তাজমহল একটা অতি বিলাসী নির্মাণকর্ম। ২০ বছর ধরে ২০ লক্ষ লোকের পরিশ্রমে এই তাজমহল নির্মিত হয়েছে। এই মেধা এবং শ্রম বাণিজ্যিক বা উৎপাদনমুখী পরিশ্রম নয়। কিন্তু বড় আশ্চর্য হতে হয় এই জন্য তাজমহল দেখে প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন বলেছেন "আমি আগে ভাবতাম পৃথিবীতে দুইটি শ্রেণীর লোক আছে, যারা তাজমহল দেখেছে - আর যারা দেখেনি।" তাহলে দেখা যাচ্ছে অনুৎপাদনশীল একটি সৃষ্টির প্রয়োজন নেই তা নয়। তাজমহল মুঘলদেরকে যুগ যুগ ধরে পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে, তাজমহল যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন স্মরণ করিয়ে দেবে। এবং স্থাপত্যক্ষেত্রে মুসলমানদের গৌরব অনন্তকাল ধরে প্রকাশ করবে। এক হিন্দু ছেলে আগ্রার কেল্লা দেখে বাংলা ভাষায় একটি কটু মন্তব্য করে, বাদশারা সারা ভারত থেকে রসদ এনে এইখানে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করে ভারতেকে শোষণ করেছে, ভারতের অর্থনীতি পঙ্গু করে দিয়েছে। আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম তাঁর বাড়ী কোথায়? সে উত্তর দিল তার বাড়ী পাবনায়। আমি প্রশ্ন করলাম আপনি কি তাজহাটের রাজবাড়ী দেখেছেন? সে বলল দেখেছে। আমি তাকে বললাম, তাজহাটের রাজবাড়ীর রসদ যদি একটি জমিদারী থেকে সংগৃহীত হতে পারে তাহলে সারা ভারত থেকে কতটুকুই রসদ সংগ্রহ করে ব্যয় করা হয়েছে তাজমহলে? ভেবে দেখুন তাজহাটের রাজবাড়ী অর্থাৎ উত্তরা-গণভবন নির্মাণে কত ব্যয় হয়েছে? তাজহাটের রাজবাড়ী বেশ ভাল একটি স্থাপত্য কর্ম। যদি সারা ভারত শোষণ করেই তাজমহল নির্মিত হয় তাহলে একটি জমিদারী থেকে কি নির্মম শোষণ করে তাজহাটের রাজবাড়ী নির্মিত হয়েছে? তিনি আর কথা বললেন না। মোঘলদের এই গৌরব ছোট করে দেখার জন্য Interpreter বা গাইডরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে দ্বিধা করেন না। বাসের মধ্যে গাইড বারবার বলছিলেন যে, বাদশাহ শাহজাহানের ১৫ শত স্ত্রী ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম বাদশাহ শাহজাহানের সন্তান কতটি ছিল? প্রকৃত পক্ষে তার স্ত্রী মেহেরুন্নেছা ১৫ তম সন্তান গ্রহণ করতে গিয়েই ইন্তেকাল করেছেন। তাহলে চিন্তা করুন যিনি এক স্ত্রীর ঔরসে পনেরটি সন্তানের জনক, তিনি ১৫শ' স্ত্রীর কাছে কিভাবে গেছেন? এইরূপ অবান্তর কথা বলে মুঘলদের গৌরবগরিমা খাটো করে দেয়ার কৌশল তারা অবলম্বন করেই চলেছে। আমি তাকে প্রশ্ন করেছি, আমরাতো মথুরায় যাচ্ছি। ওখানে কদমতালায় যাবো তো? কৃষ্ণমূর্তির পাশে কতজন উলঙ্গ নারী মূর্তি আছে? তিনি উত্তর দিলেন না। যাক, একথাগুলি জানা ভাল, শোনা ভাল- বিশেষ করে মোঘলদের কীর্তি -মুসলমানদের কীর্তি সম্পর্কে যে বিরূপ ধারণা প্রচার করা হচ্ছে তা সত্যিই উদ্বেগজনক। উচ্চ শিক্ষা সীমিত করার কোন পরিকল্পনা করা বা প্রচেষ্টা করা ঠিক

www.pathagar.com

হবে না। নবীন প্রজন্মকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের শিক্ষাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র বেছে নেয়ার সুযোগ দিতে হবে। কারণ জ্ঞানের কোন সীমা রেখা নেই। কয়েকদিন আগে একজন বলেছিলেন যে, এক জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তি মারা যাচ্ছেন। তার পূর্ব মুহূর্তে আর একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা এ বিষয়টি কি হবে বলুন তো? তিনি উত্তরে বললেন, এখন আপনার একথা জেনে কি হবে? আগে সুস্থ হন তখন জানবেন। আপনি এখন আল্লাহকে স্মরণ করুন। তখন রুগ্ন ব্যক্তি বললেন, দেখো না জানা থেকে জেনে মরা ভাল নয় কি ? এই কথায় মানুষের আহরণের অসীম আগ্রহ প্রকাশ পায় না কি? জ্ঞান অনন্ত অপরিসীম । জ্ঞান আহরণ সীমিত করা ঠিক হবে না। কাজেই মোল্লা সাহেবের সাথে কর্মমুখী শিক্ষার উপযোগীতা আমরা অনুভব করি। জ্ঞানের দ্বার তো খোলা আছে। জ্ঞান আহরণে বাধা নেই।

আর একটি কথা বলবো। আমাদের ছাত্ররা এখন বেশ কিছু Entrepreneurship এ এগিয়ে আসছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করছে। পাশ করে এসে অনেকে চাকুরী না পেয়ে, কেহবা চাকুরী না খুঁজেই, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদন শুরু করছে আমার এক ছাত্র, আমার সঙ্গে গবেষণা করত, সে Fisons এ Quality Control অফিসার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে। পরে সে ও তার স্ত্রী, সেও রাসায়নের ছাত্রী ছিল, বাড়ীতে তারা কিছু রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন শুর করল। ফটোগ্রাফী ফার্মে দ্রব্যগুলি বিক্রয় করত। এইভাবে এক সময় তারা কিছু রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য একটি ছোট খাটো কারখানা করল এবং চাকুরী ছেড়ে দিল। মানুষ চেষ্টা করলে এরকম অনেক কিছু করতে পারে। একটা Production কারখানা তারা করতে পেরেছে। যে সকল Chemical তারা উৎপাদন করছে সেগুলি অন্যান্য শিল্প কারখানায় ব্যবহার হচ্ছে। আগে এ Chemical গুলি সম্পূর্ণ আমদানী করা হতো। এখনতো আর সবটাই আমাদনী করতে হচ্ছে না। এখানেই তা উৎপাদিত হচ্ছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে। কাজেই এরূপ Entrepreneurship গড়ে উঠলে দেশের মঙ্গল, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, আর দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়- বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়। সুতরাং এরূপ প্রচেষ্টায় নবীন প্রজন্মদেরকে উৎসাহিত করা উচিত।

আর একটা কথা না বলে পারছি না, সেটি হলো ১৯৭৩ Act সম্পর্কে। মোল্লা সাহেব সত্যি ঝড় তুলেছেন। যেটা নজরুল সাহেব পাল্টা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছেন। আসলে আমি কাউকে দোষ দেই না। মোল্লা সাহেব ঠিকই বলেছেন ১৯৭৩ সংবিধি University তে ছাত্র রাজনীতি, শিক্ষক রাজনীতির মূল কারণ। আর নজরুল সাহেবও যেভাবে বলেছেন যে, Act এ কোথাও লেখা নাই যে ছাত্রদের Politics করতে হবে - শিক্ষকদের Politics করতে হবে। Act এ এই রকম কোন একটি কথা লেখা নাই একথা সত্য। কিন্তু Act টি এমনভাবে Design করা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে Politics অবশ্যই প্রবেশ করবে। এখন ধরুন ফলের কোন এক জায়গায় পঁচন ধরলে

www.pathagar.com

বেশি সময় লাগে না সমস্ত ফলটিকে পঁচিয়ে দিতে। এরকম অবস্থা হয়ে গেছে ১৯৭৩ এর University Act এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে সব জায়গায় পঁচন ধরাচ্ছে। শিক্ষকরা বা ছাত্ররা যদি তাদের চাহিদা অনুযায়ী, তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে রাজনীতি করত, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ মোটেই বিঘ্নিত হত না। দেশে যখন একটা Emergency অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন অবশ্যই সকলের রাজনীতি করার অধিকার এসে যায় - দেশের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করার অধিকার এসে যায়। তখন স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সব সময়ে কোন না কোন সমস্যা সৃষ্টি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের বিরুদ্ধে বা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে - অন্যায় দাবী আদায় করে নেয়া শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী কারও নিকট আশা করা যায় না। ছাত্ররা এরূপ আন্দোলন চায় না। হতে পারে হাতে গোনা কিছু ছাত্র রাজনীতিবিদ এতে সংশ্লিষ্ট হয়। কিন্তু অন্যান্য ছাত্রদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। কারণ একজন শিক্ষক মনে করে যে, ছাত্রদের দিয়ে যদি কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারি এবং Vice-chancellor এর কাছে গিয়ে বলতে পারি যে, আমি এই আন্দোলন থামাতে পারব তাহলে হয়তো আমি একটা Advantage পাবো - আমি হয়তো কিছু একটা উপহার পাবো। তারপরে প্রমোশন এর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন হয়ে গেছে, যে বছর পার হরে প্রমোশন হতে থাকে। এটা প্রায় সারা দেশেই হয়- তবে এটা নিয়ে তাদের দায়ী করা যায় না। ঠিক আছে তাদের প্রমোশন হোক। কিন্তু এই যে, Election গুলি আছে, এই Election গুলির জন্যই দালীয়করণ হতে থাকে। যেমন একজন ভাইস-চ্যান্সেলর তার দল ভারী করতে বেশ কিছু শিক্ষক নিয়োগ করেন। পরবর্তী ভাইস-চ্যান্সেলর তাদের Balance করার জন্য আরো বেশী শিক্ষক নিয়োগ দেন। এভাবে একটা Race শুরু হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাবে শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে, বেশ কিছু নিম্নমানের শিক্ষক শুধু দল করা জন্য নিয়োগও পেয়ে যান, কিন্তু এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ, শিক্ষার মানের কোন উন্নতি হয় না। কেবল নির্বাচনে দলকে জিতিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে এভাবে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। যদি Election না থাকতো, তাহলে Election এ জেতার প্রবণতা, জেতার চিন্তাও কেউ করত না। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে Election বাঞ্ছনীয় না। ১৯৭৩ Act এর সবগুলি ধারা খারাপ একথা বলা যাবে না। তবে যে ধারাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটায় সেগুলি বাতিল করা উচিত।

High Technology সম্পর্কে কাদের মোল্লা সাহেব একটা Basic কথা বলেছেন। সেটিও আমার মনে হয় দরকার। পাকিস্তান খুব Rich country নয়। কিন্তু তারা এটম বোমা তৈরি করে দেশের সার্বভৌমত্ব-সংহতির একটা অবস্থানে এসেছে। অন্তত আমরা এটা মনে করব যে, Muslim World এ তারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা নেতৃত্ব দিচ্ছে। কাজেই High Technology এর প্রয়োজন আছে।

www.pathagar.com

আমি আর বেশি কথা বাড়াতে চাই না। মাগরিবের আযান বোধহয় হয়ে গেছে। আমি সবশেষে ইসলামী ছাত্রশিবিরকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই এবং তাদের মঙ্গল কামনা করি, এইজন্য যে, তারা শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করছে- যেটা সত্যি প্রশংসার যোগ্য।

আর একটা কথা না বলে পারছি না। শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুক সাহেব কিছু কথা বলে গেলেন যা আমি বহুদিন থেকে চিন্তা করছি। এই দেশে শিক্ষানীতি করে কোন লাভ হবে না। কোন শিক্ষানীতি Implement হবে না এবং শিক্ষানীতি কোন সময় প্রয়োগ করা যাবে না। তিনি যে কথাটা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। ধরুন, প্রাইমারি স্কুলে আমরা যদি দশ বছরের মধ্যে একজন করে মাওলানা নিয়োগ করতে থাকি, আর তিনি যদি ছাত্রদেরকে দ্বীনি এলেম এবং আরবী শিক্ষার ক্ষেত্র ছাত্রদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন, তাহলে হয়তো অনেক ছাত্র-ছাত্রী আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় মনোনিবেশ করবে। অন্তত ইসলামের মূলনীতিগুলি শিখবে। ছেলেমেয়েদের নৈতিক শিক্ষার উন্নতি ঘটবে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি যে, প্রাইমারী স্কুলকে ইবতেদায়ী মাদ্রাসা করব তাহলে দেশে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হবে। বিরাট আন্দোলন হবে। সুতরাং আমরা ঐ পথে না গিয়ে যে পথে সহজে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে সেই পথ অবলম্বন করব। ওসমান ফারুক সাহেব খুব সুন্দরমতই কথাই বলেছেন যে, আস্তে আস্তে আমরা ভিতরে প্রবেশ করে যাব, কিন্তু বাইরে তাদেরকে বুঝতে দিব না। প্রকৃত পক্ষে এটাই উত্তম পথ। আন্দোলন করে বা নীতি নির্ধারণ করে আমাদের দেশে এখনো কোন কাজ করা যাবে বলে আমার মনে হয় না।

আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। ইসলামী ছাত্রশিবির আমাকে এখানে সভাপতি হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে অত্যন্ত গৌরবান্বিত করেছে। আর সেমিনারের উদ্দেশ্য কিছু বলা, কিছু শিখা। আমার মনে হয় আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, সেই জন্য নিজেকে ধন্য মনে করছি। পরিশেষে আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির জিন্দাবাদ।

আলোচক : সেমিনারের সভাপতি ও সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

সার্টিফিকেট নয়, জ্ঞান অর্জনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে

ড. মোস্তাফিজুর রহমান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। মাননীয় সভাপতি, সম্মানিত সহযাত্রী ও সহকর্মীবৃন্দ, আমার সবুজ তরুণ ছোট বন্ধুরা, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমি দীর্ঘদিন এদেশে ছিলাম না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র হিসেবে Research করার জন্য লন্ডন গিয়েছিলাম। তোমরা শুনেছ, প্রফেসর নজরুল ইসলাম সাহেব সে কথা বলেছেন। সেটা সিক্সটি নাইন-এর কথা। আমার প্রিয় ছাত্র আব্দুল মালেক নেই, একথাটি আমাকে লন্ডনে জানানো হয়েছিল। আমি অভিভূত হচ্ছি। আমি সেদিনকার লন্ডনে বসে, আঃ মালেকের জন্য দোয়া করেছি। আসো আজকেও তার জন্য একটু দোয়া করে নেই। আল্লাহুম্মা আমীন ওআল্লা, এই রূহকে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ এই রূহ থেকে ফায়েজ তুমি আমাদের ভিতর এনে দাও। আল্লাহ, যে উদ্দেশ্যে সে প্রাণ দিয়েছে, সেই উদ্দেশ্যকে তুমি কামিয়াব করে দাও। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়াসালামুন আলাল মুরছালীন ওয়াল হামদুলিল্লাহহি রাব্বিল আলামিন।

আমার খুব বেশি বলার কিছু নাই, আর আমি প্রবন্ধটি পাঠ করিনি। পাঠ করা যখন হয়েছে তখনও আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম না। প্রবন্ধে আমার নিকট একটি জায়গা ধরা পড়েছে এবং আমি সেখানে দাগ দিয়ে রেখেছি। তোমরা যদি এবারকার শিক্ষাদিবসে যে শিক্ষা মন্ত্রণলয়। ওরা একটা স্মারক বের করেছিল পড়ে থাকে সেখানে আমার একটি প্রবন্ধ আছে হয়তো দেখেছো "আদর্শ শিক্ষক" কেউকি পড়েছ আজ এখানে। এবারকার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা দিবস উপলক্ষে। একটি স্মারক বের করেছিল। সেখানে কয়েকজন ভাইস চেন্সেলরের লেখা ছাপা হয়েছিল। সেখানে আমার একটা লেখা দিল ওটাছিল আদর্শ শিক্ষক। এক আমি কিছু বলতেও পারিনা, অল্প কিছু, তো ওসমান ফারুক আমাকে বলেছিল, যে দেখো, আমরা এটা মনে মনে চিন্তা করছি, কিন্তু কেউ বলতে পারি না তুমি বলেছ। বড় সাহস করে বলেছ। আজ আমি কাদের মোল্লাকে বলতে চাই-তুমি ঠিক এমনি ভাবে একটি দু:সাহসিক কাজ করেছ। যা অনেকে মনে মনে ভাবে কিন্তু বলে না। তুমি বলেছ, আল্লাহ তোমাকে এইরকম সত্য বলার তৌফিক আরো আরো দিক। এই সত্য কথাটি দুইজন রাজনীতিবিদ বহু আগে অনেকবার বলেছিলেন। একজন নেই, একজন জীবিত আছেন। একজন হলেন মাওঃ আবুল আলা মওদুদী, আরেকজন হলেন, প্রফেসর গোলাম আযম। তারাও রাজনীতি করেছেন কিন্তু বলেছেন, ওরা জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। ওরা জাতীয়তাবোধে উজ্জিবিত

www.pathagar.com

ছিলেন। ও তরুণ ও সবুজ ভাইয়েরা আমার। তোমাদের বলছি জাতীয়তাবাদ করে, আমাদেরকে দ্বিধা বিভক্ত, শত বিভক্ত করে দিও না। আমরা এক জাত, এক উম্মাত। জাতীয়তাবোধে তোমরা উজ্জিবিত হও। দেশের ভালবাসা তোমাদের মাঝে থাকবে। তাই আঃ কাদের মোল্লা'র প্রবন্ধে যেটা আমি পেয়েছি, জাতীয়তাবাদ আমি সেখানে পাইনি, জাতীয়তাবোধ আমি সেখানে পেয়েছি। ও বলেছে যে, আজ যদি আমাদের শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হয়,এই কর্ম্মমুখী হোক, নৈতিক হোক ঐ সমস্ত জিনিসে আমি যেতে চাই না। আমি শিক্ষার কথা বলছি, কাজেই শিক্ষাকে যদি কাজে লাগাতে হয়, তাহলে শিক্ষার মূলে যেতে হবে। সে মূল শিক্ষা কি আজ আমরা পাচ্ছি না। আমরা সার্টিফিকেট পাইতেছি, চাকরী-বাকরী করার জন্য কিছুটা একটা সনদ পাইতেছি। প্রকৃত শিক্ষা যেটা আমাদের জ্ঞান দিবে, ঐ শিক্ষা আমাদের হচ্ছে না। আমরা সার্টিফিকেট পাইতেছি। চাকরী-বাকরী করার জন্য কিছুটা একটা সনদ পাইতেছি। প্রকৃত শিক্ষা যেটা আমাদের জ্ঞান দিবে, ঐ শিক্ষা আমাদের হচেছ না। মিশরের ডাঃ তোহা হোসেন একটি বক্তব্য রেখে গেছে, ওমর এর যুগকে সামনে রেখে সে বলেছে, আশহাদুত্তু বেলাইলমেন খাইরুম মিন ইলমে বেলা শাহাদাতুন। এর অর্থ হলো Certificate without knowledge is better than knowledge, without certificate. আজকের পৃথিবীর জ্ঞানটা হল এই, তোমাদের জ্ঞান আছে, কি না আছে, এর কোন প্রয়োজন নেই, তোমার Certificate আছে কি? যদি Certificate থাকে তাহলে তুমি এই সমাজে সমাদৃত। আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায়, আমাকে Certificate সূলভ জ্ঞান দিচ্ছে। না, না, না, ইসলাম Certificate এর জ্ঞান চায় না। ইসলাম চায় প্রকৃত জ্ঞান। কাদের মোল্লা একটি মৌলিক কথায় ফিরে এসেছে। আজকের সমাজে আমরা জ্ঞান থেকে দূরে সরে গিয়ে, শিক্ষায় চলে এসেছি। শিক্ষায় যে জিনিসটা আমাকে দেয় সেটা হলো জ্ঞান, আমরা এই দুটোকে এক করে ফেলেছি। একটা তালিম আর একটা ইলম। এই পার্থক্যটুকু করার মত যোগ্যতাও আর আমাদের মাঝে নাই। তালাবুল ইলমে ফারিদা, ইলম আহরণ করা ফরজ। আমাদের Communism জানতে হবে। আমাদেরকে Socialism জানতে হবে এবং জেনে তার বিরোধিতা করতে হবে কুরআনের আলোকে। বড় মৌলিক কথা একটু চিন্তা করতে হবে। আজ আমাদের যে জিনিসের বড় প্রয়োজন সেটা হলো তোমাদের মত এই রকম কিছু সবুজ তরুণ চাই, যারা ঐ উতবা, শাইবা, ওলিদ, মুগিরা, আবু জেহেল ও আবু লাহাবের মত হয়নি। যারা সেদিনকার স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত থেকে, ইসলামের বিরোধিতা করেছিল, আর তোমরা সেদিনকার ঐ যুবকরা, ওদের হাত ভাঙ্গার জন্য ময়দানে নেমে এসেছিল। তোমাদের জন্য সেদিন আল্লাহর আরশ থেকে Certificate এসেছিল, "আসসাবিকুন আসসাবিকুন, ওলা ইকাল মুকাররাবুন" তোমাদের জন্য বলা হয়েছিল, যে ওরা এই আজরাইল, ইসরাফিলের চেয়ে নিকটবর্তী, কারা তারা? আমি আয়াতের Research করতে গিয়ে ৬০ জনের নাম সেখানে Include করেছি। তখনো ভিতরে হয়তো ওমর আসেননি, তিনি তখনো মুসলমান

www.pathagar.com

হননি। এই ষাট জন যাদের জন্য এই আয়াত নাযিল হয়েছে, তারা কারা? তারা কি করেছিল সেটা তোমরা, পৃথিবীর ইতিহাস বলে যত বিপ্লব, যত আন্দোলন, যা কিছু সংগঠিত হয়েছে এই বুড়ারা করেনি, তোমরা যুবকরা করেছ। এই বলশেভিক আন্দোলনের কথা বলো, ফরাসি বিপ্লবের কথা বলো, Industrrial revolution এর কথা বলো, যেয়ে দেখো না, সেখানে কারা ছিল। আর চল্লিশ উত্তীর্ণ তারা কতজন, ৪০ অনূর্ধ্ব কতজন ছিল। দ্বীন ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছিল যাদের মাধ্যমে, তার ভিতরে ৪০ জনের নাম আমি পেলাম, যাদের বয়স ৪০ এবং এর কম ছিল। তোমরা যুবকরা সেদিন এগিয়ে এসেছিলে মুহাম্মদ(সা)এর ঐ পতাকাকে সেদিন উড্ডীন করেছিলে। আজকে এই পৃথিবীতে,স্বার্থান্ধ মানুষেরা, ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত লোকেরা, ওরা এইটা, সেইটা, ওমুক, তমুক, করে করে আসছে। ভাল লাগছে আমার। গত কয়েকদিন হয় মাত্র লন্ডন থেকে ফিরে এসেছি। ওখানেই দেখেছি এই যুবকদের মাঝে এই জাগরণ এসেছে। ওরা বুঝতে শিখেছে, ওদের প্রতারিত করা হয়েছিল, ওদের ভুল ইসলাম শিখানো হয়েছিল? ওদেরকে ইসলামের নামে এইটা সেইটা শেখানো হয়েছিল। ইসলামের মত সহজ সরল জিনিস পৃথিবীতে আর কিছু নাই। কিন্তু আমাদের কাছে এই হাশিয়া, এই বাইনা চাষে এই তাফসীর, এই মাজহাব, এই ফেকাহ দিয়ে সব শেষ করে দেওয়া হয়েছে। আজ প্রকৃত পক্ষে ইসলামকে কুরআন ও সুন্নাহর থেকে নিয়ে তোমাদের এগিয়ে আসতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, ওদের খুব জোড় নয়, যেখানে অনতুমলা, আলাইনকুনতুম মুকমেনীন, এই আল্লাহর ওয়াদাকে তোমরা বাস্তবায়িত করবে। সেদিন তোমাদের সামনেই, এগিয়ে আসো। তোমাদের আজ, সেখানে আছে। মোল্লা আজ সেই কথাটি বলেছে যে শিক্ষাঙ্গণে আমরা শিক্ষা পাচ্ছি না কেন? সে এটাকে চিহ্নিত করেছে এই বলে যে, এখানে রাজনীতি আছে, শিক্ষা নাই, এখানে ছাত্ররা রাজনীতি করে, শিক্ষকরা রাজনীতি করে, শিক্ষা কি করে হবে এখানে, এটা উড়ে গেছে, ওটা চলে গেছে। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট ইলেকশন হবে। সেখানে শিক্ষকরা, এইদল সেইদল ইত্যাদি করে করে বেড়াচ্ছে। দুনিয়ার সমস্ত জায়গা ঘুরে দেখে আসো। কোথাও এই Democratic ব্যবস্থা নেই। আমাদের মাঝে অনেকেই বলবে, এই আমরা Democratic ব্যবস্থা করেছি। এই শিক্ষাঙ্গনে Democratic ব্যবস্থা দিয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, ওখানে গিয়ে দেখো, সেখানেও তো নেই। পৃথিবীর কোন একটি দেশে নেই, যেখানে এই Democratic ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের শিক্ষাকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। ঐ '৭৩ সনের অর্ডিন্যান্স, এবারকার আমরা যে শিক্ষা কমিশনের রির্পোট দিয়েছি। সেখানেও চেষ্টা করেছিল এটাকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য কিন্তু ঐ রকমের কিছু লোক আছে, যারা এইটা সেইটা বলে, তবুও আমরা সেখানে অনেকটা নিয়ে এসেছি। এইটা নয়, এইটা নয়, এইটা নয় ইত্যাদি করার জন্য। তাই আমি যেই কথাটা বলেছি, একজন শিক্ষকের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধাবান, কোন ব্যক্তি ছাত্রদের কাছে হয় না। ঐ

www.pathagar.com

শিক্ষক যখন ক্লাশে উপনীত হন। তখন সেটাকে কোন দলীয় শিক্ষক হয়, সে যদি জামায়াতপন্থী হয়, সে যদি বিএনপি পন্থী হয়, সে যদি আওয়ামীলীগ পন্থী হয়, আর ছাত্রদের মধ্যে যদি তার বিরুদ্ধবাদী কোন ছাত্র ঐ ক্লাশে থাকে তার শ্রদ্ধা কি ঐ শিক্ষকের প্রতি থাকবে? বলো তোমরা ছাত্র বলো। তাহলে ঐ ছাত্র কি করে সে শিক্ষককে শ্রদ্ধা করবে, তার থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করবে? অতএব এই বড় রাজনীতি করে গোলাম আজম আর মাওলান মওদুদী- তারাও সেদিনকার এত বড় রাজনীতিবিদ হয়েও তারা বলেছিল শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি করা চলবে না। ছাত্রদের দলীয় রাজনীতি করা চলবে না। ওরা রাজনীতি করবে ছাত্রদের জন্য, ওরা রাজনীতি করবে শিক্ষকদের জন্য, করবে তারা রাজনীতি, কিন্তু দলীয় রাজনীতি নয়, আজ, আমার এই প্রিয় ছাত্র আমাদের মোল্লা, একজন রাজনীতিবিদ হয়ে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ হয়ে তার কণ্ঠে এটা উচ্চারিত হয়েছে আমি দেখে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি, আমি ওর জন্য দোয়া করছি এবং আমি এই কথাটি বলবো যদি সাংবাদিকরা এখানে থাকেন পেপারের হেডিংয়ে আসা চাই, এই একটি কাজই আপনারা এই সেমিনারের মাধ্যমে করে দিন, যে আজ অন্তত: এতটুকু হোক যে শিক্ষাঙ্গণ থেকে আমরা দলীয় শিক্ষা, শিক্ষক এবং ছাত্ররাজনীতি দলীয় রাজনীতি বন্ধ করা হোক এটা আমরা চাই। কি বলুন? ঠিক। তোমরা রাজনীতি করবে। ছাত্ররা ছাত্রদের স্বার্থে, শিক্ষকরা রাজনীতি করবে শিক্ষকদের স্বার্থে, কিন্তু সে আওয়ামীলীগের শিক্ষক, সে বিএনপি'র শিক্ষক, সে জামায়াতের শিক্ষক, এই নিয়ে শিক্ষঙ্গণের রাজনীতি করা চলবে না। ঠিক এই একটি প্রস্তাব আজ এখান থেকে উচ্চারিত হোক, আমি বিশ্বাস করি, এক এক বছরের মধ্যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসে যাবে। আজকে এখানে যে সেমিনারের আয়োজন করেছে, সেটা জাতির ইতিহাসে একটা মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। আব্দুল কাদের মোল্লার এই একটি প্রস্তাবকে তোমরা বাস্তবায়িত কর। কারণ আমরা শিক্ষার নামে প্রহসন করে চলছি। দাঙ্গা করে চলছি, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলছি। এগুলোকে বন্ধ করতে হলে আইন করে দিতে হবে। আমরা চাই না, চাই না, চাই না, শিক্ষাঙ্গণ দলীয় রাজনীতি চলুক, সেটা ছাত্রের হোক কিংবা শিক্ষকের হোক। সর্বপ্রথম শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। আমি আর বাড়াতে চাই না। আমি শুধু এখানে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে চাই, তোমাদের কাছে, এখানে মায়ের কাছে মামাবাড়ীর গল্প বললে ভাল লাগে নাকি, মায়ে কি ছেলের চেয়ে মামাবাড়ীর গল্প কম জানে নাকি?
তাই তোমদের কাছে ইসলামী শিক্ষার সেই ঔদার্যাতা চাই, কিন্তু আমরা শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহকে যারা বেসেছি ভাল। এইটা যখন আমি শুনেছি, তখন আমি অভিভূত হয়েছি। যাদের এই বিশ্বাস, যারা তাদের এই জীবনে এই লক্ষ্য করেছে। যে ওরা কিছু চায় না, ওরা কিছু চায় না। ওরা শুধু আল্লহকে ভালবেসেছে। তাদেরকেও কিছু বলতে হবে নাকি? তাদেরকে কিছু বলতে হবে? তাই, তাই আমি শুধু তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর দুয়াটি শিখিয়ে দিচ্ছি। মুহাম্মাদুর (সা)-কে আল্লাহ্‌তালা' একটা দুয়া শিখাইয়া

www.pathagar.com

দিয়াছিলেন, যখন নাকি খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) ইন্তেকাল করলেন, হযরত আবু তালেব চলে গেলেন, দাদা আব্দুল মুতালিব গেলেন, তায়েফ থেকে নির্যাতিত হয়ে ফিরে আসলেন, ব্যথিত হয়ে পড়লেন, কি করবেন, কিরবেন, কি করবেন? তখন আল্লাহ তাকে বললেন, "ওয়াকুল হাসবি আল্লাহ্, লাইলাহা ইল্লা আলাইহে তাওয়াক্কালতু, ওয়াহোয়া রাব্বীল আরশীল আযিম।" বলুন বলুন, বলুন, আপনি বলুন, না, না, না, এই তুমি, তুমি, তুমি আরো দরকার নেই, ঐ আলী, ওসমান, উমর, আবুবকর ওমুক, তমুক না, না, না কাউকে চাই না হাসবি আল্লাহ, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত আমি করি না। আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওর উপরে আমি নির্ভর করলাম। আর কারো উপরে নয়। ও আমার ছোট তরুণ ও সবুজ ভায়েরা আমার তোমাদেরকেও এই তালিম আমি আজ দিয়ে যেতে চাই, সেদিন মুহাম্মাদুর (সা)-কে যে তালিম দিয়েছিলেন, যে মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তোমাদের কণ্ঠেও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক কথাই যে, আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কাল করেছি আর কারো নয়। তোমরা আজ বলেছ, আল্লাহকে যারা বেসেছে ভাল, তাদের আবার কিসের ভয়, তাই নয় কি? (ঠিক) অতএব, তোমরা যারা আল্লাহকে ভালবেসেছো। আমি বিশ্বাস করি, এটা কথার ভিতরেই সীমাবদ্ধ রেখো না। উচ্চারনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখো না, তোমরা এটা জীবনে প্রতিষ্ঠিত করো, তোমাদেরকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। আমি ছোট একটি উদাহরণ দিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করে দিচ্ছি। তোমরা তরুণ ও সবুজ তাই এই ঘটনাই বলছি, আমার ঘটনার কোন কিছু আসবে না কুরআন ছাড়া- সেটা হলো ইউছুফ জোলেখার ঘটনা। এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ যদি সবচেয়ে সুন্দর কোন পুরুষ সৃষ্টি করে থাকেন, তিনি হচ্ছেন ইউছুফ (আ:), কোন রমনী করে থাকেন, জুলেখা। ওরা দু'জনই পূর্ণ যৌবনে উপস্থিত, উপনীত। জুলেখা গোপনে সেই যুবক ইউছুফের কাছে নিজেকে নিবেদন করলো, বললো আর কেউ নেই। আমরা দু'জন, আসো আমাদের আকাঙ্খাকে কৃতার্থ করি। ইউছুফ (আ:) সেখানে বললেন না, না, না; আর একজন আছে দেখেন, ঐ মেয়ে অধীর হয়ে গেলো, ওকে ধরার জন্য, না, কেউ নাই। দিলো দৌড়, দৌড় দেওয়ার পরে ঐ গেইট থেকে তখন বের হয়ে আসলো জুলেখার স্বামী আজিজ মিশার; দেখলো দু'জনে, এই ঘটনা করতেছে। লজ্জায় মাথা নত করে চলে গেল, যে কি করবে এই নালিশটা তো দরবারে নেওয়া যায় না, এক বুড়ি ছিল, এই ঘটনাকে কি করা যায়? বুড়ি তখন বললো, আচ্ছা ঠিক আছে, ঐ ছেলেটাকে ডাক, "ইনকা কুদ্দা মিন কুবুলান, ফাসদা কাদ মিন কুবুলান মিনাল কাদেরীন" কথাটা হলো ওর জামাটা যদি পিছন দিক থেকে ছেঁড়া থাকে, দেখো জামাটা ছেঁড়া কি না? তাহলে ঐ মেয়েটা মিথ্যাবাদী, আর ছেলেটা সত্যবাদী। আর যদি জামাটা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মেয়েটা সত্যবাদী, আর ছেলেটা সত্যবাদী। কথাটা বুঝতে পারলে ও গলা ঢেকে বললো যে মহারাজা, আপনার এই লোক আমার সম্ভ্রম নষ্ট করতেছিল। এখন কি করবেন? যখন নাকি এইটা প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন কি হলো ঐ মেয়ে অবলীলায় স্বীকার করে ফেললো, 'ক্বাদরা ওয়া রাতনি নাফাসি', আমার আত্মা আমার প্রবৃত্তি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আমি ওর উপর

www.pathagar.com

ঝাপিয়ে পড়েছিলাম। ওর কোন দোষ নেই। আমি এই ঘটনাটি তোমাদের কেন বলছি বলতে পারো? এত বড় উপাখ্যান কুরআনে আর একটিও নই। তোমরা যে কবিতা আজ এখানে উচ্চারন করেছো। আল্লাহকে যারা বেসেছে ভাল ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জন্য আমি ইউছুফের উদাহরণটা ঐ এনেছি, যে আল্লাহর একটি পরিচয় হলো ছামিউম বাছির। উনি সব শুনেন, সব দেখেন। তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তাহলে আল্লাহ সব শুনেন, সব দেখেন। কোন একটি অন্যায় তোমরা করতে পারবে না। তখনই আল্লাহ তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে যাবেন, তিনি দেখছেন, তিনি শুনছেন। তা না হলে শুধুমাত্র কবিতার এই উচ্চারন হয় যে, আল্লাহকে বেসেছি ভাল, আর যা ইচ্ছা তা করে যাও, তবে প্রতারণা হবে, ধোকা হবে। আজ যুবক তোমরা, তোমাদের কাছে সবচেয়ে চাহিদা এইটা, তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং প্রকৃই আল্লাহর কাছে নিজেকে নিবেদন করো ঐ আল্লাহ আজো সেই শক্তি নিয়ে বিদ্যমান। যে তোমাদেরকে বলে দিবে যে 'কুলনা ইয়া না ইয়ারাকুনি, বারদাও সালামা'। আগুন জ্বালাবে না। তোমরা যখন আল্লাহর কাছে বলবে, আল্লাহ আগুনকে বলে দিবে, তুমি হয়ে যাও ঠাণ্ডা, হয়ে যাও তুমি শন্তিদায়ক। ঐ আল্লাহ এখনো বিদ্যমান আছেন।

কিন্তু সেই আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়ার মতো তো হতে হবে। ওয়িতুন মায়েল বাকেয়াম হয়েতো ইসালেইনি। আজ আমার চাওয়ার মতো হতে হবে। আমার ভাল লাগছে তোমাদের মতো এইরকম কিছু নিবেদতি প্রাণ, দেখে যারা আজ প্রস্তুত হয়েছো। তোমাদের হাংকি মাংকি, এইটা সেইটা অনেক অনেক কিছু আমরা শুনবো, ওতে যায় আসে না, যারা এক আল্লাহয় বিশ্বাস করে, তার উপর নিজেকে নিবেদিত করে এইটিই আসল, আমি বিশ্বাস করি, এই দেশ তোমার এই পৃথিবী তোমার এই জন্য তোমাদের কারো কাছে যেতে হবে না কিন্তু তার জন্য প্রকৃতভাবে আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে নিবেদন করতে হবে। তা না হলে হবে না। আজ আমাদের কাছে কি হয়েছে জানো? আজ আমাদের কাছে দেশের চেয়ে ধন বড়, দলের চেয়ে ব্যক্তি বড়। আজ আমি একটা জিনিস দেখছি ত হলো এই আমাদের কাছে শুনানো হচ্ছে যে, ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়। না, না, না, না। প্রকারান্তরে ধোকাবাজি হচ্ছে,মানুষকে প্রতারণা করা হচ্ছে। আমি Vice Chancellor হয়ে প্রত্যক্ষ করে এসেছি, আমি সেদিন চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম, বলুন আমি এইটা বলতে চাই, বলে না, না। এইটা বলা যাবে না। দক্ষ মানুষ আনতে চাই, যোগ্যলোক আনতে চাই, আমি চেয়েছিলাম আনতে, কিন্তু পারি নাই। তোমাদেরকে বলছি না, না, না, প্রতারনা নয়। তোমরা ঐ সৈনিক হয়ে এগিয়ে আস, আল্লাহ্‌র পথে নিজেকে নিবেদিত করে আস, আল্লাহ্‌ তোমাদের পথে থাকবেন ইনশাআল্লাহ্‌। এই দেশ তোমাদের, এই দেশে আমরা জায়গির থাকিনা কারো বাড়ীতে। কারো করুণায় আমরা চলি নাই। আমরা ট্যাক্স দিচ্ছি, আমরা এখানে কর দিচ্ছি, আমাদের দ্বারা এই দেশ চলছে, অতএব তোমাদের সেই প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসতে

www.pathagar.com

হবে, তোমারা সেই প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আস। আর তোমাদের যে নেতৃত্ব, আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহর রহমতে এই নেতৃত্ব সঠিকভাবে তোমাদেরকে সঠিক গোলে পৌঁছিয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ, আমি শুধ এতটুকুই বলতে চাই, যে আজকের এই সেমিনারটি তোমরা করেছ। আল্লাহ্‌তা'য়ালা এই সেমিনারকে কবুল করুন, আর এর পিছনে যারা সময় দিয়েছে আল্লাহ্‌ তাদের আরো তাওফিক দিন। এই রকমের কাজ করার জন্য। এই অভাগা জাতির ভবিষ্যতকে আল্লাহ্‌র রেজামন্দি অনুসারে গড়ে তোলার তাওফিক দিন। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আলোচক : সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ,কুষ্টিয়া এবং অধ্যাপক,আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিজ্ঞান আমাদের অস্ত্র, এর আবিস্কার ও প্রয়োগ আমাদের কর্মমুখী করে তোলে

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম

এখন আমি আজকের প্রবন্ধ সম্পর্কে কিছু কথা বলছি প্রবন্ধটি সম্পর্কে পূর্ববর্তি আলোচকগণ অনেক প্রশংসাবাণী উল্লেখ করেছেন, আমিও করছি। কারণ, অনেকগুলি বক্তব্য আমারই অন্তরের কথা। তবে এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যে সম্পর্কে আমার কিঞ্চিৎ ভিন্নমত সবিনয়ে পেশ করব। প্রবন্ধকার বিষয়বস্তুগুলির মূল বক্তব্য খুব সরাসরি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। একটু বিস্তারিত বললে হয়ত সেগুলির প্রতি কিছুটা ইনসাফ করা হত। সকলের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উম্মুক্তের শ্লোগানকে তিনি একটি বড় ধরণের সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে দুর্বল মেধার ছাত্রদেরকে ছাগলের রশি বাধাঁর মতো করে মাস্টার ডিগ্রী পর্যন্ত টেনে নিয়ে সকল শ্রেনীতে তৃতীয় বিভাগ অর্জন করিতে নিজের পরিবারের বা জাতির কি লাভ? প্রশ্ন রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (হয়ত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ও) সার্টিফিকেটে ছাগলের জলছাপ দেয়া আছে। এটা প্রবন্ধকারের বক্তব্যের প্রতিধ্বনী কিনা? ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করার জন্য অন্যতম কারণ হিসেবে প্রবন্ধকার উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছেন সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস হয়েছে শিক্ষকরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার কারণে। এ সম্পর্কিত তাহঁ মতামত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

চিন্তাপ্রসূত হলে আমার আপত্তি নেই। তবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে শিবির আয়োজিত সেমিনারে এ ধরণের বক্তব্য প্রদানে আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জামায়াতের এ সকল বক্তব্য সর্বমহল জ্ঞাত হলে জামায়াতপন্থী শিক্ষকগ্রুপ সেখানকার রাজনীতিতে কিছুটা অসুবিধায় পড়ে যাবে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের শেষার্ধ অবধি সারা দেশে যে কঠিন দিন গুলি অতিক্রান্ত হচ্ছিল -সেই সময় এই এ্যাক্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অঙ্গনে শিক্ষকদের মনে কিছুটা হলেও নিরাপত্তা বোধ জাগিয়েছিল। সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আজ ইসলামী ও নৈতিকতা ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের যে দাবী উঠান যাচেছ তা ঐ অধ্যাদেশের পরোক্ষ ফল। এই অধ্যদেশের ছত্রছায়ায় শিক্ষক সমিতির সভায় জননেতা প্রফেসর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পেশ করতে শিক্ষকরা সাহস পেয়েছিলেন। এই অধ্যাদেশের কারনেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ইসলামীপন্থীরা একটা ফ্যাক্টর হয়ে আছেন। আমি নিজেও অনেক জায়গায় বলে থাকি ১৯৭৩ এর অধ্যাদেশের সংশোধন হওয়া উচিৎ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র শিক্ষক (মরহুম) এখন থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে শিক্ষক সমিতির সভায় বলেছিলেন, এই অধ্যাদেশ ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া উচিৎ। এটি টয়লেট পেপার তৈরি করার কিংবা ওজনে বিক্রি করারও অযোগ্য। কিন্তু আমি নিজেও তো এই অধ্যাদেশের বেনিফিসিয়ারি। ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে সে সকল উপহার দিয়েছে তার জন্য প্রথমে নমস্কার করে বলছি যে, এর বদলৌতে অনেক যোগ্য ও সিনিয়ার প্রফেসরকে অতিক্রম করে বিজ্ঞান অনুষদের ডীন নির্বাচিত হওয়া, বিভাগের সভাপতির পদ অলংকৃত করা, অন্তত: দুইবার উপাচার্য প্যানেলের প্রার্থী হওয়া, বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে সিনেট কর্তৃক সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত হওয়া, কমিয়ে বললেও দুই শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সভাপতি/সদস্য হওয়া ইত্যাদি সবই এই অধ্যাদেশের কারণে। এই অধ্যাদেশ আমাকে কি দেয়নি সেটাই আমার শিক্ষকতা জীবনে অনুসন্ধানের বিষয়। সুতরাং অধ্যাদেশ যাই থাকুক না কেন আপাততঃ তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা ব্যক্তি স্বার্থের খাতিরেই আমাকে চেপে যেতে হচ্ছে। অধ্যাদেশ 'একজন কাফেরও নয়' আবার 'জামায়াতের রুকন'ও নয়। যারা এটি প্রয়োগ করবেন তাদের মনোভাব অনুযায়ীই এটা ব্যবস্থা হবে। একজন দক্ষ লেবারের হাতে খোন্তা (শাবল) দিলে সে মাটি খুঁড়ে আলু তুলবে কিন্তু খোন্তা ভল্লুকের হাতে পড়লে যা হবার তাই হবে। খোন্তার তো কোন দোষ দেখি না। সেই সময় গণতান্ত্রিক ও গণমুখী শিক্ষার জোরদার দাবী ছিল। একটি সুশীল উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক সমাজের হাতে একটি ডেমোক্র্যাটিক এ্যাক্ট দেয়া হল কিন্তু সেটা অপপ্রয়োগ করে শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করা হবে এবং শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত করা হবে এ উদ্দেশ্য তো ঐ এ্যাক্ট দেয়া হয়নি? যদি বলি 'সমুদ্রের কাজ শুধু মরা শামুক উপহার দেয়া' তা হলে অবিচার করা হবে না কি? পূর্বে সিনিয়র মোস্ট শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলিতে আজীবন প্রধান হয়ে থাকতেন, তাঁরাই সকল পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান হতেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কাজে অংশ নিতেন। বাছাই

www.pathagar.com

করা মুষ্টিমেয় শিক্ষক বিভিন্ন কমিটিতে ব্যস্ত থাকতেন। প্রশাসনিক কাজ শেষ করে তাদের লেখাপড়া করা ও করানো এবং গবেষণাকর্ম পরিচালনার অবসর কোথায় ছিল? সে ক্ষেত্রে বর্তমান অধ্যাদেশ কি শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক নয়?

মাত্র চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশই সকল অনাসৃষ্টির কারণ হয়ে থাকলে আর বাকি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্নতর এক্ট চালু থাকা সত্ত্বেও সেগুলির শিক্ষাব্যবস্থা উন্নততর নয় কেন?

প্রবন্ধকারের বক্তব্য থেকে এটাও বুঝা গেছে যে, শুধু শিক্ষার জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন নেই, চাই শুধু কর্মমুখী শিক্ষা। বক্তব্যটিও একটি ওভার সিমপ্লিফিকেশন। শুধু যদি কর্মমুখী শিক্ষা নিয়েই মানুষ ব্যস্ত থাকত তাহলে সভ্যতার বিকাশ হত না। মানুষ কাজের জন্যে একটা অস্ত্র তৈরি করল কিন্তু সভ্যতা তখন শুরু হল না যতক্ষণ ঐ অস্ত্রকে সজ্জিত না করা হচ্ছে। একটা সাদা-মাঠা ঘরই মসজিদের প্রয়োজন মেটাতে পারে। কিন্তু সুপার আর্কিটেকচার , সুদৃশ্য গম্বুজ ও মিনার না থাকলে ঐ সমাজকে সুসভ্য ও সংস্কৃতিমণা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে না। এ সব অপ্রয়োজনীয় বিষয় সভ্য সমাজের নির্ণায়ক হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে অথচ মসজিদের এ সব ডেকোরেশনে আদৌ সওয়া বাড়ে না।

বিজ্ঞান আমাদের অস্ত্র। এর আবিস্কার ও প্রয়োগ আমাদের কর্মমুখী করে তোলে। কিন্তু বিজ্ঞানকে আমরা কিভাবে দেখি? সাধারণ মানুষ ও শিল্পপতিরা বিজ্ঞানকে দেখে একটা গভীর মত করে। বিজ্ঞান থাকবে এবং প্রয়োজন মত আমাদের দুধ দিয়ে যাবে। আর যাঁরা বিজ্ঞানের চর্চা করে যান। নানান ফ্যাক্টর তাদের উৎসাহ যুগিয়ে থাকে। জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, হাইজেনবার্গ, স্রোয়েডিংগার, ডিরাক প্রমুখ বিজ্ঞানী তাদের নির্ণীত সমীকরণ দেখেই মুগ্ধ হতেন। তাঁরা ভাবতেন, যে সমীকরণ এত সুন্দর তা অবশ্যই সত্য হবে। তাই বিজ্ঞান কারো কাছে 'সৌন্দর্যময় দেবী' আর কারও কাছে 'প্রয়োজনের গাভী'। তবে প্রয়োজনের গাভীই হোক আর অর্চনার দেবীই হোন তাদের জন্য গোশালা বা মন্দির বানাতেই হবে। এসব হলো গবেষণার এবং এর জন্য সমাজকে অবশ্যই অর্থ যুগিয়ে যেতে হবে। ইচ্ছা করলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োগও কর্মমুখী শিক্ষা দেয়া যায় না। আর বিশ্ববিদ্যালয় আবিস্কার, প্রয়োগ ও কর্মমুখী শিক্ষার জায়গা ও নয়, কোন দিন ছিলও না।

আজকের দিনে বিজ্ঞানের প্রভাব আমরা অস্বীকার করতে পারিনে। পাশ্চাত্যের জীবন যাত্রা, খাদ্য গ্রহণ, যৌন আচরণ সব কিছুই বিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু সে সব বিজ্ঞান শুধুমাত্র কর্মমুখী আবিস্কারের প্রচেষ্টায় আসেনি। বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে দ্রুত ফল লাভের আশা করাও বৃথা। শুধুমাত্র প্রয়োজনে বিজ্ঞানের আবিস্কার হয়ে থাকলে রেডিওর আবিষ্কর্তা মার্কনী না হয়ে হতেন কোন একজন পোস্ট মাস্টার জেনারেল। শেরশাহ প্রবর্তিত ঘোড়ার ডাকে দ্রুত কাজ হচ্ছে না, ঘোড়াগুলিও খুব বুড়ো হয়ে গেছে- সুতরাং রেডিও আবিস্কার করতে হবে। এ সমস্যা ফ্রাংক হার্ৎজ, প্রফেসর জগদীশ বসু বা মার্কনীর সমস্যা নয়। একজন পোস্ট মাস্টার জেনারেলের। এখন চলছে সেমিকন্ডক্টার

www.pathagar.com

ইলেকট্রনিকসের বৈপ্লবিক যুগ। এই বিদ্যা বুঝতে ও আয়ত্তে আনতে কোয়ান্টাম মেকানিকস জানা ও বুঝা অতীব প্রয়োজন। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স আবিস্কৃত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্নতর প্রয়োজনে ও প্রেক্ষপটে। তাই বিজ্ঞানের আবিস্কার ও প্রয়োগের মধ্যে বিশাল একটা সময়ের ব্যবধান আছে আর অনেক ক্ষেত্রে এদের মধ্যে কো-রিলেশন খুঁজে পাওয়া যায় না।

অনেক মনীষী কর্মমুখী শিক্ষাকে সরাসরি নেগেট করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'পেট ভরাতে হবে এর জন্য বেশী সাধনার দরকার নেই। কিন্তু পুরোপুরি মানুষ হতে হবে এর জন্য অপরিমিত সাধনার দরকার'। প্রফেসর আলবার্ট আইস্টাইন এক পত্রে নীলস বোরকে লিখেছিলেন- এখন থেকে আমি এমন কোন কাজ করব না, যার সাথে অর্থ উপার্জনের সম্পর্ক আছে।

কর্মমুখী শিক্ষার হুজুগে পড়ে আমাদের দেশে কি দশা হচ্ছে তার একটা উদাহরণ উপস্থাপন করতে চাই। কম্পিউটার আধুনিক যুগের একটা বিশাল আবিস্কার । শিক্ষা, গবেষণা, ব্যবসা-বানিজ্যে, তথ্যপ্রযুক্তি আদান প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর বিস্ময়কর প্রয়োগ অগণিত। কম্পিউটার বিক্রয়ের কোম্পানীর মালিক ও ব্যবসায়ীগণ এ বিষয়ের বড় বড় পন্ডিত, এতদসংক্রান্ত মন্ত্রী, সচিব ইত্যাদিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বড় বড় সম্মেলন ও প্রদর্শনী একের পর এক করে যাচ্ছেন। তাঁরা শিক্ষিত বেকারসহ অন্যান্যদেরকে কম্পিউটার ব্যবহার শিখে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার এক একটি স্বপ্ন ছুড়ে মারছেন। এই বিদ্যা আয়ত্তে এনে কোটি কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছে। এই প্রলোভনে পড়ে কম্পিউটার কেনার হিড়িক পড়ে গেছে। অসংখ্য ট্রেনিং সেন্টার গজিয়ে উঠেছে। কোম্পানীগুলি কম্পিউটার বিক্রি করে ফুলে ফেঁপে উঠছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল হচ্ছে কি? অফিস-আদালতে টাইপরাইটারের বিকল্প, শিশু-কিশোরদের গেমস, ইন্টারনেটে নানান শ্লীল ও অশ্লীল বিজ্ঞাপন দেখা, ঘরে বসে সিনেমা দেখা, কিন্তু কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষণ, ডাটা বেইস সংরক্ষণ এই সব মামুলি কাজ হচ্ছে। কম্পিউটার বৈজ্ঞানিক উপাত্ত এনালাইসিস করা যায়। কিন্তু উপাত্ত তৈরীর যন্ত্র, এপারেটাস, মেটিরিয়ালস ইত্যাদি থাকা আবশ্যক নয় কি? কম্পিউটারের হুজুগে পড়ে মধ্যবিত্তের সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে অভিভাবকগণ যে অর্থ ব্যয় করছে তাঁর প্রতিদান কি আমরা পাচ্ছি? না, পাচ্ছি না। কম্পিউটারের একটার পর একটা মডিফিকেশান বের হচ্ছে। অবসোলেটগুলি ওজনে বিক্রি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্ররা এই শাখায় ভর্তি হচ্ছে। ভাল রেজাল্ট করছে কিন্তু তেমন এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে না। ছাত্ররা চাকুরী পাবে এই যুক্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের নাম বার বার পরিবর্তন করা হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় যোগদান করার সময় সেখানে প্রখ্যাত কম্পিউটার বিজ্ঞানী প্রফেসর মুহম্মদ জাফর ইকবালের সাথে আমার এ সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। তিনিও মনে করেন, যে পরিমাণ এফোর্ট দেয়া হচ্ছে সেই অনুরূপ ফল লাভ হচ্ছে না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ২/৩ বছর পর ছাত্রদের এক নির্ধারিত বক্তৃতা প্রতিযোগীতার বিচারক ছিলাম। বক্তৃতার বিষয় বস্তু ছিল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা নিরসনের উপায় ক্তৃম্পর্কীত (সম্ভবতঃ)।

একজন প্রতিযোগী সমস্যার সমাধান দিল- বাংলাদেশের ১০ কোটি মানুষের জন্য ৫০ কোটি গাছ লাগাও। গাছের ফল খেয়ে জীবন ধারণ কর আর পাতা দিয়ে জ্বালানী বানাও। এতে করে দেশের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হবে। অতি সহজ সমাধান নয় কি? রোজগারই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে ধরা হয় তা হলে আমি আর একটা সমাধান পেশ করছি। বেশী লেখাপড়ার দরকার নেই। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া জানা টাউট মার্কা কেউ যদি বুক পকেটে একটা নোট বুক নিয়ে কোর্টের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে তা হলে মাস ছয়েক পরে তাঁর যে ইনকাম শুরু হয়ে যাবে তা থেকেই তার সংসার চলবে।

কর্মে উৎসাহদানকারী শিক্ষা এবং আমাদের বর্তমান শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে প্রবন্ধকার উল্লেখ করেছেন ট্ট 'শিক্ষিত হওয়া মানেই এক ধরনের ভূয়া আত্নসম্মান, কোথাও একটা অহংকারের মনোভাব যেন আমাদেরকে পেয়ে বসেছে। ডাবল সেক্রেটারিয়েট টেবিল, পিয়ন পাইক পেয়াদাসহ বেল টিপলেই attendand হাজির এমন একটা মনোভাব যেন ভার্সিটি ফেরৎ সকলের'। প্রবন্ধাকারের বক্তব্যের ব্যাপারে আমার বক্তব্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে বা কোথাও এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টির শিক্ষা দেয়া হয় না। বরং খাতক ও ক্লায়েন্টদের কাছে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের ভাবমূর্তি উন্নত করে তোলার জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। বিজ্ঞাপনের ভাষায় আমাদের সমাজের 'সংসার সম্মন' মনোভাবই এ অবস্থায় জন্ম দিয়েছে।

শিক্ষা থেকে ফল পেতে হলে জাতির কর্ণধার ও শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যস্থল থাকা আবশ্যক। আমাদের সম্ভবতঃ তেমন কিছু লক্ষ্যস্থল নেই। যে বিষয়ে ছাত্ররা শিখতে চায় সেখানে ভর্তি হতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে ভর্তিচ্ছু ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে আর সিনিয়র বড় ভাইয়েরা তার সাবজেক্ট নির্ধারণ করে দেয়। আমাদের এক প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর তাঁর এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন- তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে ডিগ্রী নিয়ে বাড়ী ফেরার সময় স্মরণ করলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে ডাক্তার হবেন আশা নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে আই.এস-সি ক্লাসে ভর্তি হতে এসেছিলেন।

আশির দশকের মাঝামাঝি পাকিস্তানে এক সামার কলেজে যোগদানের সময় পাকিস্তান এটামিক এনার্জি কমিশনের এক বিজ্ঞানী ডঃ হাসনাইনের সাথে আলাপ হয়। তিনি রূপপুর পরমাণুশক্তি কেন্দ্র সম্পর্কে জানতে চাইলেন। এ ব্যাপারে তার আগ্রহের কারণ জানতে চাইলে জানালেন, তিনি ঐ কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন কমিটির সদস্য ছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তান এটমিক এনার্জি কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য কি ছিল প্রশ্নের জবাবে তিনি সহজ কথায় বললেন- জনগণকে সস্তা মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। এখন সে

www.pathagar.com

টার্গেট স্থির আছে কি? ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলাদেশের দক্ষ পদার্থবিজ্ঞানীর সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্থান অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। এখানে প্রতিটি মৌলিক কণিকার জন্য অন্ততঃ তিনজন বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক আছেন- একথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেখান থেকে শুরু করে পাকিস্তান পারমানবিক বোমা তৈরী করেছে আর আমরা? ১৯৯৯ সালে ভারতের সায়েন্স সংগ্রেস এসোসিয়েশন-এর ৮৫ তম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের একশত বৎসরের ওপর এক বক্তৃতায় শুনলাম- একশত বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ (আমরা তার মধ্যেই ছিলাম) বিজ্ঞান গবেষণায় সারা বিশ্বের প্রায় সমকক্ষ ছিল। কিন্তু একশ বছর পর বিশ্বের সাথে আমাদের ব্যবধান বিশাল। আমাদের সি.এস.আই. আর ল্যবরেটরিসহ অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান কি উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটাই আমরা ভুলে গেছি। শিক্ষাকে অর্থবহ করতে হলে আমাদেরকে, জাতির পরিচালকদেরকে নতুন করে টার্গেট নির্ধারণ করতে হবে।

পরিশেষে এপোলজি চেয়ে আমার আলোচনার সমাপ্তি টানতে চাই। প্রবন্ধকার তার বক্ততায় যে সব বিষয়ের অবতারণা করেছেন সবই নির্ভেজাল সত্যি এবং তাঁর বিদগ্ধ অভিজ্ঞতার প্রকাশ। আমি তাঁর প্রবন্ধের কিছুটা বুঝে, কিছুটা ভুল বুঝে এবং কিছুটা ইচ্ছাকৃত ভাবে সমালোচনা করেছি। আমার যুক্তি ও উদাহরণগুলিকে 'ইখতেলাফি মাসয়ালা' হিসেবে গণ্য করার জন্য অনুরোধ করছি। (আলোচকের অনুমোদনক্রমে সংক্ষেপ করা হয়েছে)

আলোচক : প্রফেসর, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা হচ্ছে আলো এবং সঠিক পথের নির্দেশনা

আবদুস শহীদ নাসিম

আলাহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আ'লা মুহাম্মাদির রাসূলিল্লাহ্, খাতামুল আম্বিয়া, ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন, আম্মা বা'আদ।

www.pathagar.com

আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, অন্যান্য বিদগ্ধ সুধীমণ্ডলী, বিদ্যোৎসাহী শ্রোতামন্ডলী, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌। আমি চেষ্ট করবো খুব সংক্ষেপে আপনাদের সামনে কায়েকটি কথা রাখতে। প্রথমত আমি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ রাসুল্লাহ্‌ (সা)-এর একটি দোয়া দিয়ে শুরু করছি। তিনি প্রায়ই এ দোয়াটি করতনে। 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন্‌ ইল্‌মীন লা ইয়ান্‌ফাউ' অর্থাৎ- 'হে আল্লাহ্‌, আমি তোমার কাছে পানাহ্‌ চাই সেই শিক্ষা থেকে, যে শিক্ষাতে মানুষের কোনো কল্যাণ নেই'।

দীর্ঘ কয়েক দশক থেকে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে আচে সেই শিক্ষা, সেই শিক্ষাব্যবস্থা, যা জাতির প্রকৃত কল্যান সাধন করতে পারেনি। পারেনি একমুখী আদর্শের দক্ষ মানুষ তৈরি করতে। এই শিক্ষা, এই শিক্ষাব্যবস্থা, এই শিক্ষানীতি অবশ্যি পরিবর্তন করতে হবে। পরিবর্তনের চেষ্টা ব্রিটিশদের কাচ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই শুরু হয়েছে। এই চেষ্টার ধারাবাহিকতায় শহীদ হয়েছে আমাদের সম্মানিত ভাই, আমাদের প্রিয় ভাই আবদুল মালেক। এর পরেও শহীদ হয়েছে আমাদের অনেক ভাই। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, শিক্ষা কি? সে বিষয়টি আমাদের আজকের সম্মানিত প্রবন্ধ উপস্থাপক জনাব আবদুল কাদের মোল্লা অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কুরআন মজীদে শিক্ষাকে বলা হয়েছে 'রুশ্‌দ' অর্থাৎ 'আলো' বা 'সঠিক পথ'। আল-কুরআনের সূরা কাহাফে আমরা দেখতে পাই, হযরত মূসা (আঃ) একজন জ্ঞানী শিক্ষকের কাছে জ্ঞান শিখতে গিয়ে তাঁকে বলেছিলেন 'ক্বা-লা হাল্‌ আত্তাবিউকা আল আন্‌ তোয়াল্লিমানি মিম্মা উল্লিমতা রুশ্‌দ'। আয়াতটির অর্থ হলো, 'হে জ্ঞানী ব্যক্তি, আমি কি আপনার সাথী হতে পারি, আপনার থেকে সেই আলো ও সঠিক পথের নির্দেশনা লাভ করার জন্য, যে আলো আপনাকে দেয়া হয়েছে, সঠিক পথের যে দিশা আপনি লাভ করেছেন'।

মূলত শিক্ষা হচ্ছে আলো এবং সঠিক পথের নির্দেশনা। অথচ আমাদের সমাজে এখন শিক্ষা হচ্ছে কালো, অর্থাৎ এই শিক্ষা আমাদের যুবসমাজকে নিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের দিকে, নিয়ে যাচ্ছে কুপথে, ভ্রান্ত পথে। এ শিক্ষা আমাদের তরুণদের ঠেলে দিচ্ছে উজ্জ্বল জীবনের পরিবর্তে অন্ধকার জীবনের দিকে।

শিক্ষকে কুরআন মজীদে এবং হাদীসে বলা হয়েছে 'তারবীয়া'। এর মানে- To bring up, to raise up, to increase, to grow up, to breed, to teach, to instruct. কিন্তু শিক্ষার এই যে অর্থগুলো, এগুলো কি আমাদের সমাজে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিফলিত হয়? না, তা হয় না। বরং অধঃপতনের দিকে আমাদের শিক্ষা আমাদের তরুণ সমাজকে ঠেলে দিচ্ছে।

শিক্ষা উদ্দেশ্য সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে, শিক্ষা হবে তা'দীব। আদব থেকে এসেছে

www.pathagar.com

তা'দীব। তা'দীব মানে- To well breed, to be mannered, to receive a fine education, to make cultured, to be polite, to be courteous, to be evil, to be urban, to follow some one's moral example. এই হলো শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে, শিক্ষা হবে সেই জিনিস, যা থেকে আলো পাওয়া যাবে। মূলত কুরআন মজীদ থেকে বুঝা যায়, একটি জাতি গঠন করতে হলে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন, যা থেকে ছাত্ররা তিনটি পর্যায়ে জ্ঞান লাভ করবে। কুরআনে শিক্ষার তিনটি পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে 'তাদরীস'। তাদরীস মানে পাঠদান বা পাঠ গ্রহণ করা। এটি শিক্ষাদান বা শিক্ষা গ্রহণের সাধারন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই তাদরীসের উদ্দেশ্য হতে হবে 'ফাহাম' বা সঠিক বুজ ও ধারণা অর্জন করা। আল্লাহ্ বলেন 'আমি সুলাইমানকে ফাহাম দিয়েছি'। ফাহাম মানে 'বুঝ'। ফাহাম থেকে 'তাফহীম' শব্দটি এসেছে। তাফহীম মানে 'বুঝিয়ে দেয়া'। অর্থাৎ ছাত্রদেরকে পড়া সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কি পড়া সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়? বুঝ ঠিকমত আমাদের ছাত্রসমাজ পাচ্ছে না। তৃতীয়ত, ছাত্রদের শুধু বুঝিয়ে দিলেই চলবে না। সেইসাথে 'তাফাক্কুহ' অর্থাৎ সঠিক ধারণা ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বা Clear Conception অর্জন করার জন্য। 'দীন' মানে জীবন দর্শন, 'জীবনব্যবস্থা', 'জীবনযাপন পদ্ধতি'।

জাতির অভিভাবকদের ভেবে দেখা দরকার, আমাদের এই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের তরুন যুবকরা তাদের জীবন দর্শন, জীবনব্যবস্থা ও জীবনপদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক বুঝ, স্বচ্ছ ধারণা ও নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করছে কি? বস্তুত, সেই Conception অর্জন থেকে বহুদূর আছি আমরা। সম্মানিত ভাইসব, যে কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হয়ে থাকে ভবিষ্যত প্রজন্মকে জাতীয় আদর্শের অনুসারী ও ধারক-বাহক বানানো এবং সেইসাথে তাদেরকে দক্ষ, যোগ্য ও জ্ঞানবান সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। যে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হয় না সে শিক্ষাব্যবস্থা জাতির জন্য কতটুকু কল্যাণকর হতে পারে? তারপরে আসে উচ্চ শিক্ষার কথা। আমাদের উচ্চ শিক্ষা থেকে আমরা কি পাচ্ছি? উচ্চ শিক্ষার তিনটি পর্যায়ের কথা কুরআনে বলা হয়েছে। এই তিনটি পর্যায় থাকলেই সেটা উচ্চ শিক্ষা বলে পরিগণিত হবে। একটিকে বলা হয়েছে 'তাফাক্কুর'। কুরআনে বলা হয়েছে- 'লা আল্লাকুম তাফাক্কারূন'। তাফাক্কুর মানে 'চিন্তা-ভাবনা করা' উচ্চ শিক্ষায় চিন্ত-ভাবনার ব্যবস্থা থাকতে হবে। চিন্তা-ভাবনা না করলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না।

দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা হয়েছে 'তাদাব্বুর'। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআন বলে-'লিইয়াদ্দাব্বারু আয়াতিহি'। তাদাব্বুর মানে কোনো কিছুর পিছে লাগা, কোনো কিছুর পিছে লেগে তার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা। আমরা তাদাব্বুরকে 'গবেষণা' বলতে পারি। 'গবেষণা' মানে 'গরু খোঁজা', 'কোনো কিছুর পিছে লেগে পড়া। কোনো

www.pathagar.com

বিষয়ের পিছে লেগে পড়ে সেটার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই 'তাদাব্বুর'। সেটা কি? কেন? কোথায়? কিভাবে? কখন? কতটুকু সে পর্যায়ে পৌঁছুতে হবে এটাই হচ্ছে ফলদায়ক উচ্চ শিক্ষা। কোনো কিছুর পিছে লাগার পর সেটার ফলাফল কি, সেটার শিক্ষা কি, কল্যাণকারিতা কি- তাও উদ্ধার করতে হবে। সেটাও কুরআন বলে দিয়েছে। সেটাকে বলা হয়েছে- তা'বীর, 'ফা'তাবিরু ইয়া উলিল আলবাব'-'হে জ্ঞানীরা, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো'। মূলত 'তা'বীর' হলো কোনো বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা করে তার থেকে রেজাল্ট পাওয়া, ফল বের করা, শিক্ষা বের করা, যেটা আমরা আমাদের জীবনে কাজে লাগাতে পারবো।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সমাজে উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক? শিক্ষাব্যবস্থা যদি সঠিক জীবন লক্ষ্যের অধিকারী এবং নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান দক্ষ প্রশিক্ষিত যুবশক্তি সরবরাহ করতে না পারে, তবে সে শিক্ষাব্যবস্থায় জাতির কল্যাণ হয় না। আমাদের দেশে পাকিস্তান আমল থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্তসহ্ শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ আমলেই পাঁচটি শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর কোনটিই বাস্তবায়িত হয়নি।তাছাড়া এগুলো মূলত জাতিকে সঠিক নির্দেশনাও দিতে পারেনি। ফলে আমাদের প্রচলিত শিক্ষায় লাভ করে যে ছাত্রসমাজ বেরুচ্ছে, তারা একই জীবন লক্ষ্যের অধিকারী, চরিত্রবান ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে বেরুচ্ছে না। কারণ এ শিক্ষাব্যবস্থায় কাঙ্খিত মানের দক্ষ জনশক্তি গড়ার মতো ব্যবস্থা নেই। আর এতে ছাত্রদের মধ্যে জীবনলক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক Conception সৃষ্টি ব্যবস্থা তো নেই-ই, এই শিক্ষার Clear Conception সৃষ্টি হচ্ছে না।

এ শিক্ষা অনেকটা মুখস্থ বিদ্যা, যার কিছু সুফল থাকলেও কুফলের পাল্লাই ভারি। এর উদাহরণ হিসেবে একটি গল্প বলেছিলেন একজন সম্মানিত বিদগ্ধ ব্যক্তি। ব্রিটিশ আমলের কথা। আক্কেল আলীর কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আক্কেল আলী ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে চাকুরি নিয়েছিলেন। আক্কেল আলী বিশ্বযুদ্ধে বেশ বাহাদুরী দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি লেখাপড়া জানতেন না। উর্ধ্বতন কোনো ব্রিটিশ কর্মকর্তা জেলা ভিজিটে এলে আমাদের দেশের ডিসিরা সামরিক বাহিনীর বীর সিপাহীদের উপস্থাপন করে বলতেন, এই ব্যক্তি এই এই দক্ষতা দেখিয়েছে। তখন ব্রিটিশ কর্মকর্তা দু'চারটে প্রশ্ন করে হয়তো পদোন্নতি নতুবা বেতন বাড়িয়ে দিতেন। এভাবে পেশ করার পর সাধারণত ব্রিটিশ মনিবটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন ঃ How long are you in service?- কতদিন চাকুরি করেছো? তারপর জিজ্ঞাসা করতেন ঃ What is your age? - তোমার বয়স কত? এরপর জিজ্ঞাসা করতেন ঃ What do you expect promotion or increment?

ডিসি আক্কেল আলীকে উক্ত প্রশ্নগুলোর জবাবে তিনটি বাক্য মুখস্থ করিয়ে দেন। তাকে মুখস্থ করানো হয় প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলবে ঃ Two years sir. দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলবে ঃ Thirty years sir. আর তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে বলবে ঃ Both sir. কিন্তু লর্ড

www.pathagar.com

এসে প্রথমেই দ্বিতীয় প্রশ্নটি করে বসেন ঃ What is your age?
আক্কেল আলী শিখানোমতো জবাব দেয় ঃ Two years sir.
তখন লর্ড অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ Then how long are you in service?
আক্কেল আলী সাথে সাথেই জবাব দেয় ঃ Thirty years sir.
এরপর লর্ড-এর অবস্থা কি দাঁড়িয়েছিল নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন? এরপর তিনি রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ Are you a nonsense or I?
আক্কেল আলী হুট করে জবাব দেয় ঃ Both sir.
আমাদের বুঝহীন মুখস্থ বিদ্যা সম্পর্কে এটি একটি রসগল্প হলেও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে আমরা উপকৃত হবো।

যে শিক্ষাব্যবস্থা হুমায়ুন আজাদের মতো নাস্তিকের জন্ম দেয়, যে শিক্ষাব্যবস্থা আহমদ শরীফের মতো এথিস্ট জন্ম দেয় সেই শিক্ষাব্যবস্থা আমরা চাই না। আমরা চাই সেই শিক্ষাব্যবস্থা, যে শিক্ষাব্যবস্থার জন্য জীবন দিয়ে গেছেন আব্দুল মালেক। নৈতিক বলে বলীয়ান দক্ষ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরির সেই শিক্ষাব্যবস্থার দাবি আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্।

পরিচালক, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

www.pathagar.com

সেটাকেই শিক্ষা বলা হয় যাতে নৈতিকতাবোধ আছে

মাওলানা যাইনুল আবেদীন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ

الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ - اما بعد

আজকের এই সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি, সেমিনারের প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষকবন্ধু ড. ওসমান ফারুক, সেমিনারের বিশেষ অতিথি ড. মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মানিত প্রবন্ধকার, বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ, সুধীমন্ডলী।

সর্বপ্রথম বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে, আজকের যুগের চাহিদা অনুযায়ী একটি সেমিনার করার জন্য। আমি আরো বেশি মোবারকবাদ জানাতে পারতাম যদি এই সরকার যে শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিল, সেই কমিশন যখন কাজ করছিলো, তখন যদি এই জাতীয় একটি সেমিনার হত, তাহলে শিক্ষা কমিশনে তারও একটি ছাপ পড়ত বলে আমার বিশ্বাস। যাতে কওে আরও বেশি উপকৃত হতে পারতো। এই সরকারকে ইসলামী মুল্যবোধের সরকার বলা হয় সেই সরকারের আমলেও এই শিক্ষা সেমিনার করার জন্য তাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি এই প্রবন্ধকার যিনি বাস্তবমুখী, অত্যন্ত যুগোপযোগী একটি প্রবন্ধ এখানে পেশ করেছেন এ জন্যে তাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আমি যে কয়েকটি কথা বলতে চাই এ প্রবন্ধের আলোকে, প্রথম হচ্ছে আমরা দেখি নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) একজন শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি গর্বের সাথে বলেছেন যদিও তিনি রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, সেনাবাহিনী প্রধানও ছিলেন। আজকে আমাদের সমাজে যারা রাষ্ট্রপ্রধান যতদিন বেঁচে থাকে তাদেরকেও সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাবাহিনী প্রধানকে সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান বলা হয়। নবী মুহাম্মদ (সা.) সেরা রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা লাভ করা সত্ত্বেও বলেছেন যে, আমি রাষ্ট্রপ্রধান বা সেনাবাহিনী প্রধান-এর রকম কোন উক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তিনি একজন শিক্ষক এবং তিনি অত্যন্ত গর্বের সাথে বলেছেন– بعثت معلما আমি একজন শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। আমরা কুরআকুল কারীমে দেখি নবী করিম (সা.) যে শিক্ষা দিয়েছেন কুরআনের ভাষায়–

يتلوا عليهم ايته ويز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

অর্থাৎ 'শিক্ষা দিয়েছেন কিতাবের এবং হিকমতের।' যেটাকে একটু আগে ব্যাখ্যা করেছেন প্রবন্ধকার সেদিকে আমি আর যাব না। কুরআনুল কারীমে علم القران এই 'তালিম' শব্দে بعثت معلما /مدرس শব্দের অর্থ ও শিক্ষা কিন্তু কোথাও مدرس/بعثت বলেনি। তার মধ্যে পার্থক্য হল 'তালীম' শব্দের মধ্যে تدريس تربيت تدريب تاديب অর্থাৎ প্রশিক্ষণ যা বলবে সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হবে। যেমন বলা

www.pathagar.com

হয়েছে اقيمو الصلوة 'সালাত কায়েম করো'- এতটুকু বলে যদি ছেড়ে দেয়া হতো আরব দেশে صليتم العود কোন বোকা থাকলে বাঁশ বা লাকড়ী আগুনের একটা সেঁকা দিয়ে সোজা করা হতো সেটাই (সাল্লাইতুম উদ) صليتم العود অর্থাৎ যেটা বাঁকা ছিল সোজা করা হয়েছে। আমাদের সমাজেও বাঁশঝাড়ে সব বাঁশ সমান হয় না, এটা বাড়িতে এনে সোজা করা হয়। এটাকে সাল্লাইতুম উদ বলা হয়। اقيمو الصلوة বলার পরেও রাসূল (সা.) যদি নামায পড়া শিখিয়ে না দিতেন صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ এ কথা না বলতেন তাহলে বাংলাদেশের সব বাঁশ এনে এভাবে সোজা করে ফেললেও কি সালাত আদায় হতো? হতো না। কারণ রাসূল (সা.)- সালাত আদায় করে দেখিয়েছেন- এটাই প্রশিক্ষণ। সুতরাং تعليم এর মধ্যে تربية تأديب শিষ্টাচার, ভদ্রতা, নৈতিকতাও আছে। 'শিক্ষা' বলতে সেটাকেই 'শিক্ষা' বলা হয় যার মধ্যে নৈতিকতাবোধ আছে, যার মধ্যে শিষ্টাচার আছে। শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান থাকলেই তাকে শিক্ষা বলে না। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় তা নেই। এই সরকার যে শিক্ষা কমিশন করেছিল, আজকে একটা পত্রিকায় সে কমিশেনের রিপোর্টের একটি পর্যালোচনায় এর অনেকগুলো দিক উল্লেখ করা হয়েছে। সেসব কথায় আমি যাচ্ছি না। এ জন্য যে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী আছেন, সে ব্যাপারে সরকারের করণীয় কি তা দেখবেন। একটা বিষয়ে কথা না বললে হক আদায় হবে না। সেটা হলো মাদরাসা শিক্ষাকে বলাহচ্ছে Unproductive বা অনুৎপাদনশীল। এটা নাকি কর্মবিমুখ, এতে যা শিখানো হয় তাতে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে মাদরাসায় পড়ে ফাজিল এবং কামিল পাস করে চাকরি পায়নি এমন একজনও পাওয়া যাবে না। যদি পাওয়া যায় আমি জয়নাল আবেদীন দায়িত্ব নিলাম তাকে আমি চাকরির ব্যবস্থা করে দেবো ইনশাআল্লাহ। কিন্তু বি.এ পাশ করেছে, এম.এ পাশ করেছে পিয়নের চাকরির জন্য দরখাস্ত করছে এমন হাজারো ছেলে সমাজে আছে।

সুতরাং বলতে গেলে তাদের শিক্ষার, যেটার জন্য সিংহভাগ টাকা খরচ হচ্ছে সেটাও Unproductive বলা যায়। আমার মনে হয় উৎপাদনশীল মাদরাসা শিক্ষার অনেক দুর্বলতা আছে। থাকতেই পারে তা আমি স্বীকার করছি। তারপরেও কোন একটি যুবকও বেকার আছে বলে আমার মনে হয় না। ঐ শিক্ষা, যে শিক্ষায় নৈতিকতা শিখায় না যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস করছে, সেখানেই সরকারের বাজেটের সিংহভাগ টাকা খরচ হচ্ছে। আর মাদরাসা শিক্ষা Unproductive বলা হচ্ছে। অথচ একটি ছেলেও পাওয়া যাবে না কোন মেয়েকে এসিড মেরেছে, সন্ত্রাস করছে, টেন্ডারবাজি করছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সুধীমণ্ডলী, কুরআনে কারিমে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে সেখানে কেবল নামাজের কথা বলেই শেষ করেন নাই। বরং বলা হয়েছে فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى والارض وابتغو من فضل الله

নামায শেষে জমিনে ছড়িয়ে পড়ো, হালাল রুজী অন্বেষণ কর, এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে– নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, الحلال فريضة بعد الفريضة كسب

www.pathagar.com

নামায, রোযা পালন করো তারপরে হালাল রুজি অন্বেষণ কর, এই কথা কুরআন শিখিয়েছে যে শিক্ষা। সৃষ্টি করে যে শিক্ষা নৈতিকতাবোধ, জবাবদিহিতা এবং তাকওয়াগুণ না সে শিক্ষা কোন শিক্ষা নয়, সেটা জাহিলিয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা আইয়ামে জাহেলিয়াতে দেখি আবু জেহেলের নাম যে আবু জাহেল হল, তার আসল নাম ছিল ওমর ইবন হিশাম। উপাধি দেয়া হল আবুল হেকাম, আবুল হেকাম মানে Cheif Justice. অথবা বহু জ্ঞানের সে আঁধার। তাকে আবু জাহেল উপাধী দিল।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ও সুধীমণ্ডলী, আমি আর একটি কথা বলে শেষ করতে চাই, অতীতের সরকারগুলোর মাদরাসা শিক্ষার সাথে অর্থাৎ নৈতিকতা শিক্ষা যেখানে দেয়া হচ্ছে, এই শিক্ষার সাথে যে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে সর্বপ্রথম যে মিটিং করেছিল আমার মনে আছে আজকের বিশেষ অতিথিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষা সম্মেলন কক্ষে। বিষয় ছিল 'মাদরাসা শিক্ষার কিভাবে উন্নয়ন করা যায়।' সৌভাগ্যবশত আমি ঐ মিটিং-এ উপস্থিত ছিলাম। সেখানে 'মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়ন' নামে একটি কমিটি হলো। সে কমিটির রিপোর্টির আলোকে এই সরকার ইবতেদায়ী মাদরাসার ছাত্রদেরকে ফ্রি বই দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। এটা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

ইতিমধ্যে আপনার প্রচেষ্টার কারণে ঐসব ইবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষকগণ বেতন পাওয়ার সার্কুলার পেয়েছে। এটা আপনার একটি সাহসী পদক্ষেপ। এই জন্য আমি আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আরও অনেক সফলতা সরকারের আসছে। আমরা বলতে চাই, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মানুষের কাছে যে কয়টি কারণে অমর হয়ে আছেন তার একটি কারণ ছিল যে বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য তিনি বেতন স্কেল চালু করেন। তাই এ জাতি তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে।

মাননীয় প্রধান অতিথি আপনি ওয়াদা করেছেন যে, মাদরাসা শিক্ষার কিছু অপূর্ণতা রয়েছে আর তা হল ফাজিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্স-এর মান দেয়া। আর এটা যদি দেয়া হয় সরকার যে দক্ষ জনশক্তি চাচ্ছে, এই জনশক্তি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার স্কুল-কলেজ থেকে পাচ্ছে না। ফাজিল, কামিলকে মান দিলে, এই অভাব দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

যিনি বিশেষ অতিথি, যেই কমিটি সুপারিশ করেছিল, সেই কমিটির তিনি Gonvenver ছিলেন, আমিও ঐ কমিটির একজন সদস্য ছিলাম। আপনি সেদিন এই রিপোর্ট করেছিলেন। ওয়াদা করেছিলেন, আপনিও আন্তরিক। আর এর পিছনে বহু বাধা-বিপত্তি আছে, আমরা জানি। কিন্তু মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আপনি যদি এই কাজটা করে যেতে পারেন যে ফাজিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্স এর মাত্র দেয়া এই সিদ্ধান্ত দিয়ে যেতে পারেন, তাহলে জাতি আপনাকে চিরকাল স্মরণ করবে। শুধু তাই নয়, এই কাজ

www.pathagar.com

আল্লাহর নিকট সদকায়ে জারিয়া হিসেবে লেখা হবে। দাখিল পাস করে মেধাবীরা কলেজে চলে যাচ্ছে। তার কারণ যে, মাদরাসা থেকে গিয়ে কোন Unversity-তে চান্স পাওয়া যাবে না। তারপরও যারা থাকছে আলিম পাস করে চলে যাচ্ছে। এভাবে মাদরাসাগুলো মেধাশূন্য হয়ে যাচ্ছে। এভাবে একদিন মাদরাসাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। এটা আর বেশিদিন লাগবে না যদি ফাজিল-কামিলকে মান না দেয়া হয়। আর আপনি যদি এই কাজটি করতে পারেন তাহলে ঐ মেধাবী ছাত্রগুলো মাদরাসায় থেকে যাবে এবং সরকার যে দক্ষ জনশক্তি চাচ্ছে, এই জনশক্তি মাদরাসাগুলো থেকে ইনশাআল্লাহ বেরিয়ে আসবে এবং আপনার সরকারের জন্য এটা সহায়ক হবে।

মাননীয় প্রধান অতিথি, আপনি শিক্ষা ও শিক্ষকদরদী, আপনার পিতা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আপনি শিক্ষকদের দুঃখ বোঝেন, আপনি না চাওয়া সত্ত্বেও এই বেসরকারী শিক্ষকদের মহার্ঘভাতা দিয়েছেন, অনেক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কিন্তু শিক্ষা ডিপার্টমেন্টের এই সফলতাগুলো কোন পত্র-পত্রিকা বা মিডিয়া কাভারেজ পাচ্ছে না, এজন্য জনগণ জানতে পারছে না। এ রকম যুগান্তকারী একটি সিদ্ধান্ত যদি নিতে পারেন তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর কাছে আপনি প্রতিদান পাবেন। জাতি আপনাকে চিরদিন স্মরণ করবে। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে আবার মুবারকবাদ জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

অধ্যক্ষ, তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসা, ঢাকা

চাই সেই শিক্ষাব্যবস্থা যা নীতি নৈতিকতা ও জবাবদিহিতা জাগ্রত করবে

জিল্লুর রহমান

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

শহীদ আব্দুল মালেকের স্মৃতিবহ ঐতিহাসিক আগস্ট মাসে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কর্তৃক আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সেমিনারের সর্বশেষ দিনের সম্মানিত সভাপতি বিজ্ঞ প্রাবন্ধিক বরেণ্য শিক্ষাবিদবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং আজকের উপস্থিতি- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি। রসূল (সঃ) এর শানে দুরুদ পেশ করছি যিনি বিশ্ব মানবতারকে নিকষ কালো অমানিসা থেকে বের করে আলোর সন্ধান দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। শহীদদের সর্বোচ্চ মর্যাদা কামনা করে আমি বলতে চাই, বর্তমান সময়ের চাহিদাকে সামনে রেখে বাস্তবতার নিরিখে একটি নৈতিকতানির্ভর কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি এবং এর উপর বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার নিঃসন্দেহে একটি সময়োপযোগী এবং দেশ ও জাতির এই চরম দু'র্দিনে এক যুগান্তকারী উদ্যোগ।

ইসলামী ছাত্রশিবির কর্তৃক আজকের এই সেমিনারে প্রবন্ধ পেশ করেছেন দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বরন্যে চিন্তাবিদ প্রতিথযশা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা। “দক্ষ জাতি গঠনে প্রয়োজন কর্মমুখী শিক্ষা” শীর্ষক প্রবন্ধে উনি প্রথমেই উল্লেখ করেছেন-আমরা যেই শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছি সেটা হচ্ছে মূলত আমাদের বিশ্বাস, আমাদের চেতনা এবং আমাদের জাতি স্বত্তার বিপরীতমূখী এক শিক্ষা ব্যবস্থা। পাশাপাশি উনি আরো উল্লেখ করেছেন এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের কেউ তৈরি করেনি, আমাদের জাতীয় ও আদর্শিক ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের পাতা থেকে তৈরি হয়নি বরং এটা তৈরি হয়েছে আমাদের ঐতিহ্য ও আদর্শ বিরোধী একজন মানুষের চিন্তা থেকে। যে কারণে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা যা বৃটিশ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে Sir William Hunter যা বলেছেন তা নিতান্তই প্রতিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, The truth is that our system of education (Public instruction) is opposed the tradition, Unsuitable to the requirement, and over all hateful to the religion of mussalman”

অর্থাৎ সত্য কথা এই যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের ঐতিহ্যের বিরোধী প্রয়োজনের অনুপোযোগী এবং আমাদের ধর্মের প্রতি ঘৃণা উদ্বেগকারী। প্রকৃত প্রস্তাবে এ শিক্ষা ব্যবস্থার এমন জেনারেশন গড়ে উঠছে যা আমাদের সংস্কৃতির প্রতি বিরুদ্দমনা, আমাদের আবহমানকালের ঐতিহ্য ও সভ্যতার প্রতি ঘৃণাভাব পোষণকারী এবং আমাদের ইতিহাসের প্রতি বিদ্দেষী। অদ্ভুত ব্যাপার এটা জাতি কখনো পরের দেওয়া আদর্শ ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে তৈরি কোন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না, শিক্ষার সংজ্ঞাও এটা সমর্থন করে না। কিন্তু আমরা সেখান থেকে আজো বের হতে পার-লাম না। অথচ মহাকবী মিলটন শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, ''Education is a continuous process through which mental physical and moral training is provided top new generation who also esquire their Ideals and culture through it.'' অর্থাৎ “শিক্ষা হচ্ছে নতুন প্রজন্মের জন্য মানসিক শারিরিক ও নৈতিক প্রশিক্ষনের ব্যাপক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তারা তাদের জীবনের মিশন(আদর্শ) জীবন ধারণের কলাকৌশল (সংস্কৃতি) অর্জন করে থাকে।” উপরোক্ত শিক্ষার দর্শনের আলোকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তুলনা করলে কোথাও একটুকু সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বরং আমরা যখন আমাদের বাচ্চাটিকে স্কুলে

www.pathagar.com

পাঠালাম তখন তারা পাঠ্য বইয়ের কবিতা থেকে জীবনের সাথে সম্পর্কহীন অলিক একটি জন্তুর সাথে পরিচিত হল। তারা পড়ল

হাট্টিমাটিম টিম,
তারা মাঠে পাড়ে ডিম,
তাদের খাড়া দুটি শিং,
তারা হাট্টিমাটিম টিম

গ্রীক পুরান অথবা খ্রীস্টান পৌরনিক কাহিনীতে তাদের সংস্কৃতি হিসেবে জাতীয় অলিক জন্তু জানোয়ারের সাথে তাদের প্রজন্মকে পরিচয় করলেও আমাদের আর্দশের সাথে এর বিন্দুমাত্র মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাশাপাশি পুজিবাদী ধ্যানধারণা এবং অবৈধ উপায়ে টাকার পাহাড় গড়ার বাসনায় লিপ্ত বৃটিশ শিক্ষাবিদ নাই মেকেল প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা আমাদের জাতিস্বত্তা, আদর্শ ও চেতনা বিরোধী সুদ আয়ত্বে করলাম শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে পৌছার সাথে সাথে। শুধু কি মানুষকে ফাঁকি দিয়ে টাকা উপার্জনের উপায় হিসেবে দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করার মাধ্যমে লাভ-ক্ষতি শিখিয়েছিলাম। আরো কয়েকধাপ এগিয়ে গেলে আমাদের মিশন হলো - শুধু যে কোন উপায়ে একটা সার্টিফিকেট অর্জন এবং তারপর সামনে অথবা পিছনে যে কোন দরজা দিয়ে একটা কর্মসংস্থান। কি চমৎকার হিসাব অথচ এই শিক্ষিত ব্যক্তিকেই দিয়েই সমাজের যত দূনীতি অনিয়ম রচিত হচ্ছে কারণ শিক্ষা জীবনে কখনো বাস্তবভিত্তিক কর্মমুখীতার শিক্ষা পায়নি পাশাপাশি নৈতিকতা বা জবাবদিহিতার কোন শিক্ষাও দেওয়া হয়নি তাকে। অথচ আমরা যদি আমাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের পাতা খুলি তাহলে দেখব আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (স) কি শিক্ষা দিলেন আমাদের জন্য। তার সাহাবীদের জীবন ইতিহাস উল্টালে কতই না চমৎকার দ্বীন ও দুনিয়া নৈতিকতা জবাবদিহিতার। উদারতার নিদর্শন আমরা পাই। আর এটাই আমাদের শিক্ষা হওয়ার কথা ছিল। যে শিক্ষাব্যবস্থায় একজন অর্ধ পৃথিবীর সম্রাট একাধারে নিজের ঘরের কাজ থেকে শুরু করে জবাবদিহিতার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার ন্যায় অতিগুরু দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করতে পারবে। হযরত উমর (রাঃ) এবং মুসলিম সৎ শাসকদের সুন্দর সমন্বিত জীবনধারাকে সামনে রেখে আমরা মহাকবি জন মিল্টন এর শিক্ষা দর্শনকে শিক্ষার উপজিব্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। তিনি বলেছেন, I call a complete and generous education that which fit's a man to perform in justly skillfully & magnanimously all the offices both privet and public of peace and war. অর্থাৎ "আমি সে শিক্ষাকেই পূর্ণাঙ্গ ও উদার শিক্ষা বলি যা একজন মানুষকে তৈরি করে ব্যক্তিগত বা সরকারী দায়িত্ব, শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন দায়িত্ব ন্যায়সঙ্গতভাবে দক্ষতা সহকারে এবং উদারভাবে পালন করতে শিখায়"। এক্ষেত্রে আমরা কর্মমূখী শিক্ষা একটি অতীব প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করি। শিক্ষার উপরোক্ত দর্শন সম্ভবত এ পৃথিবীতে মুসলিম তথা ইসলামের সঠিক আর্দশের বিশ্বাসী মানুষের মাঝে ছাড়া অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অথচ কি বদনসীব আমাদের ! আমাদের স্বর্ণালী ঐতিহ্যকে আমরা হাতড়িয়ে খুঁজে ফিরছি মিথ্যা মরিচিকার ব্যর্থ হাতছানির মাধ্যমে। সবাই আমরা চাই একটা পরিবর্তন কিন্তু কিভাবে সেটা সম্ভব ? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজার পিছনে কারো মাথা ব্যথা নাই।

www.pathagar.com

আজ আমাদের সমাজে সততার বুকে ঘুন ধরেছে, এর থেকে আমরা মুক্তি চাই, হতাশা আজ কুরে কুরে এর থেকেও আমরা মুক্তি চাই, দূর্নীতি আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট, এর থেকে আমরা মুক্তি চাই, সন্ত্রাস আজ সমাজের মসৃণ জমিতে বহুতল বিশিষ্ট ফাউন্ডেশন গড়েছে, এর থেকে মুক্তি চাই, শিক্ষাঙ্গনের উর্বর আবাদি জমিন আজ আবাদের অভাবে পরগাছা অগাছায় পরিপূর্ণ, সেখানে একদল সুন্দর ও দক্ষ কৃষক চাই, কিন্তু কিভাবে চাই এর যথাযথ উত্তর খুঁজে পাওয়ার সময় এখনিই।
ইসলমী ছাত্রশিবিরের সেমিনারে উপস্থাপিত আজকের প্রবন্ধ এবং এর উপরে সময়োপযোগী বক্তব্য এবং এর বাস্তব প্রয়োগ ও অনুশীলনই পারে আগামীর সুন্দর একটা প্রত্যাশিত দিনের সূচনা করতে। সবশেষে শত হতাশার মধ্যে অন্ধকারের সমুদ্র থেকেও নতুন করে পথচলার সিদ্ধান্ত নিতে পারি, যে সিদ্ধান্ত আমাদের একটি সুন্দর সুশীল জাতি গঠন, নির্মল পরিবেশ মন্ডিত একটি শিক্ষাঙ্গন সর্বোপরি একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ বিনির্মানের।

তাই আসুন জাতির এ দুর্দিনে বসে থেকে নয় বরং একটি দক্ষ ও আদর্শ জাতি গঠনে নৈতিকতা নির্ভর কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পথকে করি শানিত, শপথ বদ্ধ হই সীমাহীন গন্তব্যের কাংখিত দিনের ঝলমলে আলো প্রাপ্তির নিরলস চেষ্টা ও প্রচেষ্টার,জনৈক ইংরেজ কবির কন্ঠেঃ

The roses are lovely
dark and deep
but I have promised to keep
miles to go before I sleep
miles to go before I sleep

আলোচক : কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

আলোচনা ও সমালোচনার জবাবে বক্তব্য রাখছেন প্রবন্ধকার

আব্দুল কাদের মোল্লা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লিআলা রাসূলিহি ওয়া আলা আলিহি ওয়াসাহবিহি আজমাঈন। শ্রদ্ধেয় সভাপতি, সম্মানিত প্রধান অতিথি, আসলে আমার বেশী উত্তর দেওয়ার নাই। আমি ভাবছিলাম যে যদি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ব্যাপক হারে আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন তাহলে হয়তো আমার বক্তব্যের Clarification দিতে হবে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ

www.pathagar.com

তিনি সবগুলো পয়েন্টের সাথে একমত হয়েছেন এবং কটি জায়গায় যতটুকু দ্বিমত পোষণ করেছেন আসলে তা দ্বিমত নয় বরং বাংলাদেশে সময়ের অভাবের কারণেই ক্লাস এইট পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যাপারে কিছুটা অপারগতা পোষণ করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা অযৌক্তিক এটা বলেননি। কারণ শিক্ষায় আমাদের বর্তমানের যে মান, যতসব বৈজ্ঞানিক জিনিসপত্র আমাদেরকে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করতে হয় এবং আদর্শিকভাবে যতটুকু না হলে একদম জাতিসত্তার পরিচয় নিজের Identity বুঝতে পারে না এতটুকুর জন্য আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার যে মান তাতে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত মিনিমাম হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি এবং তিনিও ফিল করেন। কিন্তু সময় এবং সুযোগের অভাবে আর দেশটা গরীব হওয়ার কারণে অতদূর নিয়ে গেলে টাকা পয়সার বিরাট অসুবিধা হবে। এবং আমি আশা করি যে, যদি আল্লাহপাক ভবিষ্যতে তাকে আবারও মন্ত্রী বানান এবং শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দেন তাহলে আগামীতে তা হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি আর একটা বড় প্রবন্ধ মান-নীয় শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুককে দিয়েছি মূল শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। এই দুইটা প্রবন্ধ দিয়ে আমি ছোট্ট একটা বই করতে চাই এবং এটার সমালোচনা যদি কিছু থাকে তা সহ শিক্ষামন্ত্রীর একটা ফরওয়াডিং আমি চাই। সিম্পল একটা কারণ এইটা এখন সময়ের অপরিহার্য দাবী। জাতিকে এইভাবে অন্ধকারে রেখে আসলে কেউ এগুতে পারে না।এই ব্যাপারে তিনি অবশ্যই পদক্ষেপ নিবেন। কারণ অন্যান্যদের মত তিনি ব্যবসায়িক রাজনীতিবিদও নন এবং তার এই মন্ত্রীত্বের বেতন ভাতা দিয়ে সংসার চালাতে হবে না। আল্লাহপাক তাকে এই হালেও রাখেননি। আর তিনি কোটি কোটি টাকার মালিক হবেন এই অবাস্তব স্বপ্ন দেখেও রাজনীতিতে ঢোকেননি। যেহেতু তিনি সংস্কার করার জন্য ঢুকেছেন এই জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে সাহসী পদক্ষেপ নেন, জাতি আপনাকে স্মরণ করবে এবং সম্মান দিবে।

আঃ কাদের মোল্লা

নাহামাদুহু আলা সাল্লুআলা রাসূলিহিল কারীম ওয়ালা আলিহি ওয়াআসহাবিহী ওয়া আজমায়িন।

আমার জবাব তো অনেকখানি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব দিয়েছেন। এবং টুকু আমি আশা করি সভাপতি সাহেব দিবেন। একটা ব্যাপারে শুধু যেহেতু হাদীসের এবারত মানে কুত করার সময়। আমার যতদূর মনে হয় আমি তো আরবি শিক্ষিত লোক নই। ইন্নামাফ রুস্তম ওয়ালিমা বোধ হয় ইন্নি রুস্তম ওয়াল্লিমা, আমি একটু দেখে দিতে বলব প্রিন্সিপাল মাঃ জয়নুল আবেদীন সাহেবকে। আমিও ভুল হতে পারে। তবে যেহেতু মনের মধ্যে এসে গেল তাই বলে ফেললাম। আর একটা কথা সেটা হলো ভন্ড শিক্ষার দ্বার বন্ধ করতে বলি নাই। সীমীত করতে বলেছি আর ভাল লোককে পড়াতে বলছি, সম্ভবত নুরুল ইসলাম সাহেব কোন কলেজ যদি করেন তাহলে বহু ছাত্রের অনেকে এম,এ পাশ থাকলেও তাদের অনেককে তিনি নিয়োগ করতেন না। কাজেই এই লোকদেরকে এম,এ পাশ না করানোই ভাল। আসসালামু আলাইকুম।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানভিত্তিক নৈতিকতা নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা সময়ের অপরিহার্য দাবি

অধ্যাপক আবু জাফর

মানবসভ্যতার প্রাণশক্তি হলো শিক্ষা। অনেকে বলেন, শিক্ষা হলো মেরুদণ্ড। এবং এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, শিক্ষাহীনতা বা শিক্ষার অভাব ব্যক্তি জীবনে যেমন, সমাজ ও জাতীয় জীবনেও একই রকম একটি বড় অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে আত্মরক্ষা করা ফরজ। এখন প্রশ্ন হলো, শিক্ষাগ্রহণের আগে মানুষের এটা জানা নিশ্চয়ই প্রয়োজন যে, শিক্ষা কী, বিশেষ করে প্রকৃত শিক্ষা কাকে বলে? বলাই বাহুল্য, এই প্রশ্ন এতটুকু উপেক্ষা করার মত নয়; কারণ রাসূল (সা) বলেছেন, 'কুশিক্ষিত ব্যক্তিই সর্বনিকৃষ্ট'। অর্থাৎ শিক্ষিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, সুশিক্ষিত হওয়াই আসল কথা। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়, শুধু আমরা নই, সারা পৃথিবীই 'সুশিক্ষার' সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে উপর্যুপরি ব্যর্থ হয়েছে ও হচ্ছে। এবং বিষয়টি যথেষ্ট মাত্রায় উদ্বেগজনকও বটে, কারণ আমাদের কাছে তো বটেই, পুরো পৃথিবীর কাছেই 'সুশিক্ষিত' এবং 'উচ্চশিক্ষিত' একই অর্থবোধক; এবং এই ভুল ধারণা সর্বত্রই লালিত হচ্ছে যে, উচ্চশিক্ষার নামই সুশিক্ষা। সত্যই কী হাস্যকর অবিবেচনা! আমরা বুঝতেই পারছি না যে, একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও ভয়াবহ রকম কুশিক্ষিত হতে পারে এবং হয় যা অশিক্ষিত থাকার চেয়েও সহস্র গুণ নিকৃষ্ট ও বিপজ্জনক। আর এতদসঙ্গে আমরা এটাও বুঝতে ভুল করি যে, এটা পুরোপুরি কারো ব্যক্তিগত অপরাধ নয়, যে শিক্ষাক্রম তাকে দিনে দিনে তৈরি করেছে, সেই শিক্ষাক্রমই মূলত দায়ী। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার একটি দুর্মর সংকট। উল্লেখ করা আবশ্যক, আমাদের অসচেতনতা অথবা অন্য যেকোন কারণেই হোক, আমরা বিগত বহুকাল শুধু শিক্ষাগ্রহণকেই আমাদের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি; কিন্তু অর্জিত শিক্ষার গুণাগুণ এবং শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্য- ব্যর্থতা ও কার্যকারিতা, এসব নিয়ে বিশেষ চিন্তা করিনি। কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে কিছুটা হলেও আশাব্যঞ্জক বোধোদয় ঘটেছে, যাকে আমরা সদর্থক ও ইতিবাচক বলে অভিহিত করতে পারি। এবং এই আশাও করতে পারি যে, এই নবোদিত উদ্বেগ ও উপলব্ধির কারণে হয়ত অচিরেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত একটি ফলপ্রদ শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার যে সংকট ও সমস্যা, তা প্রধানত দ্বিমুখী। একদিকে আমরা বিশ্বের গতি ও অগ্রযাত্রাকে কিছুমাত্র আমল না দিয়ে প্রায় গুহাবাসী ঋষিদের মত নিশ্চলতাকেই শিক্ষা ও তপস্যা বলে জ্ঞান করেছি; অন্যদিকে আধুনিক পৃথিবীর ঝড়ো-হাওয়ায় আমরা আমাদের বিশ্বাস ও নীতিবোধকে বিসর্জন দিয়ে বস্তু ও প্রবৃত্তির বেপরোয়া দাসত্বকে মনে করেছি সাফল্য। কোন সন্দেহ নেই, এই উভয়বিধ সংকট থেকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও কার্যক্রমকে মুক্ত করা না গেলে আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের যে অব্যাহত অধঃপাত, তাকে প্রতিহত করা অসম্ভব। আর এই জন্যই সৎ ও বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষের অকুণ্ঠ দাবি হলো এমন একটি জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন, যা-হবে যুগপৎ বিজ্ঞানভিত্তিক ও নৈতিকতানির্ভর।

অবশ্য 'বিজ্ঞানভিত্তিক ও নৈতিকতা নির্ভর' বললে আসলে কী বোঝায়, সেটা আমাদের প্রথমে অনুধাবন করা আবশ্যক। আমরা এক্ষেত্রে যে কোন প্রকার তাত্ত্বিক-জটিলতা ও দার্শনিকতাকে পরিহার করে, খুব সহজভাবে বিষয়টিকে বুঝে দেখবার চেষ্টা করবো। আর প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়টির মধ্যে জটিল কোন তাত্ত্বিকতা নেইও। বিজ্ঞানভিত্তিক কথাটার যে অর্থ আমরা বুঝি ও বোঝাতে চাই, তাহলো এই যে, আধুনিক পৃথিবী যে একান্তভাবেই বিজ্ঞান ও বহুমুখী প্রযুক্তি-নির্ভর, সেইদিকে মনোযোগী হওয়া নয়; আমরা বোঝাতে চাই একটি সুসমন্বিত বাস্তবমুখী জীবনচর্চার কথা। অর্থাৎ যে কোন ধরনের কুহক ও কল্পনাবিলাস ও আত্মঘাতী গতানুগতিকতাকে বিদায় দিয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে প্রণীত হওয়া আবশ্যক, যেখানে আধুনিক সময়ের বাস্তবতা ও গতিশীলতাকে অঙ্গীকার করা সম্ভব হয়। বলাই বাহুল্য, আমরা যে-শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে এখন সংশ্লিষ্ট সেখানে গতিময় জীবনের কোন স্পন্দন নেই, জীবনকে সাহিস্যিকতার সঙ্গে মুকাবিলা করার মত কোন শিক্ষা নেই; যা আছে, তা আসলে পুরাতন জরাজীর্ণ এক নিশ্চল স্থবিরতারই নামান্তর। এই শিক্ষা দিয়ে না- দুনিয়ার কোন কাজ হয়, না- আখেরাতের কোন কাজ হয়। আমরা কতই না একাগ্রতা নিয়ে প্লেটো পড়ি, এরিস্টটল পড়ি, কতই-না আবেগ ও অনুরাগ নিয়ে রবীন্দ্র কাব্যে অবগাহন করি, কিন্তু আমরা কি ভুলক্রমেও ভেবে দেখেছি যে, এইসব নিরর্থকতার মধ্যে জাতির সম্পদ ও শ্রমের অপচয় ছাড়া প্রকৃত কোন পদার্থ নেই। যারা বিশেষ কোন দিকে বিশেষজ্ঞ হতে চান তাদের কথা আলাদা। কিন্তু সার্বিকভাবে একটি জাতির মেধা ও মননকে জীবনের দাবিসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিরর্থকতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। বাস্তবতা ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি এই ধরনের শিক্ষাকে আদৌ সমর্থন করে না।

সহীহ হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে, রাসূল (সা) সততাই অনাবশ্যক জ্ঞানচর্চা থেকে আল্লাহ পাকের কাছে সুরক্ষা প্রার্থনা করতেন। অনাবশ্যক জ্ঞানচর্চা হলো সেই চর্চা, যার কোনদিকেই কোন ইতিবাচক কার্যকারিতা নেই, যা শুধু শুধুই শ্রমক্ষয়, সময় ও শক্তির বালখিল্য অপচয়। দুঃখের কথা, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এই বস্তুটি বহুলাংশে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে; যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি গ্রহণের পরও জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে আমরা ভয় পাই, যে কোন ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের ন্যূনতম

www.pathagar.com

যোগ্যতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হই। এটা কোন ব্যক্তি বিশেষের ব্যর্থতা নয়; এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে বিরাজমান সীমাহীন অন্তঃসারশূন্যতা; জীবনের তীব্রগতি চলমান তার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন নিঃসাড় পাঠক্রম। আল্লাহপাক বলেন, 'লাতারকাবুন্না তাবাকান্ আন্ তাবাক্'- তোমাদেরকে অবশ্যই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে অগ্রসর হতে হবে (সূরা ইনশিকাক- আয়াত :১৯)। আল্লাহ পাকের এই ঘোষণার অন্যতম অর্থ হলো, জীবনের দাবি এক জায়গায় স্থবির হয়ে স্থানুবং থেমে থাকে না। জীবন বদলে যায় জীবনের দাবিও বদলে যায়; আর এইজন্যই চিন্তা গবেষণা ও ইজতিহাদের দরজা ইসলাম সর্বকালের জন্য অবারিত রেখেছে। কিন্তু খুবই দুঃখজনক যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে সৌখিন অনাবশ্যক জ্ঞানচর্চাকে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান করে, অন্যদিকে জীবন ও জগতের অমোঘ পরিবর্তনশীলতাকে কোনরূপ গুরুত্ব না দিয়ে নিশ্চল গতিহীনতার মধ্যে জীবনের সাফল্য অনুসন্ধানের কথা বলে। অর্থাৎ আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা প্রথমত এই দ্বিবিধ অসংগতির করুণ শিকার। এই পর্যায়ে আমাদের বক্তব্য হলো, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে, যা সকল অপ্রয়োজনীয় কুহক ও নিশ্চলতা ও মানসিক বৈপ্লব্যকে দূরীভূত করে সতত বেগবান এই আধুনিক বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ নিয়ে আমাদের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে যে কোন জাগতিক চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মত যোগ্য করে তুলতে পারে। এবং এটা শুধু সময়ের দাবি নয়, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা)-এর ঘোষণা অনুযায়ী এই দাবি মুসলিম উম্মাহর জন্য অকাট্য অপরিহার্য শাশ্বত দাবি।

যাই হোক, প্রকৃত সমস্যা হলো, ইবলিসের প্ররোচনাবশতই হোক বা অন্য যেকোন কারণেই হোক, মানুষ এখনো বুঝতেই পারেনি এবং বুঝতে চায়ও না যে, কোন শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ তৈরি করে, কোন শিক্ষা যথার্থই কল্যাণধর্মী এবং কোন্টা তা নয়। সূরা বাকারাতে দেখা যায়, ব্যাবিলনে এক সময় শয়তান মানুষের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটানোর মত যাদুবিদ্যার প্রসার ঘটিয়েছিল। তখন শয়তানের বহু বশংবদের কাছে এই যাদুও একটা শিক্ষারূপেই গণ্য হতো। মদ্য প্রস্তুতিকরণও আজ এক 'বিরাট শিক্ষা'; কারণ কোটি কোটি মানুষ এই মদিরার শুধু একনিষ্ঠ ভক্ত ও ভোক্তাই নয়, কোটি-কোটি মানুষের জীবিকাও এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। উল্লেখযোগ্য, দু'হাজার সালকে সামনে রেখে ফ্রান্সে এমন তিন কোটি বোতল শ্যাম্পেন প্রস্তুত করা হয়েছিল, যার এক একটি বোতলের মূল্য ছিল বিশ হাজার ডলার। অভাবনীয়! পৃথিবীতে শুধু মদের পশ্চাতেই কত হাজার হাজার বিলিয়ন ডলার ফুৎকারে উড়ে যাচ্ছে! এটাও শিক্ষা! পৃথিবীতে যে কোটি কোটি বিলিয়ন ডলারের মারণাস্ত্র তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে, তার লক্ষ্যস্থল নিশ্চয়ই কোন সাগরবক্ষ বা জলহীন সাহারা মরুভূমি নয়, অবশ্যই কোন না কোন ঘনবসতিপূর্ণ নগর বা রাজধানী। এই মানববিধ্বংসী গর্হিত মারণাস্ত্র-নির্মাণ ও তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞানার্জনও একটি শিক্ষা। এমন শিক্ষা যে, এজন্য শুধু বুশ কি ব্লেয়ার নয়, পুরো ইউরো মার্কিন সভ্যতাই এখন আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান। মিশরে যখন

www.pathagar.com

ফেরাউনদের রাজত্বকাল তখনো শিক্ষা ছিল, বিজ্ঞান ছিল এবং আমরা যাকে নান্দনিকতা বলি, সেই নান্দনিকতাও ছিল; না- থাকলে মমি পিরামিড ইত্যাদি তৈরি হতো না। প্রাচীন ইরাকে নমরূদের শাসনকালও শিক্ষাহীন ছিল না। তখনো অনেক কীর্তি ও কৃতিত্বের উদাহরণ গড়ে উঠেছিল। একেবারে আধুনিককালে সোভিয়েত ইউনিয়নেও আমরা একটি আধুনিক সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেখেছি; না-হলে মিখাইল কি পাস্তারনাকের মত নোবেল বিজয়ী লেখক তৈরি হতো না, প্রথম মহাকাশযাত্রী গ্যাগরিন বা বিজ্ঞানী সোলজনিতসিন তৈরি হতো না। কিন্তু এই শিক্ষা ছিল ধর্মহীন নাস্তিকতা এবং বস্তু ও প্রবৃত্তির নিগড়ে বন্দি, যে কারণে নমরূদ-ফেরাউনের শিক্ষার মতই লেনিন-স্টালিনের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাও বহুমুখী বস্তুবাদী সাফল্য সত্ত্বেও সর্ব মানবিক হাহাকার ও ব্যর্থতাকেই বড় করে তুলেছে। আর এইখানেই অনিবার্যভাবে নৈতিকতার প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়ায়।

যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে, শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সাফল্যের কথা নয়, বাস্তবতামনস্ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রগাঢ় নৈতিকবোধ ও চেতনাও শিক্ষাব্যবস্থায় অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকা জরুরি। এটাকেই আমরা বলতে চাই শিক্ষাব্যবস্থার নৈতিক-নির্ভরতা; যার অভাব ঘটলে নীটশের শিক্ষা নিয়ে তৈরি হয় হিটলার, মার্কস ও ডারউইনের সবক্ নিয়ে তৈরি হয় মানবরক্তপিপাসু নাস্তিকবাদী লেনিন, তৈরি হয় হার্ভার্ড অক্সফোর্ড থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত রিরংসু কাম-কাতর ক্লিনটন, কিন্তু মানুষ তৈরি হয় না। অতএব নৈতিকবোধ ও বাস্তবচেতনার সম্মিলনে একটি সুষম সুসমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া সর্বমানবিক মুক্তি ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা একটি দুঃস্বপ্ন। আর এক্ষেত্রে ইসলামই একমাত্র নির্ভুল হেদায়াত। অনুমান করি, কিছু ইসলামবিদ্বেষী সেকুলার বুদ্ধিজীবী আমাদের এই কথায় গুরুতর আহত হতে পারেন, মৌলবাদ বলে সরোষে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন; কিন্তু এটাই অবিসংবাদিত সত্য যে, ইসলাম ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার অসংগতি ও অসংলগ্নতা দূরীকরণের দ্বিতীয় আর কোন হেদায়াত নাই। অবশ্য এটা সত্য যে, বর্তমানের এই কুফলদায়িনী অনিষ্টকর শিক্ষাব্যবস্থা সকলের কাছেই দুর্ভাবনার বস্তু নয়, কারো কারো কাছে খুব প্রীতিকরও বটে। তারা চায় না, এই অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটুক; কারণ অশিক্ষা-কুশিক্ষার জাহেলিয়াত তাদের তাৎক্ষণিক বৈষয়িক মুনাফার বিশেষ সহায়ক। অতএব ক্ষতি ও ব্যর্থতা ও অন্তসারশূন্যতা যত প্রকটই হোক, বর্তমান শিক্ষার বাইরে অভ্যন্তরে যে-গাঢ় অন্ধকার বিরাজমান, তাকে সর্বশক্তি দিয়ে অক্ষত রাখা তাদের অস্তিত্বের প্রশ্নের অত্যন্ত জরুরি। এরা মুখে যাই বলুক, অন্ধকার এদের জীবিকা, অন্ধকার এদের ওপরে উঠার সিঁড়ি, অন্ধকার এদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। অতএব এই ধরনের কিছু মানুষ কিছুতেই চায় না, শিক্ষাব্যবস্থার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়া যে কঠিন কুষ্ঠরোগ আজ সমগ্র মানবসভ্যতাকেই গ্রাস করতে উদ্যত, তার অবসান হোক। স্বাভাবিক নিয়মে চাইতে পারেও না, কারণ কোন চিকিৎসকই চায় না, পৃথিবী থেকে রোগব্যাধি নির্মূল হয়ে যাক; বরং যেহেতু রোগই তার উপজীবিকা, রোগের ক্রমবিস্তারই তার কাম্য। অনেকটা এইরকমই, ভুল ও অসৎ শিক্ষাই যাদের স্বার্থের অনুকূল ও অবলম্বন, তাদের কাছে প্রকৃত

www.pathagar.com

শিক্ষা এতই অসহ্য ও আত্মঘাতী যে, এক্ষেত্রে বাধা দান করাই তাদের কাজ। এবং প্রয়োজন হলে এই কুৎসিত অন্ধকারকে টিকিয়ে রাখতে তারা আমৃত্যু জিহাদ করতেও প্রস্তুত। আল-কুরআনে এদেরকেই বলা হয়েছে 'শয়তানের বন্ধু' যারা ক্রয় করে নিয়েছে হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহি এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি'। এবং অতীব দুঃখের কথা, এরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও, শিক্ষা-সংস্কৃতি আজ এই কতিপয় দুষ্টজনেরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

অবশ্যই স্বীকার্য যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা উপযুক্ত মানের দক্ষ মানুষ তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছে; কিন্তু এই ব্যর্থতা আমাদের বড় সমস্যা নয়। দেশের প্রধান সমস্যা হলো নৈতিক সংকট। দেশের প্রায় সর্বস্তরে এমন সব ব্যক্তি সমাসীন, যাদের অন্তর্জগৎ ঘন অন্ধকারে আচ্ছাদিত। এই ধরনের মানুষ দক্ষ হলেই কী না হলেই কী। অসৎ ও নীতিহীন মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি ও দক্ষতা কারো কোন কাজে আসে না। অর্থাৎ পুরো বাংলাদেশ যদি বিদ্যাসাগরে ভরে যায়; বিশ্বমানের বৈজ্ঞানিক সাংবাদিক শিক্ষক প্রশাসক, শানিত প্রতিভার রাজনীতিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ, জগদ্বিখ্যাত চিকিৎসক ব্যারিস্টার প্রযুক্তিবিদ, এইসব নিয়ে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস যদি হিল্লোলিত হয়ে ওঠে, কোন লাভ নেই, যদি এই কৃতিপুরুষদের মধ্যে ধর্মপ্রাণতা ও নৈতিক শিক্ষা বলতে কিছু না-থাকে। এই জন্যই ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার অর্থ শুধু বিদ্যাশিক্ষা নয়, শুধু তথ্য আহরণ নয়; শিক্ষা হলো একটি নূর, যাকে ইসলামী পরিভাষায় বলে ইলম। আর এই ইলম নিরঙ্কুশভাবে শুধু নিরেট বাস্তবতানির্ভর নয়, ইলম একই সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গেও সম্পর্কিত। একজন মনীষী বুজুর্গ খুব সুন্দর বলেছেন : আল্লাহপাকের সব নেয়ামতই ধরাপৃষ্ঠে ছড়িয়ে আছে; শুধু ইলম নামক এই নেয়ামতটি আকাশ থেকে অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নিকট থেকে অবতরণ করে। অতএব আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কহীন যে ইলম সেটা কোন ইলম নয়।

এখন দেখতে চাই, এ বিষয়ে আল্লাহপাক কী বলেন। আল্লাহ বলেন, 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক'। পাঠ করো সর্বস্রষ্টা তোমার প্রভুর নামে; খালাকাল ইনসানা মিন আলাক' যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন (তুচ্ছ) জমাট (এক বিন্দু) রক্ত থেকে; 'ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম' পাঠ করো, তিনি মহাসম্মানিত প্রতিপালক; 'আল্লাজী আল্লামা বিল কালাম, আল্লামাল ইনসানা মাআলাম ইয়ালাম' যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষ যা জানতো না (সূরা আলাক)। শিক্ষাগ্রহণের শুরুতেই তিনটি বিষয় এখানে আল্লাহপাক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, যা মানুষের জন্য শিক্ষার প্রাথমিক পূর্বশর্ত। এক, পড়তে হবে, কিন্তু পড়তে হবে মহান প্রতিপালকের কথা মনে রেখে। দুই, মনে রাখতে হবে, মানুষ এক অতি তুচ্ছ উপকরণে থেকে সৃষ্ট অর্থাৎ আত্মম্ভরিতার আদৌ কোন অবকাশ নেই; এবং তিন, মানুষের কোন জ্ঞানই তার নিজস্ব নয়, সবই সেই মহাপরাক্রমশালী প্রভুরই একান্ত অনুগ্রহের দান। বিধর্মী অমুসলিমদের যাই হোক, মুসলমান আজ পুরোপুরি এই শর্তসমূহ বিস্মৃত হয়েছে। তার শিক্ষাগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে আল্লাহর কোন নামগন্ধ নেই; কত তুচ্ছ বস্তু থেকে তার জন্ম, সেই বিবেচনা থেকে তার যে অহমিকা পরিত্যাগ করার কথা, সেটাও নেই; আর জ্ঞান ও ইলম যে একান্ত

www.pathagar.com

ভাবে আল্লাহরই অনুগ্রহ, সেই বোধ তো একেবারেই নেই। অতএব আল্লাহর নাম ও মহিমা বিস্মৃত, দুর্বিনীত, আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে উদাসীন এই মুসলিম জাতির সকল শিক্ষা যদি নিরঙ্কুশ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, সেটাই স্বাভাবিক।
ইসলামের মূল শিক্ষা হলো তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাত। এই তিনটি বিষয় ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে এমন সুশিক্ষিত করে তুললেন, পরিণত করলেন এমন এক একটি হীরকখণ্ডে, যা সর্বকালের এক বিস্ময়, যেকোন মানদণ্ডে চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠত্বের যাঁরা অধিকারী। শৌর্যে সাহসে, সততা পবিত্রতায়, সর্বমানবিক প্রেম ও মমতায়, পূর্ণদায়িত্ববোধ ও নির্লোভ জীবনাচারে, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও মুনষ্যত্বনিষ্ঠায় এমন একদল স্বর্ণপ্রভা মানুষ তৈরি হলো, যাদের সততা ও ইনসাফ ও হিম্মতের সামনে অর্ধেক পৃথিবী সভয়ে- সবিনয়ে মাথানত করে দিল। এটা আমাদের কোন আবেগতাড়িত অত্যুক্তি নয়, এটা ইতিহাস। কিন্তু এই অভাবনীয় সাফল্যের মূলশক্তি কেন্দ্রটি কোথায়? বলাই বাহুল্য, অন্যকোন শিক্ষা নয়, অন্য কোন রহস্য নয়, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য এবং আখেরাতের ভয়ই এই অভাবিত সাফল্যের একমাত্র শক্তিকেন্দ্র। অতএব স্বদেশ-বিদেশ সকলের কথাই বলছি, মুসলামন যদি তার শিক্ষাব্যবস্থাকে কার্যকর ও সাফল্যমণ্ডিত করতে চায়, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা)-এর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখেই তা করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট করতে হবে আল কুরআন ও আল হাদিসের মর্মবাণী ও প্রেরণা। ইবলিস ও তার বিদ্যাবিনোদ-সহচরদের বাধা ও কুপ্ররোচনামুক্ত হয়ে এটা করতেই হবে। অন্যথায়, সেঞ্চুরি সেলিব্রেটকারী অনেক যশস্বী ধর্ষক তৈরি হবে, দেশপ্রেমের আড়ালে আড়ালে বৃটেন আমেরিকায় বিলাসবহুল প্রাসাদ ক্রয়ের মত অনেক নেতা ও মন্ত্রী-মিনিস্টার তৈরি হবে, লিভ-টুগেদার ও নারী স্বাধীনতার অকৃত্রিম প্রবক্তা অনেক কবি ও বুদ্ধিজীবী তৈরি হবে, তৈরি হবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পাঁচ তারকা হোটেলে বসবাসকারী অনেক মনুষ্যরূপী সারমেয়, অনেক দস্যু ও নিশিকুটুম্ব, অনেক গন্ধমুষিক, কিন্তু ভুলক্রমেও একটি মানুষ তৈরি হবে না।
পরিশেষে এই কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মানুষ এই ধরাপৃষ্ঠে মহান আল্লাহ পাকের খলীফা। আর এই তো মুসলমানের অন্তত জানা থাকার কথা যে, খিলাফতের এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হেদায়াত ও পথনির্দেশনাও আল্লাহপাক দান করেছেন। এবং এই হেদায়াত একদিকে যেমন বাস্তব জীবনমুখী একই সঙ্গে আখেরাতমুখীও বটে। আর এই জন্যই জান্নাতের সুসংবাদ যেমন জ্ঞাপন করা হয়েছে, একইভাবে জানানো হয়েছে পার্থিব সাফল্যের কথাও। 'নক্ষত্রমণ্ডল থেকে ভূমণ্ডল পর্যন্ত যেখানে যা-কিছু আছে, সবই তোমাদের অধীনস্থ' (সূরা জাছিয়া)। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথোচিত অনুশীলন ও কাঙ্ক্ষিত নৈতিকমান অর্জনের মধ্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহ তার ওপর অর্পিত খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবে, এটাই ইসলামের দাবি। রাসূল (সা) বলেন, জ্ঞান হলো মুসলমানের হারানো সম্পদ, যেখানেই পাওয়া যাক, তা গ্রহণ করতে হবে। এ থেকে বোঝা যায়, জ্ঞানের চর্চা ও অনুসন্ধান মুস্তাহাব নয়, রীতিমত ফরজ।

www.pathagar.com

অতএব বাস্তবচেতনা ও নৈতিকতা উভয়ে মিলে যে শিক্ষাক্রম, সেই ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাই আমাদের শিক্ষার জন্য অব্যর্থ ব্যবস্থা। কবি ইকবাল বলেন : তুমি আবার পাঠ গ্রহণ করো সত্য ও ইনসাফ ও হিম্মতের, পৃথিবীর নেতৃত্ব আবার তোমার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়বে। মুসলিম-শাফিত স্পেনের গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে উৎকীর্ণ ছিল : পৃথিবী চারটি বস্তু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত- জ্ঞানীগুণীদের ইলম, মহান ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ বিচার, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রার্থনা এবং যোদ্ধাদের নির্ভীকতা। আমাদের নতুন করে কিছু ভাববার নেই; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কী হবে, কেমন হবে, তা পরিষ্কার বিধৃত রয়েছে আল কুরআন এবং রাসূল (সা) কর্তৃক প্রদার্শিত শিক্ষাক্রমের মধ্যে, আমাদের গৌরবময় অতীত স্বর্ণপ্রভ ইতিহাসের মধ্যে। অতএব হৃতগৌরব যদি পুনরুদ্ধার করতে হয়, ব্যক্তি সমাজ ও জাতিকে যদি সর্বতোমুখী সাফল্যে গরীয়ান করে তুলতে হয়, যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে উপবিষ্ট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে, তাহলে আর বিলম্ব নয়, যতদ্রুত সম্ভব ধর্মহীন-ধর্মনিরপেক্ষতার কুহক পরিত্যাগ করে জীবনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞানভিত্তিক নৈতিকতানির্ভর তাওহিদী শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। এটাই সময়ের দাবি, মুসলিম মিল্লাতের কাছে চিরকালের দাবি। আশা করি ইনশাআল্লাহ এই ব্যবস্থার কল্যাণ মুসলিম উম্মাহ আবার অচিরেই তার অজেয় অপরাজেয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম হবে। ওয়ামা তাওফিক ইল্লাবিল্লাহ।

প্রবন্ধকার : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

www.pathagar.com

নৈতিকতা ও জাতীয় স্বার্থে আমাদের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ইসলামী শিক্ষা চালু করতেই হবে

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউসুফ আলী

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতোয়ানির রাযিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম।

আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের সম্মানিত প্রধান অতিথি, স্নেহভাজন ড. এম উমার আলী ভাইস-চ্যান্সেলর, মানারত ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি, মাননীয় এমপি জনাব গোলাম সরোয়ার, বিশেষ অতিথি, প্রিয় সহকর্মী প্রফেসর এম নজরুল ইসলাম, দৈনিক সংগ্রামের সম্মানিত সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ সাহেব এবং আমার অত্যন্ত প্রিয় প্রবন্ধকার প্রফেসর আবু জাফর, মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, এবং আমার সামনে উপবিষ্ট ছাত্র শিবিরের নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য সুধীমন্ডলী, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

প্রথমেই আমি শহীদ আব্দুল মালেকের কথা স্মরণ করে, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তার রুহের মাগফেরাত কামনা করে, আমার বক্তব্য শুরু করছি। তিনি আমাদেরকে একটা পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। পথটি হলো, "মানবিক মূল্যবোধ অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামী শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য"। সেপথ ধরে আমরা এগুচ্ছি এবং ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখছি। ছাত্র শিবিরের নেতা ও কর্মীদের আমি মোবারকবাদ জানাচ্ছি এজন্য যে তারা সত্যি এই পথে এগুচ্ছে এবং সংগ্রাম করে চলেছে।

প্রবন্ধকার একটি সুন্দর ও মূল্যবান প্রবন্ধ উপহার দিয়েছেন। এই প্রবন্ধ নিয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে কেউ বলেছেন প্রবন্ধটি একটু বড় হলে ভাল হতো, কেউ বলেছে এটা আর একটু ছোট হলে ভাল হতো। আমি মনে করি, প্রবন্ধকার যে কথাগুলো বলতে চেয়েছেন, আমাদের এখানে যে কথাগুলো উপস্থাপন হওয়ার কথা ছিল এর

www.pathagar.com

সবগুলো কথাই প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। সুতারাং এটা বড় বা ছোট করুন, কিছু যায় আসে না। আমরা যা জানতে চেয়েছিলাম তা জেনে ফেলেছি। আমি আশা করবো, এরকম প্রবন্ধ তিনি ভবিষ্যতেও লিখতে থাকবেন এবং আমাদেরকে নৈতিক শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্তা প্রচলনে উদ্বুদ্ধ করবেন। এই আশা রাখছি।

সুধীবৃন্দ,

আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্য চলছে। যেমন কিছু কথা আমি বলি, ক'বছর আগে ১৯৯০ এর পরে নৈর্ব্যত্তিক পাঠক্রম এস.এস.সি সিলেবাসের অর্ন্তভুক্ত করা হয়। পাঠ্যক্রমে ছিল যে ৫০০ প্রশ্ন পড়তে হবে আর দেয়া হয়, এই ৫০০ প্রশ্ন থেকেই এই প্রশ্নগুলি থাকবে, তাহলে কি অবস্থা দাড়ায়। আর পড়াশুনা করার আগ্রহ ছাত্রদের মধ্যে থাকে কি? ঐ ৫০০ প্রশ্ন পড়লেই তো হয়ে যাবে। এটা নিয়ে অনেকে উপহাসও করেছেন এবং উপহাসটা এইরকম যে, কোন এক ইন্টারভিউ বোর্ডে এক চাকুরি প্রার্থী ইন্টারভিউ দিতে গেছে। ইন্টারভিউ বোর্ড থেকে প্রশ্ন করা হলো, "তোমার বাবার নাম কি"? ছাত্র উত্তর দিল অর্থাৎ, চাকুরী-প্রার্থী উত্তর দিল- জনাব আপনি ৫টি নাম লিখে দিন আমি টিক চিহ্ন দিয়ে দিব। প্রশ্ন হলো আমরা এরকম একটা পাঠক্রম প্রণয়ন করলাম কি করে? কিভাবে এই চিন্তাটা আমাদের মাথায় উদয় হলো। তারপরে আরো বলি, একসময়ে এস. এস. সি এবং এইচ. এস. সি পর্যায়ে O-level এবং A-level এর পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হলো। এই পাঠ্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষকদের একটা প্রশিক্ষণ চলছিল একমাসের জন্য। সেই প্রশিক্ষণের Instructor হিসেবে আমিও আহুত হয়েছিলাম। আমি তাদের পাঠ্যক্রম দেখে খুব অবাক হলাম, কারণ এই পাঠ্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষকরাই অবগত নহেন। তারা পড়াবেন কি করে? O-level এবং A-level এর পাঠ্যক্রম তা অত্যন্ত মূল্যবান সুপাঠ্য বিষয় এটা অনস্বীকার্য, কিন্তু তার আগে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে না। না হলে যেটা হবে যে, ছাত্র কি পড়লো সে নিজেও বুঝলো না আর কি শিক্ষক কি পড়ালেন তিনিও তা বুঝলেন না। এই রকম শিক্ষার কোন যৌক্তিকতা আছে কি?

তারপরে আরো দেখুন, ইতিহাস, ভুগোল, এগুলো এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পাঠ্যক্রম নেই বলতে গেলে। না থাকলে মানুষ ইতিহাস-ঐতিহ্য আর পৃথিবীর রাজনৈতিক ও নৈসর্গিক অবস্থা সম্পর্কে জানবে কি করে? বলা যায় এই পাঠ্যক্রমের ইতিহাসের শুরু ১৯৭১ থেকে। তার আগে কি ছিল তা জানার প্রয়োজন নেই, বা এটা কি ইহিতাস নয়। তাহলে কিছুক্ষণ আগে কাশেম আলী সাহেব যা বলেছিলেন, চীনের ছাত্ররা জানে চেঙ্গিস খান তাদের National Hero, একথাটা ঐ ছাত্র জানতে পারতো কি করে। আমার মনে আছে, আমরা ব্রিটিশ আমলে প্রাইমারী স্কুলে পড়েছি। ১৯৪৭ সালে যখন তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি, তখন আমাদের যেটা সাহিত্য বই ছিল তাতে কয়েকটি আর্টিকেল ছিল, যেমন- রাম-রামায়নের গল্প এবং হযরত ওমরের (রাঃ) সেই গল্পটি, যেটি তিনি বায়তুল মুকাদ্দেসে যাচ্ছেন উটের পৃষ্টে আরোহন করে। একজন দাস উটের রশি টানছে, কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজে রশি টানছেন, দাস উপবিষ্ট হচ্ছে, কিছুক্ষণ

www.pathagar.com

পরে সেই দাস টানছে, তিনি উপবিষ্ট হচ্ছেন। এই ভাবে যখন বায়তুল মুকাদ্দেসের পৌঁছালেন তখন খলিফার পালা। তিনি রশি ধরে টানছেন এবং বায়তুল মুকাদ্দেস থেকে যারা খলিফাকে স্বাগতম জানাতে এসেছিলেন তারা দাসকেই খলিফা মনে করে স্বাগত জানালেন। এই যে কতটুকু বিবেচক হলে, সুবিচার করতে পারলে মানুষ এই পর্যায়ে আসতে পারে এই কথাটি কিন্তু আমরা জানতে পেরেছিলাম সেই শৈশবে। কিন্তু এই রকম কোন আর্টিকল বা এই রকম কোন বক্তব্য কি এখন বইগুলোতে তুলে ধরা যায় না?

তারপরে ধরুন, আমাদের জাতীয় নেতা কে? আমরা যদি স্কুলের ছাত্রদের একথা জিজ্ঞেস করি তারাও বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে। মেজর জিয়াউর রহমান, না শেখ মুজিবর রহমান। কারণ একদল বলে শেখ মুজিবর রহমান আর একদল বলে মেজর জিয়াউর রহমান। আরও কোন নেতা আছেন কি? সে সম্পর্কে তারা কোন কিছুই জানে না। এখন শেখ মুজিব বলবে, না জিয়াউর রহমান বলবে এ নিয়ে খুব দ্বন্ধে পড়ে যায়, এবং ইন্টারভিউ বোর্ডে এটা প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। আমাদের উচিৎ কিশোরদেরকে সব নেতাদের সর্ম্পকে জানানো। ধরে নিলাম, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে আমরা বর্জন করেছি, কারন তিনি বাংলাদেশের নেতা ছিলেন না। আমরাতো পড়েছি স্কুল লেভেলে একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমউদ্দীন, মাওলানা ভাসানী এবং সঙ্গে ঈশা খাঁ আমাদের National Hero- বাংলাদেশের হিরো। এই যুগের ছাত্ররা এদের কাউকে কি এখন চিনে বা জানে? আমার এম.এ পাশ করা ছাত্র একদিন আমাকে প্রশ্ন করেছিল, কায়েদে আযম কে? কেন তিনি বিখ্যাত? তাকের বুঝাতে হলো কেন তিনি বিখ্যাত ছিলেন। এই অবস্থা আমাদের নবীন প্রজন্মদের, আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না।

তারপরে দেখুন, মাদ্রাসা শিক্ষকের প্রশিক্ষণের কথা বলছেন মাননীয় এমপি সাহেব। মীর কাশেম আলী সাহেবও বলেছেন যে, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে মোটামুটি Secular শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে একটা সমমানে আনা হয়েছে এবং তাঁরা অনেকটা সফল হয়েছেন।আমি এখানে বলবো, সমমান করা হয়েছে এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। কিন্তু আমাদের আরো একটা দিকে ভুলে গেলে চলবে না। যারা সমমানে উন্নীত হলেন, তারা কি সমমানভুক্ত হয়েছেন? যদি না হয়ে থাকেন তাহলে এ কাজটা সঠিক হলো না। সুতারাং আমাদের প্রচেষ্টা থাকতে হবে যেন, আমরা নিজেদের যোগ্যতা অর্জন করে সমমান হই। মাদ্রাসা শিক্ষাকে সমমান করা হয়েছে একথা আনন্দের হলেও আমাদের আরেকটা প্রচেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে যে এই মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তিদের যেন সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করে সমমানে উন্নীত হোন। সব কথা বিবেচনা করে প্রবন্ধকারের একটি কথা যে, বিজ্ঞান নৈতিকতা নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প নাই, তা অত্যন্ত যুক্তিসংগত কথা বলে মনে হয়। এটা এই যুগের দাবী। আমি যত সেমিনারে উপস্থিত হয়েছি, সবাই একথা বলেন যে, মুসলমানদের শুধু ইসলাম চর্চা করলেই হবে না। বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করতে

www.pathagar.com

হবে। বিজ্ঞান বিষয়ে অগ্রগতি অর্জন করতে হবে। বিজ্ঞান বিষয়ে অগ্রগতি অর্জন করতে না করলে আমরা পৃথিবীর সঙ্গে সমতা রেখে চলতে পারবো না। এটা অত্যন্ত সত্য কথা।

কিছুদিন আগে পাকিস্থানে গিয়েছিলাম। সেখানে এক অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। জনাব নেওয়াজ শরীফের আমলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বাজেট বরাদ্দ ছিল, এই মন্ত্রী এবং এই প্রেসিডেন্টের আমলে সেটা উন্নীত করে ৬০০ গুণ করা হয়েছে। তাহলে তো পাকিস্থান সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এই সচেতনতা তাদের মধ্যে এসেছে। কিন্তু আমরা, আমি জানি না ছয় গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে কি না। আমাদের শুধু কথা বললেই হবে না, জোট সরকারের এরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ইসলামী শিক্ষা নিয়ে যে বিভ্রান্তি, তা হলো আমাদের দেশে দুটি গোষ্ঠি আছে- একটি ইসলামী গোষ্ঠী আর একটি অ-ইসলামী বলবো না, তাদেরকে বলব সেকুলার ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠি। তাদের মধ্যে একটা সংশয় দেখা দিয়েছে যে, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালূ হলে শিক্ষার্থীরা সব মাদ্রাসা পড়ুয়া হয়ে যাবে। সব মসজিদে গিয়ে ইমামতি করা ছাড়া এদের অন্য কোন গত্যন্তর থাকবে না, যা অত্যন্ত অযৌক্তিক কথা। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতাই এর কারণ। আর একটি দিক রয়েছে- আটারশো পয়ত্রিশ সালে যখন হটাৎ করে ইংরেজী শিক্ষা চালু করা হলো, তখন মুসলিমরা- যারা ফার্সি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন- তাদের জেনারেশনটাই শেষ হয়ে গেল। সুতারাং সেই সময়ে ইংরেজী শিক্ষা চালুর ফলে মুসলমানরা সম্পূর্ণরূপে পিছিয়ে পড়লেন বা বঞ্চিত হলেন। আমাদের এই সেক্যুলার গোষ্ঠির মনে এই ভীতিটা রয়েছে যে, ইসলামী শিক্ষা চালু হলে আমাদের আর কিছু করনীয় থাকবে না। আমরা একেবারে পঙ্গু হয়ে যাবো। কিছুদিন আগে একটি সেমিনার হয়েছিল। সেই সেমিনারেও আমি ছিলাম। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর উদ্যোগে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে Intrageted ইসলামী কোর্স চালু করার প্রস্তাব আসলে সেখানে একজন মন্তব্য করলেন যে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী কোর্স চালু করবেন, ভাল কথা। কিন্তু এইগুলোকে মাদ্রাসা বানিয়ে ফেলবেন না। আর একজন বললেন যে তিনি শিক্ষক-ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দেখেছেন কারো কাছ থেকে অনুকূল সাড়া পাননি। শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক কি বুঝা যাবে তা বলা মুশকিল। তবে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে পরিষ্কার জানা যাবে না, কারণ পড়াশোনা না করে যদি কেউ পাশ করে যায়, তাহলে সেটাইতো তাদের কাছে ভাল। এতো পাঠ্য বিষয়, তারপর আবার ইসলামী শিক্ষা, তাদের কাছে একটা বিরাট বোঝা বলে মনে হবে। আমি বলতে চাই যে জাতীয় প্রয়োজনে অনেক অপ্রিয় কাজও আমাদের করতে হবে। এক সময় ম্যালেরিয়া রোগের একমাতত্র ঔষধ ছিল কুইনাইন, এবং এই কুইনাইন যে কত কটু স্বাদবিশিষ্ট, তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। বিশেষ করে যখন শিশুদের ক্ষেত্রে কুইনাইন খাওয়ানোর কথা আসতো, তখন অভিভাবকের গায়েও জ্বর হবার উপক্রম হতো। কারণ কিছুতেই

www.pathagar.com

কুইনাইন খাবে না, ছুটাছুটি করতো, কুইনাইন কিছুতেই খাবে না। যারা খাওয়াতেন, তাদের অবস্থা আমি একটা উদারণ দিয়ে বলি। আমার ছোট ভাইকে কুইনাইন খাওয়ানো হতো এভাবে যে, আমার চাচা তাকে তার কোলে বসাতেন। শক্ত করে কোলে চেপে ধরতেন একজন দুটো হাত ধরতো- আরেকজন দুটো পা ধরতো। চাচাজান তার নাকটা চেপে ধরতেন, কারন সে কিছুতেই মুখ খুলবে না। নাকটা যখন চেপে ধরা হতো তখন বাধ্য হয়ে সে মুখ খুলতো আর তখনই কুইনাইন ঢেলে দেওয়া হতো তার মুখে। এরপর যে পর্যন্ত না গেলে সে পর্যন্ত নাক ছেড়ে দেওয়া হতো না। এই যে অত্যাচারটা করা হতো- কি জন্য? তার ম্যালেরিয়া রোগ সারানোর জন্যেইতো? তাহলে এরকম কিছু অপ্রিয় কাজতো করতেই হবে। ইসলামী শিক্ষা কলেজে, স্কুলে, ইউনিভার্সিটিতে চালু করতেই হবে, প্রবর্তন করতে হবে। যত অপ্রীতিকর মনে করুক, নৈতিকতার স্বার্থে, আমাদের জাতীয় স্বার্থে এর প্রচলন করতেই হবে।

সভাপতির দূর্ভাগ্য তাঁর হাতে সময় থাকে অনেক কম। আমার মনে হয়, যে কথাগুলো আমি বলেছি তারপর আর বাড়ানো ঠিক হবে না। সবাই কথাগুলি বলেছেন, তাতে অনেক বলা হয়ে গেছে। আমাদের এখন উচিৎ, আসুন আমরা দৃঢ় শপথ গ্রহন করি- ইসলামি মূল্যবোধ এবং আদর্শের উপর ভিত্তি করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে, এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে। যা থেকে পরে আমরা সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে একটা সমতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার ভুমিকা রাখতে পারি। আমাদের শৃংখলাবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করতে হবে। আন্দোলনে বিশৃংখলা দেখা দিলে চলবে না। অত্যন্ত শৃংখলিত ভাবে আমাদের এই আন্দোলনে শরীক হতে হবে, আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে।

আমি আর একটি কথা বলতে চাচ্ছি। এটা প্রশংসার জন্য নয়। আমার এক আত্মীয় প্রধান প্রকৌশলীর সঙ্গে একদিন ছাত্রকল্যানের বিষয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, আমার ছেলে যদি শিবির করতো আমি খুব অখুশী হতাম না। কারণ আমি অন্ততঃ নিশ্চিত হতে পারতাম যে, সে ছিনতাই করবে না, কুকাজ করে বেড়াবে না। আমি এ কথাটা এই জন্য বললাম যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈতিকতা অবলম্বনে এ পর্যন্ত যারা এগিয়ে এসেছেন, তাঁরা সবাই মুখে বলেছেন। তাদের বক্তব্যে এরূপ কথা শোনা যায়, কিন্তু এই রকম একটা সেমিনার তাঁরাতো আয়োজন করছেন না। যত দূর মনে পড়ে, আমি অন্ত ত ছাত্র শিবিরের দুটি এরকম সেমিনারে অংশগ্রহণ করলাম, এবং সেজন্য আমি অত্যন্ত গৌরববোধ করছি। আমি আশা করবো যে, ছাত্র শিবির এরকম সেমিনার আয়োজন করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে। আমরা একদিনে কোন কিছু করতে পারবো নাম করার চেষ্ঠাও করা উচিৎ নয়। এই যে বললাম, জাতিগত প্রশ্নে হজম করার সময় দিতে হবে- গ্রহণ করার সময় দিতে হবে। একদিন ইসলামী ব্যাংক যখন চালু হয়, আমি অবাক হয়েছিলাম যে, ইসলামী ব্যাংক সুদ ছাড়া চলবে। তা এখন তো চলছে। ইসলামী জীবন বীমাও চলছে। কাজেই ইসলামী শিক্ষাও আসবে, কিন্তু একটু সময় দিতে হবে মানুষকে তা গ্রহন

www.pathagar.com

করার জন্য। যাতে তাদের কাছে স্বত:স্ফূর্তভাবে গ্রহনযোগ্য হয়।

পরিশেষে আমরা এইরকম একটা সেমিনারে অংশগ্রহণ করছি যেখানে ইসলামী মূল্যবোধ এবং চেতনা নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের আলাপ আলোচনা আল্লাহর দরবারে পৌঁছালে তিনিও খুশী হচ্ছেন। নিশ্চয় তিনি আমাদের এই অভিলাষ কবুল করবেন। এই আশা রেখে এবং আপনাদের সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ্ হাফেজ! বাংলাদেশ- জিন্দাবাদ! ইসলামী ছাত্র শিবির- জিন্দাবাদ।

আলোচক : সেমিনারের সভাপতি ও সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নৈতিকতা নির্ভর শিক্ষা ছাড়া মানুষের কল্যাণ আসতে পারে না

প্রফেসর ড. উমার আলী

আমাদের কাঙ্খিত শিক্ষাব্যবস্থা কি কেউ আমাদের দিয়ে যাবে নাকি, কোথাও থেকে আমাদের আমদানী করতে হবে? এটি কোথায় এবং কিভাবে পাওয়া যাবে? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যার সমাধান আমাদের কাছে একান্তই জরুরী। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষা এমন একটি বিষয়, যা বাইরে থেকে আমদানী করা যায় না, এটি জাতির কর্ণধারদেরকে প্রণয়ন করতে হবে। তাই শহীদ আব্দুল মালেকের শাহাদাতের ৩৫ বছর পরে যখন আমরা এ বিষয়গুলো আলোচনা করতে যাই তখন মিডিয়া পত্র-পত্রিকার দিকে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, যারা এই নৈতিকতা নির্ভর বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার দাবী করি, তাদের কথাকে ঢেকে দিয়ে নৈতিকতা বিরোধীদের কথাকে তুলে ধরছে এবং যারা নৈতিকতার কথা বলে তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী কাজ বলে অপপ্রচার করছে। একে উচ্ছেদ করার জন্য বিপুলভাবে আন্দোলন চালাচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, এটা কেউ আমাদেরকে তুলে এনে দিবে না। আমরা, আমাদের শত্রুদেরকে যতই গালি দেই না কেন যে, তারা আমাদেরকে আমাদের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে যায় নি, কিন্তু এতকাল ধরে আমরা কি করলাম? আমরা কেন পারছি না? উপস্থিত আলোচকদের কথায় এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, নিজেদের মধ্যে বৈপরিত্য থাকার কারণে, কাঙ্খিত জিনিস চাওয়ার ক্ষেত্রে অবহিত হওয়ার কারণে আমরা ঠিকমত সেই

www.pathagar.com

দাবী আদায়ের জন্য এগিয়ে যেতে পারছি না। এবং আমার বিশ্বাস যে কথা বলা হয়েছে, যে জোট সরকার থাকতে এ কাজটা করে নিতে হবে, এটার জন্য ব্যাপক আন্দোলন করতে হয়। আমরা তার জন্য অতটা প্রস্তুতি নিতে পারি নি। এটা স্পষ্ট যে নৈতিকতা নির্ভর শিক্ষা ছাড়া মানুষের কল্যাণ আসতে পারে না। নৈতিকতা বিরোধী শক্তির চেয়ে নৈতিকতা সম্বলিত শিক্ষাব্যবস্থার দাবীদারদের সমমানের হওয়া দরকার। আল্লাহ্ পাক কি এ কথা বলেন নি যে, তোমাদের ঘোড়াগুলোকে এমনভাবে তৈরি রাখ যাতে তোমার শত্রুরা তোমাদের দেখে ভয় করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি সেই প্রযুক্তির দিকে আদৌ এগিয়ে যেতে পেরেছি? নৈতিকতা এবং বিজ্ঞানকে আমাদের পাশাপাশি নিতে হবে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এমনিতেই শিক্ষার বাজেট অবহেলিত, তারপরে বিজ্ঞানতো আরও অবহেলিত এবং বিজ্ঞান অবহেলিত হওয়ার কারণে যতটুকু বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয় তার বেশিরভাগই তাত্ত্বিক। যার ফলে খুব কমই আমাদের এই শিক্ষা কাজে আসে। আর এটাকে কাজে লাগানোর জন্য যে মানের শিক্ষক দরকার তা আমাদের নেই। আজকে যে শিক্ষক কোন উন্নত বিজ্ঞানের প্রয়োগের দিকটা শেখাবেন, দেখা যায় যে তিনি নিজেই সেটি কখনো ব্যবহার করেন নি। এবং তিনি যখন সেটা ছাত্রকে শিখাবেন শুধু তাত্ত্বিক দিকটাই শেখাবেন। এই তাত্ত্বিক জ্ঞান নিয়ে আমরা কতটুকু এগুবো ? এই জ্ঞানের দিক থেকে পিছনে পড়ে থেকে আমরা যে চিন্তা ভাবনা করি তা বিরোধীদের মোকাবেলায় সক্ষম হয় না। আমরা যে নৈতিক শিক্ষার কথা বলি সেটা আমাদের পরিবারে, সমাজে প্রয়োগ করি না। আমাদের নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরিত্য দূর করা দরকার। শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য বহুবার কমিটি হয়েছে এবং রিপোর্টও দিয়েছে কিন্তু তা কোনবারই বাস্তবায়িত হয় নি। নৈতিকতা ভিত্তিক শিক্ষার যে প্রচেষ্টা আমরা চালাচ্ছি তা বাস্তবায়ন থেকে আমরা অনেক পিছনে রয়েছি। ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি এ ব্যাপারে কাজ করছে। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে জাতির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায় নি। নৈতিকতাকে জানার জন্য আল কুরআনকে বোঝার জন্য আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্বকে আমরা উপলব্ধি করি না। অথচ রাশিয়া যখন মহাশূণ্যে স্পুটনিক পাঠালো তখন তারা রুশ ভাষা শেখার জন্য আগ্রহী হয়ে গেল, অথচ তারা ওই Technology ইংরেজীতে রূপান্তর করে শেখাতে পারতো। আল্লাহর রাসুল (সা) শুধু আল কুরআনের মাধ্যমে অপরাধমুক্ত সমাজ গড়ার যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, সেই আল কুরআনকে জানার জন্য, আরবী শিক্ষার প্রতি কি আমরা সেই তাগিদ দিয়েছি? আমরা ইসলামী শিক্ষা বলতে কিছুটা ধর্মীয় শিক্ষার জন্য তাগিদ দিচ্ছি। জাতির নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের সন্তানরা অধিকাংশই English Medium স্কুলে পড়ছে যেখানে নীতি-নৈতিকতার কোন বালাই নেই। অথচ দেশের শাসনের ভার তাদের উপরই পড়ছে। প্রতিযোগিতার জন্য আমরা যে সমস্ত জনশক্তি গড়ে তুলছি আর ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রে যে সমস্ত নেতৃত্ব গড়ে উঠছে তারা তো নিজের দেশেই নৈতিকতা বিরোধীদের মোকাবেলা করতে পারছে না। বরং আমার দেশের নেতৃত্ব যাচ্ছে দায়িত্বহীন, নৈতিকতাহীন, কুরআনের শিক্ষা বর্জিত লোকদের কাছে। যদি তাদের কাছে

www.pathagar.com

এ শিক্ষা যায়, তবে আমরা শুধু সেমিনার করে কি ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে পারবো? আমাদের উচিত ছিলো Experimental. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মান এবং সংখ্যা আরো বাড়ানো উচিত ছিলো। শুরুতেই বলা হয়েছে যে, হাজার বছরের পরিকল্পনা নিয়ে এতে Investment করা দরকার ছিলো এবং তা থেকে রেজাল্ট আশা করা যেতো। কিন্তু আমরা যদি আজকে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি তবে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মতো আমরা কালকেই লাভ আশা করি। আমরা সেখানে আরও ইনভেস্ট করে অন্যদেরকে সেখানে ইনভেস্ট করার জন্য আকর্ষণ করতে পারি না। এটা না থাকার কারণে Islamic Education এর কল্যাণ নিজের জাতিকেই আমরা বোঝাতে পারি না। এটা না পারার কারণে পত্র পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে লেখালেখি হচ্ছে এবং দেশের মানুষ তাদের কথাই শুনছে। ইসলামের বিরুদ্ধে, আল্লাহ, রাসূল এবং ইসলামের ধারক বাহকদেরকে সম্মান দেখানোর জন্য জোর প্রচারণা চালাচ্ছে। শিক্ষা কমিশন ফাজিল ও কামিলকে যথাক্রমে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী দেয়ার সুপারিশ করেছে। আমার মনে হয় এটা অতিসত্বর বাস্তবায়ন করা উচিত। এ মর্যাদা আদায় করে নিতে হবে, কেউ করে দিয়ে যাবে না। ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য একটি সাংগঠনিক প্রচেষ্টা থাকা দরকার। অন্যান্য কাজের মতো এক্ষেত্রে সাংগঠনিক গুরুত্ব দেয়া উচিত। জাতীয়ভাবে এ কাজ হচ্ছে না, এমন কি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরাও এ ক্ষেত্রে যথাযথ উদ্যোগ নিচ্ছেন না। আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে যথাযথ ইনভেস্টমেন্ট করলে আমরা নিজেরা নিজেদের ভেতর একটি শিক্ষানীতি গড়ে তুলতে পারবো, যার ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আকর্ষণীয়ভাবে গড়ে তুলতে পারবো।

আলোচক : ভাইস চ্যান্সেলর, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে

মীর কাশেম আলী মিন্টু

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সায়্যিদিল মুরসালিন, ওয়া অলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন।

অধ্যাপক আবু জাফর সাহেবের যে প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছে এটাকে আমি একটি পরিপূর্ণ প্রবন্ধ বলে মনে করি, তিনি সঠিক বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং আবু জাফর সাহেব যে নীল নকশা প্রদান করেছেন অল্প কথায় সেই অনুযায়ী যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো যায়, আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ এই শতাব্দীর

www.pathagar.com

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারবে। এবং মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের প্রয়োজন পুরণ করবার মতো তরুণ সমাজ উপহার দিতে পারবে ইনশাআল্লাহ্। আর আমি সবার পক্ষ থেকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতিকে বলবো যে, শহীদ আব্দুল মালেক ভাই এই সংগঠনের এক সিপাহসালার ছিলেন তিনি জীবন দিয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন শাহাদাত বরণ করেছেন। কাজেই ইসলামী ছাত্রশিবিরকে এই বিষয়টাকে ১ নম্বর এজেন্ডায় রাখতে হবে। এবং তা শুধু সেমিনারে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। সময় পার হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে ৩৪ বছর পার হয়ে গেল প্রিয় আব্দুল মলেক ভাই শহীদ হয়েছেন। পদ্মা মেঘনা যমুনার পানি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশের রাজনীতির অনেক উত্থান পতন হয়েছে। আজকে আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে অনস্বীকার্য শক্তি। বাংলাদেশের রাজনীতি ইসলামী আন্দোলনকে বাদ দিয়ে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কাজেই আমি আহ্বান জানাই জনাব কেন্দ্রীয় সভাপতিকে এবং এই বিষয়ে আমরা তার নেতৃত্ব মেনে নেব।এই দাবি আদায় করার জন্য আগামী আড়াই বছর মনে হয় আছে। সরকারের এই আড়াই বছরের ভিতরে আমরা অন্তত ফাউন্ডেশন দিতে চাই, যে ফাউন্ডেশনের উপরে পরবর্তী শিক্ষব্যবস্থার ইমারত গড়ে উঠবে। আল্লাহ্পাক আমাদের তৌফিক দান করুন এবং শিবিরের সভাপতিকে বলবো এটা আমাদের রক্তের ঋণ। কারণ রক্ত দিয়ে এই দাবীর আন্দোলন শুরু করছি। এই দাবীর চাইতে বড় কোন দাবী হতে পারে না। একটি জুতার কারখানা থেকে জুতাই আশা করা যেতে পারে। একটা প্লাস্টিকের সোল যে কারখানায় তৈরি হয় সেখানে থেকে বসরায় জীবন্ত গোলাপ আশা করা যেতে পারে না। আজকে যে শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা শিক্ষিত হচ্ছি এর মূল ডিজাইন যারা করেছিলেন তারা আমাদের বন্ধু ছিলেন না এটা খেয়াল রাখতে হবে।

আপনারা জানেন যে, একটা কাপড় তৈরি করতে হলে আগে ডিজাইন করতে হয়। একটি বিল্ডিং তৈরি করতে হলে আগে ডিজাইন করতে হয়। তারপর ইমারত গড়ে ওঠে, কাপড় তৈরি হয় ইত্যাদি। শিক্ষাব্যবস্থা is a factory এই factory কি ধরনের সম্পদ, জনসম্পদ উপহার দেবে তার একটা ডিজাইন থাকতেই হবে। ডিজাইন ছাড়া কোন শিল্প চলতে পারে না। আজকের যে শিক্ষাব্যবস্থা এর ডিজাইনার যারা ছিলেন তারা ছিল শোষক জাতি। তারা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, তারা বাংলাদেশকে, ভারতকে শোষণ করবার জন্য আদর্শিক চেতনাবিহীন নফসের গোলাম তৈরি করতে চেয়েছিলো যাদেরকে পয়সা দিয়ে কেনা যায়। এটা ছিল ইংরেজদের টার্গেট। তা না হলে সাধারণ Common sense-ও বলে সাতসাগর তেরনদী পার হয়ে কয়েক হাজার ইংরেজ, কয়েক হাজার গোড়া অফিসার ১৫-২০ কোটি লোকের নাকে দড়ি দিয়ে কি করে এ দেশটাকে দু'শ বছর শাসন করেছে? এজন্যই পেরেছে যে, তারা ডিজাইন করেছিল এমন শিক্ষাব্যবস্থার যেখান থেকে যারা বেরুবে তাদেরকে পয়সা দিয়ে যাবে। তাদের মধ্যে বিবেক থাকবে না, বুদ্ধি থাকবে না, সচেতনতা থাকবে না। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার সাহেবের 'দি ইন্ডয়ান মুসলমানস' তিনি স্পষ্টভাবে তার বইটিতে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

আমরা এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছি এখান থেকে পাশ করবার ফলে একজন মুসলমান সন্তান ইসলাম সম্পর্কে তার দ্বীন সম্পর্কে সংশয় নিয়েই বেরুবে। যার প্রমাণ আমরা আজকে পাচ্ছি যে, শিক্ষিত সমাজের ভিতরে বিবেক বলে কোন জিনিস নেই এবং বাংলাদেশে শিক্ষিত লোকদের ভিতরে সৎ লোকদের সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত ছিল, শিক্ষিত একজন মানুষের, শিক্ষিত জনগণের ভিতরে নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বেশি হওয়ার কথা ছিল। হয়েছে উল্টো। তারা এখন শিক্ষিত ডাকাতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কি ধরনের জনশক্তি আমাদের উপহার দিচ্ছে সেই আলোচনা আমি করতে চাই না। যেহেতু এখানে অন্যান্য আলোচক রয়েছেন, তবে আমরা জানি এটা একজন পুলিশ অফিসার একজন ম্যাজিস্ট্রেট বা একজন শিক্ষিত ডাক্তার তার আচরণ দেখলে মনে হয় না পয়সা ছাড়া তার জীবনের আর কোন লক্ষ্য আছে। Even স্কুল শিক্ষক যে পেশাটি অন্তত ব্রিটিশ আমলেও সম্মানজনক পেশা ছিল তারাও আজ পয়সার পেছনে দুনিয়ার পেছনে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। এমন মানসিকতা এই শিক্ষাব্যবস্থার ফলেই হয়েছে।

আমরা যেহেতু মুসলিম উম্মাহ্‌র অংশ, আমাদের জীবনের দর্শন আলাদা, লক্ষ্য আলাদা, আমরা দুনিয়াকে নেতৃত্ব দিতে চাই, আমরা অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে চাই, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। সে রকম উম্মাহর একটা অংশ হিসেবে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল। কাজেই এই শিক্ষাব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করতে হবে। সামান্য Repair করে রং বদলানো যাবে কিন্তু Net result পাওয়া যাবে না। বিগত পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত অনেক শিক্ষা কমিশন হয়েছে এবং সরকার অনেক উদ্যোগ নিয়েছেন। সেগুলো ছিল Just repair করার কাজ। শিক্ষার বিস্তৃতি বেড়েছে এটা স্বীকার করতেই হবে। শিক্ষব্যবস্থার কোন পরিবর্তন আসেনি তা নয়, কিছু Repair করার ফলে মৌলিক কিছু পরিবর্তন এসেছে যেমন গণশিক্ষা বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। প্রাইমারি শিক্ষা বাংলাদেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। এরপরে ইবতেদায়ী মাদরাসাকে বর্তমান জোট সরকার তাকে তার শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এই জাতীয় অনেক কাজ হয়েছে। কিন্তু মূল কাজটা সম্পন্ন হয় নাই। ডিজাইনকে ঢেলে সাজানো হয়নি। কাজেই আজকের এই সেমিনারে আমি এই দাবি জানাতে চাই, আমরা আর শুধুমাত্র Repair করে চলতে চাই না। কারণ সমাজ এবং দুনিয়া যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে এই শিক্ষাব্যবস্থা সামগ্রিক চাহিদা পূরণ করতে পারবো না। আর শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ, বৈষয়িক চ্যালেঞ্জও এই শিক্ষাব্যবস্থা মোকাবেলা করতে পারবে না। আদর্শিক চ্যালেঞ্জ তো নয়ই, আমাদের অনেকের জানা আছে ভারতের একটি ছাত্র মেট্রিক পাস করতে হলে তাকে তিনটি ভাষা জানতে হবে, এছাড়া সে মেট্রিক পাস করতে পারবে না। India has his own design. India'র লিডারশীপ জানে তারা তাদের দেশকে কোথায় নিয়ে যেতে চায় একই সাথে স্বাধীনতা লাভ করার পরে ভারত আজকে একটি পেটি সুপার পাওয়ার হয়ে গিয়েছে। মোটামুটি সুপার পাওয়ার-এর পর্যায়ে চলে এসেছে। With their man power. প্রথম দিন থেকে

www.pathagar.com

তারা তাদের শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজিয়েছে এবং তাদের শিক্ষার্থীদের তিনটি ভাষা জানতে হবে, একটি হলো হিন্দি আরেকটি হলো ইংরেজি আরেকটি হলো Local language. এই তিনটি ভাষা না জানলে একজন ছাত্র মেট্রিক পাস করতে পারবে না। India তার ইতিহাসকে পাল্টিয়ে তারা তাদের National hero- দেরকে স্বরুপ্ন বানিয়ে দিয়েছে। যে শিবাজী ইতিহাসের পাতায় একটি সন্ত্রাসবাদী নেতা, শিবাজী যে একজন মুসলমান শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, নিরীহ মানুষদের হত্যা করেছেন সে শিবাজী ভারতে একজন অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির সামনে তাকে তুলে আনা হয়েছে।

সুধীমণ্ডলী, আমি গত একমাস আগে চায়না গিয়েছিলাম। চীন হচ্ছে ৫ হাজার বছরের পুরাতন সভ্যতার একটি জাতি। আমি পরীক্ষা করার জন্য দেখলাম এই জাতি এতকিছুর পরেও কিরূপে বিশ্বের এক নম্বর Economic Powerful দেশে পরিণত হয়ে যাচ্ছে? মাও সেতুং আসল, সমাজতন্ত্র আসল, এত গৃহযুদ্ধ হয়েছে কিন্তু চীনের অগ্রযাত্রা বন্ধ হয় নাই। পরীক্ষা করা জন্য ক্লাস টেন-এর একজন ছাত্রীকে আমি চেঙ্গিস খান সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলাম। বলল, He is our national hero. He is big, we are proud of him. আমি বিস্মিত হলাম ক্লাস টেনের একটা মেয়ে ৫০০ বছর আগে চেঙ্গিস খানের আবির্ভাব হয়েছিল এবং চেঙ্গিস খান আমাদের সাথে কি আচরণ করেছে আমরা সাবই জানি, মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংসে পরিণত করেছে, রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। কিন্তু চীন সরকার তার একটি নতুন প্রজন্মের সামনে চেঙ্গিস খানেকে একজন national hero হিসেবে দেখাচ্ছে এবং এ মেয়েটি তা জানে। পরবর্তী পর্যায়ে ডিগ্রী পাস করা একজন কর্মচারীর সাথে দেখা হলো, তাকে জিজ্ঞেস করলাম চেঙ্গিস খানকে আপনি চিনেন কিনা? তিনি বললেন হ্যাঁ, He is great warrior but a bad ruler. এতে আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি যা বোঝানো দরকার ইতিহাসের পাতা থেকে তাই শিখানো হচ্ছে। মেট্রিক পাস করা ছেলেটির জন্য Hero is enough. কিন্তু ব,এ পাস করা ছেলেটি জানে He is great warrior. He was fighter but a bad ruler. কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আমি যেহেতু ইসলামী ব্যাংকের অফিসারদের সাথে থাকি, ইসলামের ইতিহাসের এক্স ওয়াইও তারা জানে না। এখান থেকে যারা এম,এ পাস করছে, ডাক্তার হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে। মক্কা শরীফ কোথায় অবস্থিত বলতে পারে না, মদীনা শরীফ কোথায় অবস্থিত বলতে পারে না। আক্বীদা সম্পর্কে বলতে পারে না। It is a reality. আমরা একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল ইতিহাসের অধিকারী, আমরা যদি আমদের জাতীয় ইতিহাস আমাদের নতুন প্রজন্মকে না শিখাই আমাদের যারা hero ছিলেন তারা সারা বিশ্বের সামনে হিরো ছিলেন। They were great warrior. They were the simple of humanity. এ সমস্ত কথাগুলো যদি আমাদের ছেলেদের শিখানো হয় তাহলে তারচেয়ে বড় হতে চেষ্টা করবে, একজন ছেলের জীবনে, একজন ছাত্রের জীবনে, একজন তরুণের জীবনে যদি জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে দেয়া যায় সে এথেকে অনেক এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা করতে

www.pathagar.com

পারবে। কিন্তু আমাদের সে ব্যবস্থা করা হয়নি। এবং ১৯৭১,'৭২ সালে আমাদের প্রতিবেশী দেশের আঙ্গুলের নির্দেশে তদানিন্তন তাবেদার সরকার পুরো শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ইংরেজি তুলে দিয়েছে। যার ফলে এম,এ পাস করা একটি ছেলে ডাক্তারী পাস করা একটি ছেলে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না। মধ্যপ্রাচ্যে আমি নিজের চোখে দেখেছি যে, আমাদের এম,এ পাস করা ছেলেটি প্রচণ্ড রৌদ্রতাপের মধ্যে রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছে আর ভারতের একটা মেট্রিক পাস করা ছেলে এয়ারকন্ডিশন রুমে বসে কম্পিউটার চালাচ্ছে। এতবড় জাতীয় ক্ষতি করা হয়েছে। কাজেই এরকম লক্ষ্যহীন দিকনির্দেশনাহীন এই শিক্ষাব্যবস্থার যত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করা সম্ভব ততই জাতির জন্য মঙ্গল হবে। সেজন্য আমাদের শুধু আলোচনায় না থেকে আমি প্রস্তাব করছি প্রয়োজনে গণআন্দোলন করতে হবে।

আমি কথা এখানেই শেষ করতে চাই যে, আমার ধারণা ছিল শিক্ষামন্ত্রী সাহেব এখানে থাকবেন তো আমার কেন্দ্রীয় সভাপতি নিশ্চয়ই সামনে বক্তৃতা দেবেন। আমার দাবী থাকবে যে তার কিছু জিনিস আমরা এ্যাপ্রিশিয়েড করবো। ইবতেদায়ী মাদ্রাসাকের তারা শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করছেন। আর আলেমকে Intermidiate-এর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এর ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাদরাসার ছাত্ররা আজকে There are being better than university normal- education system. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যেহেতু আমি শত শত অফিসার নিয়োগের জন্য সময় দেয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। ভাল মাদরাসার একটি ছেলে He much better than normal education system. এ জন্য আমার দাবী হচ্ছে যে, ফাজিল এবং কামিলের স্বীকৃতি বিষয়টি যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এক্ষেত্রে শিবিরের সভাপতি সমস্ত শক্তি দিয়ে দাবী তুলবেন বলে আমি আশা করি। শিক্ষামন্ত্রী সাহবের সামনে আপনারাও জোর গলায় দাবী জানাবেন যে এ বছরের মধ্যে ফাজিল এবং কামিলকে ডিগ্রী এবং মাস্টার্স-এর মার্যাদা দিতে হবে। আগামী দিনের জন্য সময় ক্ষেপন না করে আমি মনে করি ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি শুরু হয়ে যাওয়া দরকার। কারণ আমরা গ্লোবাল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছি। উম্মাহর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে। বাংলাদেশে যদি সত্যিকারের ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা যায় এই শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বাংলাদেশ পালন করতে পারবে।

আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে শহীদ মালেকভাই রক্তদিয়ে যে আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন আমরা জীবিত থাকাবস্থায় সেই ভিত্তির মিনারের চূড়ায় ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার পতাকা উত্তোলন করতে পারি এই তাওফিক দান করুন। এজন্য যে ভূমিকা পালন করা লাগবে, যে আন্দোলন করা লাগবে, যে ত্যাগ স্বীকার করা লাগবে সেজন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। আল্লাহ্‌পাক আমাদের কবুল কারুন। আমীন। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।

আলোচক : সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

আমাদের কাঙ্খিত প্রজন্ম তৈরি করতে শিক্ষাক্রমের মধ্যে নৈতিকতার একটি পরিকল্পিত চর্চা থাকতে হবে

অধ্যাপক গোলাম পরওয়ার এম.পি.

আলহমদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আ'লা সায়্যিদিল মুরসালিন, ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহাবিহি আজমাঈন।

শহীদী কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে আয়োজিত শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাতের স্মৃতিবিজড়িত ইসলামী শিক্ষা দিবসের আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি, আজকের এই সেমিনারের মূল প্রাতিপাদ্য বিষয় 'নৈতিকতানির্ভর ও বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা সময়ের অনিবার্য দাবী' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রবন্ধকার জনাব অধ্যাপক আবু জাফর এবং উপস্থিত সম্মানিত প্রাজ্ঞ আলোচকবৃন্দ, সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, শিবির নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিক বন্ধুগণ, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমি মহান আল্লাহ্পাকের কাছে শুকরিয়া আদায় করছি যে, ১৯৬৯ সালের ১২ই আগস্টে আহত তিলে তিলে মৃত্যুর পথে আল্লাহ্পাকের হুকুমে শহীদ আবদুল মালেক যিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করে তাঁর একান্ত সাথীদেরকে শোকে বিহ্বল করে চোখের পানিতে কাঁদিয়েছিলেন। আজকে তাঁর শাহাদাতের ৩৫ বছর পর তাঁর সাথীরা এবং উত্তরসূরীরা আগুনের ফুলকী হয়ে তাঁর সেই রক্তের ঋণ শোধ করবার জন্য আজকের এই শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন করেছেন। আল্লাহ্পাক আমাদের সেই প্রিয় ভাই শহীদ আবদুল মালেককে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। এই মুনাজাত করছি এবং আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়া আদায় করছি এ নেক আলোচনার এমন একটি চমৎকার পরিবেশে আল্লহ্পাক সবাইকে শরীক হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্!

প্রিয় ভাইয়েরা এবং সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আমি সর্বপ্রথমে ধন্যবাদ জানাবো জনাব অধ্যাপক আবু জাফর সাহেবকে। তিনি বিভিন্ন সেমিনারে বিশেষ করে খুলনাতেও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে চমৎকার একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মেধা দিয়ে এবং পরিশ্রম করে তিনি মূল বিষয়বস্তুকে ছোট্ট আকারে আমাদের মাঝে উপস্থাপন কর্বার যে চেষ্টা করেছেন তার এই সফল চেষ্টার জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ্র কাছে তার জন্য দুয়া করছি। অবশ্য তিনি বলেছেন যে, এমন একটি বিশদ বিষয়ের উপরে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সব কথা পরিষ্কার করে তুলে ধারা যায় না। একথা একজন প্রবন্ধকার না বললেও বুঝি, কারণ যেকোন ব্যক্তি সচেতনভাবে যেকোন প্রবন্ধ পড়লেই অনেক আফসোস তার মধ্যে আবিষ্কার করতে পারে। তার অনেক অপূর্ণতা, তার অনেক প্রয়োজনের কথা তিনি বলার সেখানে সুযোগ

www.pathagar.com

সৃষ্টি করতে পারেন। সেজন্য গতানুগতিকভাবে সমালোচনার জন্যই সমালোচনা করে সময় ব্যয় না করে আমি বলবো যে, প্রবন্ধের পরিসরটা একটু বড় করতে পারলে হয়তো আরো ভাল হতো। প্রবন্ধের শুরুতেই আমাদের শিক্ষাক্রমের সীমাবদ্ধতার কথা তুলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, আমাদের এই বিপদজনক খারাপ অবস্থাটা কারো ব্যক্তিগত অপরাধের কারণে হয়নি, এটা একটা শিক্ষাক্রম যেটা দিনে দিনে তৈরি হয়েছে সেই শিক্ষাক্রমই মূলত এর জন্য দায়ী। সময় পেলে হয়তো এটা যে একজনের ব্যক্তিগত অপরাধ নয়, সমষ্টিগত কিছু ব্যক্তির একটা গোষ্ঠীয় চক্রের গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল হিসেবে এ শিক্ষাক্রমের ধারাবাহিকতায় যে আজকে আমরা নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছি। লর্ড মেকলে, তারপরে উইলিয়াম হান্টার, ব্রিটিশরা তারা যে পরিকল্পিতভাবে জাতিকে বিভক্ত করার জন্য মূল শিক্ষাব্যবস্থা থেকে নৈতিকতার চিহ্নটুকু শেষ করতে চেয়েছিল সে ষড়যন্ত্রের কথাটা তিনি হয়তো আর একটু তুলে ধরতে পারতেন। কিন্তু তিনি আভাস দিয়েছেন এবং সেটা তিনি জানেন। আমাদের নৈতিকতা প্রসঙ্গে আরো একটু ব্যাখ্যা আসতে পারতো। তারপরে তিনি যে একটা জায়গায় ব্যক্ত করে বলেছেন আমরা এ আশাও করতে পারি যে, এই অবস্থা কথা উপলব্ধি করতে পারার কারণে হয়তো অচিরেই আমরা আমাদের কাঙ্খিত শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু এই উদ্যোগ অথবা এই যে আশাবাদ, এই সম্ভাবনার পেছনেও যে ছুরি মারার জন্য একটি চক্রান্ত বিদ্যমান, তার কথা তিনি ছোট্ট কয়েক লাইনে শেষের দিকে প্রকাশ করেছেন এটারও কিন্তু বিশদ আলোচনা করা যেত। কিন্তু যা হোক আমি বলবো, প্রবন্ধ চমৎকার হয়েছে। সব বিষয়গুলো কভার করেছে কিন্তু বিশদ আলোচনা করা সম্ভব হয়নি প্রবন্ধ বড় হওয়ার আশংকায়। এজন্য আমি প্রবন্ধকারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাবো। তিনি যে সমস্ত তথ্য প্রবন্ধটায় উপস্থাপন করেছেন এর শিরোনামে বলা হয়েছে 'সময়ের অপরিহার্যতা' সেটা কোন্ সময়, আমরা আজকে নৈতিকতানির্ভর, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার দাবীর কথা আলোচনা করছি। কিন্তু সে সময় বিজ্ঞানের কি রেজাল্ট, নৈতিকতার নামে শিক্ষাব্যবস্থার কি রেজাল্ট সারা দুনিয়ার দিকে তাকালে তা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি। আজকের বাগদাদ, বসরা, নাজাফ,ফিলিস্তিন বলে দিবে যে আমরা আজকে কোন্ সময়ের আলোচনা করছি। আজকে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যাক্তি, কোন আমলা, কোন মন্ত্রী অথবা সামাজের যেকোন জায়াগায় উচ্চ পদে, উচ্চ আসনে বসে থাকা কোন কোন ব্যক্তি যখন কলমের খোঁচায় কোটি কোটি টাকা চুরি করে পাপাচার করে, অনাচার করে ধর্ষণের সেঞ্চুরি Celebrate করে, তখন আমরা বুঝতে পারি, যে কোন সময়ের দাবীতে আজকে নৈতিকতার শিক্ষার উপরে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করছি। সেকথা আজকে প্রবন্ধকার তার প্রবন্ধের মধ্যে সমান্য হলেও আলোকপাত করেছেন। আমি ইসলামী ছাত্রশিবিরকে ধন্যবাদ জানাই যে, ছাত্ররাজনীতির একটা চরম আকাল চলছে। আমাদের বাংলাদেশে যে ছাত্ররাজনীতির মূল বুনিয়াদী বিষয় হয়ে গেছে এখন সন্ত্রাসনির্ভর, মাদক, চাঁদাবাজি, সেই সময়ে শহীদি কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির জাতির আশা আকাঙ্খার একটি চমৎকার প্রতীক

www.pathagar.com

হিসাবে বিজ্ঞানভিত্তিক এবং নৈতিকতানির্ভর শিক্ষার উপরে এই সেমিনারের আয়োজন করে আরো একবার প্রমাণ দিলো ইসলামী ছাত্রশিবির মেধা এবং নৈতিকতানির্ভর একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেজন্য আমি শহীদি কাফেলাকে আজকে ধন্যবাদ জানাই যে ইসলামী ছাত্রশিবির সময়ের ডাকে সাড়া দিয়েছে। শহীদ আব্দুল মালেকের শাহাদাতের মাধমে আমাদের শুধু শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে যাননি, আমি মনে করি যে তিনি এক ঝাঁক আগুনের ফুলক্ষেত্র তৈরি করে গেছেন। শহীদের শাহাদাতের এই রক্তমাখা স্মৃতি যদি আমাদের আন্দোলনের ইতিহিাসে না ঘটতো তাহলে বছরে বছরে ইসলামী শিক্ষা দিবস পালিত করার সুযোগ হয়তো আমরা পেতাম না।

আমি মনে করি শহীদ আব্দুল মালেকের এই পবিত্র শাহাদাৎ আল্লাহ্তা'য়ালা কবুল করেছেন বলেই আজকে শহীদি কাফেলা তাঁর এই রক্তাক্ত পতাকা তুলে ধরে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, জাতির ভবিষ্যৎ সন্তান যারা এই জাতিকে পরিচালনা করবে, তাদেরকে যতদিন একটি সুসমন্বিত নৈতিকতানির্ভর কর্মমুখী শিক্ষা এ জাতি উপহার না পাবে ততদিন শিবিরের আয়োজন, শিবিরের এই আন্দোলন, এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার এই প্রবন্ধের বাইরে দুই/একটা কথা আজকের সেমিনারে আপনাদের সামনে আলোচনা করতে চাই।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আমাদের বিজ্ঞান আর নৈতিকতা আমার পূর্বের প্রাজ্ঞ আলোচকবৃন্দ তাদের ভাষায় বিভিন্ন সময় ব্যাখ্যা করেছেন। বিজ্ঞানের কল্যাণমুখিতা অবশ্যই আমাদের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু প্রবন্ধকার বলেছেন বিজ্ঞানের উপর নির্ভরতা হবে না, নির্ভরতা হবে নৈতিকতার উপর। সমকালীন সভ্যতা, জ্ঞান,বিজ্ঞান, প্রযুক্তিতে চলমান সময়ের সকল চ্যালেঞ্জের যুগোপযোগী জাতিকে গঠন করতে গেলে বিজ্ঞানের কল্যাণমুখী শিক্ষাকে আমরা গ্রহণ করবো। কিন্তু বিজ্ঞানের সেই জিনিস আমরা গ্রহণ করতে চাইনা। সেদিন পত্রিকায় আপনারাও দেখেছেন একটা Article-এ প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

আণবিক শক্তি ব্যবহার করে পারমাণবিক বোমা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ তৈরি করেছে। বর্তমান পৃথিবীতে তৈরি করা পারমাণবিক বোমার সংখ্যা এত পরিমাণ যে, সমস্ত বোমাগুলো যদি বিস্ফোরণ ঘটানো হয় এই পৃথিবীর মত বত্রিশটি পৃথিবী ধ্বংস করতে পারে। এই শক্তিমাণ পারমাণবিক বোমা পৃথিবীতে তৈরি হয়ে আছে। এটা বিজ্ঞান তৈরি করেছে। প্রবন্ধকার বলেছেন, এটার লক্ষ্য নিশ্চয় কোন সাগর বা মরুভূমি নয়, নিশ্চয় জনপদ। কোন জনগোষ্ঠী, কোন একটি জাতি গোষ্ঠীকে, একটি দেশকে ধ্বংস করা জন্যই বিজ্ঞানের সৃষ্টি। সেজন্য প্রবন্ধকার বলেছেন যে, বিজ্ঞানের সেটুকুই আমরা ধারণ করব যতটুকু মানবতার কল্যাণে লাগবে। আর নৈতিকতা হল আমাদের সকল শিক্ষার নির্ভরতা। নৈতিকতার ব্যাপারে প্রবন্ধকার তার প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। আমি আর একটু সংযোজন করে বলতে চাই যেহেতু এত ছোট্ট প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করতে পারেননি, সেটা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআন শরীফেও খুব পরিষ্কার করে বলেছেন নৈতিকতার বেসিকতা সম্পর্কে ঃ

www.pathagar.com

"ফা'আল হামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাকওয়াহা" অর্থাৎ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে ইলহাম করেছেন।"

Everybody ভাল হোক আর মন্দ হোক, কুরআন বুঝুক আর না বুঝুক, নামায পড়ুক আর না পড়ুক তার আখলাকের মধ্যে তার কমবেশি ডিফারেন্স যাই হোক না কেন, আল্লাহ্পাক সকল মানুষের জন্য পাপের জ্ঞান ফুজুর এবং তাকওয়া অর্থাৎ ভাল-মন্দ যাচাই-বাচাই করার মত জ্ঞান। প্রত্যেকের মধ্যে এই কনসেপশন, এই ম্যাসেজ, এই সেনসেশন, এই উপলব্ধি আল্লাহ্পাক প্রত্যেকের মধ্যে ইনফরম করেছেন, প্রত্যেককে জানিয়ে দিয়েছেন। কোন মানুষ যদি কুরআন-হাদীস নাও পড়ে তবু আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে বিবেক বলে একটা জিনিস তৈরি করেছেন। একটা অপরাধ যখন সে অগোচরে করবে কোন ইমোশনের কারণে, কোন স্বার্থের কারণে যদি সে করেই ফেলে,তো কিছুক্ষণ পরে তার বিবেক তাকে দংশিত করে যে, না, একাজটা ঠিক করি নাই। এই যে, বিবেকের তার দংশন এটাই হচ্ছে তার বিবেক, তার ফিলিংস। এটা হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইলহাম কিন্তু এখন কথা হচ্ছে কে এই অনুভুতির উপর দাঁড়িয়ে থাকবে, সে ব্যাপরে আল্লাহ্পাক তার পরেই বলেছেন- "ক্বাদ আফলাহা মান যাক্কাহা ওয়াক্বাদ যাবামান তাছছাহা।" অর্থাৎ সেই সফলকাম হবে, সেই কল্যাণ প্রাপ্ত হবে, সেই লাভবান হবে, যে ব্যক্তি তার আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিবেককে ইলহাম করা ফুজুর এবং জ্ঞানকে যে তাছকিয়া করবে, পবিত্র করবে, বিকশিত করবে, বাড়িয়ে তুলবে, প্রবৃদ্ধি ঘটাবে, ত্রুটিমুক্ত করবে। এই জ্ঞান, এই শক্তিকে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে তোলে ভাল-মন্দ যাচাই-বাচাই করার জন্য যে চরিত্র সেই চরিত্রকে বলা হয়েছে 'নৈতিকতা'। কুরআন শরীফের এই আয়াতকে তাফসীর করতে যেয়ে একজন বিখ্যাত তাফসীরকারক বলেছেন "ওয়া ক্বাদ খাব তাছ্দাহা" অর্থাৎ আর যারা চাপা দিয়ে রাখল, বিকশিত করল না, পবিত্র করল না সে-ই ক্ষতিগ্রস্থ হল, তার নৈতিকতা আল্লাহ্র দেয়া এই ইলহাম, এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হল। উদাহরণটা এইভাবে দেওয়া যায় যে, সবুজ ঘাসের উপরে মাটি থেকে সবুজ ঘাস জন্মে। আপনি যদি তার উপরে একটি ইট বা পাথর চাপা দিয়ে রাখেন, এক সপ্তাহ্ পরে দেখবেন সবুজ ধাসগুলো সাদা হয়ে গেছে, লাল হয়ে গেছে, মৃতপ্রায় হয়ে গেছে, বর্ণহীন হয়ে গেছে। তাফসীরকারক উদাহরণ দিচ্ছেন, কেন এই ঘাসগুলো মৃতপ্রায় হয়ে শুষ্ক হয়ে বর্ণহীন হয়ে গেল। কারণ হল ঐ ঘাসগুলোর বেঁচে থাকার যে অবলম্বন সূর্যের সেই আলো, ভোরের শিশির, সেই বাতাস থেকে তাকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তাকে বেঁচে থাকবার, বিকশিত হবার, বর্ণ ধারণ করাবার, বেড়ে উঠবার সমস্ত নেয়ামত ও উপকরণ থেকে তাকে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল বলে একটা সময়ের ব্যাবধানে সে ঘাসগুলো নিস্প্রাণ, বর্ণহীন হয়ে গেছে। "ওয়া ক্বাদ খাবামান তাছ্দাহা" এটা চাপ, দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে রাখা। আর আপনি যদি ওটাকে চাপা দিয়ে না রাখেন, ওকে ভোরের শিশির, সূর্যের আলো, বাতাস সবকিছু উপকরণ দেন তো ঘাসগুলো সবুজ হবে, তরতাজা হবে, মানুষের নয়ন জুড়াবে। তাই মানুষের বিবেক শক্তিটা, তাকওয়ার

www.pathagar.com

শক্তিটা, নৈতিকতার শক্তিটা হচ্ছে বাড়াবার প্রশ্ন, সমৃদ্ধ করার প্রশ্ন, বিকশিত করার প্রশ্ন। ব্যাসিক জিনিস কিন্তু আল্লাহ্পাক সবার মাঝে দিয়েছেন। সেজন্য শিক্ষাক্রমটা এমন হবে। নৈতিকতানির্ভর শিক্ষার অর্থ এটা নয় যে, শুধু রাসূলও (সা) সাহাবীদের গল্প, দুই/একটা নীতিকথা- মিথ্যা কথা বোলনা, চুরি করা মহাপাপ। দু'একটা জীবনী গ্রন্থ ছেপে দিয়ে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেই নীতি-নৈতিকতার দায়িত্বটুকু শেষ হয়ে যায় না। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে একটা মানুষের শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে বিশেষ একটা স্টেজ পর্যন্ত গোটা পাঠ্যক্রমে তার ঈমানকে মজবুত করার জন্য, ঈমানেকে আল্লাহ্মুখী করার জন্য ইসলামী জীবনব্যাবস্থার সম্যক ধরাণা দিয়ে আল্লাহ্র ভয় তার হৃদয়েরর মধ্যে জাগ্রত করে দিতে হবে। এ তাকওয়ার অনুভূতিকে সমৃদ্ধ করে একটি পাঠ্যক্রম যদি সমস্ত Education System-এর মধ্যে রাখা যায় সেটাই হচ্ছে তাকওয়ানির্ভর একটি পাঠ্যক্রম। ছোটখাট দু'একটি বই, দু'একটি গল্প, দু'একটি লেকচার, সিলেবাসের ২৫টা মার্ক, ৫০টা মার্কের মধ্যে ইসলাম রেখে দেওয়ার অর্থ কিন্তু ইসলামী নৈতকিতাকে পাঠ্যক্রমে প্রবেশ করাণো নয়। এজন্য গোটা জাতিকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের subcontinent-এ এবং আমাদের দেশে যেভাবে বিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থা সারা দুনিয়ার কোন দেশে এমনটি নেই। এই শিক্ষাব্যবস্থা শুধু তার ব্যক্তিগত ধর্ম-আচরণ সম্পর্কে কিছু শিখবে আর একটা শিক্ষাব্যবস্থা উচ্চ শিক্ষিত হবে, সে এম. এ পাস করবে, ডিগ্রী পাস করবে কিন্তু অযুর দোয়া জানবে না এই রকম পরিকল্পিত সর্বনাশী শিক্ষা কোন দেশে নেই। তাই আমার কথা সংক্ষেপে এভাবে শেষ করতে চাই যে, নৈতিকতানির্ভর শিক্ষা গড়তে গেলে কোন জোড়াতালি দিয়ে আমাদের এই উদ্দেশ্যটা কিন্তু অর্জন হবে না। জাতি গঠনে, দেশ গঠনে আমরা যে আমাদের কাঙ্খিত প্রজন্ম তৈরি করতে শিক্ষাক্রমের মধ্যে নৈতিকতার একটি পরিকল্পিত চর্চা বা অনুশীলন থাকতে হবে। সেজন্য সময়ের প্রয়োজন, আন্দোলন প্রয়োজন। কোন কোন আলোচক একেবারে জোট সরকারের সাথে থেকে আমাদের কোনই লাভ হয় নাই বলে তার অপ্রয়োজনীয়তার কথাও ছোট করে হলেও একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমি এ বিষয়ে দ্বিমত করতে চাই। আমরা জোট সরকারে যদি না-ই থাকতাম তবে আমরা কতটুকুই লাভ করতে পারতাম দুই দিকের অঙ্কটাও কিন্তু আমাদের মিলানোর দরকার আছে। আমি একজন সংসদ সদস্য হিসাবে আমার সরকারের অভ্যন্তরে আমলা এবং পলিসি মেকার বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে আমার যতটুকু সম্পর্ক আছে তার থেকে আমি এতটুকু বুঝেছি এবং স্বীকার করি যে একশ' পারসেন্ট নৈতিকতা সৃষ্টি সরকারের কোন কারিকুলামে নাই।মাদ্রাসা শিক্ষা বলতে আমাদের দেশে যেটা চালু আছে তার মধ্যে যে সমস্ত নৈতিকতা আমরা ঢুকাতে পারিনি সেটার সাথেও আমি একমত যে, না এটা আমরা পারিনি। কিন্তু জাতির প্রতি কমিটমেন্ট নিয়ে চার দলীয় জোট সরকারী ক্ষমতায় আসার কারণে শরীক দলগুলোর সাথে এক টেবিলে বসা, মত বিনিময় করা, পরামর্শ দিতে পারা, সংসদে কথা বলা, কেবিনেটে কথা

www.pathagar.com

বলার যতটুকু সুযোগ আল্লাহ্পাক আমাদেরকে দিয়েছেন তার থেকে যতটুকু পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়েছে হতে পারে তাতে আমাদের ১০০ পারসেন্ট আশা পুরণ হয়নি, কিন্তু সরকারে না থাকলেও তো মোটেই হতো না। আমরা সবটাই একসাথে করে ফেলবো একই দিনে, একমাসে, এক বছরে এ স্বপ্ন নিশ্চয় আমরা কেউ দেখিনা। এটার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা, প্রভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী পলিসি মেকার ব্যক্তিদের উপরে নৈতিক প্রভাব ফেলে দীর্ঘদিন ধরে তাদের মন-মগজে যে চিন্তা, যে দূষিত পদার্থ তাদের মধ্যে ছিল যে কচিন্তা, পাপচিন্তা এবং মেকলের থিউরীতে তাদের মগজগুলো তৈরি করা ছিল সেই মগজগুলো আপনি একদিনে তো দূর করতে পারবে না। ধীরে ধীরে, অল্প অল্প করে অন্তত কমপক্ষে " Something is better than nothing" কমপক্ষে এতটুকু Achievement করতে যদি দুয়েকটা টার্ম-এ আমরা একটু অগ্রগতির দিকে যেতে পারি , সেটাও কি আমাদের জাতির জন্য পছন্দনীয় নয়? বর্তমান জোট সরকার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিকালের অধিবেশনে আসবেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি হাজির থাকলেও বলতাম, তিনি নেই তবু আমি বলবো যে, পার্লামেন্টে আমরা যতবার মননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে শিক্ষব্যবস্থার মধ্যে নৈতিকতা প্রসঙ্গে, ইসলামী মূল্যবোধের প্রসঙ্গে কথা বলেছি- সেটা প্রশ্নোত্তরে হোক, একাত্তর বিধিতে গৃহীত নোটিসের ভিত্তিতে বা তার বক্তব্য আমরা যতবার দাবী করেছি ততবার তিনি বক্তব্য দিয়েছেন। বাংলাদেশের রেডিও, টেলিভিশন তার সাক্ষী, সংসদের রেকর্ড তার সাক্ষী। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, বর্তমান সরকার শিক্ষব্যবস্থার মধ্যে নৈতিকতা এবং ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি করার ব্যাপারে সচেতন আছে এবং ক্রমান্বয়ে এর পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপগুলো সরকার গ্রহণ করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অনার্স সিলেবাসের মধ্যে ইসলামের অর্থনীতি একটি অংশ অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আমি নিজে পার্লামেন্টে নোটিস দিয়েছিলাম। নোটসটি গৃহীত হয়েছিল। মাননীয় শিক্ষমন্ত্রী দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং সেটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে অর্থনীতির অনার্স সাবজেক্ট-এ 'ইসলামী অর্থনীতি' নামে একটা বিষয় চালু করার বিষয়টি এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে পরীক্ষাধীন রয়েছে।

ফাজিল ও কামিলকে ডিগ্রী এবং মাস্টার্সের মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে আমার আগেও কথা বলা হয়েছে। Already জাতয়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে এ বিষয়ে মতামত দিয়ে এ ব্যাপারে মন্ত্রীসভা কমিটিতে বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে। আমরা জানি যে, পদলোভ যেমন দেওয়া হচ্ছে এর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রও অভ্যন্তরে কাজ করছে। ষড়যন্ত্রের মোকাবেলাও সাবধানতার সাথে করা হচ্ছে যে, আমাদের সফল প্রচেষ্টা যেন শেষ না হয়ে যায়। সেজন্য বিষয়টা অনেকটা গুছিয়ে কাছাকাছি এসেছি। আর একশ্রেণীর মিডিয়া, এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তারা আবার কিন্তু প্রচার প্রসারনা চালাচ্ছে পত্রিকায় এডিটোরিয়াল, পোস্ট এডিটোরিয়াল লিখে উস্কানি দিচ্ছেন বিসিএস, মেডিকেল সহ বিভিন্ন জায়গায় যদি মাদ্রাসার ছেলেরা চান্স পেয়ে যায় ডিগ্রী মাস্টার্সের

www.pathagar.com

সুযোগ পেয়ে যায় তাহলে প্রশাসনের সমস্ত জায়গায় যদি একদিন কিন্তু তারা নিজেদের আসীন করতে পারবে। তাই মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ তারা আবিষ্কার করছে। এগুলো লিখে লিখে উস্কানি দিয়ে যারা পলিসি মেকিং-এ আছে তাদেরকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে একটি বিরূপ প্রভাব ও তাদেরকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলবার ষড়যন্ত্রও কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কার্যকর আছে, সে বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের কিন্তু সচেতন থাকতে হবে।

ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকরা অবহেলিদ। ফিডার মাদ্রাস হিসেবে মাদ্রাসার ছেলেরা যে গড়ে উঠবে সেই ইবতেদায়ী মাদ্রাসাকে রেজিস্টার্ড প্রাইমারী স্কুলের সমমর্যাদায় তাদের বেতন, উপবৃত্তি ও বই দেবার ব্যাপারে সরকার কমিটি গঠন করেছে। আমরা দীর্ঘকাল পর জোট সরকারে এসে কথাগুলো বলবার, বিভিন্ন কমিটিতে থেকে এই অবহেলিত তথ্যগুলো তাদেরকে বোঝাবার যতটুকু সুযোগ পেয়েছি অবশ্যই সেটিকে একটি সুফল একটি সম্ভবনা হিসাবে আমাদেরকে মনে করতে হবে। মাদ্রাসা বোর্ডকে আটটি আঞ্চলিক শাখায় বিভক্ত করে বোর্ডের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার Total শিক্ষকতাকে আরো আধুনিকীকরণ এবং আরো ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে যুগোপযোগী কারা ব্যপারে যে কমিশন গঠন করা হয়েছিল তারা Already একটা রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য সরকার উদ্যোগ নেবে। মাদ্রাসার টিচারদেরকে বিএড, এমএড-এর মত ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারেও কিন্তু Already জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাচে চিঠি দিয়ে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। পরিশেষে আমি কথাটা এইভাবে শেষ করতে চাই যে, নৈতিকতানির্ভর করে শিক্ষাকার্যক্রম চালু করতে গেলে আমাদেরকে ধৈর্যের সাথে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে হবে এবং ষড়যন্ত্রটাকেও সামাল দিতে হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে। আবেগ ইমোশন বা মাথা গরম করে কিছু ধ্বংস করা যাবে, Situation সৃষ্টি করে দশ বছর পিছিয়ে দেয়া যাবে, কিন্তু পরিকল্পিত অগ্রযাত্রাকে তরান্বিত করা যাবে না। আজকের এই শিক্ষা সেমিনার আশা করি জাতির মধ্যে সেই বোধোদয় করবে। আমরা আশা করি শহীদ মালেকের রক্তদান বৃথা যাবে না। আমাদের প্রয়োজনীয় কর্মমুখী এবং বিজ্ঞানমুখী এবং সেটা নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে একটি চমৎকার শিক্ষাব্যবস্থার যে স্বপ্ন আমরা দেখছি সেই স্বপ্ন ইনশাআল্লাহ্ সফল হবে।

আজকের এই সেমিনার গোটা জাতিকে সেইভাবে জাগ্রত করুক আল্লাহ্পাক আমাদের সেই তাওফিক দান করুন। সবাএক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। ইসলামী ছাত্রশিবির জিন্দাবাদ।

আলোচক : জাতীয় সংসদ সদস্য

www.pathagar.com

নিজেদের কার্যক্রম সফল করতে হলে শয়তানের অপচেষ্টাকেও প্রতিহত করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম

ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন আন্দোলনের পতিকৃত এবং ১৯৬৯ সালের আগস্টের শহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আব্দুল মারেকের শাহাদাতের প্রেক্ষাপটে বাংরাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ইসলামী শিক্ষা দিবস উপলক্ষে এই শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন করেছে। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনার পূর্বে সেই সমায়কার কিছু ঘটনা সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরতে চাই। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা পমন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে ১৯৬৯ সারের জুলাই মাসে 'নতুন শিক্ষা নীতি' প্রণয়ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। সারা দেশে বিশেষ কে র শিক্ষিত মহলে এইা নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠে। দেশের জন্য নৈতিকতাভিত্তিক ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত হবে নাকি সমাজতান্ত্রিক ও সেক্যুলার ব্যবস্থা হবে? এইরূপ একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে যখন আব্দুল মালেক ইসলামী শিক্ষার পক্ষে তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি পেশ করছিলেন তাতে সমাজতান্ত্রিক ও সেক্যুলারপন্থীদের গাত্রদাহ শুরু হয় এবং যুক্তির কাছে পরস্থ হয়ে তারা পেশীশক্তি ও অস্ত্রের সাহায্য নেয়। অতি নির্মমভাবে একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রকে শহীদ করা হয়। শহীদ আব্দুল মালেক ছিল বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ছাত্র। যে বিজ্ঞানে কোন ইজমের প্রাধান্যের ছাপ নেই। দেশকালের সীমারেখায় ঐ বিজ্ঞান বন্দী নয়। সেই বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও মহান আল্লহ্‌তা'য়ালার দরবারে তিনি শহীদ হলেন ইসলামী নৈতিকতাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের সংগ্রামে। দুর্বৃত্তরা রেসকোর্স ময়দানে নিয়ে গিয়ে যখন তাঁর উপর উপর্যুপরি আঘাত কারছিল সে দৃশ্যের চিত্র এবং হামলাকরীদের চেহারা পত্র পত্রিকায় এসেছিল। আমি ইংল্যান্ডে বসে ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস ইসলামিক সোসাইটিজ অব ইউ.কে এন্ড আয়ার (FOSIS)-এর প্রকাশনা দি মুসলিমে প্রকাশিত ছবিতে দেখেছিলাম হামলাকারীরা একশনে এবং চেহারা স্পষ্ট । এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তদন্ত, বিচার ও অপরাধীদের শাস্তি হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই তবে সেই সময়কার রিপোর্টসমূহ নিয়ে তদন্ত করলে বর্তমানে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে সেই সব আততায়ীদের হয়ত খুঁজে পাওয়াও যেতে পারে।

এটা গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে প্রস্তাব পাশ করানোর জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টিচার্স ফোরাম -এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল শিক্ষকের সেই সভায় ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে প্রস্তাব পাশ করার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন পাদর্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান ডঃ আহমদ হোসেনসহ অন্যান্য শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। কিন্তু সেখানে একজন বিশিষ্ট ইসলামী

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্ব ও একটি ইসলামী গ্রুপের লিডার তাঁর বক্তৃতায় বলে বসরেন যে, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বলতে কি বুঝায় তিনি বুঝেন না। ফলে প্রস্তাব মার খেয়ে যায়।

দেশে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের বিপক্ষে কিছু বুদ্ধিজীবি নানারূপ ধুম্রজাল সৃষ্টি করছিলেন। তাদের প্রচারণা এইরূপ যে, এদেশে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার নামে হানাফী মাজহাবের ব্যবস্থা চালিয়ে দেয়া হতে পারে। এইরূপ আরও নানবিধ অপপ্রাচার।

আপনাদের জানা আছে যে, বিগত শতাব্দির ষাটের দশকে সারা বিশ্বে ছিল সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ব্যাপক প্রচারণা। শিক্ষিত মহল সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হওয়া একটা ফ্যাশন মনে করত। তৎকালীন পাকিস্তানে এ প্রচারণা ও প্রোপাগাণ্ডার ঝড় লাগে প্রবলভাবে। রেলস্টেশনে, বাজার ও অন্যান্য পুস্তকের দোকানে রুশ ও চৈনিক সমাজতেন্ত্রর সাহিত্য, দর্শন ও অন্যান্য গ্রন্থাদি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ার্থে ভর্তি থাকত। সামজতান্ত্রিক বলে প্রচার করতেন। অন্যান্যদের কথা না হয় বাদ দিলাম, এমন কি সেই সময় আল্লামা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীও (রাহঃ) তাঁর বিকৃতিতে উল্লেখ করে ছিলেন - ন্যাশনালাইজেশন করাতে ইসলামে কোন বাধা নেই। প্রয়োজন হলেই মিল-কারখানা মালিকদের নিকট থেকে নিয়ে জাতীয়করণ করা যেতে পারে। সেই পটভূমিতে তদানীন্তন ইসলামী সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। অনেক সঘোষিত নাস্তিক ও মরতাদ এসব সহ্য করতে এটা তাদের জন্য লজ্জার ব্যাপার। তাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্ররা গোলটুপি মাথায় দিয়ে শুক্রবারে মসজিদে যাবে এটা তাদের বুদ্ধির বিকাশ না হওয়ারই প্রামাণ।

বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশে শহীদ আব্দুল মালেকের উত্তরসূরী সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, তাদের শিক্ষায়াতনসমূহের পরিমন্ডলে এদেশে ইসলামী শিক্ষা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে যাচ্ছে। এ জন্য তারা নিজেদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিাক্ষত ও নৈতিকমান সম্মত মানুষ হিসেবে গড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রতিপক্ষরা তো থেমে নেই। Satan nsver sleeps! শয়তান তো আর ঘুমিয়ে নেই। এই নৈতিকতার পক্ষে মানবত্মা বিকাশের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে শহীদ হয়েছে কয়েক ডজন তাজা প্রাণ। তাই চিন্তাশীল মহলের উদ্বেগ ও প্রশ্ন যে শুধু নৈতিকতানির্ভর শিক্ষা গ্রহণ করে সৎ মানুষ হয়ে সমাজে টিকে থাকা যাবে কিনা? নৈতিক শিক্ষাকে জীবনে ধরে রাখতে এবং সমুন্নত রাখতে হলে সামজকে কলুষমুক্ত রাখতে হবে। তা না হলে লবণের খনিতে পড়ে গাধা যেমন লবণ হয়ে যায় সেই দশা হবে। এমন অবস্থায় নৈতিকতা অনৈতিকের কাছে পরাস্থ হয়ে যাবে। তাই নিজেদেরকে নৈতিক শিক্ষায় বলীয়ান হওয়ার সাথে সাথে অনৈতিকদের কলাকৌশল ও Lines of attack সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও সে সব প্রতিহত করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে উন্নত প্রযুক্তি দিয়েছে; সেই সাথে উপহার দিযেছে

www.pathagar.com

Electornic criminals. এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তাফসীরুল কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যের পাশাপাশি রহস্যগল্প, শয়তানের ডাইরী জাতীয় পুস্তকও পাঠ করা উচিত বলে মনে করি। এসব বিষয়ের অবতারণা করা এজন্য যে, ইসলামী ছাত্রশিবির যেমন নৈতিকতা ভিত্তিক সমাজ কায়েমের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত, সমাজকে অনৈতিক করে ফায়দা লুটতে যারা আগ্রহী তারাও বসে নেই। তাই নিজেদের কার্যক্রম সফল করতে হলে শয়তানের অপচেষ্টাকেও প্রতিহত করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে নৈতিকতানির্ভর শিক্ষার উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে আসছে। কিন্তু আধুনিক সমাজের চাহিদা মেটাতে সে শিক্ষা কতটুকু কার্যকর? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শাক্ষত ব্যক্তি যেমন বিনা কারণেই নিজেকে খুবই আধুনিক ও যোগ্য নাগরিক ভাবে, অন্যদিকে মাদ্রাসায় শিক্ষিত অনেক ছাত্রই হীনমণ্যতায় ভুগে আধুনিক হবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এবং একবার কেউ মাদ্রাসার জোয়াল ঘাড় থেকে নামাতে পারলে আর ওদিকে পা বাড়ায় না। আমার ছোটবেলার সাথীদের মধ্যে অনেকেই দেখেছি, মাদ্রাসার পোষাক পাঞ্জাবীর ঘাড়ে টিপবোতাম দিয়ে কলার লাগিয়ে duel propose জামা বানিয়ে নিয়েছে। মাদ্রাসায় যে সব পাঠ্যপুস্তক পড়ান হয় সে সব থেকে ইসলামের হুকুম আহকাম শেখা যায় কিন্তু সেখানে ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে উপস্থিাপিত হয়েছে বলা যায় না।

বর্তমানে জোট সরকার বাংলাদেশে সমাসীন। এ সরকার শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও নৈতিকতানির্ভর উৎপাদনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের শরীকদলসমূহের অঙ্গ ছাত্র সংগঠনসমূহ সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। রক্তপাত ও প্রাণহানি ঘটছে। বর্তমান প্রেক্ষিতে এটা একেবারেই কাম্য নয়। ইতিপূর্বে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী ছাত্রদের হামলায় বহু শিবির নেতা-কর্মীর মূল্যবান প্রাণ বিসর্জনে সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে জোটের অন্তর্ভূক্ত থেকে ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের হাতে কেন প্রাণ দিতে হবে? বড় দলের অঙ্গসংঠন হয়ে কেউ চাঁদাবাজী, টেণ্ডারবাজী প্রভৃতি অনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত হলে ছাত্রশিবিরকে অবশ্যই ঐসব প্রতিযোগিতা থেকে সরে আসতে হবে।

আজকের প্রবন্ধকার অধ্যাপক আবু জাফর আমার পূর্ব সুপরিচিত বড়ভাই তুল্য। আমরা একই এলাকায় জন্মগ্রহণ করে বেড়ে উঠেছি এবং একই কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী অর্জন করেছি। তাঁর সাথে আমার চিন্তা ভাবনার সাদৃশ্য ও ঐক্যমত্য আছে। তাঁর প্রবন্ধের উপস্থাপিত প্রতিটি বিষয়ের উপর পুস্তক বা বড় আকারের প্রবন্ধ লেখা যায়। আমাদেরকে তাঁর মূল্যবানর প্রবন্ধ উপহার দেবার জন্য আমি তাঁকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জ্ঞপন করছি।

আলোচক : প্রফেসর, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ এবং পরিচালক,
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

বিজ্ঞান ভিত্তিক নৈতিকা নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন

আবুল আসাদ

তিনি খুবই স্পষ্ট, হৃদয়গ্রাহী ও কার্যকরভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করার জন্য প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ জানান।

বিজ্ঞান ভিত্তিক নৈতিকা নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় দুর্দশার মৌলিক কারণ 'শিক্ষা সংকট'। এই সংকট শুরু হয়েছে গ্লানি আমরা এখনো টেনে বেড়াচ্ছি। আল্লাহর নাম ও মহিমা বিস্তৃত, দুর্বিনীত, আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে উদাসীন এই মুসলিম জাতির সকল শিক্ষা যে নিরঙ্কুশ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এটাই স্বাভাবিক। এই দুর্দশা আমাদের স্বেপার্জিত দুর্দশা। বাগদাদ শিক্ষা সমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত। কিন্তু সেখানে যতখানি দর্শন শিক্ষা দেয়া হয়েছে ততখানি দ্বীন শিক্ষা দেয়া হয়নি। সেই শিক্ষালয়গুলোতে যতখানি বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে ততখানি গুরুত্ব দিয়ে জাতিকে সংগঠিত করার চেষ্টা করা হয়নি। আমরা গর্ব করি স্পেনের গ্রানাডা, মালাগা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। যে স্পেনের শিক্ষালয়গুলো ইউরোপকে শিক্ষিত করেছে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছিল সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র বাগদাদ থেকে ভিন্ন নয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যতখানি বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছিল ততখানি দ্বীন শিক্ষা দেয়া হয়নি। যদি শিক্ষা দেয়া হতো তবে ইউরোপের ইতিহাস অন্যভাবে লিখা হত। যে সকল ছাত্র এখানে শিক্ষা পেয়েছে পারতপক্ষে তারা দ্বীনের কোন শিক্ষা পায় না। বিজ্ঞানের আলোকে তারা মাথাকে আলাকিত করেছে কিন্তু অন্তর অন্ধাকারেই রয়েছে। এভাবে আজকের যে সংকট তার বীজ বপিত হয়েছিল তদানিন্তন মুসলিম নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতার মধ্যে। এর পরবর্তী ইতিহাস আরও খারাপ। খ্রীষ্টান অমিতচার, আনাচার সমাজকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, সমাজ এ থেকে মুক্তি পাবার জন্য এমন একটা বিপরীত পথ গ্রহণ করলো যখন তারা ধর্মকে জীবনথেকে সমাজ থেকে পরিত্যাজ্য করতে বাধ্য হলো এবং শিক্ষা থেকেতো বটেই। আজকে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এই চিন্তারই উত্তরসূরী। এই যে দূর্ভাগ্যের দিকটা, এই যে অবিমিশ্রকারিতা, উদাসীনতা, এর কারণ নির্ণয় এর দিকে গেলে আমরা উপকৃত হতাম। কারণ রোগ ধরতে না পারলে চিকিৎসা আমরা করতে পারবো না। আমরা '৪৭ সালের পর আবার '৭১এর পর অনেক শিক্ষা কমিশন দেখেছি কিন্তু শিক্ষা কমিশন জাতির প্রয়োজন মেটানোর মতো উপাদান সরবরাহ করতে পারেনি। কেন পাইনি? তারাওতো মুসলমান ছিলো। আমাদের অন্যান্য মুসলিম দেশেগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাই সেখানেও শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামী নয়। জাতি যে শিক্ষা নীতি চায় সেখানে তা নাই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সমস্য এমন এক জায়গায় প্রথিত যার মূলোৎপাটন না করলে তাহলে প্রাবন্ধীকরা যে আশাবাদ ব্যক্ত

www.pathagar.com

করেছেন তার বাস্তবায়ন আমাদের দেখে যাওয়া সম্ভব নয়। আজকের দুনিয়ায় ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। কারন বর্তমান যে শিক্ষা ব্যবস্থা দুনিয়ায় কতৃত্ব করছে সে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে এবং তা স্বীকার করছে এর প্রণেতারাই। এটা লক্ষ্যনীয় যে আমেরিকায় বুশ সরকার তার প্রথম বাজেটে বিশ্বাস ভিত্তিক শিক্ষার জান্য ৯১৩ মিলিয়ন ডলার বরাদ্ধ করেছিলেন। তখন কিসের ভিত্তিতে করেছিলেন? তখন বিশেষজ্ঞরা বলেছিল আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং সমাজে যে নৈরাজ্য এই নেরাজ্য দুর করতে হলে ছাত্রদেরকে নৈতিক শিক্ষা দেয়া দরকার। নৈতিক গুণাবলী মূল্যবোধ তাদের ভিতর আনা দরকার। কিন্তু আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা কিছু পড়ানো হয় তার ভিতর নৈতিকতা লাভের কোন ব্যবস্থা নাই। এবং তাদের সংবিধানেও এ ব্যাপারে উল্লেখ নাই। কারণ সংবিধানে পরিস্কার বলা হয়েছে ধর্মীয় শিক্ষা কোন শিক্ষালয়ে দেয়া যাবে না। এটা ইউরোপের একটি অভিজ্ঞতার ফল।

ইউরোপের যে জাতিগত, ধর্মগত, আন্তঃখ্রীস্টান যে দ্বন্দ্ব, এটাএত প্রকট ছির এবং তা এত রক্ত ঝরিয়েছে যে পরবর্তীকালে ইউরোপে এটাই কায়েম হলো যে রাষ্ট্র থেকে ধর্ম এবং শিক্ষা থেকে ধর্ম সম্পূর্ণ আলাদা। এবং যারা ইউরোপ থেকে আমেরিকায় migrate করলো তারা এই বাণীই নিয়ে গেল রাষ্ট্র থেকে ধর্ম এবং শিক্ষা থেকে ধর্মকে আলাদা করতে হবে। কারন ইউরোপের অবস্থায় যেন আবার ফিরে না আসে। একটা অনাচার মূলক ভয় থেকে আমেরিকান সংবিধান একটা সুদূর প্রসারী ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু এখন সেই আমেরিকা, ইউরোপ গোটা দুনিয়ার মানুষ এ থেকে মুক্তি চাচ্ছে। কিন্তু পথ নাই। কারণ সংবিধান এটা বলে দিয়েছ ধর্মকে স্কুল কলেজে আনা যাবে না। এরই পটভূমিতে বুশ সরকার বেসরকারী স্কুল ও সংগঠনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে বিশ্বাসভিত্তিক মূল্যবোধ শিক্ষা দিতে হবে। যে মূল্যবোধ শিক্ষা তাদেরকে প্রকৃত চরিত্রবান হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। এই চাহিদা আজ আমেরিকা, ইউরোপ সর্বত্র। আজকের প্রবন্ধকার যে চিত্র তুলে ধরেছেন যে বিপরীত শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! এই ফেরাউনি শিক্ষাব্যবস্থা মানষকে মানুষ হিসেবে বাঁচার সুযোগ দেয়নি, সেই শিক্ষাব্যবস্থাই কিন্তু আবার আজকের মানুষকে অমানুষ করছে। আজকে আফগানিস্তানে ইরাকে যা কিছু ঘটলো দুনিয়ার মানুষ তার প্রতিবাদ করতে পারছে না। কারণ প্রতিবাদ করার জন্য নৈতিক শিক্ষা, শক্তি, সাহস দরকার এই শক্তি শিক্ষার মাধ্যমে আসে। সেই শক্তি এখন আমাদের মুসলিম দেশগুলোর মতো অন্যান্য বড় রাষ্ট্রগুলোর মেরুদন্ডকে দুর্বল করে দিয়েছে। অতএব সবকিছুর বিচারে মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা, আমাদের দেশে ও সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার উপযুক্ত সময় আজ উপস্থিত এবং এর নেতৃত্ব দিতে হবে মুসলিম বিশ্বকে। এবং আমি এ দেশের মানুষ হিসেবে বলবো এ নেতৃত্বকে আমাদেরকেই দিতে হবে। যদিও বাংলাদেশের অবস্থান ভৌগলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন, এর আশেপাশে কোন মুসলিম দেশ নেই, বলতে গেলে তা শত্রু পরিবেষ্টিত রাষ্ট্র

www.pathagar.com

অন্যান্য মুসলিম দেশের তুলনায় এটাই বাংলাদেশকে আমাদের দেশকে ভাগ্যবান করেছে। কারণ যে জাতি আত্মরক্ষার জন্য সচেতন থাকে সে জাতি যুদ্ধে পারিজত হয় না। যে জাতি আত্মরক্ষার জন্য সচেতন থাকে, সে জাতিকে তার শিল্প ব্যবস্থা নিজস্ব করতে হয়, তার অর্থনীতি সমাজনীতি এমনভাবে গড়ে তুলতে হয় যাতে করে সে আত্মরক্ষা করতে পারে। বাংলাদেশের অবস্থা সেটাই যদি আমাদের বাঁচতে হয় তাহলে আমাদের Identify সবচেয়ে বড় অস্ত্র। যে অস্ত্র আমাদেরকে বাঁচাতে পারে। কারণ আমাদের রাজনৈতিকত সীমান্ত তা রক্ষা করতে পারে একমাত্র ধর্ম, আমাদের বিশ্বাস ভিত্তিক পরিচয়। আমরা যদি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি তাহলে এ সীমান্ত একদিন উঠে যাবে। আমাদের দেশে এমন কিছু মানুষ আজকে বলছে যে আমাদের ১৯৪৭ এর পূর্বে ফিরে যাওয়া দরকার। যে সমস্ত বুদ্ধিজীবি রাজনৈতিক এসব কথা বলছে তারা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করেছে এবং একারণেই তারা একথা বলতে পারছে। অতএব আমাদের আত্মরক্ষার চাবিকাঠি হলো আমাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা যদি না হয় তাহলে মানুষ গড়ে উঠবে না। শক্তিমান মানুষ গড়ে তুলতে হবে বিশ্বাসভিত্তিক, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং নৈতিকতাভিত্তিক শিক্ষা আমাদের দরকার যার কথা প্রবন্ধকার বলেছেন। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা আমাদেরকে মানুষ করার জন্য নয়। বাঁচার জন্যও দরকার। দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্য এ শিক্ষাব্যবস্থা দরকার। এব্যপারে যদি প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা আমরা চালাতে পারি তাহলে দেশের মানুষ বুঝবে আমাদের সরকার ও এটা বুঝবে। আমাদের দ্বিধাবিভক্ত যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। তা থেকে ধীরে ধীরে এই পার্থক্য ঘুচিয়ে একটা সমন্বয়ের দিকে আগাচ্ছি। যদিও তা সময় সাপেক্ষ। যেমন - মাদ্রাসা শিক্ষাকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সমমানে আনা হয়েছে। এটি হলে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং তা থেকে আমরা দুই শিক্ষার মাধ্যমে সমন্বয় করতে পারবো।

আলোচক : সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম

ইসলামী মূল্যবোধ ছাড়া নৈতিকতা সৃষ্টি হতে পারে না

মতিউর রহমান আকন্দ

শহীদ আব্দুল মালেকের শাহাদাতের স্মৃতি বিজড়িত এই আগষ্ট মাস। এই মাসে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কৃর্তক আয়োজিত এই শিক্ষা সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি আজকের এই অধিবেশনে উপস্থিত সুধীবৃন্দ প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা আসসালামু আলাইকুম।

www.pathagar.com

এক ঐতিহাসিক ঘটনাকে সামনে রেখে এক রাক্তাক্ত স্মৃতিকে সামনে রেখে ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতি বৎসর এই আগস্ট মাসে শহীদ আব্দুল মালেক ভাইয়ের স্মরনে মালেক ভাইয়ের শাহাদাৎ দিবসকে ইসলামী শিক্ষা দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। এক মহান চেতনা এবং উদ্দেশ্য আমাদের সামনে রয়েছে। ১৯৬৯ সালে যখন আন্দোলন চলছিল। তদানিন্তন পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা কি হবে এ বিষয়টি যখন জাতীয় আলোচনার দৃশ্য এসেছিল ঠিক সেই সময় আমাদের প্রিয় নেতা ইসলামী ছাত্রসংঘের ঢাকা শহরের ঐ সময় সভাপতি যিনি তার শিক্ষা জীবনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এস,এস,সি এবং এইচ,এস,সি যিনি বোর্ড স্ট্যান্ড করেছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ একটি Subject বায়োক্যামেস্ট্রিতে যিনি ভর্তি হয়েছিলেন। যার জীবনে আমরা শুধু অধ্যবসায় জ্ঞান চর্চা এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেতনা খুজে পাই। লেখা পড়া করার জন্য এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য যিনি ঢাবি থেকে সদর ঘাট পর্যন্ত পায়ে হেটে নাস্ত -ার পয়সা বাচিয়ে বই কেনার জন্য চলে আসতেন যার অদম্য স্পৃহা এ ধরনের একজন ব্যক্তি শহীদ আব্দুল মালেক ভাই বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষা ব্যবস্থা যদি ইসলামের ভিত্তিতে রচিত না হয় তাহলে কি হতে পারে। এজন্য তিনি ঢাবি এর টি,এস,সিতে আলোচনা সভায় ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। ইসলাসী শিক্ষাব্যবস্থার উপর তার যে ক্ষুরধার বক্তব্য তার যে যুক্তি এই যুক্তি খন্ডন করতে না পেরে বিরোধীরা তার উপর আক্রমণ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি শহীদ হয়েছিলেন।

প্রিয় ভাইয়েরা!

শহীদ; আব্দুল মালেক ১৯৬৯ সালে যা বুঝতে পেরেছিলেন আজকে আমরা এ হলে যে সংখ্যক লোক উপস্থিত আছি আমার মনে হয় তখন গোটা বাংলাদেশে হয়তো ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এ পরিমাণ জনশক্তি ছিল না। কিন্তু আব্দুল মালেক ভাই ইসলামের পক্ষে নৈতিকতার পক্ষে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা ছিল অত্যন্ত বলিষ্ট সেবার সূত্রপাত যেদিন হয়েছিল পরবর্তীতে সেটা মাঠে ময়দানে বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। আজকে আমরা যে আলোচনার সভার মিলিত হয়েছি শহীদ আব্দুল মালেক ভাইয়ের স্মরণে যে বক্তব্য আমরা দিচ্ছি সেটা ১৯৬৯ সালে আজ থেকে ৩৫ বছর আগে শহীদ আব্দুল মালেক ভাই দিয়েছেন। এটার জন্য শুধু বক্তব্য নয় রক্ত ঝরছে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ভাইয়েরা এটাকে জাতীয়ভাবে সফল করার জন্য আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। আমি বিশ্বাস করি যে, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা যেভাবেই হোক যে কোন বিচারে হোক সরকার আজকে তা বিবেচনায় আনতে হয়েছে এবং এটা জাতীয়ভাবে একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ।

আমি এ কয়টি কথা বলে আজকের এ সমাবেশে উল্লেখ করতে চাই যে আসলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটা কি। প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ। তাঁর সকল বক্তব্যের সাথে একমত তবে উনার একটি বক্তব্যের সাথে আমার সামান্য দ্বিমত আছে তা না হলে মনে হয় Injustice হবে। তিনি বলেছেন যে কোন চিকিৎসকই চায়না যে পৃথিবীতে রোগবালাই

www.pathagar.com

হয়ে যাক এই বক্তব্যের সাথে আমার দ্বিমত আছে। কোন চিকিৎসক চায় না এমনটি নয়, এমন অনেকে মুসলিম কোরআন হাদীসেরও জ্ঞান অর্জনকারী চিকিৎসকের জীবনী আমরা জানি তারা চান যে পৃথিবী রোগ মুক্ত হউক এবং অনেকে ফ্রি সার্ভিস দিয়ে তাদের মনের এই প্রত্যাশার বহি:প্রকাশ ঘটেছিল। এজন্য কোন চিকিৎসকই চায়না বলা হলে অন্তত একজন লোকও যদি চান তাহলে তার উপর Injustice হবে। আমি আশা রাখি প্রবন্ধকার এটা বেবেচনায় রাখবেন। এরপর আমি বলব শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে Harmonious development of body mind and soul. শরীর আত্মা এবং মনের উন্নয়নের মূল বক্তব্যই ইসলাম দিয়েছে। আর body mind and soul এর development যদি করতে হয় তাহলে তাকে অবশ্যই নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে Harmonious development of body mind and soul হবে না। আজকের বাংলাদেশ আজকের ওয়ার্ল্ড তারই প্রমাণ। বাংলাদেশ আজকে আমরা বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়েছি কিন্তু একটা দিক থেকে আমরা সবচেয়ে বেশি অগ্রসর সেটা হচ্ছে দুর্নীতি এবং সন্ত্রাস। আর পরমত সহিষ্ণুতার এতই অভাব যে, আজকের দুজন নেতা নেত্রীর বক্তব্য আর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দুজন নেতা নেত্রীর বক্তব্য যদি সামনে আনা হয় তাহলে আকাশ পাতাল পার্থক্য আমরা দেখতে পাবো। ভারত আমাদের পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র, একই অবস্থানে আমরা দীর্ঘদিন ছিলাম। ১৭৫৭ - ১৯৪৭ পর্যন্ত ১৯০ বছর একত্রে ছিলাম। ভারতে কিছুদিন আগে নির্বাচন হয়ে গেল নির্বাচনে অটল বিহারী বাজপেয়ী পরাজিত হওয়ার পর তিনি বললেন আমি হেরে গেছি কিন্তু ভারত জিতে গেছে এবং তিনি সাথে সাথে নবনির্বাচিত Primeministr কে Congratulation করলেন, তিনি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায়ও আর আমাদের দেশের অতীতে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে প্রতিটি নির্বাচন নিয়ে আপত্তি এসেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন বিশেষ ভাবে প্রসংসিত হলেও একবার সুক্ষ্ম আর একবার স্থুল কারচুপি এই অভিযোগ আসল। জিতে গেলে সুষ্ঠু নির্বাচন আর হেরে গেলে হয় কারচুপি। এই যে Mentality এই mentality সৃষ্টি করেছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। আর দূর্নীতি সন্ত্রাস সবকিছু উপহার দিতে পেরেছে আমাদের চলমান শিক্ষাব্যবস্থা। যেটি প্রবন্ধকার বিস্তারিত বলেছেন যে সময়ের যে অপরিহার্য দাবী সেটা হতে আমরা আজ অনেক অনেক পিছিয়ে তার কারণ যে ডিজাইন নিয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রনয়ন করা হয়েছে সেই ডিজাইনটাই হচ্ছে পশ্চাতপদ। সত্যিকার অর্থে যদি আমরা জাতির কল্যাণ চাই জাতিকে সমৃদ্ধ করতে চাই। জাতিকে বাঁচাতে চাই। নতুন সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ যদি আমরা মোকাবেলা করতে চাই। তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। ১৯৬৫ সালের পূর্বের অবস্থাকে সামনে রাখলে দেখা যায় যে আজকে অর্থনীতিতে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশ মালয়েশিয়া! ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাকে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হয় এখানে লেখাপড়া করার জন্য তাদের ছাত্ররা আসত। আর আজকে আমাদেরকে লেখা পড়ার জন্য সেখানে যেতে হচ্ছে। তারা যতটুকু সমৃদ্ধি অর্জন করছে। তার ১৫-২০ বছর পর সেটা আমরা শুরু করছি কারন আমাদের শিক্ষা

www.pathagar.com

আমাদের জন্য বিরাট একথা struggle একটা বিরাট ব্যারিকেড আমরা সামনে অগ্রসর হতে পারছিনা। এজন্য এ অবস্থার অবসান প্রয়োজন এবং এ অবস্থা থেকে জাতিকে মুক্তি দিয়ে একটা সুন্দর সোনালী ভবিষ্যৎ রচনা করতে হলে নৈতিকতার ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা প্লাস বিজ্ঞান ভিত্তিক শিল্পব্যবস্থা অবশ্যই চালু করতে হবে। নৈতিকতা না থাকলে কি বিপর্যয় হতে পারে আজকের Americar বুশ সাহেব পৃথিবীকে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। ইরাকের একটি শিশু যে নির্মম পাশবিকতার শিকার এবং বন্দীদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন তা যে কোন বিবেকবান মানুষকে শিহরিত করে তুলে। জেনেভা কনভেনশনে এ বন্দীদের উপর কি ধরনের আচরণ করা হবে তা বলা হয়েছে। যখন একজন পাইলট এরেস্ট হয়ে গেল প্রেস কনফারেন্স করে মি. বুশ বলেছেন আমি আশাকরি তার সাথে জেনেভা কনভেনশন এর ভিত্তিতে আচরণ করা হবে কিন্তু এরপর যাদের বন্দী করা হল পত্র পত্রিকায় এসেছে কি নির্মম নির্যাতন তাদের উপর করা হয়েছে। ১৮০০-১৯০০ এর মত ছবি যখন প্রদর্শন করা হয়েছে তখন কংগ্রেসম্যান এবং Brilliant লোকদের দাওয়াত দিয়ে একটি রুম এর ভিতরে দেখছে তখন অনেক Congressman নিরবে চোখের পানি ফেলেছেন আর বলেছেন এই ছবি জাতির সামনে প্রকাশ করা যাবেনা কারন এখানে যে অত্যাচার এবং জুলুম নির্যাতন জাতি হিসেবে আমরা আর পৃথিবীতে মুখ দেখাতে পারবো না। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসকে কলংকিত করে আজকের Supreme power এ যিনি বসে আছেন তিনি এই নির্যাতন করতে পেরেছেন নৈতিক শিক্ষার অভাবে। আজকে যদি তার ভিতর নৈতিকতা থাকত তাহলে এমনটি হতোনা । এজন্য কোরআন বলেছে "ক্বাল আল আম" বালহুম আদাল; সূরা আল আরাসে বলা হয়েছে যে মানুষের ভিতরে এমন কিছু লোক আছে যাদের চক্ষু, কর্ণ ও অন্তর দেওয়া হয়েছে কিন্তু ওরা ভাল দেখেনা শুনেনা চিন্তা করে না এদের পরিচয় হচ্ছে। "কাল আন আম" চতুষ্পদ জন্তু 'বালহুম আদাল' এমনকি তার চেয়েও নিকৃষ্ট। নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষার ব্যাপারে কোরআনের এই আয়াতকে আমরা যদি মূল্যায়ন করি তাহলে আমরা দেখব সেখানে Morality Absence সেখানে একজন ডাক্তার বেপরোয়া হয়ে যায়, কশাইয়ের মত আচরন করে। একজন উকিল একজন ব্যারিষ্টার ক্লায়েন্টকে কিভাবে ব্যবহার করে নৈতিকতা বিবর্জিত হলে সেটা উপলব্ধি করতে হবে কোর্টে গেলে বুঝা যাবে। এজন্য নৈতিকতা শিক্ষা ছাড়া একটি দেশ এবং একটা জাতি বর্বরতার দিকে ধাবিত হয়। যেটা আজ ইরাকে এবং সারা ওয়ার্ল্ড এ হচ্ছে। কাশ্মীর আজকে ৫৫ বছর যাবত স্বাধীনতা আন্দোলন করছে। ৫৫ বছর Democratic right তারা অর্জন করতে পারলনা অথচ পূর্ব তিমুর ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন করে স্বাধীনতা অর্জন করলো স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেল। কারন কাশ্মীর হচ্ছে মুসলমান সুতরাং এদেরকে ৫৫ বছরে স্বাধীনতা দেওয়া গেল না। আন্তর্জাতিক ভাবে This is the symbol of morality এটাই নৈতিকতার নমূনা নৈতিকতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি মানুষের সাথে Injustice করতে পারেন না। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। হযরত উমর (রা) জীবনী হচ্ছে আমাদের জন্যে প্রকৃষ্ট উদাহরণ

www.pathagar.com

পূর্বের উমর আর ইসলাম গ্রহনের পরের উমর যিনি উদ্যত তরবারী নিয়ে মহানবীকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন সেই উমর যখন Rolling power এ এলো (স.) কে যখন তিনি Position এ আসলেন তখন রাতের আন্ধকার চোখের পানিতে বুক ভিজাচ্ছিলেন তখন তার কন্যা তাকে জিজ্ঞাস করলেন আব্বু তুমিতো অর্ধ জাহানের খলিফা তুমি কাঁদছো কেন? জবাব দিলেন ইরাকের রাজপথে একটি কুকর যদি পিছনে পা খোঁড়া হয়ে যায় আমাকে আল্লাহর নিকট জবাব দিতে হবে। হে উমর তুমি এ জন্য দায়ী । "This is the feelings". এই feelings সৃষ্টি করতে পারে ইসলাম। আর ইসলামী মূল্যবোধ ছাড়া নৈতিকতা সৃষ্টি হতে পারে না। নৈতিকতা সৃষ্টি হতে পারে ইসলামের মাধ্যমে। প্রিয় ভাইয়েরা আমাদের বসে থাকার সময় নেই। আজ আমাদের হাতে আর সময় নেই। এখন থেকে যদি আমরা শুরু করি তাহলে আজকে যে ছেলেটি জন্ম গ্রহন করেছে ক্লাস ওয়ানের একটি ছেলে তাকে গাড়ে তুলতে ১৫/২০ বছর যার লাগবে। আজকে English medium স্কুলগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে কি করুণ অবস্থা। আজকে Blue print সেখানে হয় তাদেরকে Internet এর মাধ্যমে আজকে যেখানে আগ্রাসন চলছে সেখানে এই জাতিকে যদি আমরা এভাবে ছেড়ে দিই আলোচনা করে দায়িত্ব শেষ করি। তাহেল এই জাতিকে আমরা উদ্ধার করতে পারব না। তাই আর সময় নেওয়া যাবে না। মাঠে ময়দানে আমাদের অফিস আদালতে যেখানে যেভাবে সম্ভব তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার জন্য স্তরে স্তরে আন্দোলন সৃষ্টি করতে পাররে আমরা ১৫-২০ বছর পর এর Result পাবো। এজন্য আমি ধন্যবাদ জানাই কেন্দ্রীয় সভাপতিকে আমাদের চেতনাকে শাণিত করার জন্য শহীদ আব্দুল মালেক ভাইর রক্ত স্নাত এই দিবসে শিল্প সেমিনারের আয়োজন করে জাতিকে জাগ্রত করার জন্য তিনি ভূমিকা রেখেছেন, প্রবন্ধকারকে আন্তরিক ধন্যাবাদ তিনি অল্প কথায় সাহিত্যের ভাষায় মূল কথা নিয়ে এসেছেন, আল্লাহ পাক এই সেমিনারের মাধ্যমে জাতির চেতনাকে বিকশিত করে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা , নৈতিকতা নির্ভর বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নে কত সময় এগিয়ে যেতে পারি। আল্লাহপাক আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমীন। আস্‌সালমু আলাইকু ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আলোচক : সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

প রি শি ষ্ট

এক নজরে বিগত সময়ের শিক্ষানীতি ও কমিশন রিপোর্ট
এক নজরে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ২০০৩-এর কিছু দিক
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার ২০০৩ এর সুপারিশমালা
বিগত শিক্ষা সেমিনারসমূহের সুপারিশমালা

www.pathagar.com

এক নজরে বিগত সময়ের শিক্ষানীতি ও কমিশন রিপোর্ট

ভূমিকা

শিক্ষা মানুষের আচরণিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে তাকওয়া সম্পন্ন ও জ্ঞানবান মানুষে পরিণত করে। শিক্ষার কারণেই মানুষ গাছের বাকলের পরিবর্তে গ্রহণ করে বস্ত্র। বাস্তব সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন করে সহজ-সুন্দর জীবন-যাপন করা শিক্ষা উদ্দেশ্য হলেও স্থানভেদে এর পরিবর্তন লক্ষণীয়। যেমন ফরাসি দেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বাধীন মানুষ তৈরি করা। অতএব সেখানে প্রথম উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতা। ১৮০২ সালে জেনার যুদ্ধে নেপোলিয়ান কর্তৃক পরাজিত হয়ে জার্মানি এমন শিক্ষানীতি চালু করল, যা দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। জার্মান শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য হয়ে পড়ল দেশপ্রেম। এদেশেও শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে হবে এমন যাতে কার্যক্ষম, সৎ, নিষ্ঠাবান মানবগোষ্ঠি তৈরি করা যায়, যারা নৈতিক ও বৈষয়িক দিক দিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণে সক্ষম হয়। আর তাই শিক্ষাকে ইহকালের ও পরকালের প্রস্তুতি হিসেবে ধরে নেয়া হয়। আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদরাসা শিক্ষা প্রচলিত থাকলেও তা আজও অবহেলিত। প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও সংস্কার ছাড়া শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য সফল করা বেশ কঠিন। কারণ জাতির একটি অংশ বাদ দিয়ে আরেক অংশের উন্নতিতে সার্বিক সফলতা অর্জন করা দুরূহ। তাই শিক্ষার উন্নয়নের জন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দায়িত্ব নিতে হবে। অভিভাবক হিসেবে শিশুদের নির্ভুল শিক্ষা দেয়া গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি দায়িত্ব। সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের উভয়

www.pathagar.com

জগতের পরিসরে বিশাল বিস্তৃত প্রভাব রয়েছে সুশিক্ষার। ব্যক্তির পার্থিব জগতের ও জীবনের সাথে এর যত সম্পর্ক রয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি সম্পর্ক রয়েছে পরকালের সীমাহীন জীবনের সাথে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম শিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। আল কুরআনের প্রথম বাণী ইকরা বিসমি....।" অর্থাৎ পড় তোমার.... যার ভাবার্থ স্রষ্টার অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করে আদর্শ জীবনে ব্রতী হওয়া। বস্তুত কুরআন ছাড়া আর কোন ধর্মগ্রন্থে শিক্ষার গুরুত্ব এত বেশি প্রদান করা হয়নি। মহানবী (সা) শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই প্রদান করেননি বরং বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দিদের ক্ষেত্রে মুক্তিপণ না নিয়ে তিনি মুসলমানদেরকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার উজ্জ্বল ইতিহাস প্রমাণিত হয়। মহানবী (সা) মুসলিম নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি শিক্ষাকে ফরজ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সুদূর চীন দেশে গিয়ে হলেও শিক্ষা অর্জন কর। এই ঘোষণার দ্বারা শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন আর এ কারণেই জাহিলিয়াত যুগের অসভ্য একটি জাতি ইসলামী শিক্ষা নিয়ে এক নব সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। মূলত তৎকালীন মক্কা, মদিনা, দামস্ক, বাগদাদ, কুফা, কর্ডোভা আজও অধুনা বিশ্বের বিস্ময়।

আজকাল শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্কের অসঙ্গত পরিস্থিতি, শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যকর বিভীষিকাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত এবং নৈতিকতা বিবর্জিত নাগরিক প্রস্তুতকরণে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি একদিনে আসেনি। তাই বিকশিত শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিদ্যমান। তাই এর ঐতিহাসিক পটভূমি আমাদের দৃষ্টিগোচর হওয়া প্রয়োজন। এ দেশে শিক্ষার উন্নয়নে কখন কতগুলো কমিশন কমিটি গঠিত হয়েছে এবং তাদের সুপারিশমালা কি ছিল তার কতটুকুই বা সরকার গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করার প্রয়াস পাব এ প্রবন্ধে।

ব্রিটিশ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা (১৬৯০-১৮৩৫ খ্রি.)

ভারতের ঐশ্বর্য যুগে যুগে বিদেশিদের প্রলুব্ধ করে আসছে। মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম প্রচার করতে এসেছিল। সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে মুহাম্মদ বিন কাশিম এদেশে আসেন। মুসলমানরা এ উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার গোড়াপত্তন করেন। এরপর ১৪৯৮ সালে পর্তুগীজরা আসে। এর পরপরই আসে ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজরা। তারা শিক্ষার ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

পর্তুগীজরা ধর্মীয় শিক্ষার (খ্রিস্টান ধর্ম), ওলন্দাজদের শিক্ষায় প্রটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী তৈরি করার প্রতি এবং ফরাসিরা ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়। দিনেমাররা প্রথম কিছুটা আধুনিক শিক্ষার গোড়াপত্তন করে। তারপর ইংরেজরা এদেশে তাদের শিক্ষাব্যস্থার প্রচলন ঘটায়।

www.pathagar.com

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন ও শিক্ষা বিস্তার

১৬০০ সালে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এসে বাণিজ্যের পাশাপাশি ১৬৫৯ সাল হতে ধর্মপ্রচার শুরু করে। ১৬৯২ সালে কোম্পানি এদেশে শিক্ষা বিস্তারে সনদ প্রণয়ন করে। ফ্যাক্টরি, সেনাবিনাসে প্রতিষ্ঠিত হল স্কুল। ইংরেজ সৈনিকের ঔরসে ভারতীয় মাতৃগর্ভজাত সন্তানদেরকে খ্রিস্টান সমাজভুক্ত করার দায়িত্ব পড়লো পাদ্রিদের। খ্রিস্টান বানানোর এই শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে ফুসে উঠলো মুসলমানরা। এরই মাঝে সংঘটিত হয় পলাশীর যুদ্ধ। এ অবস্থায় মুসলামনদের শান্ত করার জন্য কোম্পানি ১৭৮০ সালে কোলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষার ভাষা মূলত আরবি হলেও উর্দু-ফার্সিও প্রচলিত ছিল। আর স্যার শামসুল হুদার সুপারিশক্রমে ১৯২১ সালে আলিয়া মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। ১৯২৭ সালে বোর্ড অব সেন্ট্রাল এগজামিনেশন নামে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়।

১৮১৩ সালে লর্ড মিন্টোর 'চার্টার এ্যাক্ট' এর মাধ্যমে আরো কিছু মাদরাসা ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সনদ আইনে ভারতীয় শিক্ষা সরকারি দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব যেমন স্বীকৃত হয় তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রে মিশনারি ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা বিস্তারে নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা হয়।

১৮১৩ হতে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। শুধু কিছু ব্যক্তিকে খেতাব প্রদান ও অনারারি আর্থিক সাহায্য দান এবং ১৮১৩ সালের সনদ অনুসারে শিক্ষা বিস্তারে ১ লক্ষ টাকা সরকারি মঞ্জুরি দেয়া হয়েছিল।

১৮২৩ সালে General Committee for Public Instruction নামক একটি কমিটি গঠিত হয়। যার দশজন সদস্যের সবাই ছিলেন ইংরেজ। তাদের অধীনে এসে পড়ে সকল প্রতিষ্ঠান। ১৮৩৫ সালে লর্ড ম্যাকলের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম সরকারি শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়। এ বছরই লর্ড ম্যাকলের মন্তব্যের অনুকূলে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিংকের শিক্ষানীতি ঘোষণার মাধ্যমে অসম্পূর্ণ অংশটুকু সম্পূর্ণ হল। এর ফলে নীতিগতভাবে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রযাত্রা শুরু হল ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে।

নিম্নগামী পরিশ্রবণ নীতি বা চুঁইয়ে পড়া নীতি (Downword Filtration Theory)

ম্যাকলে নিজেই এ নীতির প্রবর্তক। এ নীতির উদ্দেশ্য ছিল অল্পসংখ্যক সুবিধা ভোগকারীদের শিক্ষিত করে তোলা। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় : 'A class of person Indian in blood and colour but English in taste in morals in opinion and in intellectual.' (এমন এক শ্রেণীর লোক তৈরি করা হবে যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিতে ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ)।

নীতিতে বলা হয়, মুষ্টিমেয় উঁচু শ্রেণীর কিছু মানুষ শিক্ষিত হলে ধীরে ধীরে পরিশ্রবণের

www.pathagar.com

মাধ্যমে সকল মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠবে। (Drop by drop from the Himalayas of Indian life useful information was to trickle downwards forming in time a broad and stately stream of irri-gate the thirsty plains) কিন্তু এ নীতির ফলে মুসলমানদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার বেড়ে যায়।

এরই মাঝে 'Adams Report on Vernacular Education in Bengal and Bihar' শিরোনামে এ্যাডাম এদেশের শিক্ষা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে তিনটি বিবরণীর (১৮৩৫, ১৮৩৬ ও ১৮৩৮) মাধ্যমে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এর মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষে প্রকৃত শিক্ষার অবস্থা তুলে ধরেন এবং ম্যাকলের নীতির সমালোচনা করেন।

বাংলাদেশ

১৮৩৫ এর মার্চে লর্ড বেন্টিংক এদেশ ত্যাগ করন। লর্ড অকল্যান্ড নতুন গভর্নর নিযুক্ত হন। এ সময় বাংলাদেশে মোট ২৯টি ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৮৩৫ সালে কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। অকল্যান্ডের নির্দেশে সরকারি নীতি অনুসারে প্রতি জেলায় তৈরি করা হল স্কুল। ১৮৪১ সালে GCPI বাতিল করে নতুন লাট এলিনবরা প্রতিষ্ঠা করেন Council of Education যা সরকারি ডিপার্টমেন্টের মর্যাদা পায়। ১৮৪৪ সালে কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ঘোষণা দেন এবং ১০১টি ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্রিটিশ শাসনামলে কোম্পানি মিশনারিদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার উন্নয়ন ঘটে। শ্রীরামপুরের মিশনারিদের মধ্যে বিশেষ করে উইলিয়াম কেরী, মি. মার্শম্যান ও মে. ওয়ার্ড বাংলাভাষা শিক্ষা বিস্তার করেন। মুদ্রণযন্ত্র তৈরি ও বাইবেলকে বাংলায় অনুবাদ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষায় চর্চার মাধ্যমে বাংলা ভাষার উন্নতি ঘটে।

এ ছাড়া এ্যাডামের রিপোর্টে নারী শিক্ষার অনগ্রসরতা উল্লেখ করে সুপারিশের ফলে নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে ইংরেজ সরকার বেশি উদ্যোগী হয়। তবে এর পুর্বেই ১৮১৪ সালে আমহাট এর অধীনে 'Ladies, Society for Native Female Education,' ১৮১৬ সালে 'Central Girls' School,' ১৮২১ সালে মাদ্রাজে বালিকা বিদ্যালয় এবং ১৮৫০ সালে ৭টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ব্রিটিশ শাসনামলে ধর্মীয় শিক্ষা, পরিণতি ও পর্যালোচনা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত ছিল। সে যুগে শিক্ষা ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল বলে স্কুল, কলেজ ও মসজিদকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। এ্যাডামের জরিপ রিপোর্টে ১৭৫৭ সালে আশি হাজার স্কুল চালু ছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু ইংরেজদের বিভিন্ন নীতিকে মুসলিমরা গ্রহণ না করাতে তারা পিছিয়ে পড়ে এবং ধর্মীয়ভাবে কিছুটা কম শিক্ষিত জাতি হিসেবে প্রভাবহীন একটা গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

উডের ডেস পাচ (১৮৫৪)

লর্ড ম্যাকলের নীতির ব্যর্থতা, মাতৃভাষা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা এবং সনদ নবায়নের (১৮৫৩) সালে ব্রিটিশরা তীব্রভাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির গুরুত্ব অনুভব করে। ইংল্যান্ডের আইন সভা একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির ব্যাপক অনুসন্ধানের ফল হিসেবেই ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপাচ ভারতের শিক্ষাকাশে আত্মপ্রকাশ করে। বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উডের নির্দেশে এই শিক্ষা দলিল 'উডের ডেসপাচ' বলে। এই বিবরণীতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রস্তত করা হয়। ১. বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ২. কোলকাতা মাদরাসা বিলোপের প্রস্তাব করা হয়। এর কিছু বাস্তবায়িত হয়েছে, কিন্তু তৎকালীন আলেম সমাজের চাপে মাদরাসা বন্ধ করা সম্ভব হয়নি।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন (১৮৮২)

এই উপমহাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন হল হান্টার কমিশন। এদেশের জন্য শিক্ষাদরদী লর্ড রিপন উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে ১৮৮২ সালে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করেন। এ কমিটিতে ভারতের কিছু হিন্দুসহ স্যার সৈয়দ আহমদও ছিলেন যার কাজ ছিল উডের ডেসপাচের পর্যালোচনা। এ কমিশনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ : ১. হান্টার বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার সুপারিশ করেন। ২. তিনি দেশীয় (Indigenous) শিক্ষার প্রতি জোর দিতে বলেন। ৩. ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে ইতিবাচক সুপারিশ প্রদান করে। কমিশনের সুপারিশক্রমে তিন ধরনের বিদ্যালয় তখন চালু করা হয় : ১. প্রাথমিক স্কুল, ২. মাধ্যমিক স্কুল ও ৩. উচ্চ ইংরেজি স্কুল।

সিমলা শিক্ষা সম্মেলন ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯০১ ও ১৯০২)

লর্ড কার্জন শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচি হিসেবে ১৯০১ সালে প্রথম নিখিল ভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের সমীক্ষা ও প্রস্তাবের ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয় এবং অনুসন্ধানের জন্য ১৯০২ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়। এই বছরের জুনেই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই কমিশনেও সৈয়দ হাসান ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক দু'ভারতীয়কে সদস্যভুক্ত করা হয়। এ কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করে : ১. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সমন্বয় সাধন, ২. প্রশাসন ও শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ৩. পাঠ্যক্রমের উন্নয়ন। এছাড়াও লর্ড কার্জন ভারতের কিন্ডারগার্টেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রচলন করেন।

মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নে ঢাকায় সম্মেলন

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গের উন্নতির একটা সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক মোহামেডান এডুকেশন সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী

www.pathagar.com

মাদরাসা শিক্ষাকে পুনর্গঠিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। এবং ১৯০৬ সালে মি. আর্কডেল আর্লে দেশব্যাপী বিভিন্ন জনমাবেশে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাব আহ্বান করেন।

আর্লের সুপারিশেই ১৯০৯ সালে কোলকাতা মাদরাসায় টাইটেল ক্লাস চালু করা হয়। ১৯৮৮ সালে শার্প কনফারেন্স, ১৯১২ সালে নাথান কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষার প্রতি একটা আলাদা মতামত প্রকাশ করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ১৯১২

বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১) হবার ফলে মুসলিমদের ক্ষোভ নিরসনের লক্ষ্যে লর্ড হার্ডিঞ্জ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কিম তৈরির জন্য স্যার রবার্ট নাথানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি বিভিন্ন সাব-কমিটির মাধ্যমে প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯২১ সালে এর ফলেই ৭টি বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ভেতরেই মুসলিম শিক্ষা উপদেষ্টা (হর্নেল) কমিটি (১৯১৪-১৫) গঠিত হয়। এই কমিটি মাদরাসা শিক্ষার সংস্কারের সুপারিশ করে। ফলে নিউ স্কিম শিক্ষার কর্মসূচি গৃহীত হয়। (মাদরাসা শিক্ষা কর্মসূচি) এবং ১৯১৯ সালে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সংস্কারের লক্ষ্যে 'স্যাডলার কমিশন' গঠিত হয়। এ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিমদের ক্ষেত্রে কোন সহানুভূতি প্রদর্শন করেনি।

শামসুল হুদা কমিটি (১৯২১)

পূর্বের বিভিন্ন কমিটির সুপারিশের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয়নি বলে সরকার আবারও ১৯২১ সালে শামসুল হুদাকে সভাপতি করে কমিটি গঠন করে। কমিটির প্রায় সবাই ছিলেন আলেম। কমিটি ওল্ড স্কিম মাদরাসা কোর্স জুনিয়র স্তরে ৪ বছর আলিম ও কামিল ২ বছর; উর্দু, ফার্সি ও ইংরেজি ভাষার এবং মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য টুপিসহ এক ধরনের পোশাকের সুপারিশ করে।

পরবর্তীতে যেসব কমিটি গঠিত হয় সেগুলো : 'হার্টোগ কমিটি ১৯২৯', 'মুসলিম এডুকেশন এডভাইজরি কমিটি ১৯৩১', 'সপ্রু কমিটি ১৯৩৪', 'উড এ্যাবোট রিপোর্ট ১৯৩৭', 'ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা ১৯৩৭'।

মাদরাসা শিক্ষা (মওলা বখ্শ) কমিটি ১৯৪১ খ্রি.

এ প্রদেশের মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে উদ্ভূত সমস্যাদি চিহ্নিত করা এবং তদন্তসংক্রান্ত সুপারিশমালা যথাসময়ে পেশ করার লক্ষ্যে ১৯৩৮ সালের ২৭ জুলাই সরকারি সিদ্ধান্তে একটি কমিটি গঠিত হয়। এর রিপোর্ট ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। এই কমিটি মাদরাসার সাথে ইবতেদায়ী সংযুক্ত করার সুপারিশ করে। বিশ্ব যুদ্ধের কারণে এই কমিটির রিপোর্ট কোন কাজেই আসেনি।

এছাড়াও সৈয়দ মুয়ায্যামুদ্দিন কমিটি (১৯৪৭ সালে) মাদরাসার সিলেবাসের উন্নয়ন ও নির্ধারণ করে।

www.pathagar.com

ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তানের জন্ম : কোলকাতা আলিয়া মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তর

১৯৪৭ এর ১৪ আগস্ট ভারতবর্ষের বুক চিরে বেরিয়ে আসে পাকিস্তান। ১৯৪৮ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের ঢাকায় স্থানান্তর করা হয় কোলকাতা আলিয়া মাদরাসা।

পাকিস্তান আমলে শিক্ষা কমিশন ও কমিটি

মাওলানা আকরাম খান কমিটি (১৯৪৯-৫৪)

শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা অধিবেশনের সুপারিশের আলোকে ১৯৪৯ এর ১৬ মার্চ আকরাম খানকে প্রধান করে ১৭ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়- প্রাথমিক শিক্ষা, মাদরাসা, নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই কমিটির সুপারিশের আলোকেই ১৯৬৫ সালে নিউ স্কিম মাদরাসাগুলোকে ক্রমে সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই কমিটির সামান্য কিছু সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষার সংস্কার (আতাউর রহমান খান কমিশন, ১৯৫৭)

বিশিষ্ট রাজনীতিক আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ১৯৫৭ সালে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের সুপারিশ করা হয়। সুপারিশগুলো নিম্নরূপ :

১. ১১ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা, ২. ছয় বছরব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষা, ৩. মাদরাসাতে ইংরেজি বাংলা ও গণিত অন্তর্ভূক্ত করণের কথা বলা হয়।

জাতীয় শিক্ষা (এস এম শরীফ কমিশন, ১৯৫৯)

১৯৫৮ সালে ৩০ ডিসেম্বর প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করা হয়। কমিশনকে দেশের সমগ্র জনশক্তি ও জাতীয় সম্পদ সর্বতোভাবে কাজে লাগাবার উপায় কি তার পন্থা নির্দেশ করতে বলা হয়। এই কমিশনে পেশামূলক, প্রাপ্তবয়স্কদের এবং শারীরিক শিক্ষার সুপারিশ করা হয়। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি জোর সুপারিশ করা হয়। এ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর (১৯৬২ সালে) পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। ফলে এর সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সমস্যার প্রতি নজর না দেয়াই আন্দোলনের কারণ।

হামুদুর রহমান কমিশন (১৯৬৬)

১৯৬৪ এর ১৫ সেপ্টেম্বর কমিটি গঠন, ১৯৬৫ সালে তথ্য সংগ্রহ এবং ১৯৬৬ সালে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় হামুদুর রহমান কমিশনের। এই কমিশন যেসব বিষয়ের সুপারিশ করে : ১. মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম। ২. চিকিৎসা শিক্ষা, কৃষি, নারী শিক্ষা ও মাদরাসা ভোকেশনাল এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করা হয় ৩. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট পুনর্গঠনের সুপারিশও করা হয়। এই কমিশন ছিল মূলত ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ সম্পর্কীয়।

www.pathagar.com

শামসুল হক কমিটি শিক্ষানীতি (১৯৭০)

পাকিস্তানে সামাজিক কর্মক্ষেত্র তৈরি, শিক্ষা সমস্যার সমাধান ও চাহিদা পূরণের জন্য সরকার ১৯৭০ সালে সংশোধিত প্রস্তাবাবলির পুনর্বিবেচনার জন্য কমিটি গঠন করেন শামসুল হকের নেতৃত্বে। এ কমিটির সুপারিশগুলো নিম্নরূপ:

১. ৮ বছরমেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা, ২. University Grants Commission (UGC) প্রতিষ্ঠা, ৩. স্কুলে মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। এর কিছু সুপারিশ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত হয়।

বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশন ও কমিটি বাংলা শিক্ষা কমিশন (কুদরাত-ই-খুদা রিপোর্ট, ১৯৭৪)

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৭২ সালের ২৭ জুলাই জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী 'কুদরাত-ই-খুদার' নেতৃত্বে। কমিটি ১৯৭৩ সালে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন শেষে ৩০ মে ১৯৭৪ সালে রিপোর্ট প্রকাশ করে।

এই রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিম্নরূপ ১. প্রাথমিক শিক্ষা আট বছর করে তা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা, ২. মাধ্যমিক শিক্ষা হবে নবম থেকে স্নাতকের পূর্ব পর্যন্ত ৩. খুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এর সুপারিশ করা হয়।

- কারিগরী ও কর্মমুখী শিক্ষার উপর জোর প্রদান
- তিন বছরের ডিগ্রি পাস কোর্স এবং চার বছরের অনার্স ডিগ্রি কোর্স
- খণ্ডকালীন শিক্ষা প্রসারের জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ প্রকল্প চালু
- ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকের পরিবর্তে সেকুলার শিক্ষার জন্য বিতর্কিত কিছু সুপারিশ প্রদান।
- প্রথম-অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নৈতিক শিক্ষার জন্য সুপারিশ করেছিল ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে। মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের ফলে এ সুপারিশ কোন কাজেই লাগেনি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট

১৯৭৫ সালের সরকার কমিশনের প্রস্তাব ও সুপারিশ বিচার বিশ্লেষণের জন্য এই কমিটি গঠন করে। কমিটিকে আধুনিক বিশ্বের সাথে সমন্বয় রেখে প্রস্তাব প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। এই কমিটি ২০০১ পৃষ্ঠার এক বিশাল রিপোর্ট প্রদান করে। সরকার সেগুলো-বিবেচনা করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেন। এই কমিটির সাব কমিটির রিপোর্ট পেশ করে এবং তা গৃহীত হয়।

www.pathagar.com

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্কিম (ড. এম.এ. বারী) কমিটি ১৯৭৭

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমরা ধর্মীয় আচার আচরণে উদাসীন। হয়ত ধর্মীয় শিক্ষার অভাব এর মূল কারণ। তাই এই অসঙ্গতি দূর করতে ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চিহ্নিত করতেই এই কমিটি গঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালে ২১ নভেম্বর কুষ্টিয়ায় শান্তিডাঙ্গায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি, ১৯৭৯

একটি অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নার্থে সরকার জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে। শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের সভাপতিত্বে এই সুপারিশে মাধ্যমিক পর্বে তিনটি স্তরের কথা বলা হয় নিম্ন মাধ্যমিক-৩ বছর, মাধ্যমিক ২ বছর, ও উচ্চ মাধ্যমিক-২ বছর এবং তিনটি স্তরেই প্রান্তিক পরীক্ষা হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা (মফিজ উদ্দিন) কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮৮

সরকার ১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থা ও বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সকল স্তর সম্পর্কে যথার্থ সুপারিশ করার জন্য মফিজ উদ্দিনের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হল– ১. প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা এবং ২. ২০০০ সালের মধ্যে ৮ বছরমেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালুর সুপারিশ করে। ৩. সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টিরও প্রস্তাব করা হয়। ৪. মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও উৎপাদনমুখী করার প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবগুলো তেমন বাস্তবায়িত হয়নি।

মাদরাসা শিক্ষা (ড. এম এ. বারী) কমিটি ১৯৮৯

মাদরাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, পাঠাগার, শিক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যথাযথ সুপারিশ এবং শিক্ষক নিয়োগ, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও বিভিন্ন স্তরের সাথে সাধারণ শিক্ষার সমতা নির্ণয় করণের সুপারিশ প্রদানে সরকার ১৯৮৯ সালে ড. এম. এ বারীকে চেয়ারম্যান করে কমিটি গঠন করে।

কমিটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বোর্ডের চেয়ারম্যানবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হয়। কমিটি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য সুপারিশ প্রদান করে :

- ইবতেদায়ীর শিক্ষাক্রম এমন হতে হবে যাতে ইবতেদায়ী শেষ করে সাধারণ শিক্ষায় ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে।
- প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় ইবতেদায়ীকে সুযোগ দিতে হবে।
- আলিমের তিনটা বিভাগের সাথে বাণিজ্য বিভাগ চালু করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

- শিক্ষকদের মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ (Refreshers training) প্রদান করা।
- কামিল উত্তীর্ণদের M Phil., M.S ও Ph.Dসহ মৌলিক গবেষণায় সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (১৯১৭)

একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু শিক্ষানীতি তৈরির উদ্দেশ্যে এবং কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষানীতির ভিত্তিতে বাস্তব ও গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য সরকার ১৯৯৭ সালে প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও বিভাগের জন্য উপ-কমিটি গঠন করে। সরকার ও দেশীয় দর্শনকে সামনে রেখে স্তর ও বিভাগভিত্তিক সুপারিশ প্রদান করে। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। এখানে 'কুদরাত-ই-খুদা' কমিশনের অনেকটাই অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন :

- প্রাথমিক স্তর ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত হবে, যা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হবে।
- মাধ্যমিক স্তর হবে নবম-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।

এছাড়া এ কমটি যে সুপারিশ করে তার উল্লেখযোগ্য দিক হল :

- মাধ্যমিক স্তর (সাধারণ শিক্ষায়) মাধ্যমিক স্তর ৪ বছর হলে মাদরাসার জন্য ও দাখিল ও আলিম (২+২ বছর) আলাদা রাখার কথা বলা হয়।
- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। Internet ব্যবহারের অগ্রগণ্যতা থাকতে হবে।
- নারী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।
- শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- প্রতিবন্ধিদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক বিজ্ঞান বিষয়কে ঐচ্ছিক হিসেবে খুলতে হবে।
- ৮ম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা থাকবে।
- দশম শ্রেণীর শেষে একটি পাবলিক পরীক্ষা থাকবে যার নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রথম পর্ব, মাধ্যমিক স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে। দুই পরীক্ষার ফলাফল একত্র করে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

এই কমিটির সুপারিশ জাতীয় সংসদে আলোচনা করে গৃহীত হলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

www.pathagar.com

এক নজরে জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩-এর কিছুদিক

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

১। শিক্ষা কমিশন ও প্রণয়ন কার্যক্রম ঃ চেয়ারম্যানঃ প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা, সদস্য ঃ ২৪ জন। কাজ শুরু জানুয়ারী ২০০৩, রিপোর্ট প্রদান ৩১ মার্চ ২০০৪।

২। শিক্ষার লক্ষ্য ঃ মূল লক্ষ্য- সমগ্র জনগোষ্ঠিকে স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পদে পরিণত করা।[১] ৭ম নীতিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সকল পর্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টকরণের কথা বলা হয়।[২]

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ঃ শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন করা এবং তাকে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।[৩] এছাড়া প্রথমিক শিক্ষার ২২টি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্যটি হচ্ছে ঃ শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে।[৪]

মাধ্যমিক শিক্ষার ৯টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।[৫] উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ১০টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।[৬] যা মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কাছাকাছি। তবে

www.pathagar.com

এসব লক্ষ্য -উদ্দেশ্যের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের কথা নেই।

উচ্চ শিক্ষার জন্য ৪টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।[৭] তা হচ্ছে ১. দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা, ২. জ্ঞানের নব নব দিগন্ত উম্মোচন করা, ৩. সকল শ্রেণী, পেশা, বয়সের মানুষের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্মুক্ত করা, ৪. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমঝোতা বৃদ্ধি।

মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য ঃ কুরআন-সুন্নাহ-বিধিবদ্ধ চলমান প্রক্রিয়ার আলোকে শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক বিষয়ে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইহলোক-পারলৌকিক জ্ঞানে দক্ষ ও দ্বীনি জীবন যাপনে অভ্যস্থ রেখে রাষ্ট্র ও সমাজের আদর্শ নাগরিক এবং সীরাতে সূরতে প্রকৃত মুমিনরূপে গড়ে তোলা।[৮]

৩। শিক্ষা ধারা ঃ প্রধানত তিনটি ধারা-১. সাধারণ শিক্ষা, ২. মাদ্রাসা শিক্ষা, ৩. বৃত্তিমূলক শিক্ষা।[৯] তবে প্রাথমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাকে ৩য় ধারা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০] মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাকে ভিন্ন একটি ধারা হিসেবে স্বীকৃতি দান।[১১] তাই মনে হচ্ছে শিক্ষা ধারা ৪টি।

৪। শিক্ষার স্তর ঃ বর্তমানে ৫টি স্তর রয়েছে, যা রাখার ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া হয়। যথা- ১. প্রাথমিক শিক্ষা (৫বছর), ২.নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা (৩ বছর), ৩. মাধ্যমিক শিক্ষা (২ বছর), ৪. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (২ বছর), ৫. উচ্চ শিক্ষা (৩-৫ বছর)।[১২] মাদ্রাসা শিক্ষারও ৫টি স্তর- ১. ইবতেদায়ী (প্রাথমিক স্তর), ২. দাখিল (মাধ্যমিক স্তর), ৩. আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর), ৪. ফাযিল (স্নাতক), ৫. কামিল (মাস্টার্স) তবে এখানে ৫টি স্তর বলা হলেও নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরকে এক করে দাখিল স্তর আর উচ্চ শিক্ষার দুটি স্তর করা হয় ফাযিল (স্নাতক) ও কামিল (মাস্টার্স)।[১৩]

৫। শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ঃ প্রাথমিক স্তর ১ঃ৩০ (আগামী ৮ বছর), ১ঃ২৫ (পরবর্তী সময়ে)।[১৪] মাধ্যমিক স্তরে ১ঃ৪০।[১৫] উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১ঃ৪০।[১৬] বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ১ঃ১৫।[১৭]

৬। পাঠ্য বিষয় ঃ পাঠ্য বিষয় হিসেবে থাকবে ১ম শ্রেণীতে ৩টি বিষয়-বাংলা, ইংরেজী ও গণিত; ২য় শ্রেণীতে ৪টি বিষয়- বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও ধর্ম শিক্ষা; ৩য় শ্রেণীতে ৫টি বিষয়- বাংলা, গণিত, ধর্মীয় শিক্ষা, বাংলাদেশ পরিচিতি ও পরিবেশ বিজ্ঞান; ৪র্থ-৫ম শ্রেণীতে ৯টি বিষয়- বাংলা, গণিত, ধর্মীয়শিক্ষা, বাংলাদেশ পরিচিতি, পরিবেশ বিজ্ঞান, শরীর চর্চা, সঙ্গীত, চারু ও কারুকলা ইত্যাদি। তবে ১ম-২য় শ্রেণীতে শুধুমাত্র বাংলা ও গণিত এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও বাংলাদেশ পরিচিতি বিষয়ের উপর আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। আর শেষোক্ত শ্রেণীগুলোতে পরিবেশ বিজ্ঞান ও ধর্ম

www.pathagar.com

শিক্ষার উপর মৌখিক পরীক্ষা থাকবে। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলো শুধুমাত্র অনুশীলন করার জন্য থাকবে।[১৮]

৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণীতে আবশ্যিকভাবে ১০০০ নম্বরের জন্য ৮টি বিষয় থাকবে। যথা বাংলা, ইংরেজী, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, কম্পিউটার শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, সামাজিক বিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা। আর চারু ও কারুকলা, সঙ্গীত থাকবে শুধুমাত্র চর্চার জন্য। ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে আবশ্যিক হিসেবে ৯টি বিষয় (১০০০ নম্বর) পড়ানো হবে- বাংলা, ইংরেজী, গণিত, জড় বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, ধর্ম। এছাড়া ১০টি ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ থেকে ১টি বিষয় নেওয়া যাবে।[১৯]

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে সাধারণ শিক্ষার ৭টি শাখাতেই ৩টি বিষয় আবশ্যিক হিসেবে পড়ানো হবে- বাংলা, ইংরেজী ও কম্পিউটার শিক্ষা। শাখা ৭টি হচ্ছে- বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কলা, কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ললিতকলা বিভাগ, ধর্ম শিক্ষা বিভাগ। তবে শাখা ৭টিতে কোন কোন বিষয় পড়ানো হবে তা উল্লেখ করা হয়নি।[২০]

মাদ্রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ী, দাখিল ও আলিম শ্রেণীর জন্য পৃথকভাবে কোন পাঠ্য বিষয়ের প্রস্তাব নেই।[২১]

৭। নির্ধারিত/ আবশ্যিক শিক্ষাক্রম (Core curriculum) ঃ আবশ্যিক কারিকুলাম হিসেবে বাংলা মাধ্যমে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী স্তরে ৪টি বিষয় থাকবে- বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও বাংলাদেশ পরিচিতি।[২২] তবে মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যায়ে ইবতেদায়ী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাংলা, ইংরেজী ও গণিত তিনটি পাঠ্যপুস্তক এক ও অভিন্নের সুপারিশ করা হয়েছে।[২৩] মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ধারার জন্য মূল বিষয় (Core Subject) হিসেবে ৪টি নির্ধারণ করা হয়-বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও বিজ্ঞান।[২৪] এ ক্ষেত্রে মাদারাসা শিক্ষা অধ্যায়ে ৪টি বিষয় একই মানের ও একই বইয়ের প্রস্তাব করা হয়।[২৫] সাধারণ, কারিগরি ও মাদারাসা শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরের জন্য কোন আবশ্যিক শিক্ষাক্রমের (Core curriculum) প্রস্তাব নেই। তবে সাধারণ শিক্ষা ধারার ৭টি শাখার জন্যই বাংলা, ইংরেজী ও কম্পিউটার বিষয়কে আবশ্যিক করা হয়েছে।[২৬]

৮। ধর্মীয় শিক্ষা ঃ দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ধর্মীয় শিক্ষার সূচনা হবে, তবে কোন পাঠ্য বই বা আনুষ্ঠানিক কোন লিখিত পরীক্ষা হবে না। ৩য়-৫ম শ্রেনীতে ধর্ম শিক্ষা থাকবে তবে মৌখিক পরীক্ষা হবে। [২৭] ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীতে ১০০ নম্বরের ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক হিসাবে থাকবে।[২৮] উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৭টি শাখার মধ্যে ১টি শাখা হবে ধর্ম শিক্ষা বিভাগ।[২৯] তবে প্রত্যেক শাখার জন্যে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

ধর্ম শিক্ষাকে আবশ্যিক করা হয়নি। সকল শাখার জন্য বাংলা, ইংরেজী ও কম্পিউটার এই তিনটিকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।[৩০] উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিক মান বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা বা নৈতিক শিক্ষার কোন প্রস্তাব নেই। এমনকি কোন কোন ইসলামী বিষয় থাকবে সে বিষয়ে কোন আলোচনা আসেনি।[৩১] পেশাগত শিক্ষায় (কৃষি, প্রকৌশল ও চিকিৎসা) নৈতিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ধর্মীয় শিক্ষার প্রস্তাব নেই।[৩২]

৯। ইংরেজী শিক্ষা ঃ ১ম শ্রেণী থেকে ইংরেজী শিক্ষার সূচনা এবং উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ১ম ও ২য় শ্রেণীতে কোন পাঠ্য বই বা আনুষ্ঠানিক কোন লিখিত পরীক্ষা থাকবে না।[৩৩] ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০০ নম্বরের ইংরেজী থাকবে।[৩৪] পূর্বে যেমন ইংরেজী ব্যাকরণের পরিবর্তে কমিউনিকেটিভ ইংরেজী ছিল, বর্তমান শিক্ষা কমিশন এক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে ২৫ নম্বর ইংরেজী ব্যাকরণের জন্য নির্ধারিত রাখার সুপারিশ করেছে।[৩৫] উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে সকল বিভাগের জন্য ইংরেজী আবশ্যিক করা হয়েছে।[৩৬] উচ্চ শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর প্রথম ছয় মাস "ভাষা জ্ঞান" প্রদানের লক্ষ্যে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।[৩৭] তবে অন্য জায়গায় প্রথম ছয় মাস ইংরেজী ভাষা এবং অন্যান্য কোন কোন নির্ধারিত বিষয় পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করার কথা বলা হয়েছে।[৩৮]

১০। আরবী শিক্ষা ঃ ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ১০০ নম্বরের ঐচ্ছিক আরবী থাকবে।[৩৯] উল্লেখ্য, ১২টি ঐচ্ছিক বিষয় থেকে ১টি নেওয়ার সুযোগ থাকবে।

১১। ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষা ঃ ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষা সংক্রান্ত কোন ব্যাপক আলোচনা আসেনি, পৃথক কোন অধ্যায় রচিত হয়নি। ৩৮ পৃষ্ঠায় 'কিন্ডার গার্ডেন শিক্ষা পদ্ধতি' শিরোনামে ১৫ লাইনের একটি আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে একে তৃতীয় একটি ধারা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ মাধ্যমের জন্য আলাদা কোন শিক্ষাক্রম পাঠ্য বিষয়ের বর্ণনা আসেনি। তবে প্রাথমিক স্তরের জন্য বাংলা এবং বাংলাদেশ পরিচিতি[৪০] আর মাধ্যমিক স্তরের জন্য বাংলাদেশের ইতিহাস ও ভূগোল[৪১] বিষয় দুটিকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া উচ্চ শিক্ষায় এ মাধ্যমের বাপারে কোন মন্তব্য আসেনি।

ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষা মূলত ঃ কোন্ ধরনের শিক্ষা এ বিষয়ে স্বচ্ছ কোন বক্তব্য আসেনি। এটি কি সরকারের সাধারণ শিক্ষার জন্য প্রদত্ত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে ইংরেজী মাধ্যমে পড়ানো নাকি বৃটিশ বা অন্য কোন দেশের অনুসরণ করে ইংরেজী মাধ্যম পড়ানো তা পরিস্কার করা হয় নি।

www.pathagar.com

তথ্যপুঞ্জী

১। জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩ রিপোর্ট, পৃষ্ঠা iii , মৌলিক নীতিসমূহঃ ১
২। প্রাগুক্ত; মৌলিক নীতিসমূহ ঃ ৭
৩। পৃষ্ঠা ৯; প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩.১
৪। প্রাগুক্ত; ৩.২
৫। পৃষ্ঠা ৭৮; শিক্ষাক্রম,
৬। পৃষ্ঠা ৯৬; উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ১.৩
৭। পৃষ্ঠা ১১২; উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান
৮। পৃষ্ঠা ২৭০; মাদ্রাসা শিক্ষা; মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৯। পৃষ্ঠা viii, পৃষ্ঠা ৯৭, পৃষ্ঠা ৭০ঃ ভূমিকা। পৃষ্ঠা ৮১। পৃষ্ঠা ১০০
১০। পৃষ্ঠা ৫৮; প্রাথমিক স্তরের অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি চালুকরণ
১১। পৃষ্ঠা ৬৭; মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ সাধারণ চিত্র
১২। পৃষ্ঠা ৯৬; উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা।
১৩। পৃষ্ঠা ২৭১; এক নজরে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা
১৪। পৃষ্ঠা ৩১; সপ্তম অধ্যায় ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়; ৭.৮ সুপারিশসমূহ
১৫। পৃষ্ঠা ৭৫; দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন
১৬। পৃষ্ঠা ১০২; উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা; শিক্ষাক্রম vi
১৭। পৃষ্ঠা ২২৩, সুপারিশ ৩.৩
১৮। পৃষ্ঠা ৫৪; প্রাথমিক শিক্ষাক্রম; পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন শেখানো সামগ্রী
১৯। পৃষ্ঠা ৮২-৮৩; শিক্ষাক্রম; সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরভেদে পাঠ্য বিষয়
২০। পৃষ্ঠা ১০০
২১। পৃষ্ঠা ২৭০-২৮০
২২। পৃষ্ঠা ৫৪ ও পৃষ্ঠা ৫৯
২৩। পৃষ্ঠা ২৭৫, মাদরাসা শিক্ষা; প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সুপারিশ ৪
২৪। পৃষ্ঠা ৮২, সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরভেদে পাঠ্য বিষয়
২৫। পৃষ্ঠা ২৭৭, মাদরাসা শিক্ষা; প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সুপারিশ ১৭
২৬। পৃষ্ঠা ১০০
২৭। পৃষ্ঠা ৫৪, দ্বাদশ অধ্যায় ঃ প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক ও অন্যান্য শিখনযোগ্য সামগ্রী, ১২.৬ সুপারিশসমূহ
২৮। পৃষ্ঠা ৮২, সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরভেদে পাঠ্য বিষয়
২৯। পৃষ্ঠা ১০০; উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ২.৬ (খ)
৩০। প্রাগুক্ত
৩১। পৃষ্ঠা ১০৬-২০০
৩২। ২০১-২৬৯
৩৩। পৃষ্ঠা ৫৪
৩৪। পৃষ্ঠা ৮২
৩৫। পৃষ্ঠা ৮৪
৩৬। পৃষ্ঠা ১০০
৩৭। পৃষ্ঠা ১১৬
৩৮। পৃষ্ঠা ১২৯
৩৮। পৃষ্ঠা ৮৩
৪০। পৃষ্ঠা ৫৪। পৃষ্ঠা ৫৯
৪১। পৃষ্ঠা ৮৯

www.pathagar.com

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার '০৪ গৃহীত প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা

সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস, ইসলামী মূল্যবোধের চর্চা বিশ্বাস ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকৃত নাগরিক তৈরি হতে পারে । এই প্রত্যয়দীপ্ত আহবান জানিয়ে সমাপ্ত হলো ইসলামী শিক্ষাদিবস উপলক্ষে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী **শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার '০৪** উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শহীদ আব্দুল মালেকের স্মৃতি বিজড়িত ইসলামী শিক্ষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী এ সেমিনারে ৪টি অধিবেশনে ৪টি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রবন্ধে দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ , প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী ও পন্ডিতগণ অংশগ্রহণ করেন। দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থার পূনর্গঠন, শিক্ষা সংকট ও তার থেকে উত্তরণের উপায়, শিক্ষার আর্দশিক ভিত্তি ইসলামে নারী শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা সহ অপসংস্কৃতির সয়লাব থেকে জাতিকে রক্ষা করতে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গৃহীত হয় ।

এক. শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশমালা

যেহেতু দু'দিনব্যাপী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার ৪ টি অধিবেশনে ৪ টি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রবন্ধে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ খ্যাতিমান আলোচকবৃন্দ ও প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদগণ দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, শিক্ষাব্যবস্থার অবকাঠামোগত

www.pathagar.com

ক্রুটি এবং সিলেবাস প্রণয়নে সমন্বয়হীনতা আজ আমাদের নতুন প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ। আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়ও নেই কোন উল্লেখযোগ্য দিক নির্দেশনা ।

সেহেতু বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে সেমিনারে শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সুচিন্তিত অভিমতসমূহ পর্যালোচনা করে শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধে তথা ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পূনর্বিন্যাস পূনর্গঠন ও ক্রমান্বয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় আকাংখার বাস্তব প্রতিফলন আনয়ন কল্পে সেমিনারের এই সমাপ্তি অধিবেশনে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণ করা হলো ঃ

১। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শশুন্যতা দূর করে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় ঐতিহ্য ধরে রেখে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং আদর্শ নাগরিক তৈরির জন্য ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সর্বস্তরের শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

২। জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ইসলামী স্কলার, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে কার্যকর শিক্ষাকমিশন গঠন করতে হবে ।

৩। সেমিনার মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার শিক্ষাকে সার্বজনীন ও সহজলভ্য করার বাস্তব প্রয়োজনে অবিলম্বে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার সুপারিশ করছে।

৪। জাতীয় ঐক্য অর্জনের বাস্তব ও সময়োপযোগী প্রয়োজনকে সামনে রেখে দেশে বিরাজমান দ্বিমূখী শিক্ষাব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে পর্যায়ক্রমে একটি সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থার চালু করতে হবে। যার মাধ্যমে মানুষের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উভয় প্রকার চাহিদাপূরণ সমকালীন বিজ্ঞান প্রযুক্তি, উন্নয়নশীলতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সর্বোপরি দৈহিক মানসিক ও আত্মিক পূর্ণ বিকাশ সাধন করার মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৫। প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষার সাথে সাথে আরবি ভাষার পরিচিতি গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সর্বস্তরে জাতীয় ভাষা বাংলাকে গ্রহণ করার পর আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে আরবি ও ইংরেজিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৬। সেমিনার মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে আরো উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত করার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার সমমান প্রদানের মাধ্যমে মাদ্রাসা ও আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে বেতন, অনুদান, চাকুরী উন্নতকরণ ও অনান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জোর সুপারিশ করছে।

www.pathagar.com

৭। এই সেমিনার মাদ্রাসাগুলোতে দ্বীনি শিক্ষার ঐতিহ্য ও মর্যাদা সংরক্ষণ, এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহকে জাতীয়করণ, পৃথক মাদ্রাসা টেক্সটবুক বোর্ড গঠন করে মাদ্রাসা কারিকুলাম ও সিলেবাসকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রণয়নের জোর সুপারিশ করছে।

৮। শিক্ষক নিয়োগে মেধার পাশাপাশি নৈতিক চরিত্র ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে কমিটমেন্টের প্রতি নজর দিতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিমাত্রায় রাজনীতি চর্চা নিষিদ্ধকরণ উপযুক্ত বেতন ও অনান্য সুযোগ সুবিধাসহ সকলক্ষেত্রে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।

৯। মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। শিক্ষা প্রশাসনকে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে। শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করে দেশের সর্বজনস্বীকৃত শিক্ষাবিদদের হাতে শিক্ষা প্রশাসনের ভার অর্পন করতে হবে।

১১। উচ্চ শিক্ষার সকল ডিসিপ্লিনে সংশ্লিষ্ট ইসলামী ধারণা তথা সকল ক্ষেত্রে Islamization of Konwledge ধারণাটি কার্যকর করতে হবে।

১২। জাতীয় বাজেট হতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ প্রয়োগ এবং এর প্রয়োজনীয় ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

দুই. সাংস্কৃতিক বিষয়ে গৃহীত সুপারিশমালা

প্রস্তাব : ১

আধুনিক সভ্যতার নামে পাশ্চাত্য নগ্নসংস্কৃতি আজকের বিশ্বকে যেভাবে গ্রাস করছে মানবিক মূল্যবোধ তাতে হুমকির সম্মুখীন। মানব সভ্যতায় আজকের এ বিপর্যয়ের মূল কারণ হল নীতি নৈতিকতাবোধহীনতা তথা ধর্মীয় নীতিমালার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন। নীতিহীনতার কারণেই জন্ম নিচ্ছে মানুষ হত্যা উন্মাদনা, প্রসার ঘটছে দুর্নীতির, বিশ্ব সভ্যতায় সৃষ্টি হচ্ছে সীমাহীন সঙ্কট, ভোগবাদী জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে মনুষত্বের মূল্যবোধ থেকে নামিয়ে এনে তাদেরকে পরিণত করছে সস্তা পণ্যে। পরকীয়া, বহুমাত্রিকতা, সমকামিতা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা তথা অপসংস্কৃতির ছোবল মানুষের সুকুমার বৃত্তিকেই কেবল ধ্বংস করেনি, বিশ্বকে উপহার দিয়েছে মরণব্যাধি এইডস। এইডস এর মত ঘাতক ব্যাধির মহাছোবল থেকে পরিত্রাণ পেতে বিশ্ববিবেক আজ হন্যে হয়ে ছুটছে।

www.pathagar.com

গত এপ্রিল '০৪ থাইল্যান্ডের এইডস বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তারা তাই এইডস থেকে বাঁচার জন্য ধর্মীয় জীবন যাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। নৈতিকতার বন্ধন এবং ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা ছাড়া বিপন্ন মানবতার মুক্তির যে আর কোন বিকল্প পথ নেই এ সত্য আজ বিশ্ববাসী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে।

আজকের এ সম্মেলন মনে করে নৈতিকতার বন্ধনই বিশ্বকে বাঁচাতে পারে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে। তাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ বিশ্বের সকল সম্প্রদায়কে ভোগসর্বস্ব অপসংস্কৃতির পথ পরিহার করে নৈতিকতা তথা ধর্মীয় সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সম্মেলন উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রস্তাবনা : ২

'A Man is known by the company he keeps' একথাটি যেমন সত্য 'A Nation is known by his culture' এ কথাটিও তেমনি সত্য। মূলত একটি জাতির আত্মপরিচয় ফুটে ওঠে তার দৈনন্দিন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। অনেক সোনালি ঐতিহ্যের সিঁড়ি বেয়ে আজকের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের গর্বিত বাংলাদেশ। আমাদের আছে সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং বর্ণালী অতীত। কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয় স্বাধীনতা অর্জনের তেত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রণীত হয়নি জাতির জন্য সুস্থ এবং সুস্পষ্ট সাংস্কৃতিক নীতিমালা।

এই সম্মেলন সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছে অনতিবিলম্বে ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক নীতিমালার ভিত্তিতে ১৯৮৮ সালের জাতীয় সাংস্কৃতিক কমিশনের রিপোর্টের আলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিশ্বাস ও চেতনার ধারক জাতীয় সাংস্কৃতিক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রস্তাবনা : ৩

আন্তর্জাতিক অপসংস্কৃতি, সন্ত্রাসবাদী চক্র মুসলমানদের ঈমান আকিদা ধ্বংসের জন্য সর্বগ্রাসী হামলা শুরু করেছে। ইন্টারনেটের অপপ্রয়োগ, স্যাটেলাইট চ্যানেলের অপব্যবহার, পর্নোপত্রিকা ও অশ্লীল সাহিত্যসহ সব ধরনের মিডিয়া ব্যবহার করে তারা মুসলিম বিশ্বে বেহায়াপনা, অশ্লীলতা তথা অপসংস্কৃতির সয়লাব ঘটিয়েছে। এভাবে তারা মুসলমানদের ঈমান আকিদা বিনষ্ট এবং যুবসমাজের চরিত্র হননের জঘন্য অপতৎপরতায় মেতে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র, সংস্থা ও সংগঠনকে এ ব্যাপারে সচেতন হওয়ার এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এ সেমিনার আহ্বান উদাত্ত জানাচ্ছে।

প্রস্তাবনা : ৪

একটি দেশের অর্থ-সামাজিক ও নৈতিকতাবোধের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে দেশমুক্ত রাখা এবং নীতিনৈতিকতার মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা। আর এটা সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশে একশ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী

www.pathagar.com

তাদের দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রভুদের ইঙ্গিতে দেশে সামাজিক জীবনে নৈরাজ্য ও অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এমতাবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে আজ প্রয়োজন সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য, নিজস্ব কর্মসূচির বাইরেও জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উপহার দেওয়া।

তাই এ সম্মেলন সকল সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের এক প্লাট ফরমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্যাপকভিত্তিক নবনব উদ্যোগ গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছে।

প্রস্তাবনা : ৫

সন্ত্রাস, দুর্নীতি দমনের পাশাপাশি নিজেদের ঈমান আকীদা হেফাজতের প্রত্যাশা নিয়ে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ চার দলীয় জোট সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। তাই সরকারের কাছে ইসলামপ্রিয় জনগণের প্রাণের দাবি হল শুধুমাত্র সন্ত্রাস-দুর্নীতি দমন নয় যেকোন মূল্যেই জনগণের ঈমান আকীদা বিরোধী সকল অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

দাবিসমূহ :

তাই উপরোক্ত সকল প্রস্তাবনার আলোকে আজকের এ সম্মেলন জনতার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানাচ্ছে :

১. মুসলমানদের ঈমান-আকীদাবিরোধী চরিত্র ধ্বংসকারী স্যাটেলাইট মিডিয়াগুলোর অশ্লীল সম্প্রচারগুলো বন্ধ করতে হবে।

২. অশ্লীল পত্র-পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করতে হবে এবং পত্রিকার মাধ্যমে অশ্লীলতা বিস্তারকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্তা গ্রহণ করতে হবে।

৩. সিনেমা হলগুলোতে ইংরেজি ছবির ছদ্মাবরণে নীল ছবির প্রদর্শন বন্ধ এবং প্রচার প্রজ্ঞাপনের নামে অশ্লীল পোস্টার ও নগ্ন ছবির প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে।

৪. টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের নাচ-গানে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ ও যৌন উত্তেজক দৃশ্য বন্ধ করতে হবে।

৫. অশ্লীল সিডি, ভিসিডি, প্রচার ও বিপণনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

৬. ফটোজেনিক প্রদর্শন ও ফ্যাশন শো'র নামে সুন্দরী প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে। নারীদেরকে ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত না করে তাদেরকে মাতা-ভগ্নি ও কন্যার মর্যাদা দিতে হবে।

৭. শিক্ষার নামে বিভিন্ন কিন্ডার গার্ডেন স্কুল ও প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় কুরুচিপূর্ণ ছবি সম্বলিত এবং যৌন উত্তেজনাকর বিভিন্ন বই পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ এবং আমদানি বন্ধ করতে হবে। ব্যাপকহারে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা এবং যুবসমাজের মেধা ও মনন বিকাশের লক্ষ্যে সরকারিভাবে রাজধানীসহ সারদেশে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার ১৯৯৭-এর গৃহীত সুপারিশমালা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ শহীদ আবদুল মালেকের স্মৃতি বিজড়িত ইসলামী শিক্ষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কর্তৃক আয়োজিত ১৭ ও ১৮ আগস্ট ১৯৯৭ এ জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী জাতীয় শিক্ষা সেমিনারে ৫টি অধিবেশনে ৫টি নিবন্ধে বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত আলেম, বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতগণ দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট একটি পর্যালোচনা, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও তার প্রতিকার, শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি, ইসলামে নারী শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করে অভিমত ব্যক্ত করেন যে-

১. স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর জাতীয় মূল্যবোধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আকিদা, বিশ্বাস, আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ভারসাম্যপূর্ণ, উৎপাদমুখী ও যুগোপযোগী কোন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই শিক্ষাকমিশন গঠিত হয়। সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর পূর্বে গঠিত চার মূলনীতি (ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র) এর ভিত্তিতে শিক্ষাকমিশন রিপোর্টটি পরিবর্তিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বর্তমান প্রেক্ষিতে বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী নয়। বিজ্ঞান,

www.pathagar.com

প্রযুক্তির জ্যামিতিক বিকাশের ফলে ইতিমধ্যে অনেক নতুন নতুন বিষয় ও প্রেক্ষিতের উদ্ভব হয়েছে, শিক্ষা কাঠামো উন্নত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ইলেক্ট্রনিকস্, কম্পিউটার সহ শিক্ষা জগতে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়েছে। অপরদিকে ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসন ব্যতিরেকে সমাজকে বর্তমান মূল্যবোধহীনতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত করা যে সম্ভব নয় তা বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আকর্ষণ বৃদ্ধি ও পাশ্চাত্যে ইসলামের ক্রমশ প্রসার ও চর্চা প্রমাণবহ। এমতাবস্থায় এদেশের অধিকাংশ মানুষের মৌলিক বিশ্বাস ও চিন্তাচেতনার বিপরীতে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে প্রণীত শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়া গণতন্ত্র ও দেশের সংবিধান বিরোধী।

২. বর্তমানে প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় আদর্শ ইসলামের যথার্থ প্রতিফলন না থাকায় ছাত্রদের নৈতিক অবক্ষয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষাঙ্গন পরিণত হয়েছে রণাঙ্গনে। অহরহ সংঘটিত হচ্ছে ছাত্রদের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার মত ন্যক্কারজনক ঘটনা। একজন ছাত্রের জীবন বিপন্ন হচ্ছে সহপাঠীর নির্মম অস্ত্রাঘাতে। ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার ও শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক রাজনীতির অশুভ প্রভাবে সন্ত্রাস জিইয়ে রয়েছে। নকল প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস রোধ করে মানুষ গড়ার আঙ্গিনায় মানুষ হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা না গেলে জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার ছাত্রসমাজকে যোগ্য ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

৩. মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশের অন্যতম শিক্ষাব্যবস্থা। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন, মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশে উচ্চতর জ্ঞান গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিসহ এ শিক্ষাব্যবস্থার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে সমমর্যাদা দানের ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের অভাবে ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। অপরদিকে, আমাদের জনসমষ্টির অর্ধেক নারী। অথচ ইসলাম প্রদত্ত নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় নারীরা নির্যাতিত নিগৃহীত হচ্ছে। নারীদের স্বভাব উপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ উচ্চশিক্ষার পৃথক পূর্ণাঙ্গ ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় তাদের জন্য শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও সুযোগ সৃষ্টি সময়ের দাবি।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে, সেমিনারে শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সুচিন্তিত অভিমতসমূহ পর্যালোচনা করে জাতীয় আদর্শ, মূল্যবোধ ও ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশমালাসমূহ পেশ করছি।

১. জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ইসলামী স্কলার, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে শিক্ষাকমিশন গঠন করতে হবে।

www.pathagar.com

২. ঈমান ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে চরিত্রগঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে প্রাথমিক শিক্ষাসহ সকল স্তরে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে রাখতে হবে।

৩. মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার চাহিদা পূরণ, সমকালীন বিজ্ঞান প্রযুক্তি, উন্নয়নশীলতা ও দৃষ্টিভঙ্গি আত্মস্থকরণ, শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পুর্ণবিকাশ সাধন করে তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

৪. প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষার সাথে সাথে আরবি ভাষার পরিচিতি গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে এবং শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে সর্বস্তরে জাতীয় ভাষা বাংলাকে গ্রহণ করার পর আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে আরবি ও ইংরেজি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৫. মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে আরো উন্নত ও বিজ্ঞান সম্মত করে সাধারণ শিক্ষার সমমান দিতে হবে। এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহকে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমপর্যায়ভুক্ত করণ ও এফিলিয়েটেড ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬. শিক্ষক নিয়োগে মেধার পাশাপাশি নৈতিক চরিত্র ও শিক্ষকতার প্রতি ব্যক্তির কমিটমেন্টের প্রতি নজর দিতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণসহ উপযুক্ত বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসহ সকল ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. বাংলাদেশের সকল মসজিদকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং অনুষ্ঠানিক শিক্ষা সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজে লাগাতে হবে।

৮. রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্র সহ সকল প্রচার মাধ্যম সমূহকে গণশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।

৯. জাতীয় অগ্রগতির সাথে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে নারীদের জন্য অধিক হারে স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রয়োজনে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আলাদা শিফট চালুর মাধ্যমে সহশিক্ষা বিলুপ্ত করে নারীদের স্বভাব উপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ উচ্চশিক্ষার পৃথক পূর্ণাঙ্গ যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১০. বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতি বিশ্বব্যাপী লব্ধ নব নব জ্ঞান সামাজিক রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সংগতি রেখে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলাদা আলাদা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে পরিমার্জন ও সময়োপযোগী করতে হবে।

১১. শিক্ষা প্রশাসনকে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত করতে

www.pathagar.com

হবে। শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করে দেশের সর্বজনস্বীকৃত শিক্ষাবিদদের হাতে শিক্ষাপ্রশাসনের ভার অর্পণ করতে হবে।

১২. পরীক্ষা পদ্ধতি ও একাডেমিক কারিকুলাম এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে নকল প্রবণতা সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায়, পরীক্ষার্থীর মেধা ও অধীত জ্ঞানের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হয় এবং শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক শুধুমাত্র শিক্ষামূলক কার্যক্রমেই ব্যস্ত রাখার উপযোগী করতে হবে।

১৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পরিকল্পিত উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. শিক্ষা কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক সিংহভাগ মানুষের বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সাথে সাথে অন্য ধর্মাবলম্বীদের স্ব স্ব ধর্ম শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৫. উচ্চশিক্ষার সকল ডিসিপ্লিনে সংশ্লিষ্ট ইসলামী ধারণা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ইসলামী বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষা সেমিনার ১৯৮৮-এর গৃহীত সুপারিশমালা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

- যেহেতু ২৬, ২৭শে আগস্ট ১৯৮৮ দু'দিনব্যাপী ইসলামী শিক্ষা সেমিনার ৬টি অধিবেশনে ৬টি নিবন্ধে এবং ৩৭ জন আলোচক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিতগণ দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক গভীরভাবে পর্যালোচনা করে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এ শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় আদর্শ ইসলামের প্রতিফলন ঘটেনি এবং আদর্শ ও দিগদর্শনহীন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির প্রয়োজন পুরণে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।
- যেহেতু আদর্শিক দেউলিয়াপনাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক ত্রুটি এবং প্রচলিত কারিকুলাম, সিলেবাস, পরীক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি গতানুগতিকতায় আচ্ছন্ন।
- যেহেতু শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে দেশের বৃহত্তর জনগণ বঞ্চিত।
- যেহেতু অপরিকল্পিত শিক্ষার ফলে শিক্ষিত যুবসমাজ বেকারত্বের অভিশাপে দিশেহারা।
- যেহেতু আমাদের জন সমষ্টির অর্ধেক নারী এবং তাদের জন্য শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও সুযোগ বৃদ্ধি করা সময়ের দাবি।
- যেহেতু দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়

www.pathagar.com

জীবনে এক সুদূর প্রসারী নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

- যেহেতু সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য শিক্ষাঙ্গন কলুষিত করেছে, শিক্ষা অধঃগতি অব্যাহত রয়েছে, সেশন জটের মত নতুন নতুন সমস্যা স্থবিরতা সৃষ্টি করেছে, উচ্চতর শিক্ষা ও মাতৃভাষায় শিক্ষা চর্চার বাধাসমূহ দূর হয়নি, দুর্নীতি ও নকল প্রবণতা। জাতীয় সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করেছে, ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা কাংখিত ফলাফল দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, শিক্ষকদের নানাবিধ সমস্যা ও বেতন ভাতার বৈষম্য বিদ্যমান, শিক্ষাখাত বর্তমান ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজন পুরণে অপর্যাপ্ত এবং যেহেতু ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়নই বড় সমস্যা।

সেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় আদর্শ ইসলামের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস, পুনর্গঠন ও ক্রমান্বয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় আকাংখার প্রেক্ষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নকল্পে সেমিনারের এই সমাপ্তি অধিবেশনে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ পেশ করা হচ্ছে :

এক. দু'দিনব্যাপী এই সেমিনার সুপারিশ করছে যে বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শ শূন্যতা দূর করে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় ঐতিহ্য ধরে রেখে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং আদর্শ নাগরিক তৈরির জন্য ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সর্বস্তরের শিক্ষা পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

দুই. এই সেমিনার মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার শিক্ষাকে সার্বজনীন ও সহজলভ্য করার তীব্র প্রয়োজনে অবিলম্বে ৮ম শ্রেণী বাধ্যতামূলক এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করার সুপারিশ করছে।

তিন. সেনিমার জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে মহিলা শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত আলাদা স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুপারিশ করছে।

চার. এই সেমিনার জাতীয় ঐক্য অর্জনের উদ্দেশ্য দেশে বিরাজমান দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে পর্যায়ক্রমে একটি এককেন্দ্রিক ও পুর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এবং মাদ্রাসা ও আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে বেতন, চাকরি, অনুদান, উপকরণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জোর সুপারিশ করছে।

পাঁচ. এই সেমিনার মাদ্রাসাগুলোতে দীনি শিক্ষার ঐতিহ্য ও মর্যাদা সংরক্ষণ, এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহকে জাতয়িকরণ, পৃথক মাদ্রাসা টেক্সট বুক বোর্ড গঠন করে মাদ্রাসা কারিকুলাম ও সিলেবাসকে পুর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রণয়ন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করে এফিলিয়েশন ক্ষমতা প্রদানের সুপারিম করছে।

ছয়. সেমিনার বর্তমান কারিকুলাম পরিবর্তন করে অবিলম্বে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক

www.pathagar.com

কারিকুলাম পরিবর্তন করে অবিলম্বে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক কারিকুলাম ও সে আলোকে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

সাত. সেমিনার মাতৃভাষায় উচ্চতর শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবিলম্বে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের পুস্তকের যে অভাব রয়েছে দ্রুত তা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ জানাচ্ছে।

আট. সেমিনার মনে করে শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামের ন্যূনতম জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে অন্ত ত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল শ্রেণীতে সুপরিকল্পিত ইসলামী বই-পাঠ্য রাখা দরকার যাতে করে কুরআন বোঝা ও কুরআন-সুন্নাহর সাথে পরিচিত হওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়।

নয়. এই সেমিনার উপরের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কমিটি গঠন করে তাদের হাতে দায়িত্ব দেয়ার সুপারিশ করছে এবং এসব কমিটি মুসলিম বিশ্বের শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য মক্কা ঘোষনাসহ ১৯৭৭ হতে অনুষ্ঠিত চারটি আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশ মালার ভিত্তিতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

দশ. শিক্ষকদের অর্থনৈতিক মান ও পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেমিনার শিক্ষাক প্রশিক্ষণে নৈতিক প্রশিক্ষণের ওপর জোর প্রদান, শিক্ষকদের জন্য আকর্ষণীয় বেতন কাঠামো নির্ধারণ এবং পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধির সুপারিশ করছে যাতে করে মেধাবী ও যোগ্যতা সম্পন্ন লোকেরা শিক্ষকতার পেশায় আসতে উৎসাহ পান।

এগারো. সেমিনার ক্রমবর্ধমান দূরীকরণের লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তর হতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করার প্রয়োজন অনুভব করছে এবং উচ্চ শিক্ষাকে জাতীয় প্রয়োজনের নিরিখে পুনর্গঠিত করে বেকারত্বের হাত হতে রক্ষা করার সুপারিশ করছে।

বার. সেমিনার পরীক্ষা পদ্ধতির আমুল পরিবর্তন করে নকল প্রবণতা রোধ এবং যথা সময়ে পরীক্ষাসমূহ গ্রহণের জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেশন জট নিরসনের সুপারিশ করছে।

তের. সেমিনার রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রসহ সকল জাতয়ি প্রচার ও গণমাধ্যমসমূমের কর্মসূচিকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে এমনভাবে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করছে যাতে এসব মাধ্যম গণশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

চৌদ্দ : সেমিনার জাতয়ি বাজেটের কমপক্ষে ২০% শিক্ষাখাতে বরাদ্দের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও নিশ্চয়তা বিধানের সুপারিশ করছে।

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষা সেমিনার ১৯৭৮-এর সুপারিশমালা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

১. দু'দিনব্যাপী এই শিক্ষা সেমিনার শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, শিক্ষা ব্যবস্তার আদর্শিক শূন্যতা দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্তাকে ইসলামী আদর্শের আলোকে আমূল পরিবর্তন করা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সামাজিক নিরাপত্তা এবং আদর্শ নাগরিক তৈরির জন্য ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।

২. 'শিক্ষা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন'। এই শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হলে জনগণের জন্য তা' সহজলভ্য করে তুলতে হবে। আগামী ১৯৮০ সালের মধ্যেই কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য সহশিক্ষাকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত অবশ্যই বাতিল করতে হবে। নারীদের জন্য তাদের দৈহিক গঠন, মানসিক প্রবণতা এবং কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতাকে সামনে রেখে বিশেষ কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও প্রয়োজনানুপাতে বাড়াতে হবে।

৩. ইসলামী শিক্ষার বাস্তব মডেল হিসাবে পেশ করার জন্য অবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা

www.pathagar.com

প্রয়োজন। মাদ্রাসা শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা উভয়েরই আকাঙ্খিত সংশোধন করে আগামী তিন থেকে চার বৎসরের মধ্যেই এককেন্দ্রিক ও পূর্ণ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৪. বৈষম্য দুনীরকণ ও জাতীয় ঐক্য অর্জনের উদ্দেশ্য মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন নীতি অনুসরণ করতে হবে। বেতন, চাকরি অনুদান, উপকরণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বেলায় সাধারণ শিক্ষার মতই তাদেরকে সুযোগ প্রদান করতে হবে।

৫. প্রাথমিক স্তর হতে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়ের কারিকুলাম সংশোধনের কাজ আগামী ১৯৭৯ সাল থেকেই শুরু করা প্রয়োজন। সেই আলোকে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক লিখনের কাজও শুরু করতে হবে, এই কাজ সমাপ্ত করার জন্য তিন বৎসরের অধিক কাল সময় ক্ষেপণ করা কোন মতেই উচিত হবে।

৬. মাধ্যমিক স্তর হতেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন। কেননা দেশকে বেকারত্বের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এটা এক কার্যকরী পদক্ষেপ। উচ্চ শিক্ষাকে বেকারত্বের হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় প্রয়োজনকে সামনে রেখে বিবিন্ন বিভাগের পুনর্গঠন প্রযোজন। সুষ্ঠ পরিকল্পনার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষায় ছাত্র ভর্তি এমনভাবে করতে হবে যাতে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে বের হওয়ার পর একজন যুবককেও বেকারত্বের শিকার না হতে হয়। শিক্ষাকে অবশ্যই উৎপাদন ও কর্মমুখী করার কার্যকরী ব্যবস্থা এখন থেকেই গ্রহণ করতে হবে।

৭. মিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। বিশেষ করে এ ব্যাপারে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার পুস্তকের যে অভাব রয়েছে তা' জরুরি ভিত্তিতে পুরণ করার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইসলামের মৌলিক বিধি বিধান শিক্ষার জন্য একটি বিষয় সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্য পাঠ্য হিসাবে চালু করতে হবে। পাঠ্যসূচি এমনভাবে প্রণয়ক করতে হবে যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কুরআনের ভাষার সাথে এতটা পরিচয় হয় যে কুরআনকে সরাসরি পাঠ করে অন্তরত তার সরলার্থ উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

৯. উপর্যুক্ত সুপারিশগুলো কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কমিটি গঠন করে তাদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। কমিটি সমকালীন মুসলিম বিশ্বে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন সম্মেলনের বিশেষ করে ১৯৭৭ সালে মক্কা মোয়াজ্জমায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের গৃহীত সুপারিশগুলোর আলোকে তাদের পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সহযোগিতা নিতে পারে।

১০. বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির আমুল পরিবর্তন করতে হবে যাতে দুর্নীতি সমূলে

www.pathagar.com

উচ্চেদ হয়, অকৃতকার্যতার হার ক্রমশ হ্রাস পায়।

১১. গণমাদ্যমগুলিকে অবশ্যই ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারা প্রচার করতে হবে যাতে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর কাজে শিক্ষা ব্যবস্থার সহযোগিতা করতে পারে।

১২. শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। সঠিকভাবে ইসলামী আদর্শের অনুকূলে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের জন্য আদর্শিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক মর্যাদা ও অন্যান্য বিসয়াদিসহ্ মিক্ষকতার পেশাকে এতটা আকর্ষণীয় করতে হবে যাতে শিক্ষিতদের সবচেয়ে মেধাবী অংশ শিক্ষকতাকে আনন্দের সহিত একটা মহৎ পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন।

১৩. শিক্ষা ব্যবস্থার অর্থ যোগান দেওয়ার জন্য জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগ বরাদ্ধ করতে হবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

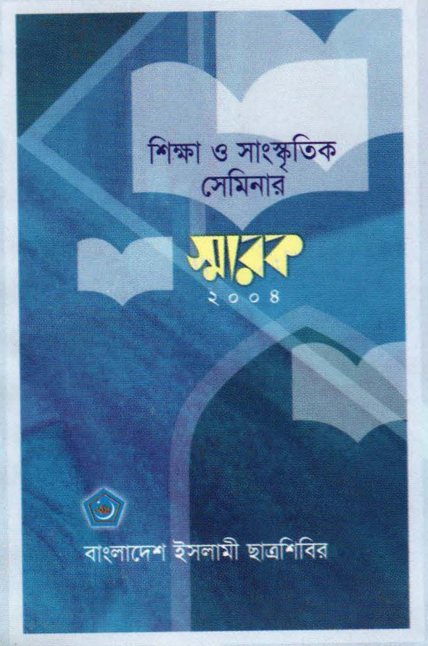

এ্যালবাম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

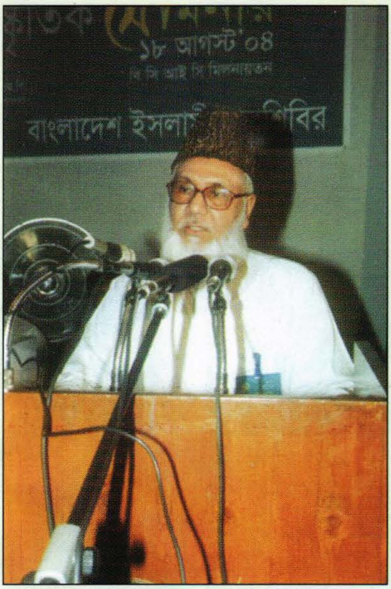

সাংস্কৃতিক সেমিনার '০৪ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী এম.পি.

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার '০৪ এ স্বাগত বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

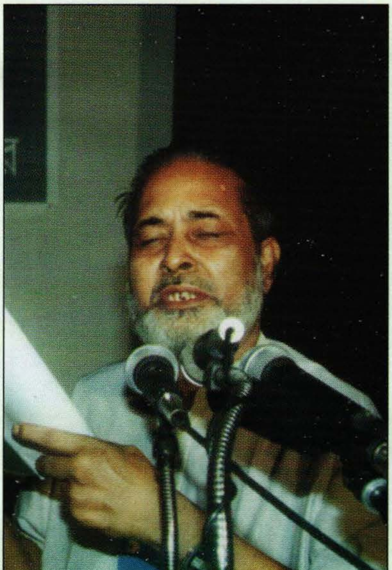

সাংস্কৃতিক সেমিনার '০৪ প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন বিশিষ্ট কলামিষ্ট সালেহ উদ্দীন আহমদ জহুরী

সাংস্কৃতিক সেমিনার '০৪ প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ

www.pathagar.com

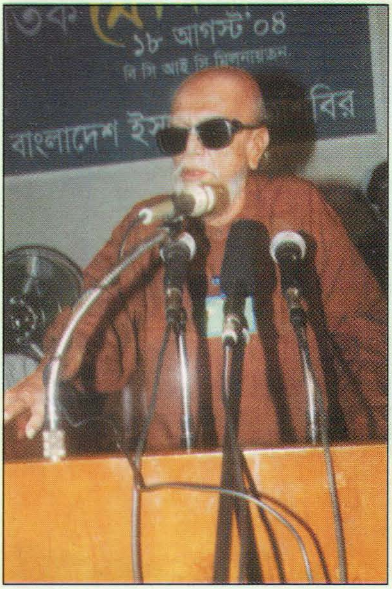

সাংস্কৃতিক সেমিনার '০৪ সভাপতির বক্তব্য রাখছেন কবি আল মাহমুদ

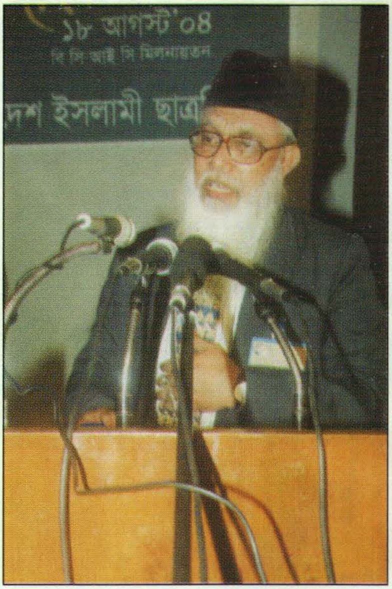

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আব্দুর রউফ

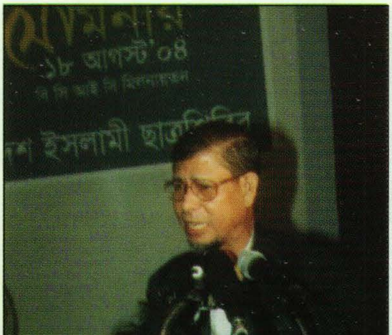

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক সচিব শাহ আব্দুল হান্নান

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

www.pathagar.com

বক্তব্য রাখছেন শাহজাহান চৌধুরী এম. পি.

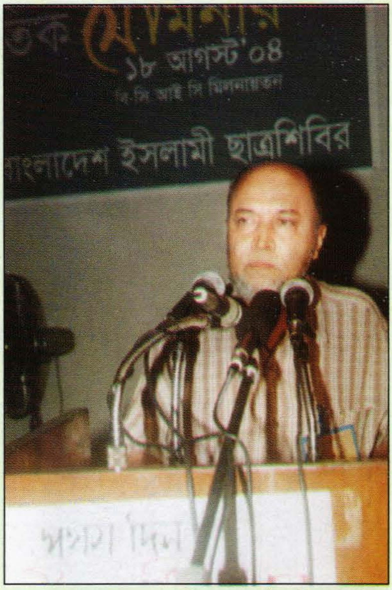

বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান

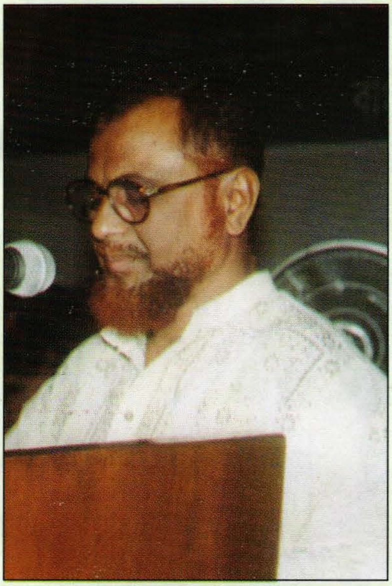

বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল এ. টি. এম. আজহারুল ইসলাম

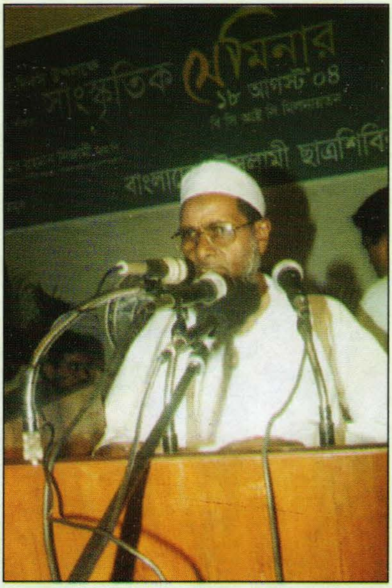

বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট গবেষক আব্দুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম বুলবুল

বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মজিবুর রহমান মঞ্জু

বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানসুর

বক্তব্য রাখছেন অভিনেতা আবুল কাশেম মিঠুন

www.pathagar.com

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার '০৪ পরিচালনা করেন সেক্রেটারী জেনারেল শফিকুল ইসলাম মাসুদ

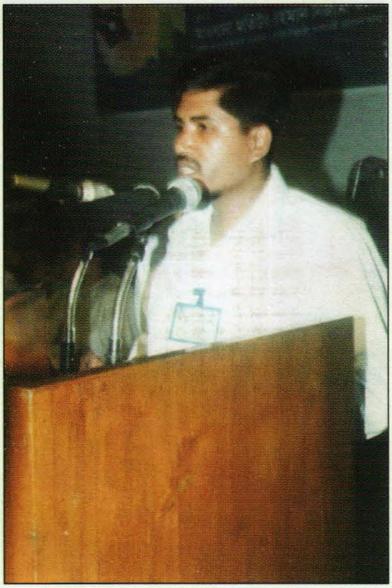

বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় দাওয়াতী কার্যক্রম সম্পাদক জাহিদুর রহমান

সাংস্কৃতিক সেমিনার '০৪ এর দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিসহ আলোচকবৃন্দ

www.pathagar.com

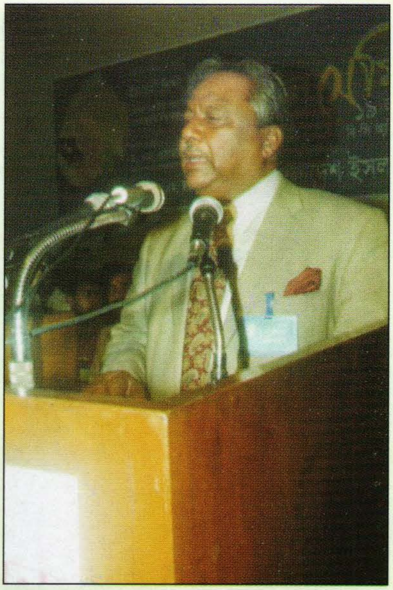

শিক্ষা সেমিনার '০৪ এ বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক

শিক্ষা সেমিনার '০৪ এ সভাপতির বক্তব্য রাখছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এম. ইউসুফ আলী

শিক্ষা সেমিনার '০৪ এর প্রবন্ধ পাঠ করছেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লা

শিক্ষা সেমিনার '০৪ এর প্রবন্ধ পাঠ করছেন অধ্যাপক আবু জাফর

www.pathagar.com

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান

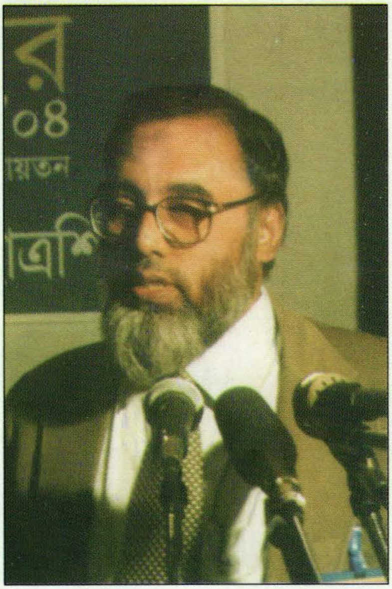

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর ড. এম, উমার আলী

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মীর কাশেম আলী

বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এম. পি.

www.pathagar.com

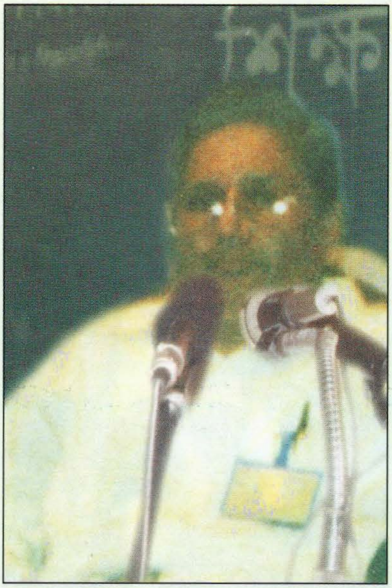

বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম

বক্তব্য রাখছেন দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদ

বক্তব্য রাখছেন তা'মিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা যায়নুল আবেদীন

বক্তব্য রাখছেন মওদুদী রিসার্চ একাডেমির পরিচালক আবদুস শহীদ নাসিম

www.pathagar.com

বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সম্পাদক মতিউর রহমান আকন্দ

আলোচনা রাখছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক জিল্লুর রহমান

শিক্ষা সেমিনার '০৪ এর মঞ্চে প্রধান অতিথিসহ আলোচকবৃন্দ

www.pathagar.com

সেমিনার '০৪ এর উপস্থিতির একাংশ

সেমিনারে পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কিছু অংশ

www.pathagar.com